

#হ্যাকারের লুকোচুরি

হ্যাকিং জগতের অন্যতম নাম মাফিয়া বয়। আর সেই মাফিয়া বয় হলো রাফি। পুরো নাম রাকিবুল ইসলাম রাফি। সে একজন হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার।

হ্যাকার তিন ধরনের হয়ে থাকে। ১. হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার ২. ব্লাক হ্যাট হ্যাকার ৩. গ্রে হ্যাট হ্যাকার। হোয়াইট যারা তারা শুধু ভাল কাজ করে। খারাপ হ্যাকিং বন্ধ করে। ব্লাক যারা তারা শুধু খারাপ কাজ করে। বিভিন্ন ব্যাংক লুট করে, কোম্পানির টাকা মেরে খায়, এই সব। আর যারা গ্রে তারা দুইটাই করে। তাহলে বোৱা যাচ্ছে রাফি আসলে ভাল হ্যাকার। আর ভালো মানুষো বটে। সে বিভিন্ন ভাবে সমাজে সাইবার সমস্যা নিয়ে কাজ করে। নিজ উদ্যোগে। অবৈধ কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করে। অনলাইনে কোনো সমস্যা হলে কেউ তার কাছে আসলে সে খুব দ্রুত কোন ফিস ছাড়াই ঠিক করে দেয়। মাঝে মাঝে পুলিশকেও সাহায্য করে গোপনে। এগুলো অবশ্য কেউ জানে না।

হ্যাকিং জগতে যারা আছে তারাই শুধু জানে মাফিয়া বয় কতটা ভয়ংকর। কতটা পারদর্শী। যেখানে মাফিয়া বয় যায় সেখানে কোনো হ্যাকার কিছু বলার সাহস পায় না। কারণ তারা জানে, তারা যাই করুক না কেনো মাফিয়া বয় সব খবরই রাখে, সবটাই জানতে পারবে।

কিন্তু রাফিকে কেউ চিনে না। সাধারণ একটা ছেলে। নম্ব ভদ্র একটা ছেলে। কেউ জানে না এই শান্ত ছেলেটাই ভার্চুয়াল জগতের ডন।

রাফির বাবা মা সারাক্ষণ বকাবকি করে, সারাক্ষণ ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকে তাই। কিন্তু ছেলে যে এদিকে দেশের ভাল করছে তা কেউ জানে না।

একবার ডিসি সাহেবের মেইল আইডি হ্যাক হয়। তখন সারা সাইবার ডিপার্টমেন্ট সেই আইডি উদ্ধার করতে পারে না। অনেক জল্লনা কল্লনা কিন্তু কিছুতেই সেই আইডি আর ব্যাক আনতে পারছে না। এদিকে আবার অনেক গোপন তথ্য আছে আইডিটাতে।

তখন এক ডিবি এসে বলে স্যার একটা ছেলে আছে হ্যাকার। ওকে দিয়ে একবার চেষ্টা করাবো? ডিসি- কি বলেন, আমার এত বড় বড় সাইবার ডিপার্টমেন্টের লোক তারা কিছু করতে পারলো না, ও আর কি করবে।

ডিবি- অনেক তো চেষ্টা করা হলো। একবার নাহয় শেষ চেষ্টা।

ডিসি- আচ্ছা ডাকেন আগে, দেখি ছেলেটাকে।

ডিবি রাফিকে ফোন দিল ডিসি অফিসে আসার জন্য। রাফি সাথে সাথে নিজের ল্যাপটপ নিয়ে চলে গেলো ডিসি অফিসে।

ডিসি- তোমার নাম কি?

রাফি- মাফিয়া বয়।

ডিসি- মানে কি? এটা কারো নাম হলো নাকি? ভাল নাম বলো।

রাফি- আমাকে আপনারা যে কাজের জন্য ডাকেন, সেখানে আমার ভাল নাম দিয়ে কোন কাজ নেই, এই নামটাই দরকার।

ডিসি- কথা তো ভালই বড় বড় করো। দেখা যাক কাজ কি করো।

রাফি ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করে টেবিলের উপর রাখলো। ডিবি কে জিজেস করলো এখন বলেন কি সমস্যা।

ডিবি- ডিসি স্যারের মেইল হ্যাক হয়েছে। ব্যাক আনা যাচ্ছে না।

রাফি- আচ্ছা বুঝছি আর বলতে হবে না। ইমেল আইডিটা বলেন।

ডিবি ইমেল আইডিটা বললো।

রাফি- আপনারা কেন যে পাসওয়ার্ড গুলো এত সহজ করে রাখেন। নিজের বউরের নাম পাসওয়ার্ড রাখার কি দরকার। এই নেন আপনার ইমেল আইডি।

ডিসি- অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

ডিবি- দেখছেন বলছিলাম না স্যার এই ছেলেই পারবে।

ডিসি- তুমি এত তারাতারি কি করে করলে।

রাফি- ওগুলো বললেও বুঝবেন না আপনি। তার থেকে আপনার ইমেল পাসওয়ার্ড টা চেঙ্গ করেন।

একটু কঠিন কিছু দেন। বউয়ের নাম রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

ব্যাগ গুছিয়ে বাহরে গেল রাফি সাথে আছে ডিবি।

রাফি- স্যারের বউয়ের নাম কি রেহেনা?

ডিবি- নাতো, কেনো?

রাফি- উনার মেয়ের নাম কি?

ডিবি- আরে উনার তো মেয়েই নেই।

রাফি- ওহ তাহলে বুঝছি। যাই ভাল থাকবেন। দরকার হলে ফোন দিবেন।

বলে রাফি বের হয়ে গেলো।

বাসায় যেতেই বারার বকুনি শুরু। একটি মাত্র ছেলে কিন্তু বকুনির বেলায় কমতি নাই।

এদিকে গভর্নেন্ট ডিফেন্স সার্ভার থেকে কিছু ক্লাসিফাইড ডাটা কেউ একজন একটা আনন্দেন সার্ভারে সরিয়ে ফেলে। ডাটাগুলো এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এই কয়েকটা ফাইলই দেশের ডিফেন্স সিস্টেম এমনকি সরকারেরও পতন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ এই ডাটাগুলো আরো সুরক্ষিত করতে সেগুলোকে মিলিটারী প্রেড ইনক্রিপশন করে রাখা হয়েছিলো যা ডিক্রিপ্ট না করা পর্যন্ত ডাউনলোড বা কপি করা যাবে না। আর এই এনক্রিপশনকে আনতাথোরাইজড ডিক্রিপ্ট করতে মিনিমাম ৩ ঘন্টা সময় লাগবে। সাইবার ডিভিশন টপ প্রায়োরিটি দিয়ে সেই আনন্দেন সার্ভার ট্রাক করার চেষ্টা করছে যেন অক্ষত অঅবস্থায় সেই ফাইলগুলো ফেরত আনা যায়। ইতিমধ্যে ২.৩০ ঘন্টা পেরিয়ে যায় অথচো হ্যাকার বা সেই সার্ভারের কোন হাদিস মেলাতে পারে না। হঠাৎ করে সাইবার ডিভিশনের লীড হারিয়ে গেল অর্থাৎ হয় আনন্দেন সার্ভারটিকে অফলাইন করে দেয়া হয়েছে অথবা সার্ভারটিকে ডাউন করে দেয়া হয়েছে। এমন অপূরণীয় ক্ষতির কারনে যখন সাইবার ডিভিশনের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিলো ঠিক তখন সাইবার ডিভিশনের কাছে একটা মেইল এলো। একটা আইপি এন্ড্রেস, আর তার নীচে লেখা

Knight of My country,

Mafia Boy.

এক্সেস করে দেখা যায় সেই ইনক্রিপ্টেড ডাটাগুলো। সাইবার ডিভিশন ধারনা করলো মাফিয়া বয় নামের কোন দেশপ্রিমিক দেশের প্রতিরক্ষাকে ভেঙ্গে পড়তে দেয় নি। কিন্তু কে এই মাফিয়া বয়! পুরো সাইবার ডিভিশন যেখানে ব্যর্থ সেখানে মাফিয়া বয় কিভাবে কাজটা করে ফেললো! এমন হাজারো

প্রশ্ন নিয়ে শুরু হলো সাইবার ডিভিশনের নতুন মিশন "কে এই মাফিয়া বয়?"

তারপর ডিফেন্স মিনিস্ট্রি মাফিয়া বয় কে খুজতে থাকে। তখন ডিসি, ডিবিকে দিয়ে খোজ লাগায়।

বৃহস্পতিবার

রাত ৯ টা,

ডিবি- রাফি তুমি কাল ফ্রি আছো?

রাফি- কাল তো শুক্রবার, কেনো কোনো ইমার্জেন্সি কেস নাকি?

ডিবি- জানি না। স্যার তোমাকে তার বাংলাতে ডেকেছেন ঠিক সকাল ১০ টায়।

রাফি- তাহলে তো মনে হয় বেশ জটিল কেস।

ডিবি- তা জানি না, কিন্তু আমাকেও যেতে নিষেধ করেছেন তোমার সাথে। তোমাকে একাই যেতে হবে। আমাকে শুধু তোমাকে ফোন করে জানিয়ে দিতে বললো। তাই ফোন দিয়ে জানিয়ে দিলাম।

রাফি- কি যে বলে আল্লাই জানে। আচ্ছা ভাই আমি পৌছে যাবো।

ফোন রেখে রাফি ভাবছে কি এমন হতে পারে। শহরে কি নতুন কোন সাইবার ক্রাইমের উপদ্রব বেড়েছে নাকি। চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে গেলো।

সকাল ৯ টায় এলার্ম বাজলো

মন্তব্য দিবেন নাহলে সামনে আগবো না। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।

পর্ব- ১

লেখা- শারিক্স ধ্রুব

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

পর্ব- ২

রাফি তারাহুরা করে রেডি হয়ে নাস্তা না করেই ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে গেলো। পিছন থেকে বাবা বকছে। সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। সে সোজা ডিসির বাংলোয় চলে গেলো। গেটে এক ভুড়িয়াল দাঢ়োয়ান দাঢ়ানো।

দাঢ়োয়ান- কোথায় যাচ্ছেন?

রাফি- বাস স্ট্যান্ড যাবো।

দাঢ়োয়ান- ফাজলামো হচ্ছে?

দূর থেকে ডিসি সাহেব হাত দিয়ে ইশারা দিলেন রাফিকে ছেড়ে দেয়ার জন্য।

বিশাল বাংলো। ডিসি সাহেব একাই থাকে। পরিবার থাকে তাকাতে। বাগানের ভিতর একটু ফাকা জায়গা, সেখানে চেয়ার টেবিল পাতানো।

রাফি সালাম দিয়ে বিসে ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করতে যাবে ঠিক তখনি ডিসি সাহেব থামিয়ে দিল।

ডিসি- আজ ওটা আর বের করতে হবে না।

রাফি একটু অবাক হয়ে ব্যাগ থেকে হাত বের করতে করতে বললো

রাফি- তাহলে স্যার আমাকে কি জন্য ডেকেছেন?

ডিসি- দেখো রাফি, প্রথমদিনই তোমার কাজের পারদর্শীতাই দেখে আমি মুঢ়। ডিবি অফিসার মাসুদের মুখে শুনলাম তুমিই নাকি হোয়াইট হ্যাট মাফিয়া বয়, আমি কি সেই মাফিয়া বয়ের সাথে কথা বলছি যাকে সবাই সাইবার জগতের মাফিয়া বলে চেনে?

রাফি - স্যার, আমি জানি না মাসুদ ভাই আপনাকে আমার সম্পর্কে কি বলেছে তবে সাইবার জগতের সবাই আমাকে মাফিয়া বয় হিসেবেই জানে এবং সত্যিকারের জীবনে আপনি আর মাসুদ ভাই ছাড়া আর কেউ জানে না যে আমিই মাফিয়া বয়।

ডিসি সাহেব একটা ফর্ম বের করে রাফির সামনে দিল। রাফি বললো স্যার এটা কিসের ফর্ম?

ডিসি - NSA (National Security Agency) তোমার তোমার মত যোগ্য ও পারদর্শী দেশপ্রেমিক হোয়াইট হ্যাট এর খোজ করছে এবং তোমার কাজ NSA এর নজরে এসেছে। তোমার সামনে যে ফর্মটা দেখতে পাচ্ছো এটা তোমার জন্য একটা সুযোগ। এতদিন তুমি নিজের তাগীদে দেশের সেবা করেছো, যদি তুমি চাও তাহলে এই দেশের সাইবার টিম তোমার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে আরো সুরক্ষিত করতে পারবে।

রাফি ফর্মটা তুলে পড়া শুরু করলো। NSA এর সাইবার ডিভিশনের ফ্যায়ারওয়াল ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ ফর্ম।

ডিসি - ফর্মটা নিয়ে চিন্তা করো না। ওইটা শুধুমাত্র ফর্মালিটি। তোমার মূল Job description তোমাকে NSA Headquarters বুঝিয়ে দেবে।

তাই যদি তুমি দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাও তাহলে ফর্মটা পূরণ করে বাকি কাগজপত্র গুলো নিয়ে রবিবার আমার অফিসে চলে এসো।

রাফির সব কিছু কেমন যেন মাথার উপর দিয়ে চলে গেলো। সামান্য ইমেইল আইডি উদ্ধার করে দেয়ার জন্য NSA এর মত সংস্কার হয়ে কাজ করার সুযোগ!!!!!!

কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না রাফি। চেয়ার থেকে উঠে ডিসি স্যারকে সালাম দিয়ে গেটের দিকে যেতে গেল রাফি। ঠিক তখনি পিছন থেকে ডাক দিলেন ডিসি সাহেব।

ডিসি- রাফি, যদি তুমি সুযোগটা গ্রহন করো তাহলে তুমি এসব কারো সাথে শেয়ার করতে পারবে না। এমনকি তোমার বাবা মাঝের সাথেও না। বলবে ICT ডিভিশনে সফটওয়্যার ইন্জিনিয়ার হিসেবে ঢুকেছো। আর হ্যা, তুমি মাসুদকে(সেই ডিবি) চেনো কিভাবে?

রাফি- মাসুদ ভাই আমার ফ্রেন্ডের বড়ভাই। মাঝে তার একটা সাইবার ক্রাইম রিলেটেড কেস নিয়ে খুব বেশী ঝামেলা হচ্ছিলো। চায়ের কাপের আড়ডায় ব্যাপারটা সলভ করতে সাহায্য করেছিলাম।

তারপর থেকে সাইবার বিষয়ে কোনো কেস আসলে আমাকে মাসুদ ভাই ফোন দিত। কাজ আপনাদের সাইবার টিমি করতো। আমি একটু হেল্প করে দিতাম।

এইভাবে মাসুদ ভাই থেকে ডিবি মাসুদ ভাইয়ের সাথে পরিচয়।

ডিসি- দেশের জন্য তোমার কিছু করার ইচ্ছা আছে জেনেই তোমাকে এতকিছু বলা। যাই হোক মাসুদের সাথেও এসব কিছু শেয়ার করার দরকার নেই। কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে আমার পার্সোনাল কাজে তোমাকে ডেকে ছিলাম।

রাফি- আচ্ছা স্যার, ধন্যবাদ স্যার সব কিছুর জন্য।

ডিসি- যাও। ভালোভাবে ভেবে দেখো, রবিবার তোমার পজেটিভ উত্তরের অপেক্ষায় থাকবো।

রাফি চলে গেল। যাওয়ার সময় গেট থেকে বের হওয়ার সময় দাঢ়োয়ান উনাকে সেলুট দিল। তখন রাফি কপাল থেকে হাত নামিয়ে নিল। বললো

রাফি- চাচা আগে কিছু হয়ে নেই, তারপর সেলুট দিয়েন।

রাফি খুশি আর বিশ্বাস মনে চলে গেল। কিন্তু কষ্ট লাগতেছে কাউকে কিছু জানাতেও পারবে না। এমনকি বাবা মাকেও না। বাসায় তুকার সাথে সাথে বাবার ঝারি শুরু।

বাবা- সকাল সকাল না খেয়ে কোথায় মরতে গেছিলি এই বন্ধের দিনে। যাবি যা, খেয়ে যাওয়া যায় না?

রাফি বাবার কাছে ঘেয়ে বাবাকে হঠাতে জড়িয়ে ধরলো। আর বললো বাবা তুমি অনেক ভাল।

বাবা- কিরে কি সব বলছিস। টাকা লাগবে? নাকি বাইরে কোনো কান্দ করে আসছিস।

রাফি- কিছুই না বাবা। মা কই? আমাকে নাস্তা দিতে বলো। আমি আসছি ফ্রেস হয়ে।

রাফি উপরে নিজের রুমে চলে গেলো।

খাবার টেবিলে,

রাফি- বাবা, মা এদিকে একটু আসো।

বাবা- কি হইছে?

রাফি- আমার একটা সরকারি চাকরি হতে পারে, আমার জন্য দোয়া কইরো।

বাবা- (কিছুক্ষন চুপ থেকে) কি বলিস। কোথায়?

মা শুনেই আল্লাহ এর কাছে দোয়া প্রার্থনা করা শুরু করলেন।

রাফি- ICT ডিভিশনে সফটওয়্যার ইন্জিনিয়ার হিসেবে।

বাবা- যাক তোর একটা ব্যবস্থা হলো তাহলে। এখন একটু শান্তি। বাকি রইলো তোর বিয়ে। তাহলে একদম শান্তিতে থাকতে পারবো। কি বলো রাফির মা।

রাফি- ধূর গাছে কাঠাল, গোফে তেল। আগে হোক তারপর সব দেখা যাবে।

রাফি একটু লজ্জা পেয়ে উপরে উঠে গেল নিজের ঘরে।

নিজের আইডিতে ঢুকলো। ঢুকেই একটা নিউজ দেখে রাফির চোখ কপালে উঠলো। ডিফেন্স মিনিস্ট্রির সাইবার ডিভিশনে মাফিয়া বয়! রাফি তো দেখে আবাক। সে আগে কোনদিন ডিফেন্স মিনিস্ট্রির হয়ে কোন কাজ করেনি। তাহলে তার নামে আইপি দিয়ে কে এই কাজ করলো।

রাফি অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু একটা কোডের মেসেজ ছাড়া কিছুই পেলো না। মেসেজটি ছিলো

#I_will_find_you_Mafia_boy

#Mafia_girl

রাফির কপালের ভাঁজটা আরো লম্বা হয়ে গেলো। সকাল সকাল ডিসি স্যারের অফার আবার এখন সাইবার ডিভিশনে মাফিয়া বয় সেজে মাফিয়া গার্লের এতবড় কান্ড!!!! রাফি কিছুক্ষণ হ্যাং হওয়া কম্পিউটারের মত বসে থাকলো।

সকালে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলো তাই ভাবতে ভাবতে আবার আংগুলগুলো চালালো কীবোর্ডের উপর, রাফি বসে গেলো রিসার্চ করতে। একে তো মেজাজ খারাপ যে কেউ একজন তার নাম নিয়ে নিলো। নাহ, এই মাফিয়া গার্ল সম্পর্কে জানতেই হবে, এতবড় একটা কাজের ক্রেডিট কেন মাফিয়া বয় কে দিয়ে দিলো?

রিসার্চ দেখে কিছুটা বিস্মিত হলো রাফি। খুব বেশী পুরাতন নয় এই মাফিয়া গার্ল কিন্তু এরই মধ্যে মায়ানমারের প্রায় ৩০০ সাইট এবং ইন্ডিয়ার প্রায় ১০০ সাইট হ্যাক করে ফেলেছে এই মাফিয়া গার্ল। আর প্রতিটা হ্যাকিং এই সে একটাই কোডেড মেসেজ দিয়ে গেছে

#I_will_find_you

#Mafia_Girl

রাফি আগেই দেখেছিলো এই মায়ানমার এবং ভারতের সাইট হ্যাকিং এর কথা কিন্তু অতটা গুরুত্ব দেয় নি কারন ভেবেছিলো হয়তো কোন দেশপ্রেমিক হোয়াইট হ্যাট গ্রুপ এই কাজ করেছে। রাফির কাছে কয়েকজন ম্যাসেজও দিয়েছিলো এই হ্যাকারকে খুজে বের করতে কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে আর সময় করে উঠতে পারেনি তখন রাফি।

কে এই মাফিয়া গার্ল, মাফিয়া বয় এর ফ্যান! নাকি কোন সত্যিকারের মাফিয়া!

বেশি মাথা খাটাতে চাইলো না রাফি। কাগজ পত্র সংগ্রহ করতে ব্যাস্ত হয়ে গেলো। কিন্তু মাফিয়া গার্ল মাথায় জেকে বসলো রাফির।

রবিবার,

ডিসি অফিসে সকাল সকাল পৌছে গেলো রাফি।

ডিসি র এসিস্টেন্টের কাছে এপয়েন্টমেন্ট চাইলো। এসিস্টেন্ট তেমন গুরুত্বই দিলো না।

কয়েকবার বলার পরেও যখন এসিস্টেন্ট কোন রেসপন্স করছিলো না তখন রাফি বললো আপনি দয়া করে স্যারকে বলুন রাফি এসেছে।

রাফি নামটা শোনার পর এসিস্টেন্ট একপ্রকার ভূত দেখার মত লাফিয়ে উঠলো।

এসিস্টেন্ট - আপনি রাফি?

রাফি - জী আমিই রাফি।

এসিস্টেন্ট - আপনার এপয়েন্টমেন্ট নেওয়াই আছে, একটু অপেক্ষা করুন।

এই বলে ডিসির অফিসের ভেতর চলে যায় এসিস্টেন্ট। ২০ সেকেন্ড পরই বের হয়ে রাফিকে ভেতরে ডাক দিলো।

রাফি ভেতরে উকি দিয়ে,

রাফি- স্যার আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন?

ডিসি- আরে রাফি যে। আসো আসো।

রাফি পাশের সোফায় গিয়ে বসলো

রাফি খেয়াল করলো ডিসি তার এসিস্টেন্টকে কিছু বলে বাইরে পাঠিয়ে দিলো।

ডিসি - তারপর রাফি, সামনে এসে বসো।

রাফি উঠে গিয়ে সামনে বসলো।

ডিসি - কি সিদ্ধান্ত নিলে রাফি? সুযোগটা নিতে চাও তুমি?

রাফি- অবশ্যই নিতে চাই। দেশের হয়ে কিছু একটা করার আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যপার।

ডিসি - আমি জানতাম তুমি আগ্রহী হবে। সম্প্রতি তোমার কাজে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে শুরু করে সাইবার ডিভিশনের সবাই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তুমি তোমার রিয়েল লাইফ আইডেন্টিটি এমনভাবে হাইড করে রেখেছো যে যদি মাসুদ বা আমি তোমাকে না চিনতাম তাহলে হয়তো খুজলেই পেতাম না।

রাফির কপালটা আবার কুচকে গেলো, ডিফেন্স মিনিস্ট্রি ! সাইবার ডিভিশন!

রাফির বুঝতে বাকী রইলো না যে মাফিয়া গার্ল এর করা কাজের ক্রেডিটে আজ NSA তাকে এতবড় সুযোগ দিলো! প্রচল্ন আত্মসম্মানে লাগলো রাফির। মাফিয়া গার্লের কাজের সুবাদে আজ রাফি এই সুযোগ পেলো!? কিন্তু রাফি ত নিজেও মন প্রান দিয়ে দেশের জন্য কিছু করতে চায়। নাহ, এর শেষ দেখতেই হবে (মনে মনে বললো রাফি)

রাফি। | রাফি?????

ডিসি স্যারের ডাকে ঘোর কাটলো রাফির।

দেখি ফর্ম আর কাগজপত্রগুলো দাও।

কপালের ভাজ বজায় রেখে কাগজপত্রগুলো এগিয়ে দিলো রাফি।

ডিসি- (কিছুক্ষন কাগজগুলো দেখলো) হা সব ঠিক আছে। তোমার ট্রেইনিং হয়তো মাস খানেকের ভিতর শুরু হয়ে যাবে। তোমার জব ডিস্ক্রিপশন তুমি NSA Headquarter থেকে জোনতে পারবে।

তাই ততদিন তোমার চাকরীর পরিচয় কেউ যেনো না জানিতে পারে সেই ভাবেই থাকবে।

তোমাকে সব রকম ট্রেইনিং ই দেয়া হবে। হয়তো তোমাকে আন্দারকভার এজেন্ট হয়ে কাজ করতে হবে। বিস্তারিত তোমাকে ট্রেনিং এর আগেই জানিয়ে দেয়া হবে, আমি আগে থেকে একটু হিন্ট দিয়ে রাখলাম।

রাফি- আচ্ছা স্যার, আপনার মাথা নিচু হতে দিব না। দোয়া করবেন।

রাফি অফিস থেকে বের হয়ে গেল বন্ধুদের কাছে। তাদের আজ পেটচুক্তি খাওয়াবে। চাকরি পাওয়ার সুবাদে।

বাসায় খুব আদর যত্ন চলছে তার। কিন্তু মাফিয়া গার্ল রাফির মাথায় চেপে বসে আছে। এতবড় একটা ঘটনা ঘটলো অথচো রাফি জানতেও পারলো না! এতটা এক্সপার্ট এই মাফিয়া গার্ল! পুরো সৌরমণ্ডল নিয়ে মনে হয় বিজ্ঞানীরা এতটা টেনশন করে নি যতটা রাফি এখন মাফিয়া গার্ল নিয়ে চিন্তিত।

৩ দিন পর,

ম্যাসেজ আসলো রাফির ফোনে। NSA থেকে। ২ দিন পর তার ট্রেনিং। সোজা। NSA এর হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

লেখা: @sharix dhrubo

চলবে???????

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

লেখা: sharix dhrubo

পর্ব-৩

সকাল ১০ টা

রাফি বসে আছে NSA এর হেডকোয়ার্টারের ওয়েটিং রুমে। সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আর ওর ল্যাপটপ। ছিমছাম একটা অফিস তবে মোটেই আর ১০ টা সরকারি অফিসের মত নয়।

একজন সুন্দরী ললনা এসিস্টেন্ট এসে দাঢ়ালো।

এসিস্টেন্ট - আপনি রাকিবুল ইসলাম?

রাফি - জী, আমি।

এসিস্টেন্ট - ফলো মি প্লিজ।

রাফি এসিস্টেন্টের সাথে সাথে চলতে শুরু করলো। অফিসের বেশ কিছু আঁকাবাঁকা করিডোর পেরিয়ে একটি দরজার সামনে থামলো সেই এসিস্টেন্ট। দরজাটি কোড দিয়ে লক করা। এসিস্টেন্ট পাসওয়ার্ড দিয়ে দরজাটি ওপেন করে রাফিকে ভেতরে যেতে বললো।

এসিস্টেন্ট - আপনি এখানে ওয়েট করুন। ডাইরেক্ট স্যার কিছুক্ষণের ভেতর আপনার সাথে কথা বলবেন।

ভেতরে টুকলো রাফি, বেশ বড়সড় একটা রুম, কিন্তু আসবাবপত্র বলতে শুধু একটা টেবিল এবং দুইটা চেয়ার। রাফির কেমন ঘেন লাগলো, কিছু বলার জন্য পেছনে ঘুরতেই দেখে এসিস্টেন্ট রুম থেকে বের হয়ে দরজা লাগিয়ে দিলো।

কিছুটা বিচলিত হলেও নিজেকে শান্ত রাখলো রাফি। দরজা সামনে রেখে চেয়ারে বসলো। রুমটা সাউন্ডপ্রুফ, সিলিং এ একটি ৩৬০° ক্যামেরা আর দুই দেয়ালে দুইটা সিসি ক্যামেরা বসানো। রুমের তিন দিকে দেয়াল থাকলেও একটা দিকে রিফ্লেক্টিং গ্লাস দেয়া। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে রাফি। রিফ্লেক্টিং গ্লাসে আংগুল দিয়ে পরিষ্কা করে। নাহ রিফ্লেকশনে রাফির আংগুল এবং আরিজিনাল রাফির আংগুলের মাঝে কোন গ্যাপ নেই অর্থাৎ শুধুমাত্র সিসিটিভিতে নয়, নিশ্চয়ই কেউ গ্লাসের পেছন থেকেও সরাসরি রাফির উপর নজর রাখছে!!!

রাফি বুঝতে পারলো এটা তার জন্য একটা এক্সাম হল হতে চলেছে। মনে মনে আল্লাহর নাম জপতে জপতে চুপচাপ আবার চেয়ারে বসে পড়লো রাফি। ১০ মিনিট হয়ে গেলো কিন্তু কেউ রুমে এলো না আর এদিকে রাফির প্রেশার হাই হতেই থাকলো।

হঠাৎ রাফি টের পেলো কেউ একজন দরজা খুলছেন। দুইজন লোক রুমে আসল। ইয়াং, স্যুটেড বুটেড। রুমে চুকেই তারা রুমটা ভালোভাবে একনজর বুলিয়ে দরজার দুইপাশে দাঢ়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটলো। চেহারার গান্ধীর্থ আর রাশভারী ভাবই বলে দিচ্ছে ইনিই হবেন দেশের এতবড় প্রতিষ্ঠানেন প্রধান।

রাফি দাঢ়িয়ে গেলো।

আপনি রাকিবুল ইসলাম? ভারী গলায় রাশভারী লোকটার চেয়ারে বসতে বসতে প্রশ্ন করে।

রাফি - জী আমিই রাকিবুল ইসলাম।

ডাইরেক্ট - আমার পরিচয়টা পরে দিচ্ছি। তার আগে এটা বলো তুমি নাকি নিজেকে মাফিয়া বয় দাবী করো, The Mafia Boy! ?

রাফি - স্যার ওটা আমার সাইবার নেম। মাফিয়া বয় নামে সাইবার জগতের সবাই আমাকে চেনে। তবে বাস্তব জীবনে মাফিয়া বয়কে কেউ চেনে না।

ডাইরেক্ট - I see. তোমার বয়সের সাথে তোমার সুনামটা একটু বেশীই অসামঞ্জস্যপূর্ণ, যাইহোক বলে রাফির সামনে একটা ফাইল রাখলো।) ফাইলটা পড়ো।

রাফি ফাইলটা তুলে নিয়ে খুলে দেখা শুরু করলো। একটি ওয়েবসাইটের নাম, কিছু ইমেইল আইডি। সাথে কিছু মানুষের ডিটেইলস।

ডাইরেক্টর- এটা একটি জঙ্গীবাদী সংগঠনের ওয়েবসাইট যার মাধ্যমে তারা দেশের যুব সমাজের কাছে ভুল তথ্য প্রচার করছে। আমাদের কাছে কিছু ইমেইল আইডি ও রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে তারা দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীদের হুমকি প্রদান করেছে। আর সাথে কিছু সন্তান্য জঙ্গিদের ডিটেইলস। আমি চাই তুমি সিঙ্ক্রেটলী এই ওয়েবসাইটটি হ্যাক করো এবং এর মূল হোতাদের খুজে বের করো। পাশাপাশি ইমেইল আইডিগুলোর ডিটেলস আমার চাই। তোমাকে সব ধরনের রিসোর্স দেয়া হবে। তোমার হাতে ৬ ঘন্টা সময়। দেখি মাফিয়া বয় তার রেপুটেশন ধরে রাখতে পারে কিনা।

রাফি কিছুটা চিন্তায় পড়ে গেলো। তবে এই রুমের পরিবেশ দেখে এমন চ্যালেঞ্জের অপেক্ষাই করছিলো রাফি।

রাফি - দেশের জন্য কিছু করতে পারলে আমিও নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করবো।

ডাইরেক্টর - Okay then, your clock is already ticking. Now you have less than 6 hours. (বলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং বাকী দুইজনকে দেখিয়ে) এরা তোমার প্রয়োজনীয় রিসোর্স তোমাকে সর্বরাহ করবে। You name it, they will bring it. ৬ ঘন্টা পর দেখা হচ্ছে। (বলে হুমহাম করতে করতে রুম থেকে বের হয়ে গেলো)

ডাইরেক্টরে সাথেই উঠে দাঢ়ালো রাফি। হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিলো ডাইরেক্টরের দিকে কিন্তু সেদিকে খেয়াল না করেই চলে যায়।

নিজের ঘড়ির টাইমারে সময় সেট করে নিলো রাফি, ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট। রাফি জানে না কেমন ফায়ারওয়্যাল বা কোন লেভেলের সিকিউরিটি প্রোটোকল দেয়া থাকতে পারে ওয়েবসাইটটিতে কিন্তু তারপরও সে নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানায় ৬ ঘন্টার অপারেশন ২.৩০ ঘন্টায় সফল করতে হবে। ব্যাগ থেকে ল্যাপটপটা বের করলো রাফি। মনে মনে মাফিয়া গার্নের উপর রাগের বৃষ্টি ঝরাতে ঝরাতে অফিসারদের বললো আমার ফার্টেন্ট ল্যান কানেকশন চাই সাথে ডাটা সার্ভার একসেসও।

একজন রুম থেকে বেরিয়ে গেলো, অন্যজন টেবিলের পাশের দেয়াল থেকে একটা ল্যান কানেকশন টেনে রাফির হাতে দিলো।

রাফি নিজের কাজ নিজের মত গুছিয়ে নিতে পচ্ছন্দ করে, তাই সে তার ব্যবহার করা নেটওয়ার্ককে মডিফাই করে মাল্টিপল একসেস নেটওয়ার্ক বানিয়ে নিলো অর্থাৎ রাফি এই একটা কানেকশন এবং সার্ভার একসেস দিয়ে একই সাথে ৭ টা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারবে এবং প্রতি ৩ সেকেন্ড অন্তর রাফির আইপি এন্ড্রেস জাম্প করতে করতে মোটামুটি সারা পৃথিবী ভ্রমন করে ফেলবে যাতে কেউ যদি বুঝতেও পারে যে ওয়েবসাইট হ্যাক হচ্ছে তবুও যেন মাফিয়া বয় কে ট্রেস করতে না পারে।

পর্যবেক্ষক ১- কিরে? কি মনে হয়? এই পুঁচকে ছেলে কি পারবে? ডাইরেক্ট স্যারও বেছে বেছে সবচেয়ে ট্রেন্ডিং আর টাফ কেসটা দিলো ছেলেটাকে।

পর্যবেক্ষক ২- যদি এই ছেলেটাই সত্যিকারের মাফিয়া বয় হয়ে থাকে তাহলে এই কেস ওর কাছে দুধভাত।

পর্যবেক্ষক ১- তাহলে হয়ে যাক বাজী। ১০০০ টাকা। এই ছেলে পারবে না। আমাদের সাইবার ডিভিশনের সকল টিম প্রায় সপ্তাহখানেক লেগে আছে এই কেসটাতে যার প্রোগ্রেস ০ এর আশেপাশেই হবে। আর একটা ছেলে একটা ল্যাপটপ দিয়ে ৬ ঘন্টায় হ্যাক করবে ওই ওয়েবসাইট। impossible.

পর্যবেক্ষক ২- (ছেলেটার কীবোর্ডের ক্ষীপ্ততা দেখে একটা সুপ্ত বিশ্বাস জন্মালো। সাবলীলভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তার ১০ আংগুল ওই কীবোর্ড) যাহ বাজী। যদি কেউ পারে তো এই ছেলেই পারবে।

এসি রুমে বসে কীবোর্ডের উপর ঝড় তুলেছে রাফি। একের পর এক সিকিউরিটি এনক্রিপশন টপকে চলেছে ওয়েবসাইটটির। চেষ্টা করছে যেন ওয়েবসাইট ডেভলপার বা সিকিউরিটি ইন্জিনিয়ারদের এলাট না করে কাজটি সেরে ফেলতে।

৩০ মিনিট পার হয়ে গেছে, এসি রুমে বসেও কপালে কয়েকফোটা ঘাম জমিয়ে ফেলেছে রাফি। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশীই উত্তেজিত রাফি। দেশের জন্য কিছু করার সুযোগ পেয়েছে আজ সে, তাও আবার দেশের সবচেয়ে বড় ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি এজেন্সি হয়ে। উত্তেজনায় কাঁপছে রাফি। নাহ, হচ্ছে না। তাঁলগাছের আড়াইহাত বলে যে প্রবাদবাক্য আছে তার প্র্যাকটিস একজাম্পল এখন রাফির চোখের সামনে। কোনভাবেই শেষ ফায়ারওয়্যালটা টপকাতে পারছে না রাফি। কিছুক্ষণের জন্য থামলো রাফি। চোখটা বন্ধ করে ভাবলো, মাফিয়া গার্ল যদি ২.৩০ ঘন্টার ভেতর আনন্দে সার্ভার খুজে বের করে ক্লাসিফাইড ইনফরমেশন ফেরত আনতে পারে তাহলে মাফিয়া বয় কেন পারবে না এই সামান্য ওয়েবসাইট হ্যাক করতে। আবারো কীবোর্ডের উপর হাত রাখলো রাফি। মাফিয়া বয় এর রেপুটেশন নয় বরং দেশের জন্য হলেও এই মিশন রাফিকে সাকসেসফুল করতেই হবে। আবারও ঝড় উঠলো কীবোর্ড। নাহ আর কোন বাধাই মানবে না রাফি। জটিল বাইনারি এনক্রিপশন ক্রাক করে শেষ ফায়ারওয়্যালটাও টপকে যায় রাফি। সামনে চলে আসে ডেভলপার, এডমিন, অর্থের সহ ওয়েবসাইটের সাথে সম্পৃক্ত সকলের আইপি এড্রেস ও একসেস কোড। লম্বা একটা স্বস্তির শ্বাস নেয় রাফি। স্টপওয়্যাচের দিকে তাকিয়ে দেখে ৪৯ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড। বাহ, নিজের টাইমিং দেখে নিজেই ইমপ্রেস হলো রাফি। সব ডেটা ডাউনলোড করা শুরু করলো রাফি, আর অফিসারদের বললো যেন ডাইরেক্টর স্যারকে খবর দেয়া হয়, কাজ হয়ে গেছে। অফিসারদের বডি ল্যাংগুয়েজ বলে না যে তারা অবাক হয়েছে কিন্তু তাদের চোখগুলো ছিলো দেখার মত।

অফিসার ১- Job done! You must be joking.

রাফি মুচকী হেসে নিজের ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে দিলো অফিসারদের দিকে। দুইজনই খানিকটা ঝুকে পড়ে কিছুক্ষন তাকিয়ে দেখলো কম্পিউটারের মনিটর। ঝোকা অবস্থায় চোখাচোখি হলো রাফির সাথে। রাফি বুঝতে পারলো দুইজনের চেথেই রাজ্যের বিশ্বয়। একজন অফিসার ছুটে বাইরে চলে গেল। অন্যজন কপাল কুচকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো তার নিজের জায়গায়।

অন্যদিকে ডাইরেক্টরের অফিসরুমে

অফিসার ১- Sir that kid has done it!! (বিশ্বয় আর উত্তেজনা নিয়ে বললো)

ডাইরেক্টর - What! Impossible! (রাজ্যের বিশ্বয় কপালে গুজে জবাব দিলেন) এখনো ১ ঘন্টা ও হয় নি (হাতঘড়ির দিকে তাঁকিয়ে) | Are you sure officer?

অফিসার ১- Absolutely, sir.

Director - lets check that out, shall we? (চেয়ার থেকে উঠে স্যুটের বোতাম লাগাতে লাগাতে বললেন) একপ্রকার ছুটতে ছুটতে রুমে ঢুকলেন ডাইরেক্টর, ততক্ষণে রাফি প্রায় শেষ করে ফেলেছে ইমেইল আইডিগুলোর এক্সেস এর কাজ। ডাইরেক্টর টেবিলের উপর দুই হাতে ঝুকে বলে ওঠে ডাইরেক্টর - Show me. (এক্সাইটমেন্ট নিয়ে)

রাফি আবারো ল্যাপটপটি ঘুরিয়ে দেয় ডাইরেক্টরের দিকে। কিছুক্ষন ঘেঁটেঘুটে চোখ চকচক করে উঠলো ডাইরেক্টর। টেবিলের উপর দুইহাত চাপড়ে সজোরে বলে উঠলেন YES, Yes, yes ||||

Well Done, MAFIA BOY, well done. তোমার মত চৌকস তরুণদের জন্যই হয়তো আজও দেশের মাটি সুরক্ষিত। গর্ব আর উল্লাসভরা চোখে নিয়ে রাফির কাধে হাত রেখে বললেন ডাইরেক্টর। নিজেই হাত বাড়িয়ে দিলেন রাফির দিকে, My name is Brigadier Ezaz Mamun, Director of NSA.

রাফীর বুকটা ভরে গেলো সম্মান আর উৎসাহ। হাতটা বাড়িয়ে কর্মদিন করলো NSA এর সর্বোচ্চ কর্মকর্তার সাথে।

ডাইরেক্টর - Welcome to the Agency, Rafiul Islam aka Mafia boy.

রাফি - Thank you, Sir (আনন্দে আর উৎসাহে জবাব দিলো)

নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলো রাফি। হতে পারে মাফিয়া গার্লের সাফল্যর কারনে NSA ওকে চাকরী অফার করেছে কিন্তু রাফি নিজের যোগ্যতার যথাযথ প্রমান দিয়েই এজেন্সিতে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

নিজের যোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলার জন্য মাফিয়া গার্লের উপর বিরক্ত হলেও নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসায় আজ একটু বেশীই খুশি রাফি।

ডাইরেক্টর - তোমারকে কি বলে ডাকবো?

রাফি - আমার ডাকনাম রাফি। আপনি আমাকে রাফি বলেই ডাকতে পারেন।

Ok young man. If you finished here, meet me at my office. We have some topics to discuss with.

বলেই হাসতে হাসতে রূম থেকে বের হয়ে গেলেন ডাইরেক্টর স্যার।

এদিকে প্রথম পর্যবেক্ষক তার ধরা বাজীকে নিছক ইয়ার্কি বলে চালিয়ে দিতে চাইলেও তার সহকর্মী বাজীর টাকা আদায় করার ব্যাপারে তুলকালাম করার জন্য তৈরী।

রাফি মনে মনে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলো তার কর্মজীবনের সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ ভালোভাবে পার করতে পারার জন্য। ইয়া আল্লাহ, এমনি ভাবে জীবনের সমস্ত বাধা বিপত্তিগুলো যেন এভাবেই দূর করতে পারি সেই তৈরিক দান করুন, আমিন।

সাইবার টিমের কাছে ওয়েবসাইট ও ইমেইল আইডির একসেস তুলে দিয়ে রাফি রওনা দেয়ে সেই দুই অফিসারের পেছন পেছন ডাইরেক্টর স্যারের অফিসের দিকে, নতুন কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে।
চলবে???? নাকি থেমে যাবো???

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

লেখাঃ sharix dhrubo (শরীরটা একটু খারাপ, তাই পর্বটা একটু ছোট হলো)

পর্ব-৪

ডাইরেক্টর স্যারের অফিসের সামনে এসে দাঢ়ালো ওরা তিনজন, রাফি এবং দুই অফিসার। একজন অফিসার ভেতরে উঁকি দিয়ে রাফিকে ইংগিত করলো ভেতরে যাওয়ার জন্য।

রাফি - আসসালামু আলাইকুম স্যার।

ডাইরেক্টর - (ফোনে কথা বলতে বলতে) ওয়ালাইকুমস সালাম, ভেতরে এসো রাফি।

রাফি গিয়ে চুপচাপ স্যারের সামনে গিয়ে বসলো। স্যারের ফোনালাপ চলতে চলতে রাফি ঝট করে একনজরে দেখে নিলো। পরিপাটি সাজানো রূম। একপাশ দেখতে অনেকটা সরকারী কর্মকর্তার অফিস ডেস্ক হলেও অন্য সাইডটা সম্পূর্ণ আলাদা। একটা ছোট লাইব্রেরীর সাথে আল্ট্রা হাই টেক কনফারেন্স হল।

ডাইরেক্টর - দুঃখিত রাফি(ফোন রাখতে রাখতে), হম রাফি বলো? কেমন লাগলো আজকের টাঙ্ক কমপ্লিট করতে?

রাফি - অনেক বেশী হালকা লাগছে.

ডাইরেক্টর - (কিছুটা কৌতুহল নিয়ে) হালকা লাগছে! ?

রাফি - জ্ঞী, আজ আমার অনেকদিনের স্বপ্নের একটি ধাপ পূরন করতে পেরে খুব হালকা লাগছে।

আপনাদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে অসন্তুষ্ট ভালো লাগছে।

ডি঱েক্টর - বাহ। তোমার দেশপ্রেমের তারিফ করতে হয়।

(এর মধ্যে অফিসার ১ রুমে আসার পার্মিশন চাইলো, স্যার পার্মিশন দিতেই সে রুমে এসে স্যারের সামনে কিছু ডকুমেন্টস সহ একটা ক্লিপবোর্ড রাখলেন)

ডাইরেক্টর সেই অফিসারকে উদ্দেশ্য করে বললেন সব ঠিকঠাকভাবে নিয়ে এসেছে কিনা?

অফিসার হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালো।

ডাইরেক্ট স্যার ডকুমেন্টসগুলোর উপরে চোখ বোলালেন আর তারপর একে একে সবগুলো পেপারে সাইন করে দিলেন। তার মধ্য থেকে একটি কাগজ সরাসরি রাফির দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

ডাইরেক্টর - নাও রাফি পড়ে দেখো।

কাগজটা নিতে নিতে রাফির বুকটা আবার টিপ্পতিপ করতে শুরু করলো, না জানি আবার কোন নতুন টাক্সের অর্ডার এলো।

কিন্তু কাগজটার দিকে চোখ পড়তেই রাফির চোখ চকচক করে উঠলো বোল্ড করা দুইটা শব্দ দেখে। Appointment Letter! !!!!!

প্রচল্প উত্তেজনায় রাফি কাঁপতে শুরু করলো। বাকীটা না পড়েই রাফি স্যারকে ধন্যবাদ দিতে চাইলো কিন্তু ডিরেক্টর স্যার রাফিকে পুরোটা পড়ার জন্য ইংগিত করলেন। তাই কিছুটা কৌতুহল মিশ্রিত উত্তেজনা নিয়ে রাফি পড়তে থাকলো।

এপয়েন্টমেন্ট লেটার অনুযায়ী রাফিকে তথ্য মন্ত্রানালয়ের আন্দারে ICT ডিপার্টমেন্টের একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

ডাইরেক্টর - এটা তোমার কভারআপ এপয়েন্টমেন্ট লেটার। তোমাকে যেন NSA সম্পর্কিত কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্য। তোমার হাজিরা, বেতন সবকিছু NSA হয়ে তথ্য মন্ত্রানালয়ে রেকর্ড হবে।

স্পেশাল অপস ট্রেনিং এর জন্য তোমাকে টানা ৬ মাস পুরোপুরি তোমার চিরায়ত দুনিয়ার বাইরে কাটাতে হবে। No communication, no contact. তোমার অবর্তমানে তোমার পরিবারের সকল নীড় পূরন করবে আমাদের দুইজন অফিসার। যে কোন ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন তারা হ্যান্ডেল করবে কিছু এক্সেপশন ছাড়া যেগুলো তুমি ছাড়া আর কেউ ফিলআপ করতে পারবে না, I think you understand what I mean.

রাফি বুঝতে পারলো যে তিনি Death emergency র কথা বোঝাচ্ছেন।

কিছুক্ষণের জন্য রাফি মাথা নীচু করে বসে রইলো। দেশের জন্য কিছু করতে চাইলে কিছু সেক্রেফাইস তো করতেই হবে।

রাফি - (মাথা তুলে) I understand and I am ready for duty, sir.

হয়তো এতটা দুত এই উত্তর আশা করেছিলেন না ডাইরেক্টর, তাই বিশ্বয়ের সাথে রাফির দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইলেন।

ডাইরেক্টর - আজ থেকে ৭ দিন পর তোমার ট্রেনিং শুরু। সবার সাথে দেখা করে কথা বলে নাও কারন ৬ মাস তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে তোমাকে। Good luck, see you in 7 days.

ডাইরেক্টর স্যারের সাথে হাত মিলিয়ে রুম থেকে বের হয়ে এলো রাফি। আর ভাবতে থাকলো কতটা কঠিন হতে চলেছে তার সাদামাটা জীবন।

সামনের ৬ মাসের নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে ৭ দিনের পুরোটা সময় পরিবার বন্ধুবান্ধব আর আপনজনদের সাথে কাটাতে চাইলো রাফি। ৭ দিন টানা সাইবার জগৎ থেকে বাইরে থাকায় মাফিয়া গার্লের প্রতি চিন্তাটা কিছুটা ফিকে হয়ে গেলো রাফির।

৭ম দিনে সবার কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিলো রাফি। মোবাইলটা ইচ্ছা করেই সাইলেন্ট মোড অন করে বালিশচাপা করে গেছে যেন সবাই ভাবে হয়তো ভুলে মোবাইলটা রেখেই চলে গেছে। যাওয়ার পথের বার বার ফিরে দেখছিলো সবাইকে, বলা ত যায় না, আল্লাহ না করুন ৬ মাস পর যদি আর দেখা না হয়।

এদিকে প্রায় বছরখানেক ধরে সাইবার দুনিয়ায় নতুন এক প্রিডেটরের আবির্ভাব হয়েছে, কোডনেম মাফিয়া গার্ল। এতো অল্প সময়ে এতোটা ট্রেন্ডিং হওয়া একদমই ছেলেখেলা নয়। ইম্পিসিবল কে পসিবল করা মাফিয়া গার্লের দাপট আর পারদর্শীতা সাইবার ওয়াল্ডের সবাইকে মানতে বাধ্য করেছে যে মাফিয়া গার্ল এই সাইবার দুনিয়ায় রাজত্ব করতে এসেছে।

মাফিয়া গার্ল সম্পর্কে সবচেয়ে মজার ব্যাপর হলো এক বছর আগে মাফিয়া গার্লের কোন সাইবার হিস্ট্রি ই নেই। যেন খুব নিপুন ভাবে নিজেকে একটা Ghost এ রূপান্তর করে রেখেছে। এমনকি মাফিয়া

গার্লের কর্মকাল্ড তখনই মানুষের চোখে পড়ে যখন সে নিজ থেকে তা চোখে ফেলতে চায়। কমবেশি সব মারকুটে ওয়েব ডেভলপার আর ফায়ারওয়্যাল এক্সপার্টকে নিদারণ নাকানিচুবানি খাইয়ে ছেড়েছে এই মাফিয়া গার্ল। কেউ কেউ তো মনে করে মাফিয়া গার্ল মায়ের পেট থেকে কমপ্লেক্স কোডিং শিখে সোনার CPU মুখে নিয়ে জন্মেছে। হাস্যকর হলেও আপনার সারা জীবনের সাইবার হিস্ট্রি আর সাথে সকল অনলাইন একাউন্টের (সোস্যাল মিডিয়া, ব্যাংক, টপ সিক্রেট (!) ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য) ইউজার নেম ও একসেস কোড এমনকি ভুল করে দেয়া গুগোল সার্চ হিস্ট্রিসহ সমস্ত ইনফরমেশন খুজে বের করতে মাফিয়া গার্লের সময় লাগবে কয়েক মুহূর্ত। রিয়েল লাইফে আপনি যদি ভয়ানক ইন্ট্রোভার্ট ও হয়ে থাকেন, সাইবার জগতে মাফিয়া গার্লের কাছে আপনি একটা ডিকোডেড ওপেন বুক।

হাসি উড়ে গেল তো?

মাফিয়া গার্ল এর ভয়াবহ ছোবলটা সাইবার ওয়াল্ডের সামনে আসে পৃথিবীর নামিদামি একটা ব্যাংকের ঘটনা থেকে। ব্যাংকটাকে বলা যায় সারা দুনিয়ার সব কালো টাকার সুরক্ষিত লকার। মাফিয়া গার্ল বেছে বেছে কয়েক শো একাউন্ট হোল্ডারের অনলাইন একাউন্ট হ্যাক করে, তাদের একাউন্ট থেকে বিপুল অংকের টাকা সারা পৃথিবী জুড়ে নামিদামি চ্যারিটেবল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট একাউন্টে ট্রান্সফার করে দেয়। মাফিয়া গার্ল তার কোডিং একটা সূক্ষ্ম ভাবে তৈরি করেছে যে, ট্রানজেকশন কনফার্মেশন কল ও এস এম এস ট্রেস করে তা একাউন্ট হোল্ডারের মোবাইল থেকে ক্লোন করে একাউন্ট হোল্ডারের পূর্ববর্তী ট্রানজেকশন কনফার্মেশন কল এর রেকর্ডিং শুনিয়ে দেয় ও বর্তমান OTP (one time password) ইনপুট করে দেয় যাতে করে ব্যাংক ও ট্রানজেকশন কনফার্ম করে দিতে পারে। এই পুরো বিষয়টিতে একাউন্ট হোল্ডারের কোন আঁচ পর্যন্ত লাগে না এই ট্রানজেকশনের ব্যপারে। সর্বশেষ ট্রানজেকশন কনফার্মেশন মেসেজটিও মোবাইল পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয় না এই মাফিয়া গার্ল। মোট টাকার অংকটি লিখতে মিনিমাম ১১টি শুন্যের দরকার পড়ে। এত বড় ঘটনা ঘটাতে মাফিয়া গার্ল সময় নিয়েছিলো মাত্র ৯ দিন আর এই ঘটনার ভিকটিম কয়েক লাখ একাউন্ট হোল্ডার। একাউন্ট হোল্ডারদের বেশীরভাগই বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, মাদক ও অস্ত্র ব্যবসায়ী। ব্যাংক এবং একাউন্ট হোল্ডারগন তাদের মাস শেষের ট্রানজেকশন হিস্ট্রি ও প্রেজেন্ট এমাউন্ট দেখার আগ পর্যন্ত টের ও পায় নি যে তাদের মূল ব্যালান্স থেকে কয়েকজোড়া করে শুন্য করে গেছে। ব্লাক মানি হবার কারনে এদের কেউই আইনের সাহায্য নিতে পারে নি।

কয়েকজন বিশেষজ্ঞ অবশ্য মাফিয়া গার্ল এর এই তুখোড় বিচক্ষণতার সাথে সাইবার দুনিয়ায় দাপিয়ে বেড়াতে পারার একটা কারন আন্দাজ করতে পেরেছে।

হয়তো মাফিয়া গার্ল একটা নেক্সট জেনারেশন হাইব্রিড মাল্টি হেডেড ওয়ার্ম (হাইড্রা) কম্পিউটার ভাইরাস তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যা এখন পর্যন্ত কোডার এবং হ্যাকারদের কাছে স্বপ্ন আর সাইবার সিকিউরিটি ও ফায়ারওয়্যাল এক্সপার্টদের জন্য একটা ভয়ংকর দুঃস্পন্দন।

হাইড্রা এমন এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বা ভাইরাস যা সিমুলেটেনিয়াসলি কানেকটেড নেটওয়ার্কের সকল সার্ভার, আইপি এড্রেস, অনলাইন ডিভাইস, সহ সবকিছুর সিকিউরিটি এনক্রিপশন ভেঙ্গে ডিরেক্ট অথরাইজ একসেস করে দেয়। সহজভাবে বলতে হলে ধরে নিন এই পুরো সাইবার নেটওয়ার্কটি একটা আবাসিক এলাকা যার প্রতিটি ঘর এক একটি পার্সোনাল অথবা ডিভাইসের অথবা সার্ভারের আইপি এড্রেস এবং প্রতিটি ঘরের লক হলো ফায়ারওয়াল অথবা মাল্টিপল সিকিউরিটি সিষ্টেম। এমন একটি আবাসিক এলাকায় হাইড্রা হলো এমন একটা মাষ্টার কী যা দিয়ে খোলা যাবে না এমন কোন ডোর, উইনডো বা ব্যাকডোর লক এই আবাসিক এলাকায় নেই এবং সেজন্য মাফিয়া গার্লকে দরজায় নকও করতে হবে না। হাইড্রা এমনই ভয়ংকর কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা Nuclear lunch code ক্রাক করে lunch command initiate করতে সক্ষম।

কতটা ব্রিলিয়ান্সি আর কোডিং মিশ্রিত নিউরন নিয়ে জন্মালে এমন দুর্ধর্ষ আর ভয়ংকর একজন মাফিয়া গার্ল হওয়া যায় তা এখনো চিন্তাসীমার বাইরেই রয়ে গেছে।

এদিকে জংগী সংগঠনটি টের পেয়ে যায় তাদের ওয়েবসাইটটি হাতছাড়া হবার বিষয়টা। কিন্তু এতটা স্ট্রং ফায়ারওয়্যাল তুলে দিয়া হয়েছে ওয়েবসাইটটিতে যে সি প্যানেলের অথরাইজড ডেভলপার ও ইউজাররা তাদের মাষ্টার কী দিয়েও ওয়েবসাইট একসেস করতে পারছে না। যখন সব জংগীগুলো ঘৰুথু হয়ে নিজেদের সকল হার্ড ইভিডেন্স নষ্ট করে গ্রেফতার এড়াতে ব্যস্ত ঠিক তখন জংগী সংগঠনটির প্রধান একটা আনন্দন সোর্স থেকে কল পেলো।

একটা কম্পিউটার জেনারেটেড ফাইল ভয়েস

- (শান্ত গলায়) I can save you all, and also your website. But I want something in return.

- (ভয় আৱ উত্তেজনা নিয়ে) IF YOU CAN SAVE US, WE SHALL GIVE YOU ANYTHING YOU WANT, EVERYTHING YOU WANT...

- (মুচকী হেসে কৌতুহলী হয়ে) Anything!?

- (উত্তেজনার সাথে) YES, YES, ANYTHING ... WHATEVER YOU ASK.

- (অট্টহাসিতে) Ha Ha Ha Ha....

ভাল, খারাপ যেটাই হোক জানাবেন। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

লেখাঃ sharix dhrubo

পর্ব-৫

আরো কিছুক্ষণ ফোনে কথা বললো জংগী প্রধান। সেকেন্ড ইন কমান্ড কে ডাকলেন নিজের রুমে।
প্রধান - আমাদের সাইবার সেলের কি অবস্থা? কতটুকু একটিভ আছে।

কমান্ডার - অনেকদিন এক্টিভ ছিলো না তবে সবসময়ই প্রস্তুত আছে।

প্রধান - এক্টিভেট করো সবাইকে। আরো ব্লাক হ্যাট হায়ার করো। we have works to do.

কমান্ডার - নতুন কোন মিশন?

প্রধান - Yes. Lets prepare for war, Cyber war.

কমান্ডার - কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইট তো কমপ্রোমাইজড হয়ে গেছে। আমাদের সবার জীবন এখন ভয়ংকর বিপদে ঝুলছে। এর মধ্যে এমন একটা ডিসিশন নেওয়াটা।.....?

কমান্ডারকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে।

প্রধান - ওটা নিয়ে এখন না ভাবলেও হবে। She called. She'll handle everything.

কমান্ডার - (অবাক হয়ে) She! Who!?

প্রধান - Mafia Girl.

কমান্ডার - The Mafia Girl!

প্রধান - Yes. Now go. Prepare for war.

NSA এর ডাইরেক্টরের কাছে একটা ইনফর্মেশন এলো, কে বা কারা অতি সন্ত্রুপণে রাফির হ্যাক করা ওয়েবসাইট ও তাতে থাকা ইনফর্মেশন রিলেটেড সকল ফাইল বের করে নিয়ে গেছে। কোনরকম এলার্ট ছাড়া এ তো একপ্রকার অসন্তুষ্ট। ডাইরেক্ট স্যার কিছুক্ষণের জন্য হলেও রাফির প্রয়োজন অনুভব করলেন।

ডাইরেক্টর - কিভাবে এতবড় একটা ঘটনা ঘটলো। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। যেভাবেই হোক খুজে বের করো কে এই কাজ করেছে। জলদি!!!!

২ দিন পর,

জংগী প্রধানের প্রিন্টারটি অটোমেটিক রান করে কিছু একটা প্রিন্ট শুরু করলো। প্রিন্ট হতে হতে প্রধানের মোবাইলটা বেজে উঠলো। আনন্দন সোর্স।

কম্পিউটার জেনারেটেড ফাইল ভয়েস

- (শান্ত গলায়) Did you got the list?

প্রিন্টার থেকে বের হওয়া কয়েকটি কাগজ তুলে নিলো প্রধান। বেশ কয়েকটা ওয়েবসাইটের একটা লিষ্ট। প্রিন্টারটি ঘরের ৮ টা ল্যাপটপ ও কম্পিউটারের সাথে প্রাইভেট ওয়্যারলেন্স কানেকশন এ আছে। প্রধান ভাবলেন হয়তো ঘরেই আছে যার সাথে সে কথা বলছে সে। দৌড়ে সবাইকে বলতে যাবা ঠিক তখনই।

- (শান্ত গলায়) Don't bother. I am not in your house but I know where you are. Did you get the list.?

- (ভয়ার্ত গলায়) Yyeess, yes.

- (কনফিডেন্টলী) Good. Then you know what to do. Start digging.

- (উৎকর্ষ নিয়ে) WHAT ABOUT OUR WEBSITE? WE ARE FINISHED IF THE GOVERNMENT HAS IT.

- (শান্ত ভাবে) I got your website and other additional data from the source. Don't worry. Now finish my job or I will finish you.

- (উৎকর্ষ রাখার সাথে) Oookay, Consider it done.

লাইনটা কেটে যায়।

রাফি তো সম্পূর্ণ নতুন একটা জগতে এসে পড়ে। ট্রেনিং সেন্টারের কলেবর আর অবস্থান দেখলে কে বলবে যে এখনেই দেশের রাষ্ট্রীয় সাইবার যোদ্ধা তৈরী হয়। দরজার সামনে দিয়ে হেটে গেলেও মনে হবে না এখানে একটি ট্রেনিং সেন্টার আছে। সাইবার জগতের বাইরে হাজার লোকের ভীড়ে এমন লুকোচুরি করা যায় তা রাফির জানা ছিল না। ট্রেনিং সেন্টারের ৭০% আন্তরগ্রাউন্ডে আর প্রবেশদ্বার কোন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের ২য় লকারের দরজা।

একজন মানুষকে যত ধরনের শারীরিক ও মানুষিক চ্যালেঞ্জ দেয়া সম্ভব, মোটামুটি সবই রাফিকে দেয়া হলো। Higher IQ র কারনে রাফিকে মানুষিক চ্যালেঞ্জগুলো টপকাতে বেশী বেগ পেতে হয় নি। তবে পুরা ট্রেনিং সেশনে রাফির সবচেয়ে পচ্ছন্দের কাজটি ছিলো লাইব্রেরীর বইগুলো পড়ে শেষ করা। দেশবিদেশের নামি দামী ও বেনামী লেখকের লেখা কোডিং ও হ্যাকিং সম্পর্কিত অপ্রকাশিত অসংখ্য বই যা ব্যান করে দেয়া হয়েছে। রাফি এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় নি।

এই ৬ মাসে রাফির সাথে সাইবার দুনিয়ার সম্পর্কে ছিল না বললেই চলে আর রাফি আন্দাজ ও করতে পারে নি যে ট্রেনিং শেষে কি অপেক্ষা করছে তার জন্য।

সাইবার দুনিয়ায় নতুন করে ঝড় উঠলো, উক্ষানীমূলক হ্যাকিং শুরু হলো। এক এক করে ভারতের ৩০ টি উগ্রবাদী সাইট হ্যাক হলো। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কোন দেশ বা কোন হ্যাকার গ্রুপ এই দায়ভার স্বীকার করলো না। একইভাবে মায়ানমারেরও প্রায় সম্পরিমাণ সাইট ডাউন হয়ে গেলো আর কোন গ্রুপই এর দায় নিলো না। এভাবে বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েকটি হামলা হলো কিন্তু কেউ দায় দায়িত্ব না নেয়ায় সবাই চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে থাকলো। এতগুলো হামলা অথচো কোন স্বীকারোক্তি কোন দায়ভার ছাড়া করার কোন কারন কেউ খুজে পেলো না। অবশেষে সবাই ধারনা করে নিলো হয়তো কোন একটি শক্তিশালী সংগঠন এই সকল আক্রমণ চালিয়েছে। এক এক বারে এক এক দেশ আক্রান্ত হয় এই সাইবার এ্যাটাকে। টানা মাসখানেক ধরে চলে বিভিন্ন দেশে এমন উদ্দেশ্যবিহীন সাইবার আক্রমণ। মাসখানেক বিরতী নিয়ে আবারো শুরু হয় সাইবার হামলা।

আগেরবারের মত একই সিকুয়েন্সে দেশগুলো আক্রান্ত হতে থাকে কিন্তু সাইটের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। এবার প্রায় দুইমাস ধরে চলে এই তান্ত্রিক। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও জানা গেলো না এসব কারা করলো, কি উদ্দেশ্য নিয়ে করলো। জল্লনার জট আর খুলতেই চাইলো না।

অবশেষে শ্বাসরুদ্ধোত্তর ৬ টি মাস শেষ হলো। ট্রেনিং শেষে NSA র মেরিট লিষ্টে নিজের জায়গা করে নিলো রাফি। One of the most brilliant Cadet on NSA history.

শেষ করে যত দ্রুত সম্ভব বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলো রাফি। কতদিন পর বাড়ি যাবো, কেমন আছে সবাই? এটা সেটা ভাবতে ভাবতে মাফিয়া গার্নের কথাও মনের কোনায় উকি দিলো। না জানি আবার কোন কান্দ বাধিয়ে রেখেছে সাইবার দুনিয়াতে।।।

বাসায় যাওয়ার পথে তাকে অফিসের গাড়ি রাস্তা থেকে পিকআপ করে নেয়। গন্তব্য, হেডঅফিস।
অফিস এসে সবার প্রথমে ডাইরেক্টর স্যারের রুমে গেল।

রাফি - আসতে পারি স্যার?

ডাইরেক্টর - (খেয়াল না করে ফাইল ঘাটতে ঘাটতে) Come in.

রাফি - আসসালামু আলাইকুম স্যার।

ডাইরেক্টর - (খেয়াল করে ফাইল বন্ধ করতে করতে) আরে রাফি।। তোমাকেই খুঁজছিলাম মনে মনে ,
কনফারেন্স হলে চলে যাও (বলে অফিসের অপর প্রাণ্টে ইশারা করলেন)।

ডাইরেক্টর - (টেলিফোনে) ইমার্জেন্সি টিম মিটিং। ৫ মিনিটের ভেতর আমার রুমে। Fast।

রাফি বুঝতে পারলো সিরিয়াস কোন ইসু তৈরী হয়েছে। তাই চুপচাপ গিয়ে কনফারেন্স টেবিলে গিয়ে
বসলো। টেলিফোন রেখে ডাইরেক্ট স্যার ও চলে এলেন কনফারেন্স হলে।

ডাইরেক্টর- সবাই আসার আগে কিছু কথা সেরে নেয়া দরকার। তোমাকে যে ওয়েবসাইটটা হ্যাক
করতে দেয়া হয়েছিলো সেই ওয়েবসাইটটি আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে আর সাথে ওই রিলেটেড
সকল ডাউনলোডেড কপি ও। কে বা কারা এই কাজ করেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। এমনও হতে পারে
এই প্রতিষ্ঠানের ভেতরের কেউ ও এ কাজ করতে পারে। so trust no one untilled you finds out. Do you
understand my point Mr. Rafi?

রাফি - Yes sir. Understood.

টিম মিটিং এ পুরো টিম ওয়েবসাইটির অবস্থা, ডাউনলোডেড ফাইল লোকেশন রিলেটেড সার্ভারের
অবস্থা সহ ততকালীন ফায়ারওয়্যাল কন্ডিশন ও রাফিকে বুঝিয়ে দিলো।

একজন BCCAO (Bangladesh Cyber Crime Analyst Officer) হিসেবে রাফিকেই Executive Decision
নিতে হবে।

রাফি সরাসরি চলে গেলো একসেস প্যানেলের ব্যাকডোর সার্ভারে যেখানে কে কখন কিভাবে কোথা

থেকে কোন সার্ভারটা কখন ব্যাবহার হয়েছে এবং কি কি ফাইল একসেস হয়েছে তা চেক করতে।

রাফি ভাবে এখানে অবশ্যই কিছু থাকার কথা। হ্যাএটা আছে যে ওই দিন কেউ একজন সার্ভারটি
একসেস করেছিলো কিন্তু কে ও কিভাবে বা কোথা থেকে তার কিছুই এখানে নেই। একদমই ফাকা।

কিভাবে সন্তুষ্ট...! যেন কেউ ইন্টেনশনালী কাজটা করে সব লগ মুছে দিয়েছে।

"মাফিয়া গার্ল নয় তো?" মনে মনে বেজে ওঠে রাফির। জলদি গিয়ে নিজের ল্যাপটপ নিয়ে বসে পড়ে
রাফি, আজ টানা ৬ মাস পর নিজের ল্যাপটপটা নিয়ে বসলো রাফি।

ঘাটতে ঘাটতে পেয়ে যায় একটা ক্লু। দেখতে MORSE কোডের মত লাগছে তাই রাফি ডিকোড করা
শুরু করে।

ডিকোডেড রেজাল্ট ছিলো কয়েকটা ওয়ার্ড,

#Useless,won't help

#cracking for you.

#Mafia girl

এটা দেখে রাফির মাথা আরো বিগড়ে গেল।

কেনই বা রাফিকে হেল্প করতে চায়? হেল্প করতে চায় বলে কি যা খুশি তাই করবে! একদম NSA
সার্ভার হ্যাক!

হঠাৎ MORSE কোডে কিছু পরেবর্তন শুরু হয় যা নজর এড়ায় না রাফির। "এমন পরিত্যক্ত ট্রাকের
উপরও কন্ট্রোল রয়েছে মাফিয়া গার্লের? নাকি ডিকোড করার কারনে সিক্রেটলি মাফিয়া গার্ল টের
পেয়ে গেলো আমার উপস্থিতি" রাফি ভাবতে ভাবতে ডিকোডিং শুরু করে। বেশ চমক দেয়া একটা
মেসেজ পেলো রাফি।

#Welcome_back

#Here is your welcome back gift

#123.45.**.**.***

রাফি বুঝতে পারলো না মাফিয়া গার্ল ওকে আইপি এন্ড্রেস কেন পাঠালো। কিন্তু আইপি এন্ড্রেসটা পরিচিত লাগলো রাফির। ভালোভাবে দেখে রাফি পুদোদন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। যে সার্ভার থেকে ওয়েবসাইটের ডিটেলস চুরি করা হয়েছিলো সেই সার্ভারের এন্ড্রেস এটা। মানে মাফিয়া গার্ল এখনো বসে আছে NSA এর সার্ভারে। বাধ্য হয়ে সব সার্ভার সিস্টেম অফলাইন করার নির্দেশ দেয় রাফি। তারপর আইপি এন্ড্রেস টাতে সার্ভার লিংক দিয়ে তুকলো রাফি। সেখানে Present নামে একটা নতুন ফাইল।।। অবাক কান্দ। সকালে রাফি যথন এসে চেক করছিলো তখনও ছিলো না ফাইলটা। ফাইলটার ক্রিয়েশন টাইম ১ মিনিটস এগো অর্থাৎ মাত্র ১ মিনিট আগে ফাইলটা তৈরি হয়েছে। ইনভেস্টিগেশন চলার কারণে সার্ভারটি আইসোলেট করা হয়েছিলো কিন্তু অফলাইন নয়। রাফি কিছুটা ভড়কে যায়। ফাইলটার স্ট্যাটাস ও বেশ বড়সড়। যাইহোক ফাইলটার ডিটেইল এনালাইসিস করে কোনরকম থ্রেট খুজে পেল না রাফি। ওপেন করলো ফাইলটা,, প্রায় ৫০ টার উপর ফোল্ডার আর ফোল্ডারগুলোর নামও এক একটা দেশের নামে। চোখ বুলিয়ে নিজের দেশের নামটাও দেখতে পেলো রাফি। কপাল কুচকে ফোল্ডারটা ওপেন করলো রাফি। খুলেই চোখ কপালে, যে জংগী ওয়েবসাইটটা নিয়ে এত তুলকালাম সেই ওয়েবসাইটের সব ছোট বড় ডিটেলস সহ ওই জংগী সংগঠনের দেশীয় হোতাসহ দেশীয় জংগী সাইবার সেলের সবব সদশ্যদের আসল নাম ও ছবি, বর্তমান ঠিকানা, ব্যবহৃত স্যাটেলাইট ফোন নাম্বার সহ সবধরনের পার্সোনাল ডিটেইলস। ৫০ টা ফোল্ডারে এমন কয়েক হাজার জংগী ও ব্লাক হ্যাট হ্যাকারদের ডিটেলস রয়েছে যা এক বিশাল ব্রেকথ্রু। আরো ধেঁটেঘুটে কিছু নথি পেলো রাফি যা এই পুরো সংস্থাটির বৈদেশিক শাখার সাথে কানেকশন প্রমান করে। মানে এই ৫০ টির মতন দেশে এই একটা জংগী সংগঠন বিভিন্ন নামে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে কিন্তু এরা আসলে অভিন্ন কোন উগ্রপন্থী নয়! একটাই জংগী সংগঠন! তাহলে এদের মূল হোতা কারা!!!!!! আরো চলবে?

N, nxt, next, ন, f শুধু এগুলো কমেন্টে দিয়েন না। কিছু নিজের মন্তব্য লিখেন। এত কচু লেখার পর শুধু ওগুলো দেখলে লেখকের মন ভাড়ি হয়ে যায়। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

লেখা- sharix dhrubo

পর্ব- ৬

Present নামের ফোল্ডারটির একদম শেষে একটা ফোল্ডার পেলো রাফি। confidential নামের ফোল্ডারটির ভেতরে রাফি যা পেলো তা দেখার জন্য সে তৈরী ছিলো না, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা ঘুরে যে টাকাগুলো এই জংগী সংস্থাকে চালানোর জন্য সর্বরাহ করা হত তা আসে এক সময়কার নামকরা উদ্বাস্তুশিবির থেকে যা বর্তমানে এক সুপারজায়ান্ট দেশ হিসেবে পরিচিত। হাজারো নথিপত্র রয়েছে এখনে যা এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করে! যার ভেতর ব্যাংক ডকুমেন্টস, ফোন রেকর্ডিংস, মিশন ডিটেইলস, অন্ত্রের কন্ট্রাক্ট, সহ আরো অনেক টপ সিক্রেট ডাটা এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সরাসরি যোগসাজশ।

রাফি তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ভাবে এই কাজ মাফিয়া গার্ল ছাড়া আর কারো হতে পারে না। একটা ডিজিটাল নোটস এ চোখ আটকালো রাফির। ফাইলটা মাফিয়া বয় নামের। ওপেন করলো রাফি।

গত ৬ মাসে মাফিয়া গার্ল এই ওয়েবসাইটটার তথ্য ব্যবহার করে মূল হোতাদের হুমকী দিয়ে সাইবার হামলা চালায়। আর মাফিয়া গার্ল একে একে সব হ্যাকারের ট্রেস করতে থাকে যারা আরো অনেক জংগী সংগঠনের সাথে জড়িত। এভাবে এক থেকে দুই করে বাড়তে বাড়তে পুরো ৫০ টি দেশে এদের কর্মকাণ্ড ট্রেস করে মাফিয়া গার্ল। আর জানতে পারে এদের মূল মদ্দ দাতা বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানি যারা সারা পৃথিবীতে বহাল তবিয়তে ব্যবসা করে আসছে এবং এদের সিংহভাগ শেয়ারহোল্ডার সেই উদ্বাস্তুশিবির আর হিটলারের দুই চোখের বিষ জাতীর নাগরিকগণ। বিভিন্ন এনজিও ও সমাজকল্যান

সংস্থার নাম করে এরা বিভিন্ন দেশের অভন্তরে নিজেদের ডেরা তৈরী করে এবং তাদের ওই লোকদেখানো সমাজসেবার আড়ালে এইই জংঙ্গী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। পরবর্তীতে আরো ভেতরে ঘাটাঘাটি করে এই কোম্পানিগুলোর সাথে সেই বিশেষ দেশেটির সরকারের যোগসাজশ পায় মাফিয়া গার্ল। সেই সব তথ্য প্রমানসহ সবকিছু এনে মাফিয়া বয়কে উপহার দেয় মাফিয়া গার্ল। গত ৬ মাস ধরে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার যোগসূত্র খুজে পায় রাফি, মাফিয়া বয় নামের ফাইলটিতে সম্পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে মাফিয়া গার্ল।

রাফি ডাটাগুলো নিয়ে সোজা ডাইরেক্ট স্যারের কামে চলে গেলো আর সবকিছু বুঝিয়ে বললো। ডাটাগুলো নিয়ে ডাইরেক্ট স্যারকে দেখাতেই স্যারের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো।

ডাইরেক্ট - Well done Rafi. আমি জানতাম তুমি পারবে।

রাফি - দুঃখিত স্যার, আমি কিছুই করি নি, সব মাফিয়া গার্ল করেছে(নির্লিপ্ত ভাষায়)।

বলেই Mafia boy নামের নোটটা দেখাতে চাইলো। কিন্তু ফাইলটা হারিয়ে গিয়েছে। শত চেষ্টা করেও রাফি আর মাফিয়া বয় নোট টা খুজে পেলো না। One time readable file হওয়ায় একবার ওপেন করার পর নিজে থেকে ডিলিট হয়ে গেছে।

রাফি কিছুতেই ডাইরেক্ট স্যারকে বোঝাতে পারলো না যে এটা ওর কৃতিত্ব নয়।

ডাইরেক্ট স্যার ডকুমেন্টসগুলোর ব্যাপার জানাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র

মন্ত্রণালয়ের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করলেন এবং NSA সাইবার টিম এ নতুন সংযোজন রাফির ভূমিকা তুলে ধরলেন।

নাহ আর মাথায় কাজ করছে না রাফি। আজকের দিনটা ছুটি নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলো রাফি। এদিকে রাফির অফিস থেকে রাফির বাড়িতে খবর দেয়া হয়েছে যে আজ তার ছেলের ট্রেনিং সম্পূর্ণ হয়েছে। আগামীকাল কোম্পানীর গাড়িতে করে রাফিকে পৌছে দেয়া হবে। ছেলে আজ বাড়ি আসবে তাই হৰেক রকম রামার আয়োজন। কিন্তু রাফির আসার কথা সকালে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চললো। রাফির জন্য মা দরজা খুলে বসে আসে। ছেলেকে ছাড়া যে কখনো একা থাকেনি। সারাক্ষন শাসন করা বাবাও আজ বসে আছে ছেলের আগমনের আসায়।

গাড়ির আওয়াজ (ট্যাক্সি) শুনলেই বাবা মা দুইজনই বারান্দা দিয়ে উকি দিচ্ছে এই বুঝি রাফি এলো। অবশেষে রাফির চেনাপরিচিত পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো দরজায়। বাবা মা দুজনেই ছুটে যায় দরজার কাছে জড়িয়ে ধরে তাদের কলিজার ধনকে।

মা - এসেছিস বাবা! কখন থেকে তোর অপেক্ষায় বসে আছি।

বাবা- আহহা, সব কথা কি দরজায় বলবে। (রাফির মাথায় হাত বুলিয়ে) আয় বাবা আয়

মা- কিরে তোর না সকালে আসার কথা। (জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দিলেন) কেমন শুকায় গেছে ছেলেটা। এই অনেক কষ্ট হয়েছে?

বাবা- আরে ওকে ছেড়ে দাও ফ্রেস হয়ে আসুক। বাবা তুই যা। ফ্রেস হয়ে তারাতারি খেতে আয়।

রাফি- কেমন আছো তোমরা? আমাকে তো কথাই বলতে দিচ্ছ না।

মা- ভাল আছিরে বাবা এখন। তুই ছাড়া যে ঘর একদম ফাকা ফাকা লাগে। আমাকে বউমা এনে দে একটা, আর ফাঁকা লাগবে না। সারাদিন মা মেয়ে গল্প করে কাটিয়ে দেবো।

রাফি- হলো? এসে পারলাম না শুরু করে দিলে? মা, তুমি না পারো ও বটে (ব্যাগ নিয়ে উপরে চলে গেলো, অনেকটা রাগ দেখিয়ে)

রাফির মন মেজাস এমনিই একটু খারাপ ছিলো আজ। মাফিয়া গার্ল এর বিষয়টা নিয়ে। রাফি এই ক্রেডিট নিতে ভাল লাগছে না কারন সে এর হকদার না।

খাবার টেবিলে বাবা ছেলে মা মিলে অনেক রকম গল্প। হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বাবা- তোর পোস্ট কি? বেতন কেমন। কিছুই তো বললি না। মেয়ে দেখতে গেলে তো বলতে হবে নাকি।

রাফি- বাবা তুমিও শুরু করলে? ICT ডিভিশনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বেতন সঠিক জানি না তবে বেসিক ১৬০০০ টাকা।

মা- বাহ ছেলে আমার বড় অফিসার হয়ে গেছে। এখন মেয়ে পাওয়াও ঝামেলা হবে না। এই তোর কোন পছন্দ নাই তো? থাকলে বল। কথা বলে পাকা করে রাখি।

রাফি- মা আমি কিন্তু না খেয়ে উঠে চলে যাব। এই সব বাদ দিবে?

মা- আচ্ছা ঠিক আছে বাদ দিলাম। এই তোর আবার জয়েনিং কবে?

রাফি- ৬ দিন পর ঢাকায় জয়েনিং।

খাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে রাফি। প্রচল্ন ক্লাস্টিতে মুহূর্তে তলিয়ে যায় রাফি।

সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙ্গে, উঠেই ফ্রেশ হয়ে রেখে যাওয়া ফোন টা খোজা শুরু করলো। কিন্তু খুজে পাচ্ছে না। পরে মায়ের কাছে যেয়ে পেলো ফোন।

মা- ফোন কেউ এভাবে রেখে যায়। রাস্তা যখন তখন দরকার পরতে পারতো তো। এত বেখেয়ালি কেনো তুই?

রাফি- আচ্ছা বুঝলাম, আমাকে এক কাপ কফি বানিয়ে দাও না মা।

মা- তুই ঘরে যা আমি নিয়ে আসছি।

রাফি নিজের ঘরে বারান্দায় দাঢ়িয়ে পড়স্ত বিকেল দেখছে আর কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে আর মাফিয়া গার্লকে কিভাবে ট্রেস করা যায় সে কথা ভাবছে।

ভাবতে ভাবতে নিজের ল্যাপটপ বের করে নিজের টেবিলে বসে গেলো।

যে আইপি থেকে ফাইল গুলো পাঠানো হয়েছে সেই আইপি ডিজেবল দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন নিপুণ হাতে সাইবার এভারের মত সব মুছে দিয়েছে, কোন নাম নিশানাও নাই।

ভাবছে এটা তো একজনের কাজ হতে পারে না। আবার একজন বাদের কারো ফুটপ্রিন্ট নেই। তাও সে চাইছে তাই তার ফুটপ্রিন্ট ট্রেস করা যাচ্ছে। নাহলে তো সেটাও যেত না। এই মাফিয়া গার্লের সাইবার জগতে এত ক্ষমতা কিভাবে। নাহ কিছুই মাথায় আসছে না।

আজ এতদিন পর বাড়িতে এলো রাফি কিন্তু রাফির মনটা ঘরে টানছে না। মাফিয়া গার্ল রাফির মনের পুরোটা আটকে রেখেছে। মাফিয়া গার্লের উদ্দেশ্য আর কর্মকাণ্ড নিয়ে রাফি চিন্তাভাবনা প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে।

নাহ, এভাবে আর ঘরে বসে থাকা যায় না। মাফিয়া গার্লকে ট্রেস করতেই হবে। মাফিয়া গার্লের সাইকোলজি বুঝতে হবে। রাফি জানে যে মাফিয়ে গার্ল হয়তো ভালো কিছুই করছে কিন্তু সেটা সাইবার ক্রাইম আইনে পড়ে। তাই আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। আবার নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে বুঝালো যে সে নিজেও তো অনেক আইন ভেংগে ভালো কাজ করেছে, আজ আমি যেখানে সেটা তো মাফিয়া গার্লের জন্যই। হয়তো মাফিয়া গার্ল ও কোন সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু কি হতে পারে তা। জানতেই হবে রাফিকে।

জয়েনিং ৬ দিন পর হলেও ৩ দিনের মাথায় রাফি ব্যগপত্র গুছিয়ে নিলো। বাসায় কি বলবে তা বুঝে উঠতে পারে না কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে ইনভেস্টিগেশন শুরু না করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত রাফি ঠিক থাকতে পারছে না।

ব্যগপত্র গোছাতে দেখে বাড়ির সবাই কারন জানতে চাইলেও রাফি কাউকেই তার আসল কারন না বলে ব্যপারটা এড়িয়ে গেল। রাফির বাবা শুধুমাত্র রাফির বাবাই নয়, অনেক ভালো বন্ধুও। ছেলের কপালের ভাঁজে তিনি ঠিকই বুঝে নিলেন কোন এক চাপা চিন্তায় রাফির ঘুম হারিয়ে গেছে; ছেলে তার বাড়ি এসেছে কিন্তু ছেলের মনটা আর বাড়ি ফেরে নি।

রাতে খাবার টেবিলে

বাবা - রাফি। আমার পাশে এসে বস।

রাফি কোন কথা না বলে বাবার বাম পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলো। রাফির বাবা রাফির খাবারের প্লেটটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে রাফির গালে খাবার তুলে দিলেন। রাফি কিছুটা অবাক হলো কিন্তু মুখ খুলে খাবারটা নিয়ে নিলো।

বাবা - দেখ রাফি, জীবনের অনেকগুলো বসন্ত তোর মা আর আমি অনেক যুদ্ধ করে পার করেছি, আমি বুঝতাম তোর মায়ের অনেক কষ্ট হয়েছে সংসার সামলাতে কিন্তু কখনো সেটা আমাকে বুঝতে দেয় নি। তোর মায়ের এই সেক্রেফাইসের কারনে আমি কখনোই আমার কর্মজীবনের কোন দুঃখ কষ্ট তোর মা কে বুঝতে দেই নি। (বেলতে বেলতে আর এক লোকমা তুলে দেয়)

বাবা - কর্মজীবনের যাচ্ছিস, একটা জিনিস মাথায় রাখবি, জীবনের জন্য কাজ করছিস তুই, কাজের জন্য জীবন নয়। সব সমস্যার সমাধান আছে শুধু পথটা খুজে নিতে হবে। সমস্যায় বিচলিত হয়ে পড়লে কখনই সমাধানের সঠিক পথটা খুজে পাবি না। (আর এক লোকমা তুলে দিয়ে) আমার ছেলে আমার দেখা সবচেয়ে বিচক্ষণ ছেলে, আমার ছেলে শান্তভাবে চিন্তাভাবনা করলে সমাধান বের করতে পারবে না এমন কোন সমস্যা নেই।

রাফি অবাক হয়ে তার বাবার কথা শুনছিলো আর খাচ্ছিলো।

বাবা - আমি জানি না তুই কোন কারনে উত্তলা হয়ে আছিস কিন্তু পরের বার বাড়ি আসার সময় আমার ছেলের মনটা নিয়ে ফিরিস। (আর এক লোকমা তুলে দিয়ে)

রাফির মনটা অজান্তে মুচড়ে উঠলো, বকালুকা আর গন্তীর বাবাটা আজ হঠাতে জীবনের এতবড় শিক্ষা করত অনায়াসেই দিয়ে দিলো।

চোখের পানি আটকাতে না পেরে বাবার গলাটা জড়িয়ে ধরলো রাফি।

বাবা - আরেহ পাগল ছেলে করছিস কি, ছাড়, পড়ে যাবে ত সব খাবার।

রাফি - বাবা তুমি আমার দেখা সেরা বাবা।

বাবা - (আবেগআপ্লুত হলেও সেটা চেপে কিছুটা গন্তীর হয়ে) নে নে হয়েছে হয়েছে। অত সাফাই গাইতে হবে না। (ফিসফিস করে) তোর মা অনেক টেনশন করে, মা কে একটু বুঝিয়ে শুনিয়ে যাস, আমি আর কত!?

রাফি - (চোখ মুছতে মুছতে) আমি যাবো না বাবা, তোমাদের সাথে বাকী কয়েকটা দিন কাটিয়ে তারপর যাবো।

বাবা - (রাগ আর গন্তীরভাবে) বলেছি যেদিন মন টা নিয়ে বাড়ি আসতে পারবি সেদিন আসবি, আমার ছেলেটাকে মন ছাড়া মানুষের মত লাগে না। নে এবার তাড়াতাড়ি শেষ কর, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলো(আর এক লোকমা তুলে দিয়ে)।

খাওয়া শেষে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বাবার বলা প্রতিটা কথা ভাবতে থাকলো রাফি। সত্যিই ত, বাবা মা যদি তাদের চেনা ছেলেটাকে আর চিনতে না পারে তো কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। ভাবতে ভাবতে চোখটা লেগে এলো রাফির। হঠাতে কপালে একটা স্পর্শে মৃদু কেপে ওঠে রাফি, চোখ মেলে দেখে মা বসে আছে আর আলতো ভাবে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

রাফি - আরে মা তুমি আসতে গেলে কেন? ডাকলে তো আমিই চলে যেতাম তোমার ঘরে।

মা - কেন তোর ঝুমে আসা বারন নাকি?

রাফি - না তা কেন হবে।

মা - এলাম গল্প করতো কতদিন তোর কপালে হাত বোলানো হয় না।

রাফি মাথাটা মায়ের কোলে তুলে দিলো। আর রাফির মা রাফির চুলে বিলি করে দিতে থাকলো।

মা - কতদিন পর ঘরে এলি, এখনই চলে যাবি? বলেছিলি যে আরো তিন দিন থাকবি?

রাফি - হ্যাঁ মা থাকবই তো। তিন দিন পরই যাবো। তোমাদের ছাড়া থাকতে আমার একদমই ভালো লাগে না। এই ৬ মাস সারা দিন রাত এক করে ট্রেনিং করেছি তো তাই একটু ক্লান্ত।

মা - আচ্ছা, আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তুই ঘুমা।

তারপর বাদবাকি ৩ দিন রাফি সবকিছু ভূলে তার বাবা মা কে সময় দিলো, বাবা তার জীবনের অনেক উত্থান পতনের গল্প শোনালেন আর মা তার সেরা আর রাফির পচছন্দের খাবারগুলো রান্না করে খাওয়ালেন প্রতিবেলায়।

৩ দিন কিভাবে কেটে গেলো রাফি তা বুঝতেই পারলো না। ৬ দিন আগে একটা বিষমতায় ভরা মন নিয়ে এসেছিলো রাফি কিন্তু আজ রাফি চাকরীতে যোগদান করতে যাচ্ছে অনেক ফুঁরফুরে মেজাজে। অফিসে ঠিক সময় এসে ঢুকলো রাফি। ডাইরেক্টর স্যারের কাছে গিয়ে রিপোর্টিং সেরে নিয়ে নিজের ডেক্সে গিয়ে বসলো, হালকা গোজগাছ করে আবার ডাইরেক্টর স্যারের কুমে গেলো।

ডাইরেক্টর - কি ব্যাপার রাফি? কিছু বলতে চাও?

রাফি - জীৱি স্যার তবে আপনি যদি ব্যস্ত থাকেন তাহলে আমি পরে আসছি।

ডাইরেক্টর - জরুরী কিছু?

রাফি - জীৱি স্যার।

ডাইরেক্টর - (সব মনোযোগ রাফির দিকে দিয়ে) বসো। বসে বলো।

রাফি - (বসতে বসতে) স্যার, ৬ দিন আগে যখন আমি অফিসে এসেছিলাম তখন আমি কিছু সাইবার সিকিউরিটি প্রবলেম লক্ষ্য করেছি এবং কেউ একজন আমাদের সার্ভারে আনঅথরাইজ একসেস করেছিলো কিন্তু আমাদের ফায়ারওয়্যালের সিকিউরিটি কোন এ্যলার্ম রেইজ করে নি।

ডাইরেক্টর - What!! কি বলছো রাফি!!!

রাফি - জীৱি স্যার। তাই আমি চাই আপনি আমাদের পুরো সাইবার টিমকে আমাদের সার্ভারের ফায়ারওয়্যাল সিকিউরিটি আপগ্রেড করার জন্য নিযুক্ত করেন, কারন যে রাস্তা চিনে গেছে সে অন্য কাউকে রাস্তা চাইলেই চিনায় দিতে পারবে।

ডাইরেক্টর - বাহ রাফি। চমৎকার। তাহলে কিভাবে শুরু করতে চাও?

রাফি ডাইরেক্ট স্যারকে ফায়ারওয়্যাল সিকিউরিটির সমস্যাগুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে বললো এবং কিভাবে এদ সমাধান হবে তাও বুঝিয়ে দিলো।

ডাইরেক্টর - Excellent Rafi, Mindblowing. I'm really impressed about your presentation. I'm calling a team meeting after lunch. Till then, prepare your presentation for all other team members.

রাফি - ME!!!

ডাইরেক্টর - Yes you. Now go. Prepare for your presentation.

রাফি একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে আসে। এত বড় দায়িত্ব কি পারবে রাফি পালন করতে?

লাঞ্ছের পর মিটিং এ রাফি তার সকল টিম মেশারদের কাছে তার আইডিয়াগুলো প্রেজেন্ট করলো। সবাই সার্ভারগুলোর সিকিউরিটির ব্যাপারে একমত হলো এবং রাফির আইডিয়াগুলো তারা অনেক সহজেই বুঝে নিলো। ডাইরেক্টর স্যার রাফিকে টিম লিডার করে NSA এর সকল সিস্টেম সফটওয়্যার ও ফায়ারওয়্যাল সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আপগ্রেড করার দায়িত্ব দিলেন।

রাফির মনে কিছুটা ভয় কাজ করলেও দেশে স্বার্থে এই ভয়কে জয় করতেই হবে। রাফির নির্দেশনায় খুব দ্রুতগতিতে এগোছিলো কাজ। কাজ শেষ হওয়ার লক্ষ্যসীমা ৮ মাস হলেও ৬ মাসের ভেতর কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেয় রাফির টিম।

এদিকে সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেই ৫০ টি দেশের সাথে কুটনৈতিক আলোচনা চালায় এবং ঘার ঘার দেশের সাথে সম্পৃক্ত ফাইল ও ডাটা ইভিডেন্স শেয়ার করে। প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি দেশ তাদের অভ্যন্তরীন জংস্জী সদস্যদের গ্রেফতার করতে ও জংস্জী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততার স্বীকারোক্তি নিতে সক্ষম হয়। তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে ৫০ টি দেশের মধ্যে ১০ টি দেশ আন্তর্জাতিক আদালতে জড়িত মদদদাতা কোম্পানী ও রাষ্ট্রের মামলা করতে রাজী হয় যেটা মোটামুটি যথেষ্ট।

এদিকে ফায়ারওয়্যালের কাজও মোটামুটি শেষ, ট্রায়াল এন্ড ইরের প্রোসেসে ধীরে ধীরে এক অজেয় দৃঢ় বানিয়ে ফেলে NSA এর সার্ভারগুলোর ফায়ারওয়্যালকে। অবশেষে সফলভাবে ফায়ারওয়্যাল ও

সিসটেম আপগ্রেড রান করা হলো। এখন হয়তো একটু হলেও মাফিয়া গার্লকে বেগ পেতে হবে এই দৃঢ় জয় করতে।

ডাইরেক্ট স্যার রাফির লীডে টিমের এই দুর্দান্ত পার্ফর্মেন্সে ঘার পর নাই খুশি হন। যোগ্য লোককে যোগ্য স্থানে স্থাপন করতে পারলে শুরুর আগেই কাজ ৫০% কমপ্লিট হয়ে যায়। আজ নিজের চেখের সামনেই তার প্রমান পেলেন।

রাফি ডাইরেক্টের স্যারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এক নতুন টিম গঠন করলো যারা বিশেষভাবে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারদর্শী তা সে যতই ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম হোক না কেন। অনেকদিন হলো মাফিয়া গার্লের খোজ নেয়া হয় না। রাফি এখন তৈরী মাফিয়া গার্ল সম্পর্কে স্ট্যাডি করতে।

টিমকে উদ্দেশ্য করে,

রাফি - টিম, আজ তোমাদের একটি নতুন টাঙ্ক দেয়া হবে। কোডনেম মাফিয়া গার্ল। পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক আর যতবার হোক, মাফিয়া গার্ল রিলেটেড সকল তথ্য আমার চাই। তা যত পূরাতন হোক আর যতই সামান্য হোক With Date and time. I want each and every information related with Mafia Girl on my desk within 3 days.

টিম - (একসাথে উচ্চস্বরে) YES, LEADER.

রাফি - (কলমটা ঠোঁটের কোনায় ধরে মনে মনে কনফিডেন্টলি)Mafia girl, it's time to know about you.

চলবে?

মন্তব্য করলে পরের পার্টের লিংক পাবেন। তাছাড়া পেতে কষ্ট হবে। তাই ভাল খারাপ যাই হোক মন্তব্য করবেন। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

পর্ব-৭

লেখা- sharix dhrubo

রাফি ডাইরেক্টের স্যারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এক নতুন টিম গঠন করলো যারা বিশেষভাবে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারদর্শী তা সে যতই ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম হোক না কেন। অনেকদিন হলো মাফিয়া গার্লের খোজ নেয়া হয় না। রাফি এখন তৈরী মাফিয়া গার্ল সম্পর্কে স্ট্যাডি করতে।

টিমকে উদ্দেশ্য করে,

রাফি - টিম, আজ তোমাদের একটি নতুন টাঙ্ক দেয়া হবে। কোডনেম মাফিয়া গার্ল। পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক আর যতবার হোক, মাফিয়া গার্ল রিলেটেড সকল তথ্য আমার চাই। তা যত পূরাতন হোক আর যতই সামান্য হোক With Date and time. I want each and every information related with Mafia Girl on my desk within 3 days.

টিম - (একসাথে উচ্চস্বরে) YES, LEADER.

রাফি - (কলমটা ঠোঁটের কোনায় ধরে মনে মনে কনফিডেন্টলি)Mafia girl, it's time to know about you.

রাফির উৎসাহ আর অসাধারণ সুপারভাইজিং ক্ষমতার কারনে পুরো টিম রাফির মত ভাবতে ও কাজ করতে শুরু করলো। কয়েকটা ইনস্ট্রাকশন দেয়া নেয়াতেই রাফি ও টিম মেম্বারদের মধ্যে অনেক সুন্দর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরী হয়ে যায়। অনেকটা কলম ঘোরালেই তার কারন বলে দেয়ার মত।

৫ জনের ওই টিমের প্রতিটি মেম্বার রাতের ঘুম হারাম করে লেগে থাকলো মাফিয়া গার্ল নামক অধরা এক ভুতের পেছনে। খুজে খুজে বের করতে থাকলো এক একটি ক্লু। রাফি কোন ক্লু ই ইগনোর করতে নিষেধ করেছে তাই ছোট বড় সব ধরনের ঘটনাকেই প্রাধান্য দেয়া হলো। বিশেষ

করে এনোনিমাস হ্যাকিং ঘার দায় কেউ স্বীকার করে নি, বা বড় কোন গ্যাং ধরিয়ে দেয়া যা এনোনিমাস গ্রুপ বা পার্সন করছে এমন ঘটনাকেও ইনক্লুড করতে বলা হলো।

৩ দিন পদ সব ফাইল্ডিংস এক করা হলো, শুরু হলো চুলচেরা বিশ্লেষণ। কালো টাকার মালিকদের স্বর্গ ওই ব্যাংক হ্যাকিং এর ঘটনা দিয়ে মাফিয়া গার্লের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং সেই টাকা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে ডোনেট করে দিয়েছে। অবাক কাল্ড একটা পয়শাও কোন পার্সোনাল একাউন্টে ঘায় নি। লিষ্ট ও চলে এসেছে সংস্থাগুলোর নাম, ঠিকানা, ব্যাংকের নাম ও একাউন্ট নাম্বার, কোথায় কোথায় এদের কার্যক্রম চলে সবকিছু।

এছাড়াও আফ্রিকার কোন একটি দেশের চরমপন্থীদের সাথে হীরার বিনিময়ে অন্তর্বিক্রয় করা এক বিশাল গ্যাংকে হাতেনাতে ধরেছিলো সেই দেশের পুলিশ, প্রেস ব্রিফিং এ পুলিশ প্রধান বলেছিলেন ওইদিন সকালে আননোন সোর্স থেকে একটি ফোন আসে আর একটি কম্পিউটার জেনারেটেড ভয়েস কিছু নির্দেশনা দেয় যেমন জিপিএস কোয়ার্ডিন্যান্স, কয়েকটি ফোন নাম্বার, একটি ওয়্যারলেন্স ফ্রিকোয়েন্সি ও কিছু স্যাটেলাইট ইমেজিং যাতে অন্তর্ভুক্ত ট্রাকের ছবি, কিছু পাসপোর্ট ডিটেলস ও কিছু ডকুমেন্টস যা প্রিন্টার থেকে অটোমেটিক প্রিন্ট হয়েছিলো ঘার মাধ্যমে আমরা অনেক সহজে চরমপন্থীদের ও অন্তর্বিবসায়ীদের এক বিশাল চালান জন্ম করি।

রাফি জানতে চাইবে তার আগেই একজন টিমমেট বললো ওই এনোনিমাস কলারের কোন পরিচয় দেয়া নেই। রাফি কিছুটা মনক্ষুম হলেও একটু খুশি ও হলো, নাহ ওর টিম ওর সাইকোলজি বুরতে পারতেছে। রাফি দুইটা ঘটনা ই নোট করলো।

রাফি - নেক্সট?

একজন টিমমেট রাফিকে একটু ইতস্তত ভাবে কিছু বলতে চাইলো, রাফি মনযোগী হওয়ায় বলতে শুরু করলো।

- যদিও এর কোন সত্যতা বা প্রমাণ নেই তবে রিউমার রয়েছে মাফিয়া গার্লের সবচেয়ে ভয়ংকর অন্তর্বিবসায়ী হাইড্রো।

রাফি - (চেয়ারের হেলান ছেড়ে টেবিলের দিকে ঝুকে) হাইড্রো! কি বলছো?

- এটা একটা রিউমার শুধু মাফিয়া গার্ল যেভাবে ভুতের মত সাইবার দুনিয়া দাপিয়ে বেড়ায় তা একমাত্র হাইব্রীড হাইড্রোর জন্যই পসিবল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। হয়তো অবাস্তব শোনাচ্ছে তবে অসম্ভব নয়।

রাফির মনে প্রশ্ন জাগে, এইজন্যই কি মাফিয়া গার্ল আনট্রেসেবল হয়ে আছে সাইবার রাডারে? আসলেই অসম্ভব নয়।

রাফি - তারপর?

- আপনার নির্দেশনা মত আমরা আমাদের সার্ভার একসেস লগ এর ফুল ডায়গনসিস করিয়েছি। একটা আইপি এড্রেস Unauthorized এক্সেস করে প্রায় ৪ মিনিট লগড ইন ছিলো। তারপর উধাও এমনকি আইপি এড্রেসটাও গায়েব, তবে সবচেয়ে মজার ব্যপার হচ্ছে ওই আইপি এড্রেসটি এই ৪ মিনিটে প্রায় ১২০ বার তার লোকেশন চেজ করেছে। অর্থাৎ প্রতি ২ সেকেন্ড অন্তর ১ বার করে ১২০ বার।

রাফি - বাহ দারুন পয়েন্ট ধরেছো তো। তারপর?

এরই মাঝে একজন টিমমেট ব্যাংক থেকে হ্যাক হয়ে ডোনেট করা সংস্থাগুলোর লিষ্ট নিয়ে বসে ঘাটতে ঘাটতে হাত তুললো।

রাফি - কি ব্যপার?

- এই লিষ্টে আমাদের দেশীয় একটি সংস্থা রয়েছে। xyz। এটা আমার পরিচিত একটি সংগঠন। এটা কলেজভিত্তিক সেচ্ছাসেবী সংগঠন যা তাদের কর্মকাণ্ড দেশের প্রতিটি এলাকার কলেজগুলোর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

রাফি - হ্যাঁ, হতেই পারে। সারা দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে মানে তো বিশাল ব্যপার, বিখ্যাত হওয়াটা স্বাভাবিক।

- হয়তো আর ১০ টা সংগঠনের জন্য এটা স্বাভাবিক তবে এই সংগঠনের জন্য একদমই না।
রাফি - মানে?

- আমার কলেজে এই সংগঠনের কার্যক্রম ছিলো আর আমিও এই সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম। এই সংগঠনের মূল ধীম ই হলো কোন গনসংযোগ বা মার্কেটিং করা যাবে না। কলেজেরই প্রেজেন্ট ও এক্স স্টুডেন্টসদের ডোনেশনের টাকায় চলবে এই সংগঠন।

রাফি - ওয়েট, তুমি কি বলতে চাচ্ছে তোমাদের এই সংগঠনটি কলেজের বর্তমান ও পূরাতন স্টুডেন্ট ছাড়া আর কেউ ডোনেট করে না।

- মাঝে মাঝে শিক্ষকেরা ও সাহায্য করতো কিন্তু মার্কেটিং না হওয়ায় অধিকাংশ সাহায্য আসতে এক্স স্টুডেন্টসদের কাছ থেকে, এছাড়া আর কারো ত জানার উপায়ও নেই।

রাফির কপালের ভাঁজটা আরো একটু বড় হলো! তাহলে মাফিয়া গার্ল কিভাবে জানলো এই সংস্থার ব্যপারে!!

রাফি - তাহলে কি মাফিয়া গার্ল আমাদের দেশেরই কেউ! এই সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত কোন বর্তমান বা পূরাতন স্টুডেন্ট?

- হওয়ার সন্তানবন্ধন খুবই বেশী! কারণ শুধুমাত্র বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ছাড়া কেবলমাত্র সুবিধাভোগী লোকজনই শুধু এই সংস্থার অন্তিম জানে। বিদেশী কোন হ্যাকারের পক্ষে এই সংস্থার ব্যাংক হিসাব নং ও সংস্থার নাম জানা সন্তুষ্ট না।

রাফি ভাবতে শুরু করলো, এই কলুটা সবচেয়ে দূর্বল কলু ভেবেছিল সে, কিন্তু এমন দাঁতভাঙ্গা ব্রেকথ্রু পাবে তা রাফি ভাবতেও পারে নি।

রাফি - Okay team, lets find out about this non-profit organization and give me details.

- একটা সমস্যা আছে, অনলাইন বা পত্রিকায় হয়তো কর্মকাণ্ড বা কিছু বিশেষ ঘটনাবলি আসতে পারে কিন্তু এই সংস্থার সিংহভাগ কাজই একটু পূরাতন ধাঁচের।

রাফি - (কপাল কুঁচকে বিরক্তিভরা কৌতুহল নিয়ে) সেটা কেমন?

- এই যেমন ধরুন, সারা পৃথিবী যখন ইমেইল দিয়ে দ্রুতগতিতে তথ্য আদানপ্রদান করে তখন এই সংস্থাটি এখনো চিঠি লিখে যোগাযোগ রক্ষা করে। প্রতিটা কলেজ থেকে হাতে লেখা চিঠি আসে সেন্ট্রালে আবার সেন্ট্রাল থেকেই প্রতিটা চিঠির উত্তর হাতে লেখে দেয়া হয় এমন। সবাই মোবাইলে যোগাযোগ করে সময় ঠিক করে যে কখন কোথায় দেখা করতে হবে, সময় পরিবর্তন হলে তাও মোবাইলে জানানো হয়, কিন্তু এই সংগঠন একটি মিটিং এ বসে পরবর্তী মিটিং এর টাইম এবং প্লেস ফিল্ট করে। হতে পারে সেই মিটিং ১ ঘন্টা অথবা ১ মাস পর!!!

রাফির কপালে আর ভাঁজের জায়গা অবশিষ্ট থাকলো না। এ কেমন সংস্থা যা এখনো এই মাপের ওল্ডফ্যাশন?

তারপরও কিছু অনলাইন স্ট্যাডি করলো রাফির টিম। বেশ কিছু পেপার ফ্লাশিং ও নিউজ পোর্টালে তাদের সংস্থার নাম ও বিশেষ কিছু কার্যক্রম ছাড়া আর কিছুই নেই। অবাক করার মত হলেও এই সংস্থাটির ভেতরে না বসে কোন তথ্য পাওয়া তো সন্তুষ্ট না।

রাফি - আচ্ছা যে একাউন্ট থেকে টাকা পাঠানো হয়েছে তাকে ত অবশ্যই নতুন অথবা প্রাক্তন স্টুডেন্ট সেজে ডোনেট করতে হবে?

- একদম ঠিক বলেছেন স্যার, এনালগ শীটের মত একটা ডোনেশন ফাইল রাখা হয়। যদি কেউ ডোনেট করতে চায় তো তাকে আগে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। এবং তাকে একটা টোকেন নাস্বার দেয়া হয়। প্রতিবার ডোনেট করার সময় নামের সাথে ওই নাস্বারটি উল্লেখ করে দিতে হয় যেন ডোনেশন রিসিভ করার পর সংস্থার লোকেরা বুঝতে পারে কোন কলেজের স্টুডেন্ট এই ডোনেশন করলো। যদি কোন রেগুলার ডোনার ভুল করে টোকেন নাস্বার ছাড়া ডোনেট করে দেন তো সেটা যত বড় এমাউন্ট ই হোক না কেন তা ফেরত দিয়ে দেয়া হয়।

রাফি - (অবাকের দরুন বিস্ফোরিত চোখে) এটা কেমন নিয়ম! আমার ইচ্ছা করলেও ডোনেট করতে পারবো না। আবার টোকেন ছাড়াও সন্তুষ্ট না! এ নিয়ম কে বানালো।

- সংস্থার ফাল্ডামেন্টাল নলেজ থেকে জেনেভিলাম সংস্থার শুরুর দিকে এমন রুলস ছিলো না, কিছু অসাধু মানুষ সন্তা মার্কেটিং এর জন্য ১ টাকা ডোনেট করে ১০০ টাকা প্রচার করতো যে কারনে কার্যক্রমের ভয়ংকর ব্যাঘাত ঘটতো। যে কারনে প্রতিষ্ঠার ২ বছরের মাথায় এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় কমিটি।

রাফি - এই টোকেন মাইনটেইন করা হয় কিভাবে?

- সেন্ট্রাল থেকা এটা মেইনটেইন করা হয়। যেমন এটা আমার টোকেন নাস্বার ১২৩*৫৬***. এই নাস্বারের প্রথম ১ ডিজিট কলেজ, পরের ২ ডিজিট ডিপার্টমেন্ট, পরের ২ ডিজিট ব্যাচ ও শেষের ৩ ডিজিট রোল নাস্বার। প্রতিটা বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা একাউন্ট নাস্বার খোলা যেন কোন ডোনেশন কোন একাউন্টে এসেছে তার ভিত্তিতে কলেজের কোন ডিপার্টমেন্টের কত ব্যাচের কোন স্টুডেন্ট ডোনেট করেছে তা জানা যায়।

রাফি - (চোখ চকচক করে) তাহলে ত মাফিয়া গার্ল ও নিশ্চই কোন টোকেন ব্যবহার করে ডোনেশন দিয়েছে। নাহলে সেই টাকা ফেরত যাওয়ার কথা। yess, it time to find out who is Mafia Girl. Team, contact with this organization and I want every financial details related with this.

Team - (একসাথে) consider it done.

রাফির টিমমেট সংস্থার সেন্ট্রাল অফিসে যোগাযোগ করলো। একটা এপয়েন্টমেন্ট নিলো একাউন্টস ডিপার্টমেন্টে। রাফির টিমে একজন প্রাক্তন সদস্য থাকায় কাজগুলো খুব সহজে হয়ে গেল।

কেমন লাগছে কমেন্টে জানাবেন। মন্তব্যে লেখকের লেখার স্পৃহা আরো বেড়ে যায়। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

পর্ব-৮

লেখা- sharix dhrubo

[বিঃদ্রঃ যাদের কাছে মনে হবে এটা কোথাও থেকে কপি করা কৃপা করিয়া রেফারেন্স দিয়ে কথা বলবেন। ধন্যবাদ।]

সংস্থাটির প্রধান অফিস রাজধানীর অনেক প্রশিক্ষণ একটি কলেজের পাশে অবস্থিত। রাফির টিমমেট এই কলেজেই পড়তো। বাইরে থেকে বেশ পরিপার্টি প্রধান অফিসটি। বেশ পুরাতন দালান কিন্তু রিকনস্ট্রাকশন করে পূর্বের কৃপ ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ভেতরে তুকে একাউন্টস ডিপার্টমেন্ট গেলো তারা। টিমমেট তার পরিচয় দিলো এবং রাফিকে নিজের কাজিন হিসেবে পরিচয় দিলো। এরপর কিছু ইনভেস্টিগেশনের রিজন দেখিয়ে বছরখানেক আগের ফরেন স্টুডেন্ট ডোনেশন লগ দেখতে চাইলো। অনেক পীড়াপিড়ি আর কমিটির এক্স সদস্য হিসেবে রিকুয়েষ্ট করে শেষমেষ রাজি করতে পারলো একাউন্টেন্টকে।

সেক্ষে থেকে শেষ বছরের লগবুকটা বের করেতে করতে একাউন্টেন্ট বললো

একাউন্টেন্ট - ভাই আপনি নিজেও কমিটিতে ছিলেন, আপনি জানেন এখন যা করা হচ্ছে তা সংস্থার পলিসি পরিপন্থি।

বলতে বলতে লগবুকটা এগিয়ে দিলো একাউন্টেন্ট। লগবুকটা হাতে পেয়েই ডেট আর টাইম মিলিয়ে ফরেন ট্রানজেকশন মেলানো শুরু করলো রাফি এবং টিমমেট। প্রায় হাজারখানেক প্রবাসী প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ওই সপ্তাহে ডোনেট করেছে। এতো বিপুল প্রবাসী ডোনেশনের কারণ জানতে চাইলে একাউন্টেন্ট জানালো ওইদিন এক্স স্ট্রুডেন্ট ফেস্টিভ্যাল উইক ছিলো, রেগুলার ইরেগুলার কম বেশী সব প্রবাসী প্রাক্তন ডোনার স্ট্রুডেন্টদেরকে চিঠি লেখে আমাদের পরবর্তি কর্মসূচির উদ্দেশ্য জানানো হয়েছিলো এবং একটি খরচ এস্টিমেশন করে দেয়া হয়েছিলো। যে কারনে ওই সপ্তাহে বছরের অন্যন্য সময়ের থেকে বেশী প্রবাসী স্ট্রুডেন্টস সংস্থাটিকে ডোনেট করেছে। কাছাকাছি সময়ে প্রায় ৮ জন প্রবাসী প্রাক্তন স্ট্রুডেন্ট সেই বিশেষ ব্যাংকের মাধ্যমে ডোনেশন পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইনভেস্টিগেশনে জানা গিয়েছিলো সেই বিশেষ ব্যাংক থেকে মোট ৪ জন বিদেশীর একাউন্ট থেকে টাকা সংস্থাটিতে ট্রান্সফার হয়েছিলো। কিন্তু রাফির যতদূর মনে পড়ে ৪ জনের কেউই স্বদেশীয় নয়, চারজনই জন্মসূত্রে চারটি ভিন্ন দেশের নাগরিক যার ফলে এটা কোনভাবেই সম্ভব নয় যে তারা এদেশের কোন কলেজে পড়াশোনা করবে। রাফি তার টিমমেটকে ইশারা করলো লগবুকের ওই ৮ জনের ডিটেইলের একটা ছবি তুলে নিতে, টিমমেট ইশারা করলো সে ওই কাজ অনেক আগেই করে ফেলেছে। এখানকার কাজ শেষ, বের হতে হতে টিমমেট সেই ৮ জন ডোনারের টোকেন নাস্তার থেকে তাদের কলেজের নাম, তাদের ডিপার্টমেন্ট, ব্যাচ ও রোল নাস্তার বের করে ফেললো। এদের মধ্যে ৪ জন একই কলেজের এবং ৪ জন ভিন্ন ভিন্ন জেলার ভিন্ন কলেজের ডোনার।

রাফি তার টিমমেট কে উদ্দেশ্য করে বললো,

রাফি- আমাদের কি ওই বিশেষ ব্যাংকে খোঁজ নেয়া উচিত? এই ডোনেশন ফেস্টিভ্যাল উইক এ সেই বিশেষ ব্যাংক থেকে এই সংস্থার নামে অন্য কেউ টাকা পাঠিয়েছিলো কি না?

- অবশ্যই স্যার, তাহলে বোঝা যাবে আদৌ কেউ স্বইচ্ছায় ডোনেট করেছে নাকি পুরোটাই চুরির টাকা।
রাফি - আর এই লগবুকে থাকা ৮ জনের ডিটেইলস স্ব স্ব কলেজ থেকে কালাকু করার ব্যবস্থা করতে হবে।

- Right away, sir.

রাফি - চলো তাহলে অফিসে ফেরা যাক।

এদিকে অফিসে ফেরার পর অন্যান্য টিমমেটসদের কাছে অন্য কোন ক্লু পাওয়া গেছে কিনা তা জানতে চাইলো রাফি,

একজন একটা কাগজ তুলে ধরে বললো হয়তো কিছু একটা সে পেয়েছে।

- স্যার, আফ্রিকায় চরমপন্থীদের সাথে হীরার বিনিময়ে অস্ত্র বেচাকেনায় যারা যারা জড়িত ছিলো তাদের প্রায় সবাইকেই গ্রেফতার করা হয়েছিলো। আপাতোদৃষ্টিতে ব্যাপারটা এখানেই সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু চরমপন্থীদের একজনের সাথে আমি আমাদের দেশীয় একজনের সমপৃক্ততা পেয়েছি। কিছুদিন আগে আমরা যে জংঙী সংগঠন র্যাকেটটা ধরেছি তাদের অস্ত্রের সাপ্লায়ারদের সাথে ওই চরমপন্থী সদস্যের সরাসরি ঘোষাজ্ঞ ছিলো।

রাফি - তো?

- তো যদি ওই অস্ত্রের কন্ট্রাক্ট টি সফল হতো তাহলে হয়তো ওই অস্ত্রের কিছুটা অংশ অথবা পুরোটাই আমাদের দেশে চলে আসতে পারতো।

রাফি - তার মানে যদি আমরা ধরে নেই যে এই অস্ত্র আমাদের দেশে আসার কথা তাহলে এটা ধরে নেয়া যেতেই পারে যে মাফিয়া গার্ল এই খবর আগে থেকেই জানতে পেরেছিলো আর চালান আটকাতে সবধরনের ইনফরমেশন জোগাড় করে ওই দেশের সরকারের কাছে তুলে দিয়েছিলো। (মনে মনে) কারন এতো ডিটেইলস কোন সাধারণ মানুষের হাতে থাকার কথা না আর পৃথিবীর কোন পাওয়ারফুল দেশ বিনিময়বিহীন ইনফরমেশন শেয়ার করে না। আর একমাত্র মাফিয়া গার্লের কাছেই

এমন প্রযুক্তি আছে যার দ্বারা সে এত একুরেট ইনফরমেশন বিনামূল্যে ও বিনা ক্রেডিটে দান করে দিয়েছে।

রাফি - আচ্ছা তাহলে এই ঘটনার কোন লীড আছে আর?

টিমের সবাই না সূচক মাথা দোলায়।

রাফি - ok, next?

চলতে থাকলো রাফি ও তার টিমের ইনভেস্টিগেশন, কিন্তু অন্য কোন ঘটনা এমন লীড দেয় নি যা সেচ্ছাসেবী সংগঠনের ডোনেশন কেসে পাওয়া গেছে। তাই রাফি তার টিমকে আরো ডিপলী এই একটা লীডের উপর জোর দিতে বললো।

রাফি তার টিমের ৪ জনকে সরকারি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন অর্ডার ইঙ্গু করে সেই চার ভিন্ন জেলার কলেজে পাঠালো ডোনারদের ইনফর্মেশন কালেক্ট করতে আর রাফি গেলো সেই কলেজে যে কলেজের ৪ জন একই দিনে ডোনেট করেছিলো।

কলেজটি বেশ পুরাতন, প্রায় ৪০ বছর বয়স কলেজটির। পুরাতন পুরাতন সব বিল্ডিং এর। ফাঁকে বিশাল বিশাল গাছের মাঝ দিয়ে চলে গেছে ছিমছাম রাস্তা। রাফি সোজা চলে গেলো কলেজের এডমিনিস্ট্রেশন রুমে। গিয়ে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন অর্ডার দেখালো।

এডমিন - বলুন মি.রাফি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

রাফি - আপনাদের আর্কাইভে তো প্রাক্তন ও বর্তমান সব স্টুডেন্টদের রেকর্ডস থাকার কথা, তাই না?

এডমিন - জুনি তা সব কলেজেই রাখার নিয়ম আছে, এটা বাধ্যতামূলক। কিন্তু আমাদের আর্কাইভেন্ট ১৯৯৯ ব্যাচ থেকে শুরু করে প্রতিটা ব্যাচের স্টুডেন্ট ইনফরমেশন আছে।

রাফি কিছুটা অবাক ও কৌতুহলভরা চোখে পূর্বের ব্যাচগুলোর রেকর্ডস না থাকার কারণটা জানতে চাইলো।

এডমিন - আসলে ১৯৯৮ সালে আমাদের কলেজের আর্কাইভ রুমে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে যার ফলে ১৯৯৮ সালের পূর্বের সকল নথিপত্র ও রেকর্ডস নষ্ট হয়ে গেছে।

রাফির কিছুটা মর্মাহত হয় কারন যে ৪ জন ছাত্রছাত্রীর খোঁজে রাফি এসেছিলো তাদের দুইজন ৯১ ও অন্য দুইজন ৯৩ ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিলো।

এটা কেমন হলো, একটা ক্লুব এতো কাছে এসে হারিয়ে যাবে? মনে মনে রাফি ভাবলো।

রাফি - আচ্ছা অন্য কোন উপায় আছে কি?

পুরাতন ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের তালিকা খুজে পাওয়ার?

এডমিন - আমার পক্ষে যতটুকু জানানো সম্ভব আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি। এর বাইরে আর কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

রাফি - আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সাহায্যটুকু করার জন্য। আসছি।

এডমিন - ঠিক আছে।

কিছুটা মনক্ষুম হয়ে রাফি বের হয়ে এলো এডমিনিস্ট্রেশন থেকে। হাঁটতে হাঁটতে ক্যাম্পাসের গান্ডি পার হবে তখনই ক্যাফেটেরিয়ার পাশে একটি বটগাছের দিকে নজর গেলো রাফির। একবাঁক কচিকাঁচা পথশিশুদের বসিয়ে পড়াচ্ছে একটা মেয়ে। দৃশ্যটা দেখে রাফির খারাপ মন হঠাত ভালো হয়ে গেলো। আনমনে হাটতে হাটতে বটগাছটার নীচে চলে গেলো রাফি। এমন সময় ফোন এলো হেডকোয়ার্টার থেকে, অন্য চার জন টিমমেট কলেজ থেকে ডোনারদের ইনফর্মেশন কালেক্ট করে ফেলেছে। টিমমেট ৪ জনই এখন হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। রাফি চাচ্ছিলো না এই কলেজে xyz সংস্থাটির শাখায় খোঁজ নিতে কিন্তু অন্য কোন উপায় না দেখে সংস্থাটির থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য নিতে চাইলো।

বটগাছের নীচে কিছু ছাত্রছাত্রী আড়ডা দিচ্ছিলো। রাফি চাইলো তাদের কাছে গিয়ে জানতে চাইবে সংস্থাটির সম্পর্কে।

রাফি - (হালকা কাশি দিয়ে) আসসালামু আলাইকুম।

আড়ডা থেকে সবাই তাকালো রাফির দিকে।

- ওয়ালাইকুমুস সালাম। (কৌতুহল নিয়ে) কি চাই?

রাফি - জী যদি কিছু মনে না করেন তো কিছু জিজ্ঞাসা ছিলো।

- তাড়াতাড়ি বলুন, কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মিটিং শুরু হবে।

রাফি - (কোনপ্রকার ভনিতা না করে) xyz সেচ্ছাসেবী সংস্থাটির কলেজ শাখা অফিস কোনদিকে?

- (এবার সবাই একসাথে তাকিয়ে পড়লো) কেন? কি দরকার?

রাফি - একটু দরকার ছিলো। বলবেন কি?

- কারণ না বললে বলা যাবে না। সবাই আবার আড়ডায় মন দিলো।

রাফি - আসলে আমি কিছু প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের খোজ করছি, কিন্তু কলেজের আর্কাইভের অগ্রিকাগুরে ঘটনায় প্রাক্তন স্টুডেন্টদের সব ইনফর্মেশন নষ্ট হয়ে গেছে, তারা xyz সংস্থার সদস্য ও ছিলো। তাই যদি সংস্থাটির সাথে যোগাযোগ করা যায় তাহলে হয়তো তাদের কাছ থেকে আমি ইনফর্মেশনগুলো পেতে পারি।

- (আড়ডার সবাই একজন আর একজনের চেহারা দেখতে দেখতে) আমরাই xyz সংস্থার কলেজ শাখা কমিটি আর ওইয়ে যাকে বাচ্চাগুলো পড়াচ্ছে সে সভাপতির দায়িত্বে আছে।

ততক্ষনে বাচ্চাগুলো উঠে দাঢ়িয়ে মেয়েটিকে ঘিরে ধরলো আর মেয়েটি সবাইকে দুইটা করে সিংগাড়া তুলে দিচ্ছিলো। রাফি না চাইতেও মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো বাহ শব্দটি।

বাচ্চাদের বিদায় দিয়ে মাষ্টার ম্যাডাম আড়ডার কাছে এগিয়ে এলে অন্য সবাই আড়ডা ছেড়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলো। রাফিও পিছন পেছন এগিয়ে গেলো।

অন্যান্যরা মেয়েটিকে রাফির উদ্দেশ্য খুলে বললো, মেয়েটি এবার রাফির লক্ষ্য করলো, আপাদমস্তক দেখে এগিয়ে এলো রাফির কাছে। নিজের থেকেই রাফির সাথে কথা বললো।

- হয়তো আপনি যে তথ্য চাচ্ছেন তা আমাদের কাছে থাকলেও কোন সদস্যের পার্সোনাল ইনফরমেশন ডিসক্লোজ করা আমাদের পলিসির বাইরে।

রাফি - কিন্তু ইনফরমেশনগুল যে খুটবই.....

- (রাফির হাত উচু করে থামিয়ে দিয়ে) দেখুন আপনার আরো কিছু জানার থাকলে অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের কমিটির রেগুলার মিটিং শেষ হওয়ার পর দেখা করুন।

রাফি আর কথা না বাঢ়িয়ে ক্যাফেটেরিয়ার বাইরে পাতানো চেয়ার টেবিলে গিয়ে বসলো আর দূর থেকে তাদের মিটিং দেখছিলো। এর মধ্যে রাফি অন্যান্য টিমমেটদের কনফারেন্স কল করলো।

রাফি - টিম, তোমাদের প্রোগ্রেস জানাও?

- প্রযোজনীয় তথ্য কালাক্ট করতে পেরেছি স্যার।

- কলেজে গ্যাজ্জাম চলছিলো তারপরও মিশন কমপ্লিট স্যার।

- Done sir.

- I have the necessary information sir.

রাফি - Any problem?

- (সবাই একসাথে) No sir.

রাফি- very good team. See you all in headquarter.

কলাটা কেটে দিয়ে সংস্থার মিটিং শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকলো রাফি।

সভাপতি মেয়েটার বডি ল্যাংগুয়েজ আর প্রেজেন্টেশন স্ট্যাইল ই আলাদা। একজন লিডারের মতই ডাইরেকশন দিচ্ছিলো বাকী সবাইকে।

ঘন্টা ২ পর সবাই উঠে দাঢ়ালো, রাফি বুঝলো যে মিটিং শেষ হয়েছে। সবাই যে ঘার মত নিজ নিজ রাস্তায় রওনা দিলো। রাফি একটু জোর পায়ে সভাপতির পিছু নিলো। সভাপতির কাছাকাছি এসে রাফি বললো -

রাফি - এক্সকিউজ মি?

সভাপতি ঘুরে তাকালো আর চেথে হালকা বিরক্তি ভাব নিয়ে বললো

সভাপতি - ওহ আপনি, এখনো অপেক্ষা করছেন? দেখুন আপনি যা চাচ্ছেন তা সর্বরাহ করা সম্ভব নয়, আমাদের সংস্থার নিয়ম বহির্ভূত। আমি এই কলেজ শাখার সভাপতি হয়ে আপনার এই অনৈতিক ডিম্বান্ড কিছুতেই পূরণ করতে পারি না।

রাফি অনেকভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলো যে ইনফরমেশনগুলো হাতের নাগালে পাওয়া রাফির জন্য খুবই জরুরী কিন্তু সভাপতিও নাছোড়বান্দা, কিছুতেই তথ্য প্রদান করবে না। রাফি চাচ্ছিলো না স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন অর্ডারটা শো করতে কিন্তু এখন এমন অবস্থা দাঢ়িয়েছে যে সভাপতির কাছ থেকে ইনফরমেশন বের করতে হলে ওটাই একমাত্র চাবি। শেষমেশ রাফি বলেই বসলো

রাফি - দেখুন আমি আপনাদের কলেজে একটি ইনভেস্টিগেশনে এসেছি যার দরুন কিছু প্রবাসী প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের ইনফরমেশন আমার দরকার, ব্যাগ থেকে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন অর্ডার বের করে সভাপতিকে দেখালো।

সভাপতি কিছুটা ভরু কুঁচকে অর্ডার পেপারটা নিলো। পুরোটা খুঁটে খুঁটে পড়লো।

সভাপতি - এখানে তো কলেজের নাম আছে। আমাদের সংস্থার নাম ত উল্লেখ নেই আর তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রনালয় থেকে আমাদের কোন অর্ডার ইঙ্গ্রেজি করে ফরোয়ার্ড করে নি। (একটু কৌতুহলী হয়ে) আপনার আইডি কার্ড দেখি?

প্রশ্ন শুনে রাফির চোখ কপালে উঠে গেলো।

রাফি - কেন?

সভাপতি - প্রতিদিন তো আর আমাদের অফিসে তথ্য মন্ত্রনালয় থেকে ইনভেস্টিগেশন অর্ডার নিয়ে কেউ হাজির হয় না। দেখান আপনার আইডি?

রাফি উপায়ন্ত না পেয়ে পকেট থেকে আইডি কার্ড বের করে দিলো।

তথ্য মন্ত্রনালয়ের আইডি কার্ড,

নামটা খুব স্পষ্ট করেই লেখা, রাফিটুল ইসলাম।

জন্মদিন দেখে সভাপতির চোখ আটকে গেলো পোষ্ট এ গিয়ে।

(সভাপতি নিজে নিজে) সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার! সরকারী মন্ত্রনালয়ের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এসেছে সরকারী স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন অর্ডার নিয়ে ইনফরমেশন খুঁজতে! সরকারী অফিসে কি জনবল শর্ট পড়েছে!

রাফি - দেখুন ইনভেস্টিগেশন অর্ডারে আমার নাম এবং পদবী সুন্দর করে দেয়া আছে। চাইলে চেক করে নিতে পারেন।

সভাপতি - তা তো অবশ্যই। এখনই আমাকে একটা জরুরী কাজে বের হতে হববে তাইই আপনাকে দেয়ার মত পর্যাপ্ত সময় আমার কাছে নেই। আপনি আপনার অর্ডারের ফটোকপি রেখে যান।

আমাদের সংস্থার সদস্য রয়েছেন তথ্য মন্ত্রনালয়ে। অর্ডারটা ভেরিফাই হলে আমিই আপনাকে ডেকে নিবো। তখন আপনি আপনার প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। ও আর হ্যাঁ আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিতে ভুলবেন না।

রাফি তো এখন পড়লো মহা বিপাকে, অগত্যা কোন উপায় না পেয়ে ইনভেস্টিগেশন অর্ডারের কপি এবং মোবাইল নাম্বার দিলো সভাপতিকে। সভাপতি অফিসের ল্যান্ডলাইন নাম্বার থেকে রাফির নাম্বারটা ডায়াল করলো। রাফি ভেবেছিলো এখনই হয়তো তথ্য মন্ত্রনালয়ে ফোন দিচ্ছে সভাপতি, কিন্তু যখন নিজের ফোনটা বেজে উঠলো আর রিসিভ করার পর শুনলো "ভেরিফাই করে নিলাম" তখন বুঝতে পারলো এই মেয়ে ভয়ংকর ত্যাড়া একটা মেয়ে। অবশ্যই এর যোগ্যতা আছে সভাপতি হবার।

রাফি - আরকিছু?

সভাপতি - নাহ আপাতত আর কিছু না। আমি বের হবো। সো টাটা।

দুইজনই অফিস থেকে বের হতে লাগলো,

রাফি - আমার তো সব রেখে দিলেন, এটলিষ্ট আপনার নামটা তো বলে যান।

সভাপতি একপ্রকার দৌড় থামিয়ে পেছনে ফিরলো

সভাপতি - রহী।

বলেই পাখির মত কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো।

রাফি আর সাতপাচ না ভেবে ডাইরেক্ট স্যারকে ফোন দিয়ে সংস্থায় হওয়া সিচুয়েশন খুলে বললো।

ডাইরেক্ট স্যার ব্যপারটা দেখতেছেন বলে রাফিকে অফিসে ব্যাক করতে বললেন।

রাফি গাড়িতে বসে ভাবতে লাগলো কি মেয়ে রে বাবা। এতো স্ট্রিক্ট মেয়ে আজ পর্যন্ত দেখে নি রাফি।

এটা শেষ হলে কি সিজন-২ আনবো? মন্তব্য জানাবেন। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

পর্ব-৯

লেখা- sharix dhrubo

গুইদিনের মত ইনভেস্টিগেশন শেষ করে কোয়ার্টারের পথ ধরলো রাফি। মনটা খুব ছটফট করছে রাফির। একের পর এক চ্যালেঞ্জ চলেই আসছে রাফির সামনে। রাতে খাবার টেবিলে বসে মনে পড়লো বাবার কথা। বাবার বলা প্রতিটা উপদেশ আবারো ঘেন মনে মনে শুনতে পেলো রাফি। নাহ, ছোটবেলা থেকেই চ্যালেঞ্জ পচ্ছল করতে রাফি। হোক তা যতই জটিল, রাফিকে কখনো দমাতে পারে নি। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ পায়চারি করে রাফি। সভাপতি মেয়েটাকে বুঝতে না দিয়ে কিভাবে ওই ৪ জনের তথ্য আদায় করা যায়। কিছুক্ষণ ভাবনাচিন্তা করে শুতে গেল রাফি।

সকালে অফিসে পৌছালো রাফি, অফিসে পৌছানোর পর রিসিপশন থেকে জানিয়ে দেয়া হলো ডাইরেক্ট স্যার রাফিকে দেখা করতে বলেছে। অফিসে তুকতে না তুকতেই ডাইরেক্ট স্যারের ডাক পেয়ে রাফি সোজা স্যারের রুমে গেলো।

রাফি - স্যার, আমাকে ডেকেছেন ?

ডাইরেক্ট - হ্যাঁ রাফি, এসো এসো। বসো। একটা দরকারী ব্যপারে তোমার সাথে কথা বলার ছিলো।

রাফি - বলুন স্যার।

ডাইরেক্ট - দেখো রাফি আমি তোমার কথামত মাফিয়া গার্ল এর বিষয়ে হায়ার অথরিটির সাথে কথা বলেছি। হায়ার অথরিটি বলছে মাফিয়া গার্লের কোন অস্তিত্ব নেই। পুরোটাই একটা কভারআপ।

মাফিয়া গার্ল নামের কোন হ্যাকারের কোন অস্তিত্ব নেই।

রাফি - কিন্তু স্যার আমরা একটা দুর্দান্ত লীড পেয়েছি যা আমাদের মাফিয়া গার্ল পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে।

ডাইরেক্ট - রাফি, আমি জানি তুমি আমাদের টিমের সবচেয়ে চৌকস অফিসার এবং তোমার চিন্তাভাবনার সাথে সবার চিন্তা মিলবে না কিন্তু এটা কেন ভুলে যাচ্ছে আমাকেও কারো না কারো কাছে জবাবদিহিতা করতে হয়।

রাফি - কিন্তু স্যার এই লীডটা অনেক সন্তানাময়, কিছু না কিছু তো আমরা বের করতেই পারবো।

ডাইরেক্ট - রাফি, বি প্রাকটিক্যাল। আমি জানি তোমার ভেতর সেই স্পৃহা আছে কিন্তু বাস্তবে তোমার কাছে কোন পাঙ্কা ইভিডেন্স আছে যা মাফিয়া গার্লের অস্তিত্ব প্রমাণ করে??

রাফি ভাবনায় পড়ে গেলো, কারন এখন পর্যন্ত মাফিয়া গার্ল সম্পর্কে কোন শক্ত প্রমাণ রাফি বা রাফির টিমের কাছে নেই। জংঙ্গী সংগঠন ধরিয়ে দেয়া ঘটনার একমাত্র প্রমাণ Mafia Boy নামের নোটটি ও অটোমেটিকলি ডিলিট হয়ে গেছে। মাফিয়া গার্ল যেসব ট্রাক ফেলে রেখে গেছে তা শুধু রাফিই খুজে পেয়েছে আর সবগুলোই ডিকোড করার পর উধাও হয়ে গেছে।

রাফি - কিন্তু স্যার...?

ডাইরেক্ট - (গম্ভীর গলায়) কোন কিন্তু নয়। I am ordering you to drop this Mafia Girl case right now.

রাফি আর কোন কথা বাঢ়ালো না, ডাইরেক্ট স্যার আরো কিছু কেসের ব্যপারে রাফির সাথে কথা বললো। কেসের ফাইলগুলো হাতে নিয়ে নিজের ডেস্কে এসে বসলো রাফি।

চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথার পেছনে হাত রাখলো রাফি। হায়ার অথরিটি কেন মাফিয়া গার্লের অস্তিত্ব মানতে চায় না! ব্যাংক লুটের ঘটনা ডার্ক ওয়েবের সবাই কম বেশী জানে। তবে এটা ঠিক যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রমান নেই মাফিয়া গার্লের বিরুদ্ধে।

রাফি অর্থাৎ মাফিয়া বয় ই হয়তো একমাত্র পার্সন যার সাথে মাফিয়া গার্ল কমিউনিকেট করে। এমন সব আজিব কিসিমের ক্লু রেখে যায় যা চোখের সামনে থাকলেও চোখে পড়ে না। এই যেমন ব্যাংক লুটের ঘটনাটাই ধরুন না, সারা দুনিয়ার সব মানুষ xyz সেচ্ছাসেবী সংগঠনকে আর ১০ টা সেচ্ছাসেবী সংগঠন মনে করলেও একমাত্র এইদেশের এবং বিশেষ করে যে সব কলেজে এদের শাখা রয়েছে তারা ছাড়া আর কেউ ই জানে না এই সংস্থাটির মূল ইথিক্স যে এই সংস্থার সদস্য ছাড়া আর কেউ এখানে ডেনেট করতে পারে না। এই কারনেই কি মাফিয়া গার্ল এই ক্লু টি ছেড়ে গেছে? যেন মাফিয়া বয় এটা খুজে পায়? সাইবার দুনিয়ার সবাই জানে মাফিয়া বয় এর ন্যশন্যালিটি তাই মাফিয়া গার্ল ও যে এটা জানে তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহলে কি মাফিয়া গার্ল চাচ্ছে যে মাফিয়া বয় ওর পিচু নিক?

"আআআআআআআআ..... আআআআআআআআ" মাথা চেপে ধরে কিছুক্ষণ চ্যাচালো রাফি। এই মাফিয়া গার্ল আমাকে পাগল করে দেবে। যাইহোক অফিসিয়ালি এই কেস নিয়ে আর এগোনো সম্ভব নয়। তাই রাফি তার টিমের সবাইকে ডেকে এই কেস রিলেটেড সকল ডকুমেন্টস ও ডাটা এনে জমা দিতে বললো।

টিমেট সবার মন ভেঙ্গে গেলো, সবাই কারন জানতে চাইলে রাফি জানালো হায়ার অথরিটি থেকে অর্ডার এসেছে এই ইনভেস্টিগেশন বন্ধ রাখার।

সবাই সব ডাটা ও ডকুমেন্টস জমা দিয়ে গেলো রাফির কাছে। রাফি সবকিছু সাজিয়ে রাখতে রাখতে একটা কল পেল।

আনন্দন ল্যান্ডলাইন নাম্বার, রিসিভ করলো রাফি,

রাফি - হ্যালো, রাফি স্পিকিং।

- (কাশি দিয়ে) জীৱি, আমি জানি।

রাফি - হ্ব ইজ দিস?

- রুহী বলছি, সেচ্ছাসেবী সংস্থার অফিস থেকে।

রাফি একটু নড়েচড়ে বসলো, কি ব্যাপার? এই মেয়ে এখন ফোন দিলো?

রাফি - জীৱি মিস রুহী, বলুন?

রুহী - হমমমম, আমি আপনার অর্ডার সম্পর্কে খোঁজ নিলাম। বললো স্পেশাল অর্ডার, যেন সাহায্য করি। বলুন কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

রাফি চট করে ভাবনায় চলে যায়। ডাইরেক্টর স্যার ত অফিসিয়াল ইনভেষ্টিগেশন বন্ধ রাখতে বলেছেন। পার্সোনালী তো ইনভেস্টিগেশন তো করতেই পারে রাফি যেখানে ইনফরমেশন নিজে ফোন দিয়েছে রাফিকে।

রাফি - জীৱি আমার কিছু পুরাতন ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের তথ্য লাগবে, আপনি সময় দিলে আমরা সামনাসামনি এই বিষয় আলোচনা করতে পারি।

রুহী - সরকারি লোক আপনারা, দেশের কলিজ। আপনারা বললে আমাদের মত ছা পোষা জীৱি

কিভাবে না করি। বলুন কবে আপনার সুবিধা হয়।

রাফি - (একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে) সম্মান দিলেন নাকি অপমান! যাইহোক শুক্রবার সময় হবে?

বিকালে? ৪ টা কি ৫ টার দিকে?

রুহী - বেছে বেছে শুক্রবারটাই সময় হলো আপনার। (তাচ্ছিল্যের ভংগিমায়) ঠিক আছে, আমাদের শাখা অফিসের সামনে চলে আসবেন। এখন রাখছি।

বলেই ঠাণ্ড করে মুখের উপর ফোনটা কেটে দিলো।

নতুন একগাদা কেস আসার কারনে রাফি সাতপাচ না ভেবে সেইসব কেসে ডুবে যায়। কাজকর্ম শেষ করে রাফি তার টিমের সাথে কফি আড়ডায় বসলো। কমবেশী সবার মন মরা দেখে রাফি নিজেই প্রসংগ টানলো

রাফি - কি ব্যপার, এভাবে বাংলা পাঁচের মত মুখ করে রেখেছো কেন সবাই?

কারো মুখে কোন জবাব না পেয়ে রাফি আবার বলতে শুরু করলো,

রাফি - মাফিয়া গার্ল কেসটা ড্রপ হওয়ার কারনে কি তোমরা এই চেহারা বানিয়ে রেখেছো?

সবাই হ্যাঁ সূচক মাথা দোলায়।

রাফি - আচ্ছা তোমরা কি চাও? কেসটা নিয়ে কি করা যায়।

সবাই উৎসুক হয়ে এক একটা প্লান দেয়া শুরু করলো

- স্যার আমরা গোপনে কেসটা নিয়ে কাজ চালাতে পারি।

- এখন হাতে যে সব কেস রয়েছে সেসব কেস ততটা কঠিন নয় যে দিনের পুরোটা সময় তাতে দিতে হবে।

- বেশ ফ্লী টাইম থাকে আমাদের হাতে। চাইলেই আমরা ইনভেষ্টিগেশন কন্টিনিউ করতে পারি।

রাফি - কিন্তু ডাইরেক্টর স্যার ত অফিসিয়ালি কেসটা ড্রপ করতে বলেছেন।

- স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন তো আনঅফিসিয়ালি আমরা কেসটা সলভ করতে চাই।

রাফি - তাহলে তোমরা সবাই আনঅফিসিয়ালি কেসটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছো?

- (সবাই একসাথে) Yes sir.

রাফি মনে মনে দারুণ খুশি হলেও কাউকে বুঝতে দিলো না। স্বাভাবিকভাবেই টিমের কাছে জানতে চাইলো

রাফি - ওকে তাহলে তোমাদের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে আবার কেসটা রি ওপেন করা যাক, কি বলো?

সবাই উৎসাহের সাথে বলে উঠলো - অবশ্যই স্যার।

রাফি - তাহলে কাজে লেগে পড়ো। আচ্ছা আমি যে বিশেষ ব্যাংকে খোঁজ নিতে বলেছিলাম যে ওই দিন আর কেও এই সংস্থাটিতে ডোনেশন করেছিলো কি না, তার কি হলো?

- স্যার আমি ওইদিনই মেইল করে দিয়েছিলাম, তারা রিপ্লাই দিয়েছে আগামী বৃহস্পতিবার তারা জানাবে।

রাফি - ওকে গুড। আর যে চারজনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে কলেজ থেকে তাদের সাথে কি যোগাযোগ করা হয়েছে?

- জী স্যার, দুইজন ডোনেশনের কথা স্বীকার করেছে কিন্তু অন্য দুইজন এই ব্যপারে কিছুই জানে না। তাদের ব্যাংক স্টেটমেন্টের কোন গোলমালের কথা জানতে চাইলে তারা বললো যে তাদের কোন টাকা চুরি যায় নি। এমনকি তারা গত ৫ বছরে এই সংস্থাটিকে কোন ধরনের অর্থসহায়তাও করে নি।

রাফি - আজব, তাদের টাকা চুরি যায় নি স্টেটমেন্টেও কোন গোলমাল নেই অথচো টাকা এলো কিভাবে!

- স্যার, মাফিয়া গার্ল এর কাছে যদি সত্যিই হাইব্রিড হাইড্রা থেকে থাকে তাহলে এটা কোন বিষয়ই না।

রাফি - কেমন?

- হাইব্রিড হাইড্রা অনায়াসে এই কাজ করবে। ফরেন ট্রানজেকশন মূলত ইলেক্ট্রনিক ফাস্ট ট্রান্সফার প্রোটকল মেইনটেইন করে। ট্রানজেকশন কনফার্মেশন একটা মেইল বা এসএমএস এর মাধ্যমে করা হয়। এখন হাইড্রা যদি আগের থেকেই সিস্টেম হ্যাক করে বসে থাকে তাহলে সে প্রতিটা মেইল বা এসএমএস এর বিষয়বস্তু পড়তে ও পরিবর্তন করতে সক্ষম। উধাহরণস্বরূপ মি x এর একাউন্ট থেকে ফাস্ট ট্রান্সফার হবে মি y এর একাউন্টে। ট্রানজেকশনের মাঝপথে যদি হাইড্রা ট্রানজেকশন কনটেন্ট চেঙ্গ করে দিয়ে মি x এর বদলে মি z এর একাউন্ট বসিয়ে তাহলে মি y টাকা পাবেন মি x এর কাছ থেকে ঠিকই কিন্তু রিসিভার সিষ্টেম শো করবে টাকাটা মি x পাঠায় নি, পাঠিয়েছে মি z. এক্ষেত্রে মি z

এর ব্যালান্স কমবে না, বিদেশী ব্যাংকের সিস্টেমও ইরের শো করবে না কারন সেখানে মি x টাকা পাঠিয়েছে আবার দেশী একাউন্টেও গড়মিল হবে না, শুধু দেখাবে টাকাটি মি z পাঠিয়েছেন মি y কে। বেশ জটিল বিশ্লেষণ হলেও রাফি ব্যপারটা বুঝতে পারলো। ওই বিশেষ ব্যাংকে থাকা বিদেশীদের একাউন্ট থেকে টাকাগুলো সংস্থার ব্যাংক একাউন্টে পাঠানো হয়েছিলো ঠিকই কিন্তু সংস্থাটির ব্যাংক একাউন্টে টাকাটা জমা হয়েছে ওই দুই ডোনারের নামে যারা আদৌ কোন ট্রানজেকশনের ব্যপারে জানে না।

রাফির কাছে হাইব্রিড হাইড্রো ক্ষমতা এই দুই দেশের দুই ব্যাংকের দূরত্ব থেকেও বেশী মনে হতে লাগলো। রাফির আন্দাজ হতে থাকলো কতটা ভয়ংকর এক ভার্চুয়াল দানবের পিছু নিয়েছে তারা। মাফিয়া গার্লের তৈরী হাইব্রিড হাইড্রো যদি এতটাই ক্ষমতাধর হয় তাহলে সেটা তো থাকতে পারবে না এমন কোন সাইবার প্লেস নাই। যে ভাইরাস একটা এনক্রিপ্টেড ট্রানজেকশন ক্রাক করে দুই ব্যাংককে দুই হিসাব ধরায় দিতে পারে তার কাছে কোন ফায়ারওয়্যাল ব্রেক করা কোন ব্যপার না। রাফি কিছুটা ভয় পেলেও বিষয়টা কাউকে বুঝতে না দিয়ে ভাবতে লাগলো কি করা যেতে পারে এই দানবের সাথে পেরে উঠতে হলে।

পরদিন সকালে অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্ম সেবে সব টিমমেট একজায়গায় সমবেত হলো।

রাফি - আজ তো সেই বিশেষ ব্যাংক থেকে মেইল আসার কথা, মেইল কি এসেছে?

- না, এখনো কোন মেইল আমরা রিসিভ করি নি।

রাফি - আচ্ছা টিম, তোমাদের কি মনে হয়, মাফিয়া গার্ল আসলে কি চায়?

মোটামুটি সবাই টেনশনে পড়ে গেলো। মাফিয়া গার্ল সম্পর্কে সবার যতটুকু ধারনা আছে তাতে তার সম্পর্কে মন্তব্য করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

রাফি - এটা কোন টেষ্ট নয় যে তোমাদের ১০০% একিউরেসী নিয়ে জবাব দিতে হবে। Do your best guess.

- স্যার, আমার মনে হয় সে একজন দেশপ্রেমিক, দেশের জন্য কিছু করতে চায়।

- শুধুমাত্র দেশের ভেতরকার জংঙী সংগঠনকে ব্যবহার করে পুরা ৫০ দেশে এদের কার্যক্রম সমূলে উৎপাটন করার ব্যবস্থা করেছে সে। বলতেই হয় সে কিছু পজেটিভ চিন্তাই করছে।

- সে হয়তো কিছু বদলাতে চাচ্ছে, কারনটা হয়তো এখনো আমাদের অজানা।

রাফিও ভাবতে থাকলো আসলে কি উদ্দেশ্যে সে মাফিয়া গার্লকে খুঁজছে? একজন ক্রিমিনালকে ধরতে! নাকি মাফিয়া বয়কে কেন এত সাহায্য করতেছে সে এটা জানতে। লক্ষ্য যা ই হোক উদ্দেশ্য একটাই, মাফিয়া গার্লকে খুঁজে বের করা।

এমন সময় ডাইরেক্টর স্যার রাফি কে রুমে ডাকলেন।

রাফি - আমায় ডেকেছেন স্যার?

ডাইরেক্টর - এসব কি রাফি? বলেই একটা কাগজ ছুড়ে মারলেন রাফির দিকে।

কাগজটা তুলে নিয়ে রাফি পড়ে দেখলো সেই বিশেষ ব্যাংক মেইলের রিপ্লাই দিয়েছে তারই এক কপি। ওইদিন ব্যাংক থেকে মোট ৬ টা ট্রানজিকশন হয়েছে ওই সংস্থাটির একাউন্টে।

রাফি - স্যার আসলে.....

ডাইরেক্টর - (রাগের সূরে) রাফি কেন তুমি ভুলে যাচ্ছে এটা সরকারী একটি প্রতিষ্ঠান, এখানে কোন অফিসিয়াল মেইল পার্সোনালী পাওয়া যায় না, কয়েকটা উপরমহলের ইমেইলও সিসি তে রাখা হয় আর প্রতিটা মেইল রেকর্ড হয়। আমি তোমাকে যেটা ড্রপ করতে বলেছি সেটা ড্রপ করো আর মাফিয়া গার্ল নামের ভূত মাথা থেকে নামিয়ে ফেলো। না হলে তোমার সাথে সাথে তোমার টিম মেশ্বারদের ক্যারিয়ারে ফুলস্টপ বসে যাবে। শেষবারের মত বলছি, Drop this case.

রাফি আর কোন কথা না বলে চুপচাপ রূম থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলো তখন আবারো

ডাইরেক্টর - (নম্ব সূরে) এদিকে এসো রাফি। আমার কথা এখনো শেষ হয় নি।

রাফি - বলুন স্যার (বলে স্যারের টেবিলের সামনে চলে গেল)

ডাইরেক্টর - কাগজটা রেখে যাও।

রাফি কিছুটা লজ্জায় পড়ে গেলো আর কাগজটা টেবিলে রেখে রুম থেকে বের হয়ে গেলো। কিন্তু ওর যা ইনফরমেশন দরকার তা সে পেয়ে গেছে। ৪টা আনঅথরাইজড ট্রানজেকশন এবং ২ টা অথরাইজড।

টিম মেম্বারদের কাছে এসে রাফি পুরোটা খুলে বললো। তারপর

রাফি - দেখো এই মাফিয়া গার্লের জন্য তোমাদের চাকরী রিস্কে ফেলতে চাইই না আমি। I will handel this case from now. আমার যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় তো আমি তোমাদের ডাকবো। আর হ্যাঁ কেসের প্রোগ্রেসও জানাবো রেগুলার। এখন যাও, গিয়ে যার যার কাজে মন দাও।

সবার মন ভেঙ্গে গেল আবার। হয়তো এই পয়েন্টে এসে সবাই ইচ্ছার থেকে চাকরীর মূল্যটাই বেশী ভেবে নিলো। তাই কথা না বাড়িয়ে যে যার কাজে মনযোগ দিলো।

রাফি ও যথেষ্ট ধাক্কা খেলো ডাইরেক্টর স্যারের কথায়। এতটা ক্ষেপে যাবেন তিনি এটা রাফি ভাবতেও পারে নি।

নিজের ডেক্সে বসে অন্যান্য কাজ করতে করতে ভাবছিলো কিভাবে মাফিয়া গার্লকে খুজে বের করবে। হঠাৎ করেই মনে পড়লো শুক্রবার তো বাকী ৪ জনের ইনফরমেশন পাওয়া যাবে। দেখা যাক কি হয়।

পরদিন

রাফি প্রায় আধঘণ্টা ধরে দাঢ়িয়ে আছে xyz সংস্থার কলেজ শাখা অফিসের সামনে। ঘড়িতে বাজে ৪ টা! অতি উৎসাহে আধাঘণ্টা আগেই চলে এসেছিলো রাফি। বারবার ডানে বায়ে দেখছিলো কখন উকি দেন সভাপতি ম্যাডাম। তখনই পাশের এক টঁ চা এর দোকান থেকে বের হতে দেখা গেলো সভাপতি ম্যাডামকে। কাছাকাছি এসে,

রুহী - সেই কখন থেকে দেখছি আপনি এদিক সেদিক তাকাচ্ছেন আর অফিসের সামনে ঘুরঘুর করছেন? মতলসবটাই কি হ্যাঁ?

রাফি - (ইতস্তত বোধ করে) দেখুন আপনার সাথে আমার..

রুহী - (কথা শেষ করতে না দিয়ে) কি, আপনার সাথে আমার কি, হ্লউ?

রাফি - (বিব্রত) এপয়েন্টমেন্ট ছিলো।

রুহী - (গম্ভীর ভাবে) জানি আমি। মজা করছিলাম। আসুন ভেতরে (বলে অফিসের ভেতরে গিয়ে বসলো)

রুহীর ব্যবহারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েও নিজেকে সামলে নিলো রাফি আর রুহীর সাথে সাথে অফিসে চুকলো।

রুহী - বলুন আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি।

রাফি পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে রুহীর হাতে দিলো।

কাগজটা পড়তে গিয়ে রুহীর নজর স্থির হয়ে গেলো। ৪ টি টোকেন নাম্বার।

রুহী - এই জিনিস আপনার কাছে কিভাবে এলো। ডোনারদের টোকেন নাম্বার অনেকটা ডোনারদের পাসওয়ার্ডের মত যা শেয়ার করা সম্পূর্ণরূপে সংস্থার আইন পরিপন্থী।

রাফি - তাহলে আপনার এটা ও বোঝা উচিত যে আমি যে ইনভেস্টিগেশনের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি সেটা কর্তৃ গুরুত্বপূর্ণ।

রুহী - কিন্তু আপনি কি জানেন এই টোকেন নাম্বারের তথ্য কমপ্রোমাইজ করার অপরাধে তাদের সদস্যপদ বাতিল হতে পারে?

রাফি - (কিছুটা গম্ভীর হয়ে) আপনি কি জানেন সরকারী কাজে বাধা দেয়ার অপরাধে আপনার কি হাল হতে পারে?

রুহী - (নরম হয়ে) জানি জানি, এত উত্তেজিত হবার কি আছে। অপেক্ষা করুন, প্রায় ২৮-২৯ বছরের পুরাতন স্টুডেন্ট। কিছুটা সময় লাগবে। বলে রুহী পাশের রুমে গিয়ে নথি ঘাটতে শুরু করলো।



এমন সময় রাফির কাছে একটা ফোন এলো। নাস্বারটাই বলে দিচ্ছে জরুরী কিছু।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

পর্ব-১০

লেখা- sharix dhrubo

অফিস থেকে ফোন। আর্জেন্ট অফিসে যেতে বলা হয়েছে। যে যেখানে যে অবস্থায় আছো সেখান থেকে সোজা অফিসে চলে আসতে বলা হয়েছে।

হঠাৎ এমন জরুরী তলব তাও এমন সময়। ইমার্জেন্সি ছাড়া এমন ভাবে তো ডাকের কথা নয়।

এখনই যেতে হবে, রাফি তাই উকি দিলো ভেতরের রুমে রুহীকে খুঁজতে। ভেতরের রুমে গিয়ে দেখে সেখানে পুরো একটা সেল্ফ ডকুমেন্টস এ ভর্তি আর রুহী হাটু ভাজ করে বসে মেঝের কাছাকাছি তাঁক থেকে নথি ঘাটছে। মেয়েটাকে এত ডেডিকেশন দিয়ে খুঁজতে দেখে রাফি ভাবলো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে মহাভারত অসুন্দ হয়ে যাবে না আবার ওইদিকে এমন সিরিয়াস কল রাফি তার পুরো

চাকরীজীবনে পায় নি। শেষমেশ না পেরে রুহীকে উদ্দেশ্য করে বললো

রাফি - মিস রুহী, আমাকে এখনই একটু বের হতে হবে। অফিস থেকে জরুরী কল এসেছে।

রুহী - (বিরক্তিভরা দৃষ্টি দিয়ে) ফাজলামি হচ্ছে!!!! চুপচাপ অপেক্ষা করেন আমি ফাইলগুলো খুজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত কোথাও নড়াচড়া করবেন না। (খোঁজায় মন দিয়ে) আমিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছেড়ে আপনার সাহায্য করছি।

রাফি - দেখুন এটা দেশের

রুহী - (কথা থামিয়ে দিয়ে) জানি জানি, হুহ, দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ।

রাফি গাড়ি নিয়ে এসেছিলো তাই ভাবলো বেশী সময় লাগবে না যেতে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফাইলটা নিয়ে যাওয়াটাই বেটার হবে।

এমন সময় রুহীর ফোনটাতে একটা মেসেজ এলো। রুহী ফোনটা বের করে কি যেন চেক করলো। ফোনটার দিকে চোখ আটকালো রাফির। রাফির মতন একই ফোন ইউজ করে মেয়েটা। মেয়েলী ধরনের পিংক কালারের BlackBerry Glide।

রুহী - (ফোন চেক করতে করতে) আচ্ছা কি যেন বলছিলেন আপনি ব্যস্ত না কি?

রাফি - হ্যাঁ, মানে অফিস থেকে.....

রুহী - তো যান, দেশের ডাকে পিছু হাঁটতে নেই। আপনি একটা কাজ করুন আমাকে আপনার মেইল আইডি দিয়ে যান। আমি ফাইলগুলো খুজে কালকের ভেতর আপনাকে পাঠিয়ে দিবো। আমার টুনুমুনু আমাকে ডাকছে। আমাকে এখনই যেতে হবে।

রাফি- টুনুমুনু?

রুহী - হ্ল, গেম খেলতে খেলতে একটা কঠিন লেভেলে আটকে গেছে। এখন যদি আমি হেল্প না করি তো আমাকে রাতে ঘুমাতে দেবে না। (উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে) দিন আপনার ইমেইল আইডিটা দিন।

রাফি কিছুটা বিরক্ত হলেও মনে মনে কিছুটা স্বস্তি নিয়ে নিজের পার্সোনাল ইমেইল আইডিটা রুহীকে দিলো কারন কেসটা এখন আনঅফিসিয়াল।

রুহী তার মোবাইলে ইমেইল আইডিটা নোট করে নিলো।

রুহী - তাহলে দৌড় দেন এখন। দেশ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

রাফি - তাহলে কবে.....

রুহী - (কথা থামিয়ে দিয়ে) কাল সকালেই আপনি আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যাবেন। এখন তাড়াতাড়ি বের হন অফিস থেকে। আমাকে এখনই বাসায় যেতে হবে, নাহলে তুলকালাম বেধে যাবে। (বলেই রাফিকে হাত দিয়ে বাইরে যাবার ইশারা করতে থাকলো)

রাফি আর সাতপাচ না ভেবে বাইরে চলে এলো। কুই অফিস বন্ধ করে একপ্রকার দৌড় দিলো। রাফি অফিসে কি ঘটলো তা ভাবতে ভাবতে গাড়িতে উঠে সোজা অফিসের উদ্দেশ্য রওনা দিলো। অফিসে এসে রাফির চোখ তো কপালে উঠে গেলো। সবাই ছুটাছুটির উপর আছে। রিসিপশনিষ্ট ললনার কাছে কারন জানতে চাইলে সে সোজা ডাইরেক্টর স্যারের অফিসে চলে যেতে বললো। অবস্থা নাকি সিরিয়াস।

রাফি সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পেরে সোজা স্যারের রুমে উপস্থিত হলো।

ডাইরেক্টর - (উদ্বিগ্ন ও বিমর্শ) রাফি, অনেক বড় খারাপ সংবাদ আছে। দেশের বিশাল ক্ষতি হয়ে গেছে। রাফি - কে বা কারা যেন ন্যাশনাল রিজার্ভ সার্ভার ডাউন করে দিয়ে আমাদের ন্যাশনাল রিজার্ভ থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক রিজার্ভ চুরি করে নিয়ে গেছে আর কয়েক ভাগে ভাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নামি বেনামী একাউন্টে ট্রান্সফার করে দিয়েছে। আমাদের সার্ভার পুরোটা ডাউন করে দিয়েছে যেন আমরা তাদের ট্রানজেকশন ট্রাক না করতে পারি।

রাফি বুঝলো হ্যাকাররা Distributed-Denial-of-Service-Attack (DDoS) দিয়ে সার্ভারটিকে এতবার ইট করেছে যে অতিরিক্ত প্রেশার সহ্য করতে না পেরে সার্ভার ডাউন হয়ে নন এক্সেসেবল হয়ে গেছে।

সার্ভারকে রিএক্টিভ না করা পর্যন্ত কোন তথ্য বের করা সম্ভব হবে না। তার রাফি তার পুরাতন টিমকে আবার এক করলো। টিমের দুইজনকে সার্ভারের ড্যামেজ এনালাইসিস করতে বললো এবং অন্য দুইজনকে এই কাজ করার দায় কেউ স্বীকার করেছে কি না তা খুঁজতে বললো।

রাফি - Ok guys, you know what to do. Get back to work.

আধা ঘন্টা পর

রাফি - সার্ভারের কি অবস্থা এখন? রিএক্টিভ করতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

- স্যার, সার্ভারের ম্যাক্সিমাম ড্যামেজ হয়ে গেছে। রিএক্টিভ করা কোনভাবে হয়তো সম্ভব কিন্তু কিছু ফিজিক্যাল পার্টস পরিবর্তন করলে ১০০% অনলাইন করা সম্ভব।

রাফি - কতক্ষণ সময় লাগবে?

- ফিজিক্যাল পার্টস চেজ হওয়ার ২ ঘন্টা বা তার থেকে কম সময়ের ভেতর রিএক্টিভ করা সম্ভব।

রাফি - সার্ভার লোকেট করে এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নাও। Do it fast.

- Yes sir, consider it done.

রাফি - (অন্য টিমকে উদ্দেশ্য করে) এখনঅব্দি কোন হ্যাকার সংগঠন কি দায় স্বীকার করেছে?

- স্যার, একদল হ্যাকার তাদের সাইটে একটা মেসেজ আপলোড করেছে যার অর্থ Loss recovered.

আর সাথে আমাদের সার্ভার ডাউন হবার ঘটনা ফলাও করে দেয়া যেখানে আমরা এখনো অফিশিয়ালী কোন ধরনের প্রেস রিলিজ করি নি।

রাফি - তাহলে তারাই আমাদের টার্গেট, ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে যত দ্রুত সম্ভব আমাকে রিপোর্ট জানাও।

রাফি দুই টিমকে কাজে লাগিয়ে নিজে চেষ্টা করতে থাকলো সার্ভারটিকে রিএক্টিভ করার।

প্রায় ১ ঘন্টা চেষ্টার পর রাফি সার্ভারটিকে রিএক্টিভ করতে পারলো কিন্তু বেশীক্ষণ সময়ের জন্য নয়। অল্প সময়ের ভেতরই সার্ভারটি আবার ডাউন হয়ে যাবে এবং এরপর আর ফিজিক্যাল পার্টস চেজ না করে আর সার্ভার চালু করা সম্ভব হবে না।

রাফি যতটা দ্রুত সম্ভব ডেটা ডাউনলোড শুরু করে দিলো। বিশেষ করে এক্সেস লগ যেখানে এই সার্ভার এক্সেস করা সকল আইপি এড্রেসের রেকর্ডস থাকে। ডাউনলোড চলতে থাকা অবস্থায় রাফি সার্ভারটির ডায়গনস্টিক স্ক্যান ও করতে থাকলো যেন কি কি ডেটা ড্যামেজ হয়েছে তার একটা শর্টলিষ্ট পাওয়া যায়।

ডাউনলোড প্রায় শেষ তখনই সিস্টেম একটা আনতাথরাইজড লগইন শো করে সার্ভারটিতে। রাফি এনালাইসিস করতে যাবে তখনই আবার সেই কোডের মেসেজ পায়। এইকয়দিনে এই কোডেড মেসেজগুলোর সাথে রাফি খুব পরিচিত হয়ে গেছে। আর ১০ জন এ্যানালিষ্টের কাছে এগুলো ইরে

মেসেজ মনে হবে, কিন্তু রাফি খুব ভালো করেই জানে এই ধরনের আজুবা কমিউনিকেশন মাফিয়া গার্ল ছাড়া আর কেউ করে না।

ডিকোডিং শুরু করলো রাফি। ডিকোডিং শেষ হতে হতে সার্ভারটা ডাউন হয়ে গেলো। ডিকোডেড মেসেজটা অনেকটা এরকম।

#You_have_to_walk_your_own_path_Mafia_boy.

#I_can_only_show_you_the_way.

#mafia_girl

দিয়ে একটা নতুন সার্ভার লোকেশন অর্থাৎ আইপি এন্ড্রেস পেল রাফি।

আইপি এন্ড্রেস অর্থাৎ সার্ভারটি একসেস করলো রাফি। সার্ভার টাইপটা রাফির পরিচিত। এধরনের সার্ভার নর্মালি ব্যকআপ সার্ভার নামে পরিচিত।

যদি কখনো প্রাইমারি সার্ভার ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন এই সার্ভারগুলো সেকেন্ডারী বা ব্যকআপ সার্ভার হিসেবে কাজ করে নিরবিচ্ছিন্ন সার্ভিস প্রদান করে। কিন্তু হ্যাকাররা এত দুট প্রাইমারি সার্ভারে DDoA এ্যাটাক চালিয়েছে যে ব্যকআপ সার্ভারটি এক্টিভেট হওয়ার সময়টা পর্যন্ত পায় নি। রাফি ব্যকআপ সার্ভারটি এ্যনালাইসিস করে দেখে প্রাইমারি সার্ভারের প্রায় সব ডাটাই এই ব্যকআপ সার্ভারে সংরক্ষিত আছে শুধু একটা ফাইল অতিরিক্ত। ফাইলটি কোন লিষ্টেই ইনক্লুড নেই। ক্রিয়েশন টাইম ও ১০ মিনিট আগে।

রাফি ভাবলো হয়তো মাফিয়া গার্ল ওর জন্য কোন ক্লু রেখে গেছে। ফাইলের ভেতর কিছু ডকুমেন্টস ও একটা প্রোগ্রামিং পেলো রাফি। ডকুমেন্টসগুলো কয়েকজন মানুষের বায়োডাটা সহ তাদের সাইবার কর্মকাণ্ডের হিস্টোরি। অন্য ফাইলে কিভাবে হ্যাকাররা কাজটি সফল করলো তার ডিটেলস এবং সব শেষে একটা প্রোগ্রামিং পেলো ঘার নাম Use this virus to truck your money.

রাফি বুবলো মাফিয়া গার্ল একটা ট্রাকিং ভাইরাস কোডেড করে দিয়েছে চুরি হওয়া ইলেকট্রনিক মানির সাথে। অর্থাৎ এই ছোট ভাইরাসটি হ্যাকারদের চুরি করা টাকার সাথে এমন ভাবে কোডেড করে দেয়া যাতে ওই মূল কারেন্সি এমাউন্ট কয়টি ভাগে, পৃথিবীর কয়টি দেশের, কয়টি ব্যাংক একাউন্টে ট্রান্সফার হয়েছে বা হচ্ছে, কোথায় কোথায় কারেন্সি খরচ হচ্ছে এবং কয়বার হাতবদল হচ্ছে সাথে কোন একাউন্ট থেকে কত টাকা কোন দেশীয় কারেন্সি তে উত্তোলন হচ্ছে তা সব জানা যাবে।

রাফি ভাইরাসটি রান করলো আর সাথে সাথে লিষ্টিং হতে থাকলো বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ও একাউন্ট নাম্বার এবং একাউন্ট ওনারের নাম, বিভিন্ন ক্যাসিনো এবং হোটেল লিষ্ট।

রাফি ক্যালকুলেশন করে দেখলো এই ভাইরাসটি প্রতি পয়সার উপর নজর রাখছে এবং রিয়েল টাইম আপডেট দিচ্ছে লিষ্টে।

রাফি ছুটে গেলো ডাইরেক্ট স্যারের কাছে।

রাফি - (অতি উত্তেজনায়) স্যার, মাফিয়া গার্ল।

ডাইরেক্টর - (প্রশ্নসূচক বিবৃতি নিয়ে) what! She stole the money!!

রাফি - (হেসে দিয়ে) no sir, she saved it all.

ডাইরেক্টর স্যার রাফির সাথে সাথে বের হলেন কন্ট্রোল রুমের উদ্দেশ্যে।

রাফি ভাবলো আজ সে প্রমাণ করতে পারবে যে মাফিয়া গার্লই সাহায্য করেছে এবং করে আসছে এতদিন ধরে।

ডাইরেক্টর স্যার রাফির ল্যাপটপে ঝুকে পড়লেন এবং ভাইরাসটির কর্মকাণ্ড দেখতে থাকলেন।

ডাইরেক্টর - (উৎসাহে হাততালি দিতে দিতে) বাহ রাফি। তুমি নিজের কোডনেম দিয়ে ট্রাকিং ভাইরাস ও তৈরী করে ফেলেছো। Woah, Rafi. I'm truly proud of you.

রাফি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। নিজের নামে ভাইরাস! কই ভাইরাসের নাম তো রাফি বা মাফিয়া বয় ছিল না। চট করে ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে দেখলো ভাইরাসটি রিনেম হয়ে মাফিয়া বয় হয়ে গেছে। কিভাবে! !!!!!

রাফি জোর দিয়ে ভাবলো যে ভাইরাসটির নাম কখনোই মাফিয়া বয় ছিলো না, ছিল Use this virus to truck your money. তাহলে কিভাবে চেজ হলো।

কিছুক্ষণ ভাবার মধ্যে রাফির মোবাইলে একটা টেক্সট আসে। টেক্সট ওপেন করে মেসেজটা দেখেই রাফি চোখ ছানাবড়া করে বসে পড়লো চেয়ারের উপরে।

টেক্সটটি ছিলো

I FOUND YOU, Mafia boy.

Mr. Rafiqul Islam Rafi.

Cyber Crime Analyst Officer(CCAO)

National Security Agency

Mafia Girl

রাফি কিছুতেই বুঝতে পারছিলো না কিভাবে কি হলো। কিভাবে মাফিয়া গার্ল ধরে ফেললো রাফিকে!!!!

অবশেষে ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেই রাফির কাছে সব ক্লিয়ার হয়ে যায়।

ট্রাকিং ভাইরাসটি পেয়ে রাফি এতটাই উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলো যে কোন সেফটি ডায়গনসিস রান না করেই ভাইরাসটি নিজের ল্যাপটপে চালিয়ে দিয়েছিল। আর এই ভাইরাসটি যে শুধু ট্রানজেকশন ট্রাক করে তা নয়, কে কে এই ভাইরাসটি ব্যবহার করছে তার ডিটেইল ইনফরমেশন ও ট্রান্সমিট করেছে ক্রিয়েটর মাফিয়া গার্লের কাছে। যে কারনে মাফিয়া গার্ল রাফির অরিজিনাল আইপি ট্রাক করতে পেরেছে আর ল্যাপটপে চুকে ভাইরাসটির নাম পর্যন্ত বদলে দিয়েছে!!!!!!

এদিকে রাফির সাফল্য নিয়ে অফিসে হৈচে পড়ে গেলো যে রাফি অপরাধীদের ট্রাক করতে সক্ষম হয়েছে আর অন্য দিকে রাফি মাফিয়া গার্লের সামনে এক্সপোজ হয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে বসে থাকলো। সবাই এসে ঘুরে ফিরে রাফিকে কংগ্রাচুলেট করছে আর রাফিও মলিন চেহারায় ধন্যবাদ জানাচ্ছে। উৎসাহ কমলে রাফি এসে বসে তার ল্যাপটপের সামনে। নিজের ল্যাটপটা দিকে তাকিয়ে নিজেরই কেমন যেন লাগলো রাফির। নিজের সামান্য ভুলের জন্য আজ নিজের আইডেন্টিটি কমপ্রোমাইজ হয়ে গেলো মাফিয়া গার্লের কাছে। অনেকটা ভুত নিজেই ওঁবাকে ঘোড়ে দিলো টাইপ। রাফি স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে আর দেখছে ভাইরাসটি কতটা আপন মনে চোরগুলোর পকেটে সিল মেরে লিষ্টিং করতেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর রাফির চোখ আটকাতে লাগলো কয়েকটি ব্যাংক একাউন্ট। সব টাকাগুলো বিভিন্ন দেশের ব্যাংক একাউন্ট ঘুরে হাতে গোনা কয়েকটি একাউন্টে জমা হচ্ছে।

এমন সময় সরাসরি রাফি পার্সোনাল মেইল আইডিতে একটা মেইল আসলো। কোন মেইল আইডি নেই সেন্টারে। মেইল ওপেন করে রাফির কপালের শেষ ভাজটাও পড়ে গেলো।

দেশের স্বরাষ্ট্র ও অর্থ মন্ত্রনালয় এবং ন্যাশনাল রিজার্ভ সিষ্টেমের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের চুরি রিলেটেড কনভার্সেশন রেকর্ডিংস, কিছু ইলিগ্যাল ডকুমেন্টস কারচুপি করে লীগাল করার প্রক্রফ, হ্যাকার ভাড়া করা, বিদেশী মদদ দাতাদের লিষ্ট ও তাদের সাথে এইসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের যোগসাধোস সহ কয়েকটি ব্যাংক একাউন্ট নাস্বার যার মালিক পরোক্ষভাবে গ্রসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ও তাদের মদদদাতাদের।

মেইল বডি পড়া শুরু করলো রাফি। তাতে লেখা

"দেশের রক্ষকই ভক্ষক। সকল প্রমাণ তোমার হাতে তুলে দিলাম। তাদেরকা শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব তোমার। আর হ্যাঁ, আমার অস্তিত্ব প্রমান করতে যেও না, তোমার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

#mafia_girl

রাফি ডাটাগুলো এক এক করে চেক করতে থাকে। হঠাৎ মেইল বডির দিকে চোখ যায় রাফির।

মাফিয়া গার্লের নিজের লেখা মেইল ঘেন সে নিজেই আবার ব্যাকস্পেস দিয়ে মুছে দিলো।

ভয় পেলো রাফি। তাহলে কি মাফিয়া গার্ল আমার মেইলে বসে ছিলো এতক্ষণ!!!

এক হ্যাঁচকা টানে ল্যাপটপ থেকে ল্যান কানেকশন খুলে নিলো রাফি। নাহ, সারাজীবন মাফিয়ার মত সাইবার দুনিয়ায় রাজ করা মাফিয়া বয় আজ মুরগির মত অফলাইন হয়ে বসে পড়লো মাফিয়া গার্লের জন্য।

কি করবে না করবে কিছুই ভেবে পায় না রাফি। জীবনে এর আগে কখনো এমন সিচুয়েশন তৈরী হয় নি, আজ তাড়াহুড়া এবং মাত্রাতিরিক্ত টেনশনে এমন একটা ভূল করে বসলো যার পরিনাম ভাবতে পারছে না রাফি।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

পর্ব-১১

লেখা- sharix dhrubo

কিছুক্ষণের নীরবতা ভেঙ্গে বীপ বীপ করে একটি আওয়াজ রাফিকে চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনলো। ল্যাপটপ থেকে এই অদ্ভুত আওয়াজটা আসছে। রাফি ল্যাপটপের কাছে গিয়ে কারনটা বোঝার চেষ্টা করলো। ভাইরাস প্রোগ্রামটি অফলাইন হওয়ার কারনে আর ট্রাকিং করতে পারছে না, তাই ১৫ সেকেন্ডের একটি কানেকটিভিটি এলার্ট দিচ্ছে, অর্থাৎ ১৫ সেকেন্ডের ভেতর যদি ভাইরাসটি অনলাইন হতে না পারে তাহলে হয়তো আর ট্রেস করা যাবে না টাকাগুলোকে। রাফির আইডেন্টিটি ত কমপ্রোমাইজ হয়েই গেছে আর এখন যদি অনলাইনে কানেক্ট না করা হয় তাহলে দেশের এক বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে। সবকিছু ভেবে রাফি আবার ল্যান কানেকশন দিয়ে দিলো ল্যাপটপে। কয়েক সেকেন্ড লোডিং শো করে আবারও ট্রাকিং শুরু করলো ভাইরাসটি। রাফি তার ল্যাপটপের অন্যান্য সবকিছু মুছে দিলো, যদিও এর কোন প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা জানে না সে। মাফিয়া গার্ল চাইলে তো সব কমpi করে নিয়ে নিতে পারে। তবে রাফির সমস্যা হবে না। রাফি তার প্রতিটা ফাইলের ব্যাকআপ রাখে। ল্যাপটপে কোনকিছু না রাখলেও রাফির কিছু হারাবে না। আর এমন কিছুই নেই যা খুব বড় বিপদে ফেলবে রাফি কে। যতই হোক, ল্যাপটপ তো পোর্টেবল হওয়ায় খুব সহজেই চুরি হয়ে যেতে পারে। রাফি তাই কনফিডেনশিয়াল কোনকিছুই ল্যাপটপে রাখতো না। যাওয়ার মধ্যে গেলো রাফির আইডেন্টিটি।

রাত ১০ টা বাজতে চললো। ভাইরাসটিকে অফলাইন করা যাবে না তাই রাফি ল্যাপটপটি নিয়ে বসে থাকলো হেডকোয়ার্টারে। এমন সময় রাফির ফোনে একটা মেসেজ এলো। আনন্দেন সোর্স থেকে এসেছে ম্যাসেজটি যার বডিতে ছিলো

"রাতে না খেয়ে থাকলে অসুখ করবে। নীচে ডিনার অপেক্ষা করছে, ডিনার করে নিন"

মেসেজটি দেখে রাফির খটকা লাগলো। অফিসের কোথাও ডায়নিং ফ্যাসিলিটি নেই। তাহলে ডিনার আসবে কোথা থেকে!!! ডেস্ক ছেড়ে নীচে রিসিপশনে গিয়ে দাঁড়ালো রাফি। একজন ডেলিভারি বয় এগিয়ে এলো।

ডেলিভারি বয় - মি. রাফি?

রাফি - জী বলুন?

ডেলিভারি বয় - স্যার, আপনার অর্ডার। কাচি বিরিয়ানি আর বোরহানী।

কিন্তু রাফি ত কোন অর্ডার করে নি। কে করলো অর্ডার। যাইহোক পকেট থেকে টাকা বের করতে যাবে তখন ডেলিভারি বয় বললো পেমেন্ট হয়ে গেছে শুধু সাইন করে দিলেই হবে।

রাফি বলার ভাষা হারায় ফেলছে। রাফির কাছে ব্যপারটা মুরগী জবাই দিয়ে পানি খাওয়ানোর মত লাগছিলো। বেচারা ডেলিভারি বয়কে আটকে রেখে আর কি হবে। কলমের একটা খোচা দিয়ে বিদায় দিলো ছেলেটাকে।

আবারও মেসেজ এলো,

"তোমার প্রিয় রেষ্টুরেন্টের কাচি। খেয়ে নাও, শরীর যেন খারাপ না হয়।"

রাফির কি রাগ করা উচিত নাকি খুশি হওয়া উচিত তা বোঝার ক্ষমতা নাই হয়ে গেল। পাগলের মত মাথা চুলকাতে চুলকাতে নিজের ডেক্সে গিয়ে বসলো। আসলেই অনেক খিদে লেগেছিলো রাফির। অতিরিক্ত টেনশন রাফির অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিয়েছে। ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে দেখলো ভাইরাস মশাই ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, তারপর খিদার তাড়নায় গোগাসে টেনে নিতে থাকলো ফুল প্লেট কাচির প্যাকেটটা। খেতে খেতে রাফির নজর গেলো ল্যাপটপের স্ক্রীনের দিকে, স্ক্রীনে বড় বড় করে লেখা এলো,

"বড় কিউট লাগে তোমাকে খাওয়ার সময়, হালুমের মত হাপুসহুপুশ করে "

খবার গিলতে গিলতে ভিষম খেলো রাফি! কি হলো বিষয়টা! খাওয়ার সময় আমাকে কেমন লাগে সেটা মাফিয়া গার্ল কিভাবে জানলো! ভাবতে ভাবতে চোখ চলে যায় ল্যাপটপের ওয়েবক্যামের দিকে। হায় হায় বলে দুইবার কপাল চাপড়ালো রাফি। গুলির গতিতে ল্যাপটপের লীড নামিয়ে দিলো রাফি, নর্মালি রাফির ওয়েবক্যাম বাইরে থেকে ঢাকা থাকে কিন্তু ইদানিং অফিসের কাজের জন্য অনেক বেশী ব্যবহার করতে হয়েছে ওয়েবক্যামটি। তাই রিসেন্টলি বাইরের পর্দাটি সরানোই ছিলো। আজ যে কার মুখ দেখে ঘুম দিয়ে উঠেছে রাফি তা ভেবে পাচ্ছে না। বিকাল থেকে একের পর এক দৃঢ়টিনা ঘটেই চলেছে রাফির সাথে। নাহ, মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। মাফিয়া গার্ল রাফির প্রতিটা ভূলের সুযোগ নিচ্ছে।

রাফি বুঝতে পারলো যে সে যত কম ভুল করবে তত কম মাফিয়া গার্ল তার সুযোগ নিতে পারবে। একদিনের জন্য অনেক বেশী ভূল জমিয়ে ফেলেছে রাফি। আর না। তাই ল্যাপটপটা যে অবস্থায় ছিলো সেভাবে রেখে কোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে রওনা হলো রাফি।

পরদিন সকালে রাফি যথারীতি অফিসে ঢুকলো। ডেক্সে গিয়ে ওয়েবক্যাম এক হাত দিয়ে ঢেকে রেখে ল্যাপটপের লীড তুললো রাফি। হ্যাঁ এখনো ট্রাক করছে ভাইরাসটি। ওয়েবক্যামের উপর একটা কালো স্কচটেপ লাগিয়ে দিয়ে কাজ করতে বসলো রাফি। এদিকে গতকাল মাফিয়া গার্ল যেসব ডকুমেন্টস পাঠিয়েছিলো সেগুলো একজায়গায় করা শুরু করলো রাফি, হ্যাকারদের আইডেন্টিটি থেকে শুরু করে যারা যারা এই চুরির সাথে সংযুক্ত বলে মাফিয়া গার্ল তার ডকুমেন্টস এ তুলে ধরেছে তার সব তথ্য একজায়গায় করে বিশ্লেশন শুরু করলো। ভাইরাসটি যে সব ব্যাংক একাউন্ট ট্রাক করেছে তার ও একটা তালিকা বের করে জড়িতদের সম্পৃক্ততা নিয়ে নিশ্চিত হলো রাফি।

সকল তথ্য উপাত্ত নিয়ে রাফি চলে গেলো ডাইরেক্টর স্যারের কামরে। উকি দিয়ে ভেতরে আসার অনুমতি চাইলো রাফি।

রাফি - স্যার, আসতে পারি?

ডাইরেক্টর - এসেছো রাফি? এসো ভেতরে এসো। মনে মনে তোমাকেই খুঁজেছিলাম। তুমি না এলে হয়তো ৫ মিনিটের মধ্যে তোমায় ডেকে পাঠাতাম। তারপর বলো কেসের কি প্রগ্রেস।

রাফি - কেস কিছুটা জটিল হয়ে আছে স্যার।

ডাইরেক্টর - কেন? কোন সমস্যা? সরাসরি বলতে পারো আমাকে।

রাফি তার হাতে থাকা কেসের ড্রাফট ফাইলটি স্যারের সামনে এগিয়ে দিলো।

রাফি - রিজার্ভ চুরি কেসের একটা ড্রাফট ইনভেস্টিগেশন, একটু চেক করে দিন স্যার।

ডাইরেক্টর কেসের পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে চোখ ও কপালের অপূর্ব কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করছিলেন।

ডাইরেক্টর - (গম্ভীর ও কৌতুক কৌতুহলের সাথে) রাফি? তুমি কি শিওর? কারণ যাদের উপর তুমি

দোষারোপ করছো তাদের চেয়ারগুলো সরকার ব্যবস্থার অনেক উঁচুতে। অকাট্য প্রমাণ ছাড়া

এদেরকে ছোঁয়াও সন্তুষ্ট না।

রাফি তখন স্যারের দিকে একটি পেনড্রাইভ এগিয়ে দেয় যাতে টেলিফোন কনভার্সেশন ও জালিয়াতি রিলেটেড কিছু অডিও প্রমান রয়েছে। ডাইরেক্টর সেগুলো শুনে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

রাফি - স্যার, আপনার মত দেশপ্রেমিক যতদিন এই দেশে আছে ততদিন পর্যন্ত এই দেশে সুশাসন

বজায় থাকবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ডাইরেক্টর - তোমার মাফিয়া বয় ভাইরাসের কি আপডেট? ট্রাক করছে এখনো?
রাফির হ্যাট করে মাফিয়া গার্লের কথা মনে পড়ে গেলো। একটা পুঁটিমাছ ভাইরাস দিয়ে কি কাজটাই না
করে দেখালো সে।

রাফি - জী স্যার ট্রাকিং চলছে এখনো। আমাদের যত দুট সম্ভব এই দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ
করতে হবে কারন টাকাগুলো এইসব দেশের ব্যাংকগুলোতে ঘুরপাক খাচ্ছে।
বলে রাফি এতটা আলাদা লিষ্ট ডাইরেক্টর স্যারের হাতে তুলে দিলো, যাতে বেশ কয়েকটি দেশের
ব্যাংকের নাম ও একাউন্ট নাম্বার রয়েছে।

ডাইরেক্টর - (লিষ্টে চোখ বোলাতে বোলাতে) চিন্তা করো না রাফি, আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে
বিষয়টা হ্যান্ডেল করবো কারন তোমার ইভিডেন্স মতে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই চুরির সাথে
সংযুক্ত।

রাফি - আচ্ছা স্যার। আমি এখন আসছি।

ডাইরেক্টর - হ্যাঁ এসো, আর আমাকে কেসের আপডেট জানাতে ভুলো না।

রাফি - অবশ্যই স্যার।

বলে রুম থেকে বেরিয়ে আসে রাফি।

ডেক্সে বসে নিজের পার্সোনাল মেইল ওপেন করে রাফি। একটা নতুন মেইল দেখতে পেলো
মেইল আইডি দেখেই রাফি বুঝতে পারলো মেইলটি রুহী পাঠিয়েছে। রাফি মনে মনে ভাবলো বেচারী
রুহীকে দিয়ে পুরাতন নথি ঘাটিয়ে যার জন্য ইভিডেন্স জোগাড় করতেছিলো সে এখন রাফির
ল্যাপটপে বাসা বেঁধেছে, ফোন নাম্বারটাও জেনে গেছে, ইমেইলের ব্যপারটা না হয় বাদই দিলাম।
ইসসেসস.... রাফি জিভ কামড়ে বসলো। রুহীর পাঠানো মেইল খোলার আগেই ফোনে মেসেজ চলে
আসে রাফির। চোখ বন্ধ করে পকেট থেকে ফোনটা বের করে চোখের সামনে ফোনটা ধরে চোখ
খুললো রাফি। রাফি যা ভেবেছিলো ঠিক তাই। মাফিয়া গার্ল আননোন সোর্স থেকে মেসেজ পাঠিয়েছে।
" এই রুহীটা কে! সে তোমাকে কেন ডোনার টোকেন ওনারের লিষ্ট পাঠাচ্ছে? আমার বিরুদ্ধে
ইভিডেন্স জোগাড় করতেছো? তোমার গার্লফ্রেন্ডকে কিন্তু আমি উধাও করে দেবো খবরদার ওই
মেয়ের কাছে ঘেসবা না. ফল ভালো হবে না।"

রাফি কোনকিছু চেক না করেই মেইল আইডি ট্যাম্পোরারী ডিজেবল করে দিলো। রাফির ফোনটা
সিকিউর কিন্তু ফোনের নেটওয়ার্ক ত আর রাফির কন্ট্রোলে নেই।

রাফি হিসাব কষতে বসলো যে মাফিয়া গার্লের কাছে রাফির কি কি কন্ট্রোল আছে, যতক্ষণ ভাইরাসটা
কাজ করছে ততক্ষণ রাফি ল্যাপটপ ডিসকানেক্ট অথবা কোন ধরনের সেফটি মেজার নিতে পারবে
না। ভাইরাস কোন কারনে কাজ করা বন্ধ করে দিলে কারেন্সিগুলো শেষমেশ কোথায় গিয়ে জমলো
তা ধরা যাবে না, ইমেইলে মাফিয়া গার্ল তুকে পড়েছিলো তাই ট্যাম্পোরারী ডিজেবল করে একটা যন্ত্রণা
কমালো রাফি। আর বাকী ফোন। নাম্বার কিভাবে সিকিউর করা যায় সেই ব্যপারে কথা বলতে হবে।
ঠিক তখনই রাফির কাছে রুহীর ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন এলো।

রাফি - হ্যালো মিস রুহী।

রুহী - (সোজাসাপ্টা প্রশ্ন) ডকুমেন্টসগুলো পেয়েছেন?

রাফি- জানি না। আমার ইমেইল ডিজেবল হয়ে গেছে। আমি হাতে হাতে ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে নেব।
এখন রাখছি।

বলেই ফোনটা কেটে দিলো রাফি। ভাবতে লাগলো মাফিয়া গার্ল কি শুনেছে কথপোকথন। হঠাৎ
রাফির মাথায় এলো, শুনলেই বা কি? অপরাধ করতেছি নাকি যে চুরি করে সবকিছু করতে হবে।
এভাবে আর না। একটা বিহিত করতেই হবে।

দুইদিন পর।

ভাইরাসটির ট্রাকিং করা কমপ্লিট হলে রাফি টোটাল লিষ্টটা নিয়ে ডাইরেক্টর স্যারের কাছে জমা দিয়ে
নিজের ল্যাপটপ নিয়ে বসে পড়লো। ভাইরাসটার ডিস্টাৰ্ব হবে ভেবে এই দুইদিন কিছু করতেও পারে

নি রাফি। তাই এবার সব আনইউজুয়াল প্রোগ্রামিং ঘোড়ে ফেলে দিয়ে নিজের ল্যাপটপের ফায়ারওয়্যালটা আবার মজবুত করে দিলো রাফি, সাথে আইপি এন্ড্রেস পরিবর্তন করে নিজের নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে ও পরিবর্তন করে ফেলে রাফি। সবকিছু ঠিক ঠাক করে আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে আপগ্রেড ল্যান কানেকশন দিলো রাফি।

সাধারনত মাফিয়া গার্ল ছুটহাট করে হাজিরা দিলেও আজ আর কোন খোজ পাওয়া যাচ্ছে না। রাফি কিছুটা স্বন্তির নিশ্চাস ফেললো। যাক এটলিষ্ট প্রিয় ল্যাপটপটিকে তো মাফিয়া গার্ল মুক্ত করা গেছে। কিছুটা স্বন্তিতে রাফি কাজেরভেতর ডুবে গেলো, ডাইরেক্টর স্যারের রুমে মিটিং থাকায় ফোন সাইলেন্ট করে রেখে দেয়েছিলো। অফিস শেষে কোয়ার্টারে ঘাবার সময় নিজের মোবাইলটা চেক করতেছিলো রাফি। দেখলো বেশ কয়েকটি মিসকল, রাফির বাসা থেকেও ফোন দিয়েছিল আর সেটাও একাধিকবার।

রাফির বাসা থেকে অফিস আওয়ারে কখনো একবারের বেশী কল করে না কারন তারা জানে যে ছেলে ক্ষি থাকলে রিসিভ করবে আর না থাকলে পরে ব্যাক করবে।

কিছুটা উদ্বিগ্নতা নিয়েই বাসায় ফোন দিলো রাফি। মনটা ছটফট করতে থাকলো প্রতিবার রিং হওয়ায়। নাহ প্রথমবার কেউ ফোন ধরলো না। ২য় বার ফোন দিয়ে আল্লাহর নাম জপতে থাকলো রাফি। যেন রিসিভ হয় আল্লাহ যেন রিসিভ হয়।

অবশেষে রাফির মা ফোনটা ধরলো, মা হ্যালো বলার সাথে সাথে রাফি কথার বৃষ্টি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো।

রাফি - মা, মা, কি অবস্থা? আছো কেমন? সুস্থ আছো ত? বাবার শরীর ভালো ত, তোমাদের কোন সমস্য হয় নি তো?

রাফির মা রাফিকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়

মা- চুপ কর বোকা। আমাদের কি হবে। সবাই ভালো আছি আর আজ তো আরো ভালো ছিলাম সারাটা বিকাল।

রাফি - যাক আমি ত ভয়ই পেয়ে গেছিলাম।

মা - হ্যাঁ তোর বাপ অবশ্য ক্ষেপেছে তোর উপর। এতবড় সত্যি গোপন করেছিস। তাই।

রাফি - মানে? কি লুকিয়েছি! কি বলছো আবলতাবল?

মা - আবোলতাবোল বলবো কি রে, আজ আমাদের মেয়ে এসেছিলো আমাদের বাসায়। কি মিষ্টি চেহারা, যেন নূর ছিটকে বের হচ্ছে।

রাফি ভাবলো ছোটবেলা থেকে তো ওর কোন বোন ছিলো না, হঠাৎ এই বুড়া বয়সে মা বাবার মেয়ে আসলো কই থেকে।

রাফি - তা তোমাদের মেয়ে এতদিন কই ছিলো? হারায় ফেলছিলা নাকি ছোটবেলায়, কখনো ত বলো নি। আমি ত জানতাম ই না আমার একটা বোন আছে।

মা - চুপ কর ফাজিল ছেলে। তোর বোন হতে যাবে কেন? আমি ত কখনো ভাবতেও পারি নি আমার ঘরে এত ফুটফুটে একটা বৌমা আসবে। আর তুই তো কখনো বলিস ও নি।

রাফি - (অবাক হয়ে) তোমার বৌমা! আমি বলবো! কি বলছো টা কি। মাথা আছে না গেছে। আমি কেন বলতে যাবো।

মা - ধরা পড়ে এখন সং সাজা হচ্ছে! দাঁড়া তোর বাবাকে বলছি (রিসিভার থেকে মুখ সরিয়ে রাফির বাবাকে ডাকতে থাকলো রাফির মা, তারপর রাফির ভালোমানুষ সাজার ভান করার কথা বলে নালিশ দিয়ে ফোনটা রাফির বাবার হাতে তুলে দিলো)

বাবা - কিরে রাফি! কি বলছে তোর মা!

রাফি - (সালাম দিয়ে) বাবা কি হয়েছে একটু খুলে বলবে? মা সেই প্রথম থেকে কি সব যা তা

বাবা - (থামিয়ে দিয়ে) তার আগে তুই বল, নতুবা যদি আমাদেরকে বলতিস তো আমরা কি না করতাম? এত সুন্দর সুশ্রী বৌমা কি আর সহজে জোটে!

রাফি - বাবা। ও বাবা। কি হয়েছে এতটু খুলে বলো না। আমি না মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।
বাবা - (রাগ আর ইয়ার্কি মেশানো গলায়) আজ তোর গার্লফ্রেন্ড এসেছিলো বাসায়, হারামজাদা।
বাবার মুখে গার্লফ্রেন্ড আর হারামজাদা শব্দদুটো শুনে রাফির বাতাসেই ভিষম খেলো। আমার
গার্লফ্রেন্ড! অথচো আমি জানি না! কই থেকে উদয় হলো।

রাফি - কি বলছো কি বাবা। আমার গার্লফ্রেন্ড! আমার তো কোন গার্ল(!)ফ্রেন্ড ই নাই তো গার্লফ্রেন্ড
কোথা থেকে আসবে।

বাবা - সেটা তো তুই জানিস। এমন ভাব নিয়ে ঘরে ঘুরতি যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানিস না।
আর তলে তলে এতদূর।

রাফি - বাবা, মশকরা কইরো না ত, মা কে ফোনটা দাও।

রাফির বাবা রাফির মা কে ফোনটা দিলো আর বলতে লাগলো যে তার ছেলে এমন ভাব নিচে যে সে
কিছুই জানে না।

মা - (হাসতে হাসতে) হ্য বল কি বলবি।

রাফি - বলো ত মা কি হয়েছে! ভনিতা করবা না, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলবা।

মা - কি আর বলবো, সকালবেলা নাস্তা করে বারান্দায় পেপার পড়ছিলাম তোর বাবা আর আমি, এমন
সময় দরজায় কে যেন এলো। উকি দিয়ে দেখি একটা পরী দাঢ়িয়ে আছে, দেখেই মনটা জুরিয়ে
গেলো, দরজা না খুলেই জানতে চাইলাম কে, কাকে চায়? মেয়েটা তোর নাম ধরে বললো যে তোরা
নাকি পূর্বপরিচিত, আর সে জানে তুই জব পেয়ে দূরে চলে গেছিস আর আমাদের কি অবস্থা তা
জানার জন্য ওকে পাঠিয়েছিস।

রাফির তো এবার মাথা চক্কর দিতে থাকলো। কে না কে বাসায় ঢোকার চেষ্টা করেছে তাও আবার রাফি
পাঠিয়েছে সেই কথা বলে? ভয়ংকর ত।

রাফি - কি বলছো কি মা? আমি পাঠিয়েছি! কই আমি ত কাউকে পাঠাই নি।

মা - ও বলেছিলো যে তুই এমনটাই বলবি, এখনো তোদের বিষয়টা বাসায় জানাস নি, তাই।

সেইকারনেই তো ফোন দিয়েছিলাম তোকে। তুই তো মহা বিজি। তোকে কি আর ফোনে পাওয়া যায়!

রাফি - মিটিং এ ছিলাম। তারপর কি হলো?

মা - তারপর আর কি? অমন ফুটফুটে মেয়েকে যদি দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখি তো এই সংসারের
অঙ্গল হবে যে।

রাফি অফিসের সামনে একটা বেঞ্চে ধাপ করে বসে পড়লো।

রাফি - তারপর কি হলো?

মা - সে কি লজ্জা পাচ্ছিলো মেয়েটা, বার বার বলছিলো যে ও চাইতো সবসময় আমাদের সাথে
পরিচিত হতে, তুই নাকি সবসময় ওকে বারন করতিস, যে যতদিন তোর চাকরী বাকরি না হচ্ছে
ততদিন নাকি তুই বাসায় কিছু বলবি না! (অভিমানী সূরে) কেন রে? আমাদের বললে কি আমরা না
করে দিতাম নাকি!

রাফি - মা, এসব প্রশ্ন পরে করো, আগে বলো তারপর কি হলো?

মা - কি আর হবে? আমাদের পা চুঁয়ে সালাম করে গল্ল জুড়ে দিলো, ও নাকি ছোটবেলা থেকেই তোর
ফ্যান ছিলো। তোর সবকিছু ফলো করতো, আর মনে মনে তোকেই আইডল মানতো। তুই ই নাকি
শুরু শুরু ওকে পাত্তা দিতিস না। তারপর তোর প্রতি ওর ভালোবাসা দেখে নাকি তুইও ওর পিছে পড়ে
যাস। এমন মিষ্টি আর লক্ষি মেয়েকে কোন ছেলে ইগনোর কিভাবে করতে পারে সেটাই আমি বুঝি না।

রাফি - তারপর কি হলো?

মা - তারপর আর কি? মেয়েটা নিজ হাতে দুপুরের রান্না করলো আমাকে পাশে বসিয়ে, তিনজন গল্ল
করতে করতে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিলাম আর গল্ল করতে করতে কখন যে বিকেল গড়িয়ে গেলো
বুঝতেই পারলাম না।

রাফি - মানে ওই মেয়ের সাথে সারা দিন কাটিয়েছো তোমরা দুইজন!!!! তাড়াতাড়ি চেক করে দেখো ঘরের কিছু চুরি গেছে কি না? আচ্ছা তোমাদের কি ঘুম ঘুম লাগছে? খাবারে কিছু মিশিয়ে টিশিয়ে দেয় নি ত আবার!

মা - চুপ কর। যত্তোসব বাজে কথা। এই শোন না, আমার না মেয়েটাকে খুব পচ্ছন্দ হয়েছে, তোর বাবারও, তাই মেয়েটাকে বলে দিয়েছি যে আগামীকাল আমরা তাদের বাসায় প্রস্তাব নিয়ে যাবো।

রাফি - কিইইইইইইইই!!! তোমাদের মাথা ঠিক আছে তো! কথা নাই বার্তা নাই কে না কে এসে দুপুরে রান্না করে খাইয়ে গেলো আর অমনি তাকে ঘরের বৌ বানানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলো। আমি মানি না। আর এখন আমার বিয়ে করার সময় নেই। নতুন চাকরী। তাছাড়া

মা - সেটা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। তোর কাজ হবে শুধু বিয়ের দিন এসে চুপচাপ তিনবার কবুল বলে নিবি। আর হ্যাঁ মেয়েটাকে বকালুকা করিস না। অনেক ভয়ে ভয়ে ছিলো যে তুই জানতে পারলে কি না কি বলিস। আমি মেয়েটিকে কথা দিয়েছিলাম যে তুই ওকে কিছু বলবি না। সেটা শুনে খুশিতে আমাকে জড়িয়ে ধরলো মেয়েটা। আমি তো ঠিক করে ফেলেছি, যদি এই ঘরে কেউ বৌ হয়ে আসে তো ওই মেয়ে ই আসবে।

রাফি - কিন্তু মা.....

মা - কোন কিন্তু না। একদিনেই মেয়েটা কত মায়ায় জড়িয়ে গেলো। আমি আমার বৌমা কে ছাড়া আর থাকতে পারবো না। তাই কালই যাবো ওদের বাড়ি, গিয়ে কথা ফাইনাল করে আসবো একবারে।

রাফি - বৌমা পর্যন্ত চলে গেছো! কিন্তু মা আমি তো কোন মেয়ের সাথে প্রেম করি না। আমার সত্যিই কোন গার্লফ্রেন্ড নেই।

মা - যা তোর কথাই মানলাম যে তুইই প্রেম করিস না, তো প্রেম করবি। বিয়ের পরে কি প্রেম হয় না নাকি। তোর বাবাকে দেখ। আর গার্লফ্রেন্ড না থাকলে তো ভালই। আমার বৌমা কে আমার খুব পচ্ছন্দ হয়েছে। ওকে ছাড়া আর ভালো লাগছে না আমার।

রাফি জাদুটোনায় বিশ্বাস করে না কিন্তু হঠাত করে একটা মেয়ের প্রতি এতটা মোহ তৈরী হয়ে যাওয়া নিছক কালো জাদু ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু কে সে, নাম কি, থাকে কোথায়!

রাফি - তা মা, তোমার বৌমার নাম কি? বাড়ি কোথায়?

মা - কেন! জানিস না বুঝি! আচ্ছা জানতে হবে না। বাসররাতে জেনে নিস। (বলেই মুখ চেপে হাসতে থাকলেন)

রাফি - এ ত এক মহা যন্ত্রনায় পড়লাম, দেখো মা আমি কাল আসতেছি তাহলে, হঠাত কি হলো তোমাদের সেটাও ত একটু দেখি।

মা - ওমা, (ফোন সরিয়ে) কইগো শুনছো? তোমার ছেলের তর সইছে না, কালই চলে আসতে চায়। (বাবার কথাগুলো শুনতে পায় না রাফি) (ফোন কাছে নিয়ে) যেমন বাপ তেমন ছেলে। শোন রাফি, তোর বাবা বলেছে এখনই আসতে হবে না, কাল আমরা গিয়ে কথাবার্তা বলে আসি, এরপর দিনক্ষণ ফিল্ম করে নাহয় তোকে ডেকে নেবো। ঠিক আছে? রাখছি এখন। ভালো থাকিস আর হ্যাঁ আবারো বলছি, বৌমাকে খবরদার কিছুটি বলবি না, যদি বলিস তো কাল জানতেই পারবো। এখন সোজা বাসায় যা, গিয়ে ফ্রেস হয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিস ঠিকঠাকভাবে। রাখছি।

রাফি - আচ্ছা মা, ভালো থাকো।

বলে ফোনটা কেটে দিলো রাফি। রাফি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারলো যে এখন মা বাবাকে যা ই বলি না কেন তা শোনার কোন ইচ্ছাই তাদের নেই। নিজেকে কেমন যেন অসহায় মিসকিনের মত লাগলো রাফির। নাহ, কালই ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যেতে হবে, কি না কি করতেছে বাবা মা, রাফিকে বাড়ি গিয়ে সে সব থামাতে হবে।

পরদিন সকালে রাফি অফিসে এসেই চলে গেল ডাইরেক্টর স্যারের কামে ছুটির জন্য।

রাফি - (সালাম দিয়ে) স্যার আসতে পারি।

ডাইরেক্টর - (ফাইল ঘাটতে ঘাটতে) ও হ্যাঁ রাফি, এসো এসো।

রাফি - স্যার একটু দরকার.....

ডাইরেক্টর - (থামিয়ে দিয়ে) রাফি দেখো ত তোমার দেয়া রিজার্ভ সিস্টেম চুরির রিপোর্ট সব ঠিক আছে কি না।

কিছু বলতে না পেরে চুপচাপ ফাইল উল্টাতে থাকে রাফি।

রাফি - জী স্যার সব ঠিক আছে। স্যার একটা কথা.....

ডাইরেক্টর - সবকিছু ঠিক থাকলে চটপট তৈরী হয়ে নাও, আজ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জরুরী বৈঠক ডাকা হয়েছে এই কেস নিয়ে, তোমাকে এই কেস ইনভেস্টিগেশন ডিটেইলস সবার সামনে প্রেজেন্ট করতে হবে এবং কেসের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। আর ২ ঘন্টা পর মিটিং শুরু হবে, আধ ঘন্টার মধ্যে আমরা কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। so get prepared.

রাফি - (মুখ ভার করে) ওকে স্যার।

ডাইরেক্টর - (ফাইল ঘাটতে ঘাটতে) ও হ্যাঁ রাফি তুমি যেন কি বলতে চাচ্ছিলে?

রাফি - (মলিন একটা হাসি দিয়ে) না স্যার। কিছু না।

বলে অফিস রুম থেকে বের হয়ে গেলো। ছুটি চাইতে এসে বিশাল দায়িত্ব মাথায় চেপে বসলো রাফির।

ইয়া আল্লাহ, এ কোন পরিষ্কায় ফেললে তুমি আমায়। অফিসে মাফিয়া গার্ল, বাড়িতে বেনামী গার্লফ্রেন্ড।।। আআআআআআআআআআ, কি হচ্ছে আমার জীবনের সাথে। ছুটিই তো চাইতে পারলাম না তাহলে মা বাবা কে আটকাই কিভাবে?

১ ঘন্টা পর রাফি এবং ডাইরেক্টর স্যার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উপস্থিত হলেন। মিটিং শুরু হতে এখনো আধ ঘন্টা বাকি, তখন রাফির ফোনে ফোন এলো। রাফির মা ফোন দিয়েছে, রাফি রিসিভ করতেই, মা - হ্যালো, রাফি? আমরা রেডি হয়ে গেছি, তোর বাবা আর আমি এই আধাঘন্টার ভেতর রওনা দিবো বৌমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। দোয়া করিস সব যেন ঠিকঠাকভাবে হয়ে যায়।

রাফি - (কিছুটা উচ্চস্বরে) কি হবে! কি করছো টা কি তোমরা! তোমার ছেলেকে চেনো না তুমি।

মা - (আহ্লাদে) চিনিই তো আমার সোনা বাবা। লজ্জায় কিছু বলতেও পারে নি বাবুসোনা আমার। মন দিয়ে কাজ করিস আর টেনশন করিস না। তোর বাবা আর আমি এদিকটা ঠিক সামলে নেব।

রাফি - (করুন কর্ণে) মা এই যন্ত্রনা কি না দিলেই নয়!

মা - (একটু ক্ষেপে গিয়ে) দেখ রাফি, ডিসিশন যখন নিয়েছি তোর বিয়ে দেবো আর ঐ মেয়ের সাথেই দিব তখন তুইও ব্যপারটা মাথায় গেঁথে নে। প্রেম করে মাঝপথে হাত ছেড়ে দেয়ার মত ছেলে আমার রাফি না, আর যেখানে আমরা মত দিয়েই দিয়েছি তখন আর চিন্তা কিসে।

রাফি - (হাল ছেড়ে দিয়ে) নাহ কোন চিন্তা নেই মা। আল্লাহ যা করেন ভালুক জন্যই করেন। এখন রাখছি। মিটিং এ যাচ্ছি।

মা - আচ্ছা বাবা, সাবধানে থাকিস, আমাদের জন্য টেনশন করিস না। আমরা সব গুছিয়ে নেবো।

আল্লাহ হাফেজ।

ফোন কেটে দিয়ে আকাশ কুসুম চিন্তায় ডুব দিতে গিয়েও পারে না রাফি। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধীকারীর সামনে আজ রিপোর্ট পেষ করবে রাফি নিজে। এই মিটিং এর চিন্তা থেকে হয়তো অপরিচিত মেয়েকে বিয়ে করে নেওয়াটা একটু বেশীই সহজ বলে মনে হলো রাফির।

৪ ঘন্টা পর,

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সবাই বের হয়ে আসতে লাগলো, একে একে সবাই এসে রাফিকে কংগ্রাচুলেশনস জানালো তার সফল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট দেখে। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন তিনি নিজে এই কেসের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন এবং রাফিকে যে কোন প্রয়োজনে সরাসরি তাকে জানাতে বলেছেন।

রাফি যখন খুশি খুশি মনে সবার সাথে কথা বলায় ব্যস্ত তখন একটা ফোন এলো রাফির। মোবাইল স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে হাসিটুকু উবে গেলো রাফির। আনন্দে সোর্স থেকে ফোন, রাফির বুঝতে বাকী রইলো না যে কে ফোন দিয়েছে।

রাফি - হ্যালো রাফি বলছি।

- (কম্পিউটার জেনারেটেড ফীমেল ভয়েস) Congratulations for your achievement, Mafia boy!
Report direct to the prime minister, not bad..

রাফি বুঝলো না আসলে তার কি বলা উচিত তাই ইতস্তত করতে করতে থ্যাংকস জানিয়ে ফোনটা কেটে দিলো।

আবারও ফোনটা বেজে উঠলো রাফির, এবার আর স্ক্রীনের দিকে না তাকিয়েই রিসিভ করে বলা শুরু করলো

রাফি - কি চান আপনি, কেন আমার জীবনটা নরক বানাচ্ছেন?

- হ্যালো, রাফি ? কি সব আবোলতাবোল বকচিস, মাথা ঠিক আছে ত? অসুখ করে নি ত আবার।

গলাটা শুনে খুব চেনা লাগলো রাফির, কান থেকে ফোনটা নামিয়ে দেখলো মা ফোন দিয়েছে। নিজের গালে নিজে একটা আলতো চড় বসিয়ে দিয়ে বললো

রাফি - না মা, ওই রং নাস্তির ডিস্টার্ব করতেছে খুব। তারপর তোমাদের কি খবর, কোথায় তোমরা?

মা -(হাসি হাসি মুখ করে) এইতো বেয়াই বাড়ি। আল্লাহর অশেষ রহমতে আগামী শুক্রবার বিয়ের দিন ধার্য করা হয়েছে। তুই কাল পরশুর ভেতর চলে আয়।

রাফি মাথায় হাত দিয়ে বসলো। রাফি ভেবেছিলো পারিবারিক জানাশোনা হতে মাসখানেক সময় ত নেবেই দুই পরিবার ততদিনে মেয়ের মতলব বোঝার সময় পাবে রাফি। এখন দেখছে ৪ দিনের মাথায় বিয়ে।

রাফি - মা, তোমরা কি পাগল হয়ে গেলে? চেনা নেই জানা নেই নতুন একটা পরিবারের সাথে সম্পর্কে জড়াতে যাচ্ছে তাও ৪ দিনের মাথায়।

মা - আরে না রে বোকা। আমরা তো বাসা থেকে প্লান করে গেছিলাম মাসখানেক ত সময় নেব আমরা। কিন্তু ওই বাড়ি গিয়ে তো আমরা পুরোই অবাক।

রাফি - কেন অবাকের কি হলো? ভূত দেখছো নাকি?

মা - আরে ফাজলামি রাখ, গিয়ে দেখি বেয়ান সাহেব তোর বাবার স্কুল কলেজ ও ভাসিটি জীবনের বন্ধু। আর তোর শ্বাশুড়ি ওই ভাসিটিতে তোর বাবার ব্যাচমেট ছিলো। দুজনকেই তোর বাবা ভালো করে চেনে ইনফ্যাক্ট তাদের প্রেম তোর বাবাই করে দিয়েছিলো। (বলেই অটুহাসিতে ফেটে পড়ে) বেয়াই তো বলেই দিলেন, মেয়ের পচ্ছন্দই আমার পচ্ছন্দ কিন্তু এখন দেখছি আমার পচ্ছন্দই মেয়ের পচ্ছন্দ(আবার অটুহাসি)! এখন শোন, কাল পরশুর ভেতর চলে আয়, সবকিছু গোজগাছ করার ব্যপার আছে। আর হ্যাঁ, তোর কোনো ব্যবহারে যেন তোর বাবা ও তার বন্ধুর সম্পর্কে কোন ফাটল না ধরে সেই দিক মাথায় রাখিস। এখন রাখছি।

রাফি বরফের মত জমা ঠাট হয়ে মায়ের কথাগুলো শুনলো, শুধুমাত্র মেয়ের কারসাজি হলে চলতো কিন্তু এখন দুই ফ্যামিলি মিলে গেছে। নিজেকে কোরবানী দেয়া ছাড়া আর কোন গতি দেখছে না

রাফি।

অফিসে এসে ডাইরেক্টর স্যারকে বিয়ের সংবাদ জানালো রাফি। ডাইরেক্টর স্যার তো ঘার পর নাই খুশি হলেন। কিন্তু বিয়ের ডেট শুনে কিছুতেই খুশি হতে পারলেন না।

ডাইরেক্টর - কি ব্যপার রাফি? নিজের বিয়ে নিয়ে এত হেয়ালী করলে হয়? আজ বাসায় গিয়ে জামাকাপড় গুছিয়ে নাও। আমি কালকের ভেতর তোমার ছুটির ব্যবস্থা করছি। এখন যাও। আর হ্যাঁ, কংগ্রালেশনস রাফি। তোমার সাফল্য ও নতুন জীবনের জন্য।

রাফি - ধন্যবাদ স্যার। (অনিচ্ছাকৃত হলেও) আমার বিয়েতে কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে।

ডাইরেক্টর - এত বড় অফিস কে চালাবে শুনি? তুমি অফিস চালাও আর আমি গিয়ে তোমার বিয়ে খেয়ে আসি (অট্টহাসি দিয়ে)

রাফি - কি যে বলেন স্যার। আসছি তাহলে।

ডাইরেক্টর - হ্যাঁ এসো তাহলে। কাল সকালে এসে লীভ অর্ডার কালেক্ট করে নিও।

রাফি - ধন্যবাদ স্যার।

ওইদিনের মত অফিস থেকে বেরিয়ে গেল রাফি। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে কোয়ার্টারে চলে গেল।

পরদিন সকালে অফিসে এসে লীভ অর্ডার কালেক্ট করলো ডাইরেক্টর স্যারের কাছ থেকে। সবাইকে দাওয়াত দিয়ে বের হয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলো রাফি।

বাড়িতে পৌছে তো চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল রাফির। এলাহী আয়োজন চলছে চারিদিকে। পুরাতন বাড়িটাতে নতুন রং করা হয়েছে, লাইটিং করা হয়েছে পুরো বাড়ি। ঘরে তুকে মোটামুটি বংশের সব আত্মীয়স্বজনদের চেহারা দেখতে পেলো রাফি। রাফিকে দেখা সবাই ছুটে আসলো, সাথে রাফির মা ও। মা - তুই এসেছিস বাবা, আয়।

বলে রাফিকে তার কামরায় নিয়ে যায় রাফির মা। ঘরে তুকে তো আরো অবাক রাফি। সব পুরাতন আসবাব বদলে নতুন আসবাব, ঘরে এসি, টিভি লাগানো। অবাক হয়ে গেলো রাফি এসব আয়োজন দেখে। ক্লান্ত থাকায় ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে গেল রাফি। সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙলে বাইরে এসে হইচই দেখতে পায় সবার। এত আনন্দ উৎসাহে মধ্যে দুবে আছে সবাই অথচো যার বিয়ে তারই মন খারাপ। যার সাথে সারা জীবনের জন্য সংসার পাততে যাচ্ছে রাফি তার চেহারা তো দূর, মুখের দুই একটা কথা পর্যন্ত শোনে নি রাফি।

আর বেরসিক লোকজন কেউ রাফিকে একটু কথা বলার সুযোগ ও করে দেয় নি। রাফি শেষমেষ সবকিছু আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলো। গায়ে হলুদ হলো খুব ধূমধাম করে। রাফি চাচ্ছিলো যেন ওর হবু বৌটা এসে একবার উকি দিয়ে যায়। একটা বারের জন্য দেখতাম মেয়েটার কোন পাকা ধানে মই দেয়ার জন্য আজ রাফির কলিজা কুচি কুচি করেছে।

বিয়ের দিন শত চেষ্টা করেও রাফি নিজের বৌয়ের চেহারা দেখতে পেলো না। লাল বেনারশী, হাতে চুড়ি মাথায় ঘোমটা সবই দেখা যাচ্ছে দূর থেকে কিন্তু না চেহারা বোঝা যাচ্ছে না কথা শোনা যাচ্ছে। যখন কাজী আর মেয়ের পরিবার রাফির সামনে এসে কাবিননামা পড়ে শুনিয়ে কবুল বলতে বললো তখন রাফির অন্তরাত্মা চেচিয়ে বলতে চেয়েছিলো, আমি আমার বৌয়ের মুখ না দেইখ্য বিয়া করুম না, কিন্তু চারিদিকে সবার উৎসুক চোখ আর আর্তি দেখে রাফি আর কিছুই বলতে পারলো না। এতদিন পর সে বুঝলো জামাইয়ের নাকে কেন কুমাল থাকে। শেষমেশ নিজের বুকে পাথরচাপা দিয়ে সবাইকে শুনিয়ে ৩ বার কবুল বলেই ফেললো রাফি। যাহ আল্লাহ ভরসা।

সব আয়জন শেষ করতে করতে বেশ রাত হয়ে গেলো। ঘর ভর্তি মেহমান তাই ছাদে দাঢ়িয়ে রইলো রাফি। কমিউনিটি সেন্টার থেকে বৌ আনার সময় ভেবেছিলো একটাবার চেহারা দেখে নেবে কিন্তু গাড়ির ভেতরে নিজের বাপের সামনে আর সে সাহস করে উঠতে পারে নি রাফি। ছাদে বসে সাত দুনিয়ার চিন্তা শেষ করে বাসরঘরে তুকলো রাফি। দরজাটা লাগিয়ে দিতেই খাট থেকে নেমে গুটিগুটি পায়ে কে যেন এসে রাফিকে কদম্বুচি করে আবারো খাটের উপর গিয়ে বসলো।

রাফি কিছুটা অবাক হয়ে কিন্তু বিচলিত না হয়ে মেয়েটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু বলতে যাবে তার আগেই মেয়েটা বলা শুরু করলো,

- দেখুন এভাবে বসে থাকতে থাকতে আমার দম আটকে আসতেছে। যদি সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয় তো কাপড়টা চেন্জ করতে পারি?

গলাটা খুব চেনা চেনা লাগছে রাফির। মেয়েটার সামনে বসে টুপ করে ঘোমটা সরিয়ে দিলো রাফি। নিজের বৌয়ের চেহারা দেখে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেছে রাফি।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

পর্ব-১২

লেখা- sharix dhrubo

নিজের বৌয়ের চেহারা দেখে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেছে রাফি। কৃপ তার মাশাআল্লাহ তবে এ তো!!!!!!
রাফি - (চোখ ছোট বড় করে চেনার চেষ্টা করে) (মৃদৃ উচ্চস্বরে) এই এই এই! আপনাকে তো আমি চিনি
মানে চেনা চেনা লাগছে খুব।

- (দাঁতে দাঁত কামড়ে) আস্তে। ভুলে যাচ্ছেন কেন আজ আমাদের বাসরাত। বাড়ি ভর্তি মানুষজন।
যদি কেউ দরজায় কান দেয় (বলেই মুখ চেপে মুচকি হাসি দেয়)

রাফি - কিন্তু তুমি মানে আপনি এখানে কি করছেন?

- ইশশশিরে, আমি আপনার বিবাহিত স্ত্রী। আপনি আপনি করে আমাকে পাপের ভাগিদার করছেন
কেন? আর এটা আমার স্বামীর ঘর। আমিই তো থাকবো এখানে, আর কাউকে আশা করেছিলেন
নাকি?

রাফি মনে মনে বলে, মেয়ে, আমি ত কাউকে আশা করার সুযোগটা পর্যন্ত পাই নি।

- কি ভাবছেন অমন করে? (কৌতুহলী দৃষ্টিতে) আমি কি দেখতে এতটাই খারাপ?

রাফি অবাক আর বিস্ময়ের দুনিয়া থেকে বের হয়ে নিজের বৌয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলো। মেয়েটার
চেহারা রাফির অনেক পরিচিত, কর্ষ্ণটাও। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না। কখনো কোন মেয়েকে এত
কাছ থেকে দেখেনি রাফি। দুধে আলতা গায়ের বরন বলা যায় কিন্তু পার্লারের বৌ সাজে সবাইকেই পরী
লাগে। চোখদুটো হরিনটানা তবে রাফির কাছে মেয়েটার চোখদুটো গরুর চোখের মত ড্যাবডেবে
মায়াবী লাগছে। পৃথিবীতে রাফিই মনে হয় প্রথম পুরুষ যে তার স্ত্রীর টানা টানা চোখদুটোকে গরুর
চোখের সাথেও তুলনা করেছে। উন্নত চিবুক, হাসলে টোল পড়ে ছোট করে। বাসরাতে প্রথমবারের
মত নিজের বৌ কে দেখে লাভ এট ফার্ষ্ট সাইট হয়ে গেছে রাফির, কিন্তু রাফি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে
পারে এই মেয়েকে রাফি চেনে মানে চিনতো। কর্ষ্ণটাও খুবই পরিচিত।

- কি জনাব, নিজের বৌয়ের দিকে নজর দিচ্ছেন কেন? সারাজীবনের জন্য এসেছি আপনার ঘরে।
একরাতের জন্য নয়।

রাফি কিছুটা বিব্রত বোধ করে চোখ সরিয়ে নিয়ে একটু পিছিয়ে বসলো।

- আরে আরে। বৌ হই আমি আপনার, সরে গেলেন কেন। আল্লাহ পাপ দিবে তো আমাকে।

মেয়েটার বাচ্চামিতে রাফি কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও মনে মনে ভালই লাগতে শুরু করছে রাফির।

- আচ্ছা আমার গিফট কই? (বলেই রাফির দুই হাত আর পকেটের দিকে তাকালো)

রাফি পড়লো আর এক বিপদে। কেউ তাকে গিফটের কথা মনে করায় দেয় নি। আর বাসরাতে
বৌকে কিছু গিফট করতে হয় এটা রাফি জানতো কিন্তু বিয়ের ঝুঁকি ঝামেলায় গুলায় ফেলেছিলো
সবকিছু।

- আমার জন্য কোন গিফট নেই? (ঠোঁট উল্টিয়ে কান্না কান্না কর্ণে)

রাফি - আবেহ কাঁদে না কাঁদে না। (কানের কাছে ফিসফিস করে) বাসর রাতে বৌ কাঁদলে দরজার
বাইরে কান পাতা মানুষগুলো কি ভাববে বলেন ত।

মেয়েটা হঠাতে চোখ তুলে মুখ চেপে ফিক করে হেসে দিলো। অমায়িক সে হাসি দেখে রাফির চোখ
জুড়িয়ে গেলো।

- (জিন্দি গলায়) কিন্তু আমার বাসরাতের গিফট চাই। চাই চাই চাই।

রাফি হাত ইশারা করে চুপ করতে বলে মেয়েটাকে। একে তো চেনা চেনা লাগছে কিন্তু নাম মনে না
করতে পারায় রাফি চরম বিব্রত অন্য দিকে একটা কমন ট্রাইডিশন ভুলে গিফট না আনায় মোটামুটি
মনমেজাজ কিলবিল করতেছিলো রাফির। ভাবতে থাকলো কি করা যায়। কিন্তু কোন উপায়ন্ত খুঁজে
পায় না রাফি। শেষমেষ উঠে গিয়ে আলমারিটা খোলে রাফি। দ্রুয়ারের লক খুলে খুঁজতে থাকে এমন

কিছু যা দিয়ে মানসম্মানটা বাঁচানো যায়। পেছন ফিরে দেখলো মেয়েটা দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে গলা উচু করে দেখার চেষ্টা করছে আলমারির ভেতরটা।

ঘাটতে ঘাটতে একটা চেইন পেলো রাফি। দেখলেই বোৰা যাচ্ছে চেইনটা সোনার। মনে মনে ভাবতে থাকলো এটা দেয়া ঠিক হবে কি না। যা হয় হবে আগে মানসম্মান বাঁচায় নেয়া জরুরী। চেনটা হাতের মুঠোয় এনে বৌয়ের সামনে বসে পড়লো রাফি। যে করেই হোক বৌয়ের নামটা জানতেই হবে রাফিকে। ফন্ডিও এটে ফেললো।

রাফি - দেখুন আপনার জন্য গিফট

- (থামিয়ে দিয়ে) আমাকে কি টেনে নিয়ে জাহানামে ফেলবেন আপনি! (রাফির দিকে এগিয়ে এসে ঝুকে পড়ে মুখের কাছে এসে ফিসফিস করে) বৌ লাগি আপনার, বৌ। আর যদি একবার শুনি আমাকে আপনি বলেছেন তো ফলাফল ভয়াবহ হবে।

বলেই যেখানে বসে ছিলো সেখানে বসে পড়লো। মেয়েটা হঠাৎ সামনে ঝুকে পড়ায় রাফি ঘাড়টা একটু পেছনে নিয়ে গিয়েছিলো। ঘোর কেটে আবার ঠিক হয়ে বসতেই,

- কই? কি যেন বলছিলেন আমার গিফট, কি?

রাফি - (কিছুক্ষণ আগের ঘটনার মোহ কাটিয়ে) দেখুন ইয়ে দেখো, আমি তোমাকে গিফট দিবো কিন্তু তার বিনিময়ে আমি কিছু চাই?

মেয়েটা মায়াবী চোখে রাফির দিকে তাকালো, কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়ে জানতে চাইলো,

- ওয়াহ, ক্যায়া বাত হ্যায় জামাইরাজা। (আবারো একটু এগিয়ে এসে) তো কি চাই আপনার?

রাফির হাত পা সব অসাড় হয়ে আসে, এই মেয়েটার চাহনী আর বাচনভঙ্গিতে ভয়ংকর মায়া রয়েছে, চোখের দিকে তাকালে সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আর কানে তার আওয়াজ শুনলে সবকিছু ভুলে যাচ্ছে।

রাফি - ইয়ে, মানে। আপনি (বৌয়ের চোখ রাঙ্গানী) মানে তুমি, ইয়ে মানে আমাকে চেনো কিভাবে? তোমাকে খুব চেনা লাগছে কিন্তু মেলাতেই পারছি না। আমি তোমাকে চিনি, চিনি ত?

- (আশাহত হয়ে) এই বুরি আমার গিফট? একগাদা প্রশ্ন!

রাফি কিছু বলতে যাবে তখনই মেয়েটা বললো

- ওয়ু আছে ত আপনার?

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গেলেও হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ায় রাফি।

- আচ্ছা তাহলে নামাজের জন্য প্রিপারেশন নিন, আমি চট করে ফ্রেশ হয়ে ওয়ু করে আসছি।

বলে তার সারাবিছানাজুড়ে ছড়ানো শাড়ী আর ওড়না দুই হাতে টেনে নিয়ে বিছানা ছাড়ে রাফির বৌ।

ল্যাগেজ থেকে কিছু কাপড় বের করে নিয়ে গুটি গুটি পায়ে চলে গেল ওয়াশরুমে। রাফি খাট ছেড়ে

সোফায় গিয়ে বসে। আলতো করে চোখ বন্ধ করে অতীত হাতড়াতে থাকে। স্কুল কলেজ ভাসিটি

সবখানে হাতড়ায় রাফি। কিন্তু সবখানেই রাফি এতটাই বেশী আত্মকেন্দ্রীক ছিলো যে কখনো কাউকে

দরকার পড়ে নি রাফির, বরং সবাই এসে লাইন দিত রাফির পেছনে। মাথায় খুব জোড় খাটাচ্ছিলো

রাফি কিন্তু হঠাৎ চুরির আওয়াজে চোখ খোলে রাফি। ঘরের বিছানার দুইপাশে দুইটা হলুদ টেবিল

ল্যাম্প জুলছে, বিভিন্ন ফুলে সাজানো রাফির বাসর, তার ভেতর টাওয়াল দিয়ে আলতো করে গাল

মুছতে মুছতে ওয়াশরুম থেকে বের হচ্ছিলো রাফির বৌ। ঘরের হালকা আলোয় অনেক মায়াবী

লাগছে বৌটাকে। রাফি ছেট্ট করে হাতে চিমাটি কাটলো, সতিয়ই কি এই মেয়েটা আমার বৌ! ভালই

ব্যথা পেল রাফি। নাহ ঘটনা সিরিয়াস, আমার বৌ এখন আমার বেডরুমে।

নিজেকে নামাজের জন্য তৈরী করে ল্যাগেজ থেকে জায়নামাজ বের করে বিছিয়ে দিয়ে রাফিকে ডাক দিলো।

- আসুন। আজকের রাতে আল্লাহকে স্বরন করি।

রাফি উঠে গিয়ে নামাজে দাঢ়ালো। দুইজনে মিলে ২ রাকাত নামাজ পড়ে নিলো।

রাফির বৌ জায়নামাজ গুছিয়ে রেখে বিছানার উপর উঠে বসলো। রাফি সোফার উপর বসে দেখছিলো সবব। মেঘেটা রাফিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকতে দেখে রাফিকে চোখ দিয়ে ইশারা করে "কি?" বাচক ইংগিতে।

রাফি কিছুটা ইতস্তত বোধ করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঢ়ায়। বিছানার কাছে এসে পকেটে হাত দিয়ে চেনটা বের করলো। না জানি কার চেইন কিন্তু এয়াত্রায় সম্মান বাঁচানোর জন্য এটাই একমাত্র ভরসা।

রাফির বৌ লাফ দিয়ে উঠে এসে,

- এটা আমার জন্য (উৎসাহিত গলায়)

রাফি ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে পজেটিভ সিগন্যাল দিতে চাইলো। মিথ্য এড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

- তাহলে পরিয়ে দাও

বলে রাফির কাছে চলে এলো। রাফির দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিয়ে খোলা চুলগুলো পিঠ থেকে সরিয়ে বামপাশে দিয়ে সামনে নিয়ে নিলো আর চেইনটা পরিয়ে দেয়ার জন্য ইশারা করতে লাগলো।

এত কাছ থেকে একটা মেঘের চুল সরানো খোলা পিঠ আর সাথে চুলের সুরভী, রাফির সিস্টেম হ্যাঃ হয়ে গেলো একপ্রকার, হার্টরেট ঘোড়ার রেসের মত বাড়তে থাকলো। কি বলা উচিঃ বা কি করা উচিঃ তা মাথা থেকে উধাও হয়ে গেলো রাফির।

- কই? দাও?

বৌয়ের কথায় ঘোর থেকে বের হলো রাফি, কোনপ্রকার চোখ নাক কান বন্ধ করে তাড়াতাড়ি চেইনটা পড়িয়ে দিলো।

গলায় হাত দিয়ে চেইনটা দেখতে থাকলো রাফির বৌ, বিয়েতে অনেক মোটা মোটা স্বর্ণের হার ও হয়তো মেঘেটা এত যত্নে দেখে নি। কিন্তু রাফি এখনো তার জবাব পায় নি। জবাব পাবে কি, রাফি ত মুখ ফুটে প্রশ্নটাই করতে পারলো না।

রাফি - আচ্ছা একটা প্রশ্ন ছিলো?

হালকা হাসি হাসি ভাব নিয়ে ঘুরে তাকালো রাফির দিকে। মায়াবী চোখ দিয়ে আবারো ঘায়েল করলো রাফিকে।

- বলো না। আজ সারারাত তোমার প্রশ্ন শুনে কাটাবো। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।

রাফি - (খটকা লাগি লাগি করছে) শর্ত? কি শর্ত?

- তুমি তো কাবিননামায় আমার পুরো নাম শুনেই থাকবে। যদি তুমি আমার ডাকনাম বলতে পারো তাহলে তোমার সব প্রশ্নের জবাব আমি দিব।

রাফির মন চাইলো চোখ বুজে দেয়াল বরাবর দৌড় দিতে, যা হবার হবে। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত্রি হয় ফ্যার্ক্ট। এটা কেমন বিচার আল্লাহর, আমি যে প্রশ্নের উত্তর পেলে হয়তো সারা রাতে আর প্রশ্নই করার প্রয়োজন পড়তো না সেখানে সেই প্রশ্নকেই শর্ত বানিয়ে ঝুলিয়ে দিলো রাফির গলায়! তাই রাফি বিচলিত না হওয়ার চেষ্টা করে বললো

রাফি - দেখুন বিয়ের আসরে ডাকনাম তো শোনা যায় না। আর বিয়ের আগে আমাদের কোন কথাও হয় নি।

- কিইইইই। তারমানে তুমি এখনো আমার নাম মনে করতে পারো নি! এখনো আমাকে মনে করতে পারো ন!!! আজ তুমি সোফায় শোবে। শাস্তি তোমার। যতক্ষণ মনে না পড়বে বিছানার ধারেকাছেও ঘেসার চেষ্টা করবা না।

রাফির মুখটা কাঁচুমাচু হয়ে যায়। সে বিছানা ছাড়া একদমই ঘুমাতে পারে না। সোফায় ঘুম তো দূর, গা এলিয়ে দিলেই ব্যথা শুরু হবে সর্বাংজে। গত ৪ দিনের খাটুনিতে একবিন্দু ঘুম হয়নি রাতে।

রাফি - (করুন কঞ্চে) দেখুন ইস দেখো, আমার প্রচল্দ খারাপ লাগছে, আমি সোফায় শুতে পারি না।

- না না না, নাম না বলা পর্যন্ত

রাফির মেজাজটা বিগড়ে যায়। কিছুটা হলেও অতিরিক্ত লাগা শুরু হলো বৌয়ের ব্যবহার।

রাফি - (গন্তীর ও শান্তভাবে) ভুলে গিয়েছি হয়তো, মনে নেই, অতীতকে জড়িয়ে থাকি না আমি যে বলা বা দেখার সাথে চিনে যাবো কে আপনি। আমি এখন ভাবতে পারবো না। ঘুমাবো আমি। বলে বিছানার একপাসে বৌয়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কুচিমুচি দিয়ে শুয়ে পড়লো রাফি। ভয়ংকর ক্লান্তি আর দূর্বলতার কারনে ঘুম গ্রাশ করে নিলো রাফিকে। তোহা কিছুটা ভয় আর সংকোচ নিয়ে উকি দিয়ে দেখে রাফির চেহারাটা। এখনো সেই আগের মতনই মায়াবী।

বেশ ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেলো রাফির। নিজেকে কেমন যেন আঞ্চেপৃষ্ঠে বন্দি মনে হতে লাগলো। দম আটকে আসছিলো দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেছে। পরিষ্ঠিতি বোঝার চেষ্টা করলো রাফি। বুকের উপর একটা এলোমেলো চুলে ঢাকা মুখ, রাফি ভয়ে চিন্তার করতে যাবে ভুত ভুত বলে ঠিক তখনই রাফির মনে পড়লো যে সে এখন বিবাহিত আর চেহারাটা তার বৌয়ের হবার চান্স শতভাগ।

একটা আংগুল দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে দিতে চাইলো রাফি। কিন্তু অজানা ভয়ে আর করা হলো না। তবে এলোমেলো চুলে ঘুমন্ত মুখখানায় অনেক বেশী অনন্য লাগছে মেঘেটিকে। রাতের ঘটনা মনে পড়লো রাফির। নাহ, রাতে কড়া কথা না শোনালেও পারতো রাফি। তখনই চেহারাটি নড়ে উঠলো আর রাফি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলো এটা দেখতে বৌ তার কেমন লজ্জা পায় নিজের স্বামীকে নিজের অজান্তেই জড়িয়ে থাকতে দেখে। নতুন বৌয়ের ঘুম ভাঙ্গে, রাফির বুকে নিজেকে আবিষ্কার করে এক লাফে উঠে বসে। আংগুলের নখে দাঁত বসিয়ে রাফির চেহারা দেখছে রাফির বৌ। কিছুক্ষণ পর ডানগালে একটা উষ্ণ পরশ পায় রাফি। একটা ছেট্ট ভালোবাসার পরশ ছুইয়ে দৌড়ে ওয়াশরুমে চলে গেলো রাফির বৌ। ঘটনার আকস্মিকতায় রাফি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মরার মত পড়ে থাকে বিছানায়।

কিছুক্ষণ পর ভেজা চুলে নতুন একটা শাড়ি পরে বাইরে এলো সেই হুরপরী মানে রাফির বৌ। রাফির মাথার কাছে এসে ডাকতে গিয়েও পারে না। ছুঁয়ে দিতেও যেন লজ্জা পাচ্ছে এমন একটা চেহারা নিয়ে অনেকক্ষণ দেখলো রাফির মুখখানা। এরপর সেখান থেকে সরে গিয়ে আয়নার সামনে নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নিলো সে। তারপর কিছু একটা লিখে রাফির চিরন্তিতে গেঁথে রেখে বের হয়ে যায় রুম থেকে। রাফি উঠে বসে বিছানা থেকে। উঠে গিয়ে চিরকুট্টা হাতে নেয় চিরন্তি থেকে। দুই অক্ষরে একটা নাম, "তোহা"।

নোটের উল্টো পাশে লেখা "বিনুনি তোহা"। হ্যাঁ, বিনুনি তোহা তো অনেক পরিচিত নাম লাগছে। কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে কোথা থেকে উড়ে এসে রাফির কলেজে এডমিট হয় একটা মেয়ে, নর্মলী কলেজপড়ুয়া মেয়েরা চুলে বেনী করে না কিন্তু মেয়েটা খুবই স্মার্টলী চুল বেনী করে কলেজে আসতো। রাফি ছাড়া কলেজের প্রায় সব ছেলেরই হাদয় একাধিকবার গুঁড়িয়ে যাওয়ার কারণ ছিলো সেই মেয়ে। তারপর দেশের প্রসিদ্ধ ইঙ্গিনিয়ারিং ভাসিটিতে একই ডিপার্টমেন্টে চাল্লা, ফার্স্ট ইয়ার শেষ হতে না হতে উধাও। স্কলারশিপ নিয়ে দেশের বাইরে। আর কোনদিন দেখা হয় নি সেই বিলুনীর সাথে। কিন্তু যতদিন ছিলো, বেশ করে খোচাতো রাফিকে। কলেজে থাকতে রাফির পেছনে বসে কবিতা পড়তো মেয়েটা, দারুণ মিষ্টি গলা। ভাসিটিতে গিয়েও একই কাজ করতো। বাইরে যাওয়ার আগে এসেছিলো একবার রাফির পিছু পিছু রাফি দের বাড়ি পর্যন্ত। কিন্তু রাফি কোনদিন চোখ তুলে মেয়েটাকে ভালোভাবে দেখেই নি। নিজেকে নিয়ে বাস করা মানুষ কিভাবে তার আসেপাসের মানুষগুলোকে দেখবে, সে সময় কই।

তাহলে এই কি সেই বিলুনী তোহা!!!! আজ এতবছর পর পূর্ণ অধিকার নিয়ে রাফির জীবনে ফিরে এসেছে? কিন্তু নামটা মুখে না বলে চিরকুটে লিখে চিরন্তিতে আটকে দেয়াটা কেমন কথা হলো। রাফিরও একটু অভিমান হয়। চিরকুটটা জোগায় রেখে দিয়ে উঠে ফ্রেস হতে যায় রাফি। বেশ কিছুক্ষণ পর সকালের নাস্তা তৈরী শেষে তোহা রুমে আসে রাফিকে ডাকতে। আগেই উঠে পড়ায় তোহা টুপ করে দেখে নিতে যায় চিরকুটটি আর তখনই রাফি পুরাতন অভ্যাসে শুধু একটা টাওয়াল জড়িয়ে বের হয়ে আসে ওয়াশরুম থেকে। তোহাকে দেখে আবারো দৌড়ে ঢাকে ওয়াশরুমে, খালি ভুলে যায় রাফি যে সে বিবাহিত।

রাফি - (লজ্জা লজ্জায়) আমার গেঞ্জিটা একটু এগিয়ে দিন না?

তোহা - জীবী না। দিবো না। (নির্লিপ্ত জবাব)

রাফি - কারনটা জানতে পারি?

তোহা - প্রতিমিনিট যদি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হয় যে আমি আপনার বিয়ে করা বৌ তাহলে ঘরের অন্যান্য কাজ কখন করবো?

রাফি - আচ্ছা আচ্ছা, আমার গেঞ্জিটা দাওনা।

তোহা - আর একটু ভালো ভাবে বলোওওনা।

রাফি - তোমাকে দেখলে কে বলবে যে তোমার গতকাল বিয়ে হয়েছে! আহ্লাদী বুড়ি একটা। যাও গেঞ্জিটা দাও, তাড়াতাড়ি।

তোহা খেয়াল করে না যে চিরকুটটা চিরন্তন থেকে নীচে পড়ে গেছে। রাফির হাতে গেঞ্জি তুলে দেয়ার পর খেয়াল হয় চিরন্তনে চিরকুট নেই! চোখ বড় হয়ে গেলো তোহার। মেঝেতে চিরকুট নজরে এলো কিন্তু ততক্ষণে রাফি বের হয়ে গেছে। তোহা কি করবে ভেবে পায় না। তোহা মনে মনে ভাবে হয়তো চিরকুটটা আর দেখলো না রাফি তাই কিছুটা বিমর্শ মনে রাফিকে খেতে ডেকে চলে যাচ্ছিলো রুম থেকে। পেছন থেকে রাফির কথায় থমকে দাঢ়ালো সে।

রাফি - আজকাল বোধ হয় ছুলে আর বেনী করো না। মন্দ লাগে না কিন্তু তোমায় বেনীতে।

তোহা - আপনার মনে আছে। বাবাহ আমি তো ভেবেছিলাম.....

রাফি - কি ভেবেছিলেন? (বলতে বলতে রাফি আয়না থেকে ঘুরে তোহার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো)

তোহা আলতো করে রাফির বুকে ধাক্কা দিয়ে ছুটে দরজার কাছে চলে যায়, রাফি পেছন থেকে তাকিয়ে দেখতেই থাকে। তোহা আর একবার ফিরে তাকিয়ে খেতে ডেকে মিটিমিটি হাসতে হাসতে চলে গেলো।

এমন সময় রাফির ফোনটা বেজে ওঠে। ডাইরেক্ট স্যারের ফোন।

ডাইরেক্ট - (বিমর্শ কর্ত্ত্ব) কি খবর? কেমন আছো?

রাফি - আলহামদুলিল্লাহ। (কৌতুহল নিয়ে) স্যার, আপনার কি কিছু হয়েছে? আপনার কর্ত্ত এমন শোনাচ্ছে কেন?

ডাইরেক্ট - তুমি এখন অফ ডিউটি তে। তোমাকে হয়তো এসব বলা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু রাফি তোমার জীবন ঝুকির ভেতরে। গতকাল রাতে কারা ঘেন আমাকে ঝুমকি দিয়েছে আর আমার বাড়ির অন্যন্য সদস্যদেরও। সাধারণত এসব ঝুমকিতে আমার কিছু হওয়ার কথা ছিলো না কিন্তু আজ আমার ছেলের উপর হামলা হয়েছে। মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে ছেড়ে গেছে এই বলে যে "তোর বাপকে বলিস টাকার কেস নিয়ে নাড়াচাড়া না করতে, নাহলে ফল এর থেকে খারাপ হবে।"

রাফি - বলেন কি স্যার! কোথায় আছেন এখন আপনার ছেলে?

ডাইরেক্ট - হাসপাতালে আছে, ঠিক আছে! তোমাকে ওরা হয়তো এখনো ট্রেস করে পারে নি। হাতে সময় থাকতে পরিবারের সবাইকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাও।

রাফি - কিন্তু স্যার

ডাইরেক্ট - কোন কিন্তু নয় রাফি। That's an Order Rafi. If they finds you, they will kill you for sure.

রাফি - I won't let that happen, sir. Lets hope for the best.

ডাইরেক্ট - Plan for the worse. Good luck.

রাফি বুঝতে পারে আইন হয়তো অপরাধীদের শাস্তি দিতে পারে ঠিকই কিন্তু আইন পর্যন্ত পৌছানোর রাস্তাটা অনেক দীর্ঘ, তাই হাজার হাজার আর্টনাদ পথেই মারা যায়। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের রিজার্ভ কারেন্সি চুরির ঘটনা এভাবে মোড় নেবে ভাবে নি রাফি।

খেতে গেল রাফি, তোহা রাফির চেহারায় কালো মেঘ দেখতে পায়। বাবা মায়ের চোখও এড়ায় না।

বাবা - রাফি! কি হয়েছে তোর! ওমন মুখ কালো করে রেখেছিস কেন!

রাফি- কই তেমন কিছু না ত।

বাবা - তাহলে চেহারা হুতোমপেচা বানায় রেখেছিস কেন!

রাফি- আমার খেতে ইচ্ছা করছে না। বাবা তোমাদের ন্যশনাল আইডি চাকরীর আইডি যা আছে সব বের করে দাও তো। তোহা ওগুলো নিয়ে রুমে আসো, আর হ্যাঁ তোমার কার্ডগুলোও।

মা - কেন কি হয়েছে!

রাফি - যা বলছি তাই করো। তোহা, দাঢ়িয়ে থেকো না।

তোহা গিয়ে মায়ের পাশে দাঢ়ালো।

শুধুমাত্র একগ্লাস পানি খেয়ে রাফি নিজের রুমে চলে আসে রাফি ঠিক এমন সময় একটা মেসেজ এলো ডাইরেক্টর স্যারের,

Trust no one.

Go to this address fast.

House x, Road y, 123 .

মেসেজটা পেয়ে স্যারকে ফোন দিতে যাবে তখনই অফিস থেকে ফোন চলে আসে।

- হ্যালো, রাফি স্যার।

রাফি - বলছি।

- একটা দুঃসংবাদ আছে, কিছুক্ষণ আগে ডাইরেক্টর স্যার এক্সিডেন্ট করেছেন। হাসপাতালে নেয়ার পথেই তিনি মারা যান।

রাফি - (মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে) what!

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না রাফি।

তারপরও শিওর হতে খবরের চ্যানেলে যায় রাফি। পেছন থেকে তোহা এসে দাঁড়ায় রাফির পাশে।

বিশাল বিশাল করে ব্রেকিং নিউজ দিয়ে খবরটি প্রচার করছে মোটামুটি সব নিউজ চ্যানেল।

স্যারের মেসেজের দিকে চোখ যায় রাফির, খুব দ্রুতই কিছু একটা করতে হবে। হাতে সময় খুবই কম।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

পর্ব-১৩

লেখা- sharix dhrubo

যেখানে সারা দুনিয়া জানতেছে ডাইরেক্টর স্যারের মৃত্যু এক্সিডেন্টের কারনে ঘটেছে সেখানে হয়তো রাফিই একমাত্র ব্যক্তি যে আন্দাজ করতে পারছে এটা একটা ঠাণ্ডা মাথার খুন ও হতে পারে। রাফি সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, কি করা যেতে পারে! প্রধানমন্ত্রীকে জানানো উচিত? প্রোটেকশনের জন্য! নাহ তাহলে কোন না কোন দূর্নীতিবাজ ঠিকই জেনে যাবে রাফির লোকেশন। যদি তাদের উদ্দেশ্য থাকে রাফিকে মারার তাহলে কাজটা সহজ করে দেয়া হবে। বিয়ে বাড়ি, ঘর ভর্তি মানুষজন।

রাফির চোখ চকচক করে উঠলো, এটাইই হয়তো কারন রাফির উপর কোন হামলা বা হুমকি না হওয়ার। কারন যতই স্বায়ত্ত্বাসিত সংস্থাই হোক না কেন NSA, মন্ত্রনালয়ের সাথে কোওড়িনেশন করেই কাজ করতে হয় আর তাই যদি হয় তো রাফির ঠিকানা বের করা কোন ব্যাপারই না। হয়তো দুষ্কৃতিকারীরা দূর থেকে বাড়ির উপর নজর রাখছে, অনেক বেশী লোকজন বলে হয়তো সামনে এগোচ্ছে না। রাফি নিজেকে চেষ্টা করলো শান্ত করার। কিন্তু পরিস্থিতি কোনভাবেই রাফিকে শান্ত থাকতে দিচ্ছে না।

এমন সময় রাফি তার কাথে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করলো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে তোহা দাঢ়িয়ে আছে।

তোহা রাফির সামনে এসে মেঝেতে হাটু গেড়ে বসলো। রাফির বিচলিত চোখদুটোতে চোখ মেলালো তোহা। সংকোচ নিয়ে হলেও রাফির দুই হাত চেপে ধরলো। তোহা অনুভব করতে পারলো রাফি কাঁপছে। তোহা শক্ত করে চেপে ধরলো রাফির হাত। এতক্ষণ পর রাফির নজরে এলো তোহার মুখখানা। শান্ত পুরুরের জলের মত চোখদুটো, ঘেন দুইকাপ দুধের ভেতর দুইফোটা কফি। এই

মেয়েটাকে দেখলে রাফির মাথা খালি হয়ে যায়, একের পর এক উপমা তৈরী হতে থাকে মগজে। কিছুক্ষণ আগেও রাজের চিন্তায় ডুবে ছিলো রাফি। কিন্তু তোহাকে দেখে সব চিন্তাগুলো যেন উধাও হয়ে গেলো।

তোহা - আজ সকালে এই রুম থেকে বের হওয়ার সময় তোমার চোখে যে উচ্ছলতা আর আনন্দভাব দেখেছিলাম খাবার টেবিলে পৌছাতে পৌছাতে তা উবে গেছে। এখন এই সংবাদ দেখে তোমাকে আরো বেশী বিচলিত লাগছে। কে এই ভদ্রলোক?

রাফির মগজ জমে গেছে পুরোটা। সে জানে তার ট্রু আইডেন্টিটি এক্সপোজ করা যাবে না কিন্তু তোহার দৃষ্টি আর শক্ত করে ধরা হাতটিতে কেমন যেন ভরসা খুজে পেলো রাফি।

রাফি - টিভিতে যার একসিডেন্টের কথা প্রচার হচ্ছে তিনি আমার রিপোর্টিং বস এবং NSA এর ডাইরেক্টর বিগেড়িয়ার এজাজ মামুন। আমি তার আন্তরেই কাজ করি। রিসেন্টলী সরকারি রিজার্ভ চুরির একটা বড় লীড পেয়েছিলাম যেখানে অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের যোগসাজশ পাওয়া গিয়েছে। বিয়ের জন্য বাড়িতে আসার আগের দিন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে বিফিং ও করে এসেছি কিন্তু এখনো কেস বা চার্জশিপ কিছুই করা হয় নি, এমনকি ইভিডেন্স ও প্রাইমারি পর্যায় কালেক্ট করা হয়েছে। এই ম্যাটারটি আমি এবং ডাইরেক্টর স্যার মিলে হ্যান্ডেল করতেছিলাম। বিয়ের জন্য চলে আসায় আমার কাছে থাকা ইভিডেন্স আর ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট ডাইরেক্টর স্যারের কাছে দিয়ে এসেছিলাম।

তোহা - তাহলে তোমার ICT ডিভিশনে জব.....!!!

রাফি - কাভারআপ। আন্তরকভাব হলে ২ য আইডেন্টিটি থাকেই পারে।

তোহা - খুলে বলো আজ সকালে কি হয়েছে।

রাফি - তুমি খাবার জন্য ডাক দেয়ার পর আমার কাছে ডাইরেক্টর স্যারের ফোন আসে। কে বা কারা যেন তাকে হুমকি দিচ্ছিলো। এমনকি স্যারের ছেলেকে আধমরা করে পিটিয়ে শাসিয়েছে দুঃস্মৃতকারীরা।

তোহা - বলছো কি!!! তার মানে স্যারের এক্সিডেন্টের কিছুক্ষণ আগেও তোমার সাথে কথা বলেছেন! !
রাফি হ্যাঁ সূচক মাথা দোলায়।

রাফি - মৃত্যুর আগমুহূর্তেও স্যার আমাকে সাবধান হতে বলেছেন আর অর্ডার করেছেন যেন আমি পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে সরে যাই। অথচো স্যার নিজেই এক্সিডেন্টে জীবন দিয়ে দিলেন।

রাফির চোখ দিয়ে দুইফোটা পানি গড়িয়ে পড়ে তোহার হাতের উপর। তোহার বুকের ভেতর মোচড় দেয়, যেন কলিজাটা ধরে কেউ টান দিয়েছে। তোহা আর সহ্য করতে পারে না। সব লজ্জা ভূলে রাফির মাথাটা বুকের মাঝে চেপে ধরলো তোহা। যেন দুনিয়ার সব বিপদ থেকে আগলে রাখতে চায় সে তার ভালোবাসাকে। রাফিও তোহাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে ওঠে।

কিছুক্ষণ পর যখন রাফি আবেগ থেকে বাস্তবতায় ফিরলো তখন নিজেকে তোহার বুকে আবিষ্কার করে মারাত্মক লজ্জা পেলো। ছাঢ়া পেতে চাইলো কিন্তু তোহা রাফিকে বুকেই জড়িয়ে রাখলো।

তোহা - তোমার কিছু হবে না। আমি এসে গেছি তো। তোমার কিছু হতে দিব না আমি।

বলে বুক থেকে আলগা করে চোখ মুছিয়ে দিতে চাইলো, তখন রাফির সাথে চখাচখিতে তোহা মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনার আন্দাজ পেলো। আবেগের বশে জড়িয়ে ধরেছিলো সে রাফি কে, কিন্তু রাফিকে কান্না ভূলে লজ্জা পেতে দেখে নিজেও ভয়ংকর লজ্জায় পড়ে গেলো। মনে মনে জিহ্বায় কামড় বসালো তোহা, ইসসেসসেস কি লজ্জা কি লজ্জা। হুট করে দুজন দুজনকে ছেড়ে স্বাভাবিক হওয়ার বৃথা চেষ্টা করলো।

তোহা - (লজ্জায় নিজের শাড়ীর আঁচলে কুচি দিতে দিতে) তো এখন কি করবে ভাবছো?

রাফি ততক্ষণে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক হয়ে কথা বলতে চাইলো কিন্তু ঘটে যাওয়া ঘটনার আকস্মিকতায় গলা থেকে আওয়াজ বের হতে চাইলো না।

রাফি - (ইতস্তত করতে করতে) ইয়ে মানে কি করতে হবে, ও হ্যাঁ আমার (তোহার চোখের দিকে একপলক তাকিয়েই আবার চোখ সরিয়ে নিয়ে) কি যেন? ওহ হুমকি। (সব কথা জড়িয়ে যেতে থাকলো)

তোহা আবারো রাফির হাতদুটো শক্ত করে ধরে চোখের দিকে তাকালো।

তোহা - বলো কি করতে হবে?

রাফি - (তোহার চোখের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে) আমাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হবে। বাবা মা কে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হবে। আমার মনে হয় দুষ্ক্ষিকারীরা আমাদের বাড়ির উপর নজর রাখছে। বিয়ে বাড়ি বলে অনেক লোকের আনাগোনা তাই হয়তো কিছু করার সাহস পাচ্ছে না।

তোহা - তাহলে এই বিয়েবাড়িটাই আমাদের এডভান্টেজ এবং ডিজএডভান্টেজ ও।

রাফি কপাল ঝুঁচকে দেখতে থাকলো তোহাকে।

তোহা - (অন্যদিকে চোখ রেখে) যদি অপরাধীরে এতটাই ক্ষমতাশালী হয়ে থাকে তো পুরো বাড়ি ধরে গুঁড়িয়ে দিয়ে এক্সিডেন্ট বলে চালিয়ে দেবে।

রাফি ভেবে দেখলো তোহার কথায় যুক্তি আছে, নিজেদেরকে বাঁচাতে তারা এতগুলো জীবন শেষ করে দিতেও পিছপা হবে না।

তোহা - অন্যদিকে আজ আমাদের বৌভাত। কিছুক্ষণের ভেতর সবাই তৈরী হয়ে কমিউনিটি সেন্টারের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাবে। আমাদেরকে ও একই সাথে বের হয়ে যেতে হবে। তবে কোনরকম এলার্ট ছাড়াই।

রাফি - এলাকার মোটামুটি সবাইকে আমার বাবা চেনে। তাকে দিয়ে কি একটু ঘরের চারপাশটা দেখানো ঠিক হবে? যে নতুন কোন চেহারা দেখা যাচ্ছে কি না বাড়ির আসেপাশে?

তোহা - (কিছুটা অবাক হয়ে) তুমি কি আবুকে সব জানাতে চাচ্ছ? সেটা কি ঠিক হবে?

রাফি - আজ আমাদের বৌভাত। আর আজ যদি আমি অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হই তাহলে তার মান সম্মান সব শেষ হয়ে যাবে। তাকে কিছু না কিছু ত জানাতেই হবে।

তোহা - তাহলে প্লান কি?

রাফি তোহার চোখের দিকে তাকায়। তোহাকে যতই দেখছে ততই মুন্ধ হচ্ছে রাফি। মেয়েটার সবধরনের সিচুয়েশনের সাথে মানিয়ে নেয়া এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। যখন যেখানে যেমন দরকার তখন সেখানে তেমনই।

রাফি - বাবাকে ডাক দাও? কথা বলি।

তোহা চলে গেল বাবাকে খুঁজে আনতে। রাফি ততক্ষণে ভাবতে লাগলো কিভাবে কি করবে সে।

কিছুক্ষণের ভেতর লোকজন ছেড়ে ভেতরে ঢুকলেন রাফির বাবা। চোখদুটোতে ব্যস্ততা কাজ করছে, আজ ছেলের বৌভাত। পরিবারের সবাইকে স্বসম্মানে আদর আপ্যায়নে যেন কোন ত্রুটি না হয় সেই দিকে তার কড়া নজর। এমনই ব্যস্ততার ভেতর আলাদাভাবে কথা বলতে চাওয়ার জন্য তিনি কিছুটা বিরক্তিই বৈকি।

বাবা - (ব্যস্ততা এবং বিরক্তি নিয়ে) কি ব্যপার রাফি? এখনো রেডি হোস নি? কয়টা বাজে সে খেয়াল আছে? কখন রেডি হবি কখন সেন্টারে যাবি।

সেইমুহূর্তে তোহা রুমে আসে। রাফি তোহাকে ইশারা করে দরজা চাপিয়ে আসতে। রাফির ইশারা দেখে পেছনে তোহার দিকে তাকান রাফির বাবা। এতক্ষন পর দুইজনের চেহারার ভেতর কালো ভাব তার চোখে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। তিনি ভাবতে শুরু করলেন হয়তো দুইজনের বনিবনা নিয়ে কিছু হয়েছে।

বাবা - (কোতুহল নিয়ে) কি ব্যপার মা, তুমি এখনো পার্লারে যাও নি! (গম্ভীরভাবে) কি ব্যপার রাফি!

আমার আম্মাজানের মুড় অফ কেন? কি হয়েছে?

রাফি তার বাবার হাত ধরে সোফায় নিয়ে বসালো। রাফির বাবা কিছুটা আঁচ করতে পারলেন যে সমস্যা গুরুতর। গতকাল বিয়ে হয়ে পারলো না আর আজ সমস্যা বাধিয়ে নিলো। তোহা বাবার পাশে গিয়ে

দাঢ়ালো। রাফি বাবার সামনে বসে বাবার হাতটা ধরলো। রাফির বাবা এবার পুরোপুরি নিশ্চিত যে বিশাল বড় গন্ডগোল পাকিয়েছে তার ছেলে।

বাবা - (গম্ভীর ও কৌতুহল) দেখ রাফি গতকাল তোদের দুইজনের বিয়ে হয়ে গেছে। মানিস আর না মানিস তোহাই এখন তোর স্ত্রী। এমন কিছু করিস না যেন আমার মান সম্মান ধূলোয় মিশে যায়।
রাফি এবং তোহা দুজন দুজনের দিকে তাকাতে থাকে। তোহা বুঝতে পারলো বাবা হয়তো আঁচ করার চেষ্টা করতেছে সমস্যাটি কিন্তু নীরবতার কারনে বাবার গেসিং গুলো এলোমেলো হয়ে গেছে।

তোহা - (হাসি হাসি মুখ নিয়ে) বাবা, তোমার ছেলেকে তোমার বাড়ি পর্যন্ত এসে বিয়ে করেছি, তোমার ছেলের কথা বলতে পারবো না কিন্তু আমি তো তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাবো না।

বলেই বাবার গলা জড়িয়ে ধরলো তোহা, রাফি কিছুটা ইতস্তত হয়ে বলতে লাগলো,

রাফি - তো আমি কখন বললাম আমার এই বিয়ে নিয়ে সমস্যা আছে! বিয়ের আগে তো নিজের হুবু বৌকে পর্যন্ত
এতটুকু বলার পর তোহা দাঁত কামড়ে ইশারা দেয় এই প্রসংগে কথা না বলতে। রাফির কথা থামাতে

দেখে রাফির বাবার কপাল কুচকে গেলো।

বাবা - কি বলতে চাস রাফি সোজাসুজি বল।

রাফি - বাবা, এই বিয়েতে আমার পূর্ণ মত ছিল সবসময়ই আর বিয়ের পর সেই বিশ্বাস আরো জোরালো হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই বিয়ে নিয়ে আমার কোন আপত্তি নেই।

বাবা - তাহলে সমস্যা কিসে? কিছুক্ষণ পর বৌভাত আর এখনো তোরা ঘরে বসে কি করছিস?

রাফি - বাবা, অফিসের একটা বড় সমস্যা হয়তো আমাদের ঘর পর্যন্ত চলে এসেছে। (টিভি চালিয়ে
ব্ৰেকিং নিউজ দেখিয়ে) এই ভদ্রলোকের সাথে মিলে দেশের কিছু দুর্নীতিবাজ লোকদের করা কাজের
বিৰুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করতেছিলাম। বিয়ের কারনে আমি ছুটি নিয়ে চলে আসায় স্যার একাই কাজটা
দেখছিলেন, কজ সকালে তিনি আমাকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য বলেছেন আর হয়তো তার
কিছুক্ষণ পর তার এক্সিডেন্ট হয়, তবে আমি শিওর যে এটা এক্সিডেন্ট না, বরং ঠান্ডা মাথার খুন।

বাবা - (অবাক হয়ে) বলিস কি রে? এ তো সাংঘাতিক ঘটনা!

রাফি - যেহেতু ইনভেস্টিগেশন আমরা দুইজন পরিচালনা করতেছিলাম তাই স্যারের পর আমার উপর
হামলা হবার চান্স আছে! হয়তো খুনিরা বাড়ির আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। হয়তো অতিরিক্ত
জনসমাগমের জন্য অপেক্ষা করছে সুযোগের।

বাবা - (চিন্তিত) আচ্ছা, বুঝলাম। এখন কি করতে চাচ্ছিস?

রাফি - পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে পড়তে হবে। জনসমাগম থাকতে থাকতে।
আপাতত এটাই প্লান।

বাবা - (কিছুক্ষণ ভেবে) হুমকি, আমার এক বন্ধু থাকে দেশের বাইরে, তাদের একটা ফ্লাট আছে
কাছাকাছিই, চাবি আমার কাছে দিয়ে গেছে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসার জন্য। ওখানে কেউ
আমাদের আশা করবে না।

রাফি - (চট করে তুড়ি দিয়ে) তাহলে এখনই বের হয়ে যেতে হবে। তার আগে বাবা, তুমি মা কে বুঝিয়ে
বের করে নাও। ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা আমাকে লিখে দাও, আমি তোমাদের সাথে ওখানেই মিট করবো।
তোহা তুমি মা বাবার সাথে চলে যাও। কাপড়চোপড় গুছিয়ে একটা ব্যাগে ভরে রেখে যাও, আমি
সুযোগ বুঝে সেটা পিকআপ করে ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবো। আর হ্যাঁ, তোমরা তিনজনই বোরখা পরে বাসা
থেকে বের হবে। আমরা জানি না তারা সবাইকে চেনে কি না। রিক্স নেয়া যাবে না।

রাফির বাবা ছেলের সব প্লান বুঝলেন কিন্তু ঘরভর্তি লোকজন আর বৌভাতের আয়জন নিয়ে চিন্তায়
পড়ে গেলেন।

বাবা - রাফি, শোন বাবা? বৌভাতের সবকিছুই তো রেডি তাই না ? এত মানুষজন দূর থেকে এসেছে,
তারা মনক্ষুম হয়ে চলে গেলে ব্যপারটা মোটেই ভালো দেখাবে। আমি বলি কি, তাদেরকে সোজা
কমিউনিটি সেন্টারে চলে যেতে বলে আমরা বেরিয়ে পড়ি। ওখানে সব ব্যবস্থা করাই আছে।

রাফি - ঘেটা ভালো মনে হয় করো বাবা তবে সময় হাতে নেই একদমই। আর হ্যাঁ কাউকে ফোন করতে যেও না বা সাথেও নিও না, ফোন ট্যাপ হতে পারে।

বাবা - হ্যাঁ হ্যাঁ জানি জানি, দুই এক পর্ব CID সিরিয়াল আমিও দেখি।

বলে বাবা রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। তোহার দিকে তাকিয়ে মন্টা কেমন হয়ে গেল। আজ বৌভাতের অনুষ্ঠান হবার কথা অথচো মেয়েটাকে নিয়ে পালানোর প্লান করতে হচ্ছে রাফিকে। রাফি কিছু বলতে যাবে তখনই তোহা বলা শুরু করে,

তোহা - জানো রাফি, আমার কিন্তু ছোটবেলা থেকেই শখ ছিলো পালিয়ে বিয়ে করার। সেই সুযোগ তো আর হলো না, কিন্তু বিয়ের পর পালাতে পারবো ভেবে আমার কিন্তু দারুণ লাগছে।

রাফি তোহার চোখেমুখে এডভেঞ্চার ভাব দেখতে পেল। তোহার এই ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য রাফির নিজেকে হালকা লাগলো।

রাফি - হয়েছে হয়েছে, জলদি জামাকাপড় গুছিয়ে একটা ব্যাগে ভরে নাও। ওগুলো পরে নেয়ার ব্যবস্থা করবো আমি।

তোহা - আমার ব্যাগ গোছানই আছে। এখনো কিছুই বার করি নি।

এরই মধ্যে বাবা দুটো বোরখা দিয়ে গেলেন রুমে এসে, তোহাকে চটপট বোরখা পরে বাবা মায়ের সাথে বের হয়ে যেতে বলে নিজেও বোরখা পরে রেডি হয়ে নিলাম। বাসা থেকে বের হওয়ার আগে বাবা বোরখা পরে একটা চক্কর দিলেন বাড়ির আশেপাশে। ফিরে এসে বললেন ২-৫ জন নয়, প্রায় ১০-১২ জন অপরিচিত মানুষ আমাদের বাড়ির উপর নজর রাখছেন। বাবা ভেতরে এসে কয়েক প্যাকেট মিষ্টি ধরিয়ে দে কয়েকজন কাজিন কে যেন তারা বাইরে মিষ্টি বিলিয়ে আসে। কাজিনগুলো মিষ্টি বিলাতে শুরু করলে বাড়ির সামনে একটা মাঝারি সাইজের জটলা পাকিয়ে যায়, সেই সুযোগে বাবা মা আর তোহা বের হয়ে গেল বাবার বন্ধুর ফ্লাটের উদ্দেশ্যে আর আমি রওনা দিলাম ডিরেক্ট স্যারের দেয়া ঠিকানার উদ্দেশ্যে।

ঠিকানা অনুযায়ী বাড়িতে পৌছে যায় রাফি। বেশ বড়সড় বিল্ডিং। ফ্ল্যাটটি বিল্ডিং-এর ৮ তলায়।

ফ্ল্যাটটির দরজার সামনে গিয়ে নক করলো রাফি। কোন সাড়া শব্দ নাই। হয়তো কেউ ই নাই ফ্ল্যাটে। এখন ভেতরে তুকবে কিভাবে রাফি! কিছুক্ষণ মাথা চুলকিয়ে মেঝেতে থাকা জিনিসপত্র উল্টে দেখতে লাগলো রাফি। অবশেষে পাপোশের নীচে চাবি পেলো রাফি। দরজা খুলে ভেতরে তুকে লাইট

জ্বালালো রাফি। ছিমছাম পরিপাটি ড্রয়িং-রুম।

ভেতরে গিয়ে সব রুম ঘুরে দেখতে লাগলো রাফি আর ভাবতে থাকে স্যার কেন তাকে এখানে আসতে বলেছে? এসব সাতপাচ ভাবতে ভাবতে শেষ রুমের দরজা খোলে রাফি। রুমের ভেতরটা দেখে রাফির চেখ কপালে উঠে যায়। ছোটখাটো একটা সার্ভার রুম। বেশ কিছু কম্পিউটার আর ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে ভরপুর রুমটা। রাফি কম্পিউটারে বসে পড়ে। বেশ অবাক হয়। ডাইরেক্ট স্যার তার সকল কেস রিলেটেড ডকুমেন্টসের একটা অফলাইন ব্যাকআপ তৈরী করে রেখেছেন এখানে। মোটামুটি সব কেসেরই আপডেট ইনফরমেশন আছে এখানে। রাফি বুঝলো যে ডাইরেক্ট স্যার আঁচ করেছিলেন যে এই কেসের ইভিডেন্স মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হবে, তাই চোখের সামনের সব ইভিডেন্স কেউ নষ্ট করে ফেললেও যেন একটা ব্যাকআপ রাফির হাতে থাকে তাই হয়তো এখানে আসতে বলেছেন। কিন্তু এখন রাফিকে ফিরতে হবে। বাবা মা আর তোহার কাছে।

এমন সময় রাফি দরজা খোলার আওয়াজ পেল, রাফি দ্রুত রুমের লাইট বন্ধ করে আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। আড়াল থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলো কে এসেছে। আগন্তুকের মুখখানা দেখে রাফি স্বত্ত্ব নিশ্চাস ফেললো। রাফির টিমমেট সূর্য ফ্ল্যাটে তুকলো। সূর্য ফ্ল্যাটে তুকেই বুঝতে পারলো ফ্ল্যাটে অন্য কেউ ও এসেছে। তাই ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা পিস্তল হাতে তুলে নেয় সে আর অনুপ্রবেশকারীকে খুজতে থাকে। রাফি দৃষ্টিনা এড়াতে জোরে সূর্যের নাম ধরে ডাক দেয়, রাফি - সূর্য? আমি রাফি।

বলে রাফি হাত উচু করে বের হয়ে আসে, কিন্তু সূর্য পিস্টলটা নামায় না। সূর্যকে দেখে কনফিউজড লাগছে রাফির।

রাফি - ডাইরেক্ট স্যার আমাকে এখানকার ঠিকানা দিয়েছেন।

তবুও সূর্য তার পিস্টলটা তাক করেই থাকে রাফির দিকে। রাফি কিছুতেই বুঝতে পারে না সূর্যকে বলার পরও কেন সূর্য অস্ত্র নামাচ্ছে না। অবশেষে সূর্য মুখ খুললো

সূর্য - পাসওয়ার্ড?

রাফি তো এবার মহা বিপাকে। স্যার তো মেসেজে কোন পাসওয়ার্ড দেন নি, তাহলে এখন কি হবে।

রাফি - সূর্য? আমি রাফি, চিনতে পারছো না!

সূর্য - I'll count to 3 . What is the password?

রাফি - সূর্য আমাকে ডাইরেক্ট স্যার.....

সূর্য - ১

রাফি - আমার কাছে কোন

সূর্য - ২

রাফি - সূর্য! I'm your boss you ***.....

সূর্য - ৩

রাফি - wait wait wait, trust no one.

বলে রাফি হাত উচু রেখে চোখ বন্ধ করে কলেমা পড়া শুরু করে কারন এই ছাড়া আর কিছুই রাফির কাছে নেই। কিছুক্ষণ পরও যখন কোন গুলির আওয়াজ পেল না রাফি তখন একচোখ খুলে দেখতে লাগলো। ততক্ষণে সূর্য অস্ত্র নামিয়ে ফেলেছে।

সূর্য - you can relax now, sir. I'm not gonna kill you.

রাফি - কি হচ্ছিলো কি এটা।

সূর্য - আমি আন্তরিকভাবে দৃঢ়থিত কিন্তু এই সেফ হাউজ সবার জন্য নয়। শুধুমাত্র ডাইরেক্ট স্যারের ট্রান্সেন্টে এজেন্টদের জন্যই এই সেফ হাউজ। তাই পাসওয়ার্ড ছাড়া কেউই এখানে এলাউড না।

রাফি - আর তুমি?

সূর্য - আমি এই সেফ হাউজের keeper.

রাফি - স্যার আমাকে এখানে আসতে বলার কারন কি হতে পারে?

সূর্য - প্রথমত স্যার আপনাকে বিশ্বাস করেন, দ্বিতীয়ত হয়তো তিনি তার অসমাপ্ত কাজ আপনাকে দিয়ে সমাপ্ত করতে চান।

রাফি - আমার কিছু সাপোর্ট লাগবে, হেল্প করতে পারবে?

সূর্য - বলেই দেখুন না।

রাফি - আমি জানি না আমার ফোন ট্যাপ হচ্ছে কি না। can you check that out?

সূর্য - give me 5 minutes.

সূর্য তার ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেলো, আর রাফি আবার কম্পিউটার রুমে গিয়ে ফাইল ঘাটতে লাগলো।

|

কিছুক্ষণ পর সূর্য রুমে ঢুকলো।

সূর্য - Your phone is not tapped. You can use your phone.

রাফি ফোন ওপেন করতেই ১ টা মেসেজ এলো। আনন্দেন সোর্স থেকে

"Where the hell are you? Contract killers are looking for you"

কিছুক্ষণের মধ্যে আরো একটি এসএমএস পেলো রাফি,

"I made your phone and network secure. Nobody can tap your number or locate you through your phone. I'll be in touch"

রাফির মনে প্রশ্ন জাগে, এই মাফিয়া গার্ল কেন এতো রাফিকে সাহায্য করে। কি চায় সে?

সূর্য কাছ থেকে বিদায় নেয় রাফি। সন্ধ্যাও নেমে এসেছে। গন্তব্য এখন বাবার বন্ধুর বাড়ি। সবাই যে রাফির পথ চেয়ে বসে আছে।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

পর্ব-১৪

লেখা- sharix dhrubo

সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রাফি সোজা চলে যায় তার বাবার বন্ধুর বাড়ি। সেই দুপুর বেলা শেষবারের মত দেখেছে রাফি তার বাবা মা আর তোহা কে। কেন যেন একটু বেশীই টেনশন হচ্ছিলো আজ সবার প্রতি। কিন্তু কারনটা কি তার জীবনের ঝুকি নাকি নববিবাহিত স্ত্রীর প্রতি জন্মানো মায়া সেটা ধরা গেলো না।

বাড়ি পৌছে দরজায় কড়া নাড়লো রাফি। ভেতর থেকে আওয়াজ এলো না কোন। রাফি বুঝলো যে ভেতরের মানুষগুলো নিশ্চিত হতে চায় যে সাড়া দেয়া নিরাপদ হবে কি না।

রাফি - (হালকা আওয়াজে) বাবা, আমি রাফি।

বলার সাথে খট করে দরজা খুলে গেলো আর অন্ধকারের ভেতর থেকে দুটি হাত রাফিকে জড়িয়ে ধরলো। রাফি কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও ওই অবস্থায় টানতে টানতে ঘরে চুকলো। ঘরে এতক্ষণ কোন আলো জ্বলছিলো না। রাফি হাতড়ে ঘরের আলো জ্বালানোর সুইচ খুঁজতে লাগলো কিন্তু মানুষটা এমনভাবে জড়িয়ে ধরে আছে যে রাফির নড়াচড়া করতে কষ্ট হচ্ছে। রাফি জানে যে কে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে রাখতে পারে। লাইট জ্বালাতে জ্বালাতে রাফি বলে ওঠে,

রাফি - (মৃদুস্বরে) দম আটকে যাচ্ছে...

কথাটি বলার পরপরই হুট করে হাতদুটির বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। কাঁদো কাঁদো স্বরে কথা বলতে থাকে।

তোহা - কোথায় ছিলে এতক্ষণ! জানো আমার কি টেনশন হচ্ছিলো? বাবা মা দুইজনেই প্রেশার হাই হয়ে গেছে। ঔষধও রয়ে গেছে সব ব্যাগের ভেতর। এমনভাবে উধাও হয়ে যেতে হয়! ফোনও নেই যে খোজ নেবো একবারের জন্য। কোথায় ছিলো?

রাফি অবাক হয়ে মেঘেটার করা অভিযোগগুলো শুনতে থাকে। এইতো গতকালকের আগে তো রাফির মনের কোথাও এই মেঘেটির নাম নিশানাও ছিলো না কিন্তু এখন এমনভাবে অভিযোগ করছে যেন জন্ম জন্ম ধরে চেনাজানা।

রাফি - একসাথে এতগুলো প্রশ্ন? কোনটা রেখে কোনটার জবাব দেই বলো।

তোহা - হুহ, যাও জবাব দিতে হবে না। বাবা মা তোমার অপেক্ষায় রয়েছেন, যাও গিয়ে দেখা করে এসো।

তোহা তখন ভেতরের একটা কামরা দেখিয়ে দিলো রাফিকে। রাফি কামরার সামনে গিয়ে দরজায় নক করে ভেতরে উকি দিলো।

বাবা - কে? রাফি? এসেছিস বাবা? তোর জন্যই চিন্তা হচ্ছিল খুব। সেই কখন বেরিয়েছিস, কোথায় ছিলি কি করতেছিলি কিছুই জানতে পারছিলাম না।

রাফি - এইতো বাবা আমি চলে এসেছি।

মা - আয় বাবা আমার বুকে আয়।

বলে রাফিকে বুকে জড়িয়ে নিলো রাফির মা। পেছন থেকে তোহা এসে দাঢ়ায় দরজার কাছে।

মা - এতদিন জানতাম সরকারী চাকরী নিশ্চিন্তের চাকরী। তোকে না দেখলে হয়তো জানতেই পারতাম না যে সৎ ভাবে দায়িত্ব পালন করতে গেলে এমন জীবনের ঝুকি নিতে হয়।

রাফি - জীবনের ঝুকি বড় কথা নয় মা। সত্যের সাথে থাকার জন্য সর্বোচ্চ করতে পারাটাই বড় কিছু।

মা - বাহ, বিয়ের পর দেখি ছেলে আমার বড় হয়ে গেছে।

বলে হালকা করে ছেলের নাকটা মলে দিলেন রাফির মা। দরজার আড়ালে দাঢ়িয়েই লজ্জা পেলো তোহা।

মা - কই আমার লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটা কোথায়?

তোহা দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মায়ের সামনে দাঁড়ায়।

মা - এইয়ে আমার মেয়েটা। শোন তুমি আবার এসব ভেবে বসে থেকো না যে বিয়েটা হলো আর অমনি সংসারে অমঙ্গল এলো। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি চেয়েছেন আমার সংসারকে পরিক্ষায় ফেলতে তাই এমন হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহই আবার সব বালা মুসিবত দূর করে দেবেন। তোহা কখনো ভাবতেও পারে নি যে সে এই সংসারে এত দ্রুত মা বাবার মনে জায়গা করে নিতে পারবে আর এমন ঘটনা ঘটলে যে সচরাচর নতুন বৌকে অপয়া বলে গালি দেয়া হয় তা নতুন কিছু না। এমন আরো কত শত ভাবনা ভাবতে ভাবতে মা কে জড়িয়ে ধরলো তোহা, আর চোখের কোন থেকে হয়তো ২ অথবা সাড়ে ৩ ফোটা জল গড়িয়ে পরে তোহার গাল বেয়ে।

তোহা - সত্যিই আমি ভাগ্যবতী এমন একটা পরিবার পেয়ে। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া।

রাফি - বাহ, তোমরা ওকে পেয়ে আমাকে ভুলে গেলে তাই তো?

এবার রাফির মা বাবা দুইজনে একসাথে জড়িয়ে ধরে রাফি আর তোহা।

তোহা - আমি যাই, গিয়ে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করি গিয়ে।

বলে উঠতে যাবে তখনই কলিংবেলের আওয়াজ। সবাই একসাথে আৎকে উঠলো। এই বাসায় এতো রাতে কে আসবে!

রাফি উঠে রুম থেকে বের হয়ে মেইন দরজার কাছে গেলো। নিশ্বে ডোরনব দিয়ে উকি মেরে দেখলো কে? পোষাক দেখে মনে হলো কোন এক ডেলিভারি বয় দরজায় দাঢ়িয়ে। রাফি চিন্তায় পড়ে গেলো, এই বাড়িতে ডেলিভারি বয়! রাফি ধীর পায়ে রুমে যেতে চাইলো এটা জানতে যে বাসার কেউ কোন খাবার অর্ডার করেছে কি না। তখনই একটা মেসেজ পেল রাফি। ঠিক এই মুহূর্তে মেসেজের আওয়াজ শুনে রাফির কিছুটা খটকা লাগলেও মেসেজটা দেখার পর সব ক্লিয়ার হয়ে গেলো।

আনন্দন সোর্স থেকে মেসেজ এসেছে আর মেসেজে লেখা

"Dinner for your family.

Get your laptop ASAP.

We have works to do."

মেসেজটা পড়ে রাফির কিছুটা রাগ হলো, বিকালেই তো মেসেজ দিয়ে বললো যে আমার ফোন দিয়ে কেউ আমার লোকেশন ট্রেস করতে পারবে না! আর সে নিজেই আমার ফোনের ট্রেস করে বসে আছে। মাফিয়া গার্ল নিজে কি "No one" এর বাইরে! ভাবনাচিন্তা করতে করতে দরজা খুললো রাফি। ডেলিভারি বয়ের কাছ থেকে খাবারগুলো নিলো রাফি। খাবার গুলো দেখে বাসার সবাই অবাক হয়ে গেলো, তাই রাফি ব্যপারটা স্বাভাবিক করার জন্য বললো

রাফি - আমিই খাবার ওর্ডার দিয়েছিলাম। এভাবে অবাক হবার কি আছে!

তোহা - (কৌতুহল নিয়ে) তুমি কিভাবে অর্ডার করলে? তোমার ফোন তো.....

রাফি - (ইতস্তত করতে করতে) না মানে আমার ফোন সিকিউর করে নিয়েছি। ফোনে ফোনেই অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলাম।

তোহা - কিন্তु

রাফি - (প্রসংগ এড়াতে) কোন কিন্তু নয়। প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। খেতে হবে।

বলে সবাইকে নিয়ে খেতে বসলো রাফি। খাবারের ম্যানুটাও একদম বাছাই করা। বাবা মা দুইজনেই হাই প্রেশার আর সাথে সুগার প্রবলেম। খাবারের আইটেমগুলোতেও কোন স্বাস্থ্যবুকি নেই। এই মাফিয়া গার্ল এর ভাবটাই বুঝতে পারে না রাফি। সবাই খাওয়া শুরু করলেও তোহার দিকে চোখ গেলো রাফির। খাবারের ম্যানুতে তেমন চটকদার আইটেম না থাকায় তোহার মুখটা কিছুটা শুকিয়ে গেলো, কিন্তু বাবা মা এর চোখে পড়লে ব্যাপারটা খারাপ হবে বুঝে চুপচাপ খেয়ে নিচে তোহা। তোহার মুখটা দেখে মায়া হতে লাগলো রাফির। খাওয়াদাওয়া শেষ করে রাফি আবার তৈরী হলো বের হওয়ার জন্য, ল্যাপটপটা উদ্ধার করতেই হবে। এখনো অনেক কিছু করা বাকী। সবাই নিষেধ করা স্বত্ত্বেও রাফিকে বের হয়ে গেল।

ঘড়িতে রাত ৯.৩৫। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিজেদের বাড়িতে আসে রাফি। জীবনে এই প্রথমবারের মত নিজের এলাকা চুরি করে চুকতে হচ্ছে রাফিকে। অচেনা শত্রুকে এড়াতে এছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঘরে এখনো বেশ কিছু আত্মীয় স্বজন রয়েছে। হয়তো বাবা দুই একজন আত্মীয়কে সবকিছু ম্যানেজ করতে বলেছেন। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে রাফি সব গোছানো ব্যাগপত্র একটা রুমে রেখে এসেছিলো। কিন্তু রাত নেমে এলেও বাড়িতে বিয়ের আলোকসজ্জা সাথে বাইরে রাস্তার চকচকে ল্যাম্পপোষ্টের আলোতে একটা পিপড়া হেটে গেলেও দেখা যাবে। আর অত ব্যাগপত্র নিয়ে বের হওয়াও যাবে না। তবে রাফিকে ঘেভাবেই হোক তার ল্যাপটপটা বের করে আনতেই হবে। রাফি কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। ভাবতে ভাবতে রাফির চোখ পড়লো বিদ্যুতের খুটির সাথে থাকা ট্রান্সমিটারের দিকে। টপ করে একটা বুদ্ধির উদয় হয়। যথেষ্ট রিশ্ব এবং ভয়াবহ দৃঘটনা হবার সম্ভাবনা থাকা স্বত্ত্বেও এ ছাড়া আর কোন গতি দেখলো না রাফি। কিছুটা দূরে ভাঙ্গারীর দোকানের পাশে খোলা তামার তার পেয়ে গেল রাফি। তাঁরের মাথায় একটা ইটের টুকরো বেধে ছুড়ে মারলো ট্রান্সমিটারের দিকে। তামার তাঁরটি ট্রান্সমিটারের খোলা অংশে স্পর্শ করার সাথে সাথে বিকট আওয়াজ এবং আলোকচূটায় পুরো এলাকা অন্ধকার হয়ে গেলো। আসেপাশের লোকজন জড় হয়ে গেলো ট্রান্সমিটারের আশেপাশে আর সেই সুযোগে রাফি সন্তর্পনে ও দ্রুততার সাথে ঘরে ঢুকে গেল। ঘরের ভেতর গিয়ে রুম থেকে ল্যাপটপের ব্যাগ কাঁধে তুলে নিলো রাফি। কিছুক্ষন পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করলো রাফি। বিদ্যুৎ না থাকলে ঘরে যথেষ্ট গরম লাগে তাই বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সাথে সাথে সবাই ছাদ, বারান্দা অথবা রাস্তায় চলে গেছে। রাফি বুঝলো চাইলে সে ব্যাগগুলোও বের করে নিতে পারবে। রাফি জানালা দিয়ে উঁকি দিলো। রাস্তার ওপাসে একটা ডাস্টবিন চোখে পড়লো রাফির। আবারো প্লান এটে ফেললো রাফি। ব্যাগগুলো মেইন গেটের কাছাকাছি রেখে ডাস্টবিনের পাশে দাঢ়ালো রাফি। রাস্তায় বেশ লোকজন তাই ব্যাগগুলো নিয়ে বের হলে গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগবে। আগেই বাসার রান্নাঘর থেকে কেরোসিনের বোতলটা নিয়ে বের হয়েছিলো রাফি। পুরা বোতল কেরোসিন ডাষ্টবিনে ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিলো রাফি। সাথে সাথে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। অমনি বাচ্চা কাচ্চা কোথা থেকে দৌড়ে আগুনের কাছে ছুটে চলে এলো আর ডাষ্টবিনের চারপাশে ভীড় করে লাফালাফি শুরু করে দিলো আর বয়স্করা তাদের আটকাতে ব্যস্ত হয়ে গেলো। আর রাফি ও সুযোগ পেয়ে গেলো তার সামানপত্র নিয়ে কেটে পড়ার।

যাওয়ার পথে হঠাৎ তোহার মুখটা ভেসে উঠলো, নিরস খাবার খেতে গিয়ে কি চাপা কষ্টেই না ভুগতে হয়েছে মেঘেটাকে। রাফি এইসব ভাবতে ভাবতে একটা ফাষ্টফুড শপে চলে যায়। একটা ডাবলচীজ বার্গার অর্ডার করে অপেক্ষা করতে লাগলো রাফি। অপেক্ষার মাঝেই একটা মেসেজ এলো রাফির ফোনে, আনন্দন সোর্স থেকে আসা মেসেজ।

"She order more then 300 ps pizza and 200 ps chicken fry online a year."

রাফি থ হয়ে যায়। এই আনন্দেন সোর্স না শুধু রাফির উপর চোখ রাখছে, রাফির আশেপাশের মানুষগুলোরও খোজ রাখছে সন্তর্পণে। অর্ডার ক্যানেল করে একটা মিডিয়াম সাইজ পিংজা ও এক বাকেট চিকেন ফ্রাই অর্ডার করলো রাফি। অর্ডারটা নিয়ে সোজা বাসায় গিয়ে হাজির হলো। দরজা খুললো তোহা নিজেই। ঘাড়ে আর দুই হাতে ঘরে গুছিয়ে রেখে আসা কাপড়ের ব্যাগ দেখে তোহার চোখ কপালে উঠে গেল।

তোহা - (উৎকর্ষ নিয়ে) তুমি বাড়িতে গিয়েছিলে!!!! (কিছুটা উচ্চস্বরে) আশ্মুউট্টুউটু????

বলেই ঘরের ভেতরে দৌড় দিলো তোহা। নাহ, মেয়েটা হয়তো এখনই গিয়ে নালিশ করবে বাবা মায়ের কাছে। রাফিরও এছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। সবাইকে বুঝাতে একটু বেগ পেতে হলেও অবশ্যে পরিস্থিতি বোঝাতে সক্ষম হলো রাফি।

রাফি - দেখো, এখন আমরা যে পরিস্থিতিতে রয়েছি তা এমনি এমনি তৈরী হয় নি। কেউ তার অন্যায় আর দূর্নীতির প্রমাণাদী মুছে ফেলতে চাইছে। যদি তারা সফল হয়ে যায় তাহলে আমরা কখনই আর স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারবো না, তারা বাঁচতে দেবে না। আমাকে স্যারের করা অসম্ভব কাজ সম্ভব করতেই হবে।

তোহা রাগ করে পাশের রুমে চলে গেল। রাফি চুপচাপ পিংজা আর চিকেন ফ্রাই নিয়ে সেই রুমে চলে গেল। তোহা গাল ফুলিয়ে বসে আছে বিছানার এক কোনায়। রাফি পিংজা আর চিকেন ফ্রাই বাকেটটি তোহার সামনে এগিয়ে দিলো। তোহা গাল ভার নিয়ে খাবারগুলো দেখলো। চোখেমুখে আনন্দের ছাপ থাকলেও রাফির কাজের জন্য গাল ফুলিয়েই থাকলো।

রাফি - (ফিসফিস করে) সারাজীবন কি এই চার দেয়ালের ভেতর কাটাবেন নাকি হানিমুন করারও শখ আছে?

তোহা - যদি তোমার কিছু হয়ে যেত তো কি হতো? কার সাথে হানিমুনে যেতাম?

রাফি - ফিরে এসেছি তো? একদম অক্ষত অবস্থায় ফেরত এসেছি। এখনো অভিযোগ! নাও নাও তোমার ফেবারিট পিংজা আর চিকেন ফ্রাই এনেছি।

তোহা অনেকক্ষণ নিজেকে সামলে রেখেছে কিন্তু আর সন্তুষ্য না। পিংজার প্যাকেটটা কোলে তুলে নিলো আর চিকেন বাকেটে একহাত গুজে দিলো। বাচ্চা মানুষের মত খেতে থাকলো পিংজা আর চিকেন ফ্রাই।

তোহা - (কৌতুহল নিয়ে চিবাতে চিবাতে) আচ্ছা পিংজা আর চিকেন যে আমার ফেবারিট তা তুমি জানলে কিভাবে?

রাফি - লাকি গেস ছিলো। চট্টজলদি খেয়ে নাও।

বলে রুমের বারান্দায় চলে গেলো রাফি। এমন সময় টিমমেট সুর্ঘের ফোন।

সৃষ্টি - রাফি। ব্যাড নিউজ, কিছু দুঃস্থিকারী তোমার বাসার সামনে জড় হয়েছে। হয়তো গভীর রাতে তোমার বাসায় হামলা চালাতে পারে। যত দুর্ত সন্তুষ্য তুমি তোমার বাসা থেকে বের হয়ে যাও। চাইলে সেফ হাউজেও আশ্রয় নিতে পারো।

রাফি - ঠিক আছে আমি এখনই বের হয়ে যাচ্ছি, ধন্যবাদ।

বলেই ফোনটা কেটে দিলো রাফি। সৃষ্টিকে আর জানালো না যে সে অনেক আগেই বাসা ত্যাগ করেছে। এমন সময় মেসেজ এলো আনন্দেন সোর্স থেকে,

"Local police are on the way to your house, they just know a robbery is in progress."

মেসেজটি দেখে রাফির কি করা উচিত বুঝলো না। বারান্দা থেকে ঘরে এসে তোহাকে দেখলো না রাফি। প্যাকেটগুলোও নেই। হয়তো রান্নাঘরে প্যাকেটগুলো রাখতে গেছে। তোহার জন্য অপেক্ষা না করে শুয়ে পড়লো রাফি। একদিনের জন্য একটু বেশীই এডভেঞ্চার হয়ে গেছে রাফির জন্য।

তোহা ফিরে এসে রাফিকে বিছানায় পেল। গলা উচু করে চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখলো ঘূমিয়ে গেছে তার রাজকুমার।

রাফি বাড়িতে গিয়েছে দেখে তোহা অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছিলো কিন্তু তোহা জানে যে রাফি ঠিকই একটা পথ বের করে নিতে পারবে। মনে মনে এসব ভাবতে ভাবতেই টুপ করে রাফির গালে একটা ভালবাসার চিহ্ন একে দিলো তোহা। অন্যদিকে আধো ঘুম রাফি তার গালে উষ্ণ স্পর্শ পেয়ে আরো শক্ত হয়ে পড়ে থাকলে। নাহ, বৌ আমার ডেঙ্গারাস।

সকালে রাফি ফ্রেস হয়ে বের হতেই তোহা রাফির দিকে ফোন এগিয়ে দেয়।

তোহা - দেখো তো কে যেন মেসেজ দিচ্ছে বার বার।

রাফি কোন কথা না বাড়িয়ে ফোনটা হাতে নিলে। চেক করে দেখে আনন্দেন সোর্স।

" turn on the TV. You are in trouble."

রাফি দ্রুত টিভি অন করে, রাফির তাড়াহুড়ো দেখে তোহা ও রাফির পাশে গিয়ে দাঢ়ায়। প্রেস কনফারেন্সে অর্থ মন্ত্রনালয় তাদের ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তারা নিদৃষ্ট করে কাউকে দোষারোপ না করলেও একটা বিষয় কনফার্ম করেছে যে ইনভেস্টিগেশনের সাথে জড়িত কেউ ইভিডেন্স মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। যাদের একজন বিগেডিয়ার এজাজ মামুন যিনি সড়ক দূর্ঘটনায় মারা গেছেন এবং অন্যজন রাফিটুল ইসলাম রাফি যে পলাতক আছে।

খবর শুনে রাফির মাথা খারাপ হবার দশা। তোহা দৌড়ে চলে গেলো মা বাবার রুমে তাদের ডাকতে। আবারো বেজে ওঠে রাফির ফোন। সূর্য ফোন দিয়েছে,

সূর্য - স্যার আপনার নামে স্পেশাল ওয়ারেন্ট ইশ্যু হয়েছে। জীবিত অথবা মৃত। I hope you are in safe place. Good luck, sir.

রাফি কোন কথা বললো না। একটা মেসেজ পেলো রাফি,

আনন্দেন সোর্স থেকে "time to work. Connect your laptop to internet and give me the evidence you've collected."

রাফি কি করবে বুঝতে পারে না, এই মাফিয়া গার্লের ভয়েই সে ল্যাপটপ থেকে সবকিছু সরিয়ে ফেলেছিলো। পোর্টেবল হার্ডড্রাইভও অফিসের লকারে রাখা। এখন বলতে গেলে কোন ইভিডেন্স ই নেই রাফির কাছে। কিন্তু সেটা মাফিয়া গার্লকে জানাবে কিভাবে সে। কোন উপায় না পেয়ে রাফি কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকলো। কোন ইভিডেন্স ই নেই রাফির কাছে।

ওহহো।। ডাইরেক্টর স্যারের সেফহাউজের অফলাইন সার্ভারে স্যারের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সব কেসের আপডেট ইনফো আছে। এখন শুধু সার্ভারটিকে অনলাইন করলেই কেস নিয়ে সাহায্য করতে পারবে মাফিয়া গার্ল। রাফি আর সময় নষ্ট না করে মায়ের কাছে গিয়ে মায়ের বোরখাটি চেয়ে নেয়। রাফিকে আবার তৈরী হতে দেখে তোহা কেদেই ফেলে, সে কোনভাবে রাফিকে বাইরে যেতে দিতে নারাজ।

তোহা - না না না তুমি যেতে পারবে না। সবাইই তোমাকে খুঁজছে। যদি কিছু হয়ে যায়! না না তুমি যেতা পারবে না।

রাফি - (তোহার মুখটা উচু করে ধরে) এই তো আর অল্লেক্টু কাজ বাকী। আমার খুব ভালো একটা বন্ধু আমাকে সাহায্য করার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার কাজ শুধুমাত্র তার হাত পর্যন্ত ইভিডেন্স পৌছে দেয়া। এতটুকু যদি না করতে পারি তাহলে নিজেকে নির্দোষ প্রমান করবো কিভাবে?

তোহার ফুপিয়ে কান্না বন্ধ হয় না। রাফি আরো কিছুক্ষন বুঝিয়ে শুনিয়ে মা বাবার কাছ থেকে বিদায় নেয়। রাফিকে আটকাতে না পেরে তোহা নিট রুমে তুকে দরজা আটকে দেয়। রাফি তোহার কান্দ দেখে দরজার কাছ থেকে আবার ফেরত আসে। ব্যাগ থেকে একটা আনট্রেসেবল স্যাটফোন দিলো বাবার হাতে।

রাফি - আমি নিরাপদে পৌছে তোমাদের ফোন দিবো। দোয়া করো।

বাবা - নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে বাড়ি ফিরিস।

রাফি বোরখা পরে ল্যাপটপের ব্যাগ নিয়ে রওনা হয় সেফ হাউজের দিকে। রাস্তায় তেমন কোন সমস্যা হয় নি রাফির। সেফহাউজে পৌছে পাপোশের নীচ দিয়ে চাবি বের করে ভিতরে ঢুকলো রাফি। তখন ই একটা মেসেজ পেল রাফি, আনন্দন সোর্স থেকে

"Lock the door from the inside."

রাফি দরজা লক করে দেয় ভেতর থেকে। ফোন দেয় বাসায়। রাফির বাবা ফোন ধরে।

বাবা - হ্যালো রাফি? বাবা ঠিকঠাক পৌছেছিস তো বাবা? কোন সমস্যা হয় নি তো!

রাফি - না বাবা কোন সমস্যা হয় নি। তোমরা সবাই ঠিক আছো তো?

বাবা - আমি আর তোর মা তো ঠিক আছি কিন্তু তোহা মা মনে হয় একটু বেশীই কষ্ট পেয়েছে।

তুইই দেখে গেলি দরজা আটকে ঘরে বসে থাকতে, এখনো সেভাবেই ঘরে বসে আছে দরজা লাগিয়ে। ও সমস্যা হবে না, তুই ঠিকঠাক ফিরে আয়। এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে তখন।

রাফি - আচ্ছা বাবা, রাখছি। দোয়া করো।

বাবা - ফি আমানিল্লাহ।

কথা বলা শেষ করে রাফি সোজা চলে যায় সার্ভার রুমে। নিজের ল্যাপটপটা কানেক্ট করে ইন্টারনেটে। ল্যাপটপের স্ক্রীনে ভেসে আসে,

"Upload the evidence"

রাফি খোঁজাখুজি করে একটা পোর্টেবল হার্ডড্রাইভ পায়। মাফিয়া গার্লকে সরাসরি সার্ভারে কানেক্ট না করে হার্ডড্রাইভের মাধ্যমে ইনফরমেশন দিতে চাইলো রাফি। এমন সময় ফোন এলো রাফির কাছে। নাস্তারটা বড়ই অদ্ভুত, +০০০০০০০০০০

রাফি ফোনটা রিসিভ করে।

কম্পিউটার জেনারেটেড ফিমেল ভয়েস

- Do you have trust issue? If I wanted to kill you or frame you, I could've done it long ago.

রাফি - why you are helping me?

- coz you wanted to take a stand against corruption and also wanted to save the country.

রাফি - you are also doing the same but

- you can question me later. Lots of works to do. Connect me to the server. Let me have a look.

রাফি কিছুক্ষণ ভাবলো। ভাবনাচিন্তার ফলাফল শুন্য তাই রাফি সময় নষ্ট না করে সার্ভারটিকে অনলাইনে নিলো। মাফিয়া গার্ল টোটাল সার্ভার স্ক্যান করে কপি করে নিলো।

- you can make those server offline now. I have everything I need.

রাফি - আপনি আপাতত ভাষা বদল করেন, ইংরেজিতে কথা বলতে ভালো লাগছে না।

- ওকে, রাফি তুমি ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরার একসেস করো। ডাইরেক্ট স্যারকে যে হত্যা করা হয়েছে তার প্রমাণ হয়তো এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। স্যারের মৃত্যু যেখানে হয়েছে সেটা অনেক বিজি রাস্তা। সার্ভেইল্যান্স থাকবেই। আমি এদিকে ইভিডেন্সগুলো ম্যাচিং করতে থাকি।

রাফি ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেল ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্স হ্যাক করতে, চাইলে NSA র একসেস কোড ব্যবহার করে লগইন করতে পারতো কিন্তু তাতে কেউ না কেউ নোটিস করে রাফিকে ব্লক করে দিতে পারে। সরকারি সার্ভারগুলোর ফ্যায়ারওয়াল সিস্টেম কমবেশি একইরকম হওয়ায় রাফিকে খুব বেশী বেগ পেতে হয় নি ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্স একসেস পেতে।

ডাইরেক্ট স্যারের এক্সিডেন্ট স্পট এবং তার আসপাসের সার্ভেইল্যান্স ফুটেজ দেখতে শুরু করলো রাফি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলো প্রতিটা সার্ভেইল্যান্স ফুটেজ। ভালোভাবে খুঁটিয়ে

দেখার পরও কোন সার্ভেইল্যান্স ফুটেজ পেলো না রাফি। হয় এক্সিডেন্ট টা কোন একটা ব্লাইন্ড স্পটে হয়েছে অথবা যে ক্যামেরাতে ধরা পরেছে ঘটনাটি সেই পুরা ক্যামেরা ফুটেজটাই উধাও করে দেয়া হয়েছে।

রাফি দেখলো মাফিয়া গার্ল তখনো ফেনে লাইনে আছে।

রাফি - ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্স সম্পূর্ণ ব্লাইন্ড। কোন ক্যামেরায় কোন এক্সিডেন্ট ফুটেজ ধরা পড়ে নি।

- that's almost impossible. কেউ না কেউ কোন না কোন কারসাজি করেছে। Doesn't matter. তুমি আমাকে এক্সিডেন্ট পয়েন্টের ৩৬০° র ভেতর যত প্রতিষ্ঠান, বাড়ি, দোকান আছে সব কিছুর লিষ্ট দাও।

রাফি - একটু অপেক্ষা করুন।

বলে রাফি এক্সিডেন্টের লোকেশনের চারপাশে যেসব প্রতিষ্ঠান দোকানপাট বা বাড়িঘর আছে তার লিষ্ট বের করলো।

- পেয়েছি। পুলিশ ইনভেষ্টিগেশন রিপোর্ট ও লাগবে।

রাফি মাফিয়া গার্লকে কানেক্ট রেখেই সূর্যকে ফোন দিলো।

সূর্য - স্যার আপনি এখনো আপনার ফোন ইউজ করতেছেন!

রাফি - সমস্যা নেই আমার ফোন ট্যাপ অথবা ট্রেস করা যাবে না, একটা ডকুমেন্টস লাগবে।

সূর্য - বলে ফেলুন।

রাফি - স্যারের এক্সিডেন্টের পুলিশ ইনভেষ্টিগেশন রিপোর্ট লাগবে।

সূর্য - পাঠাবো কোথায়! আপনার ইমেইলে?

রাফি হ্যাঁ না কিছু বলতে যাবে তার আগেই মাফিয়া গার্ল খুবই কিন্তু কিমাকার মেইল আইডি স্ক্রীনে টাইপ করে দিলো।

#%&*@-*----.com

রাফিও ভেঙ্গেচুরে মেইল আইডিটা দিলো সূর্যকে

সূর্য - Are you sure sir! কারন জীবনে এমন অদ্ভুত মেইল আইডি দেখি নি।

রাফি - চট্টগ্রাম পাঠিয়ে দাও রিপোর্টটি।

সূর্য - আরকিছু লাগবে স্যার।

রাফি - তিভিতে শুনলাম আমাকে পলাতক ঘোষনা করা হয়েছে। কিন্তু আমি তো

প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই ছুটিতে রয়েছি। এটা কিভাবে হলো একটু খোঁজ নাও।

সূর্য - হয়ে যাবে স্যার। Good luck.

রাফি - thank you.

ফোন কাটতে কাটতে রাফির পিসিতে একগাদা সিসিটিভি ফুটেজ পাঠিয়ে দিলো মাফিয়া গার্ল।

সবগুলো ফুটেজ ই গতকাল অর্থাৎ স্যারের এক্সিডেন্টের দিনের। রাফি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে দুই একটা ফুটেজ প্লে করে দেখলো। প্রথম ভিডিওতে টাইম মিলিয়ে চালু করলে স্পষ্ট দেখা যায় স্যার রাস্তার একপাশে গাড়ি রেখে রাস্তা পার হলেন, একটা বাসায় তুকলেন, কিছুক্ষণ পর' ফোনে কথা বলতে বলতে বাইরে এলেন। রাস্তা পার হচ্ছেন ঠিক এমন সময় কোথা থেকে একটি জীপ এসে স্যারকে ডাকিয়ে দিলো। রাফি টাইম মিলিয়ে অন্যান্য ফুটেজ চালালো যাতে গাড়িটি কোথা থেকে আসলো, কোথা থেকে স্যারের পেছন পেছন ফলো করছিলো এমনকি এক্সিডেন্টের আগে গাড়িটা কোথায় দাঢ়িয়ে স্যারের জন্য ওয়েট করছিলো তার সব এই ফুটেজগুলোতে উঠে আসছে। রাফির চোখে সত্যিকারের বিশ্ব তৈরী হয়। মাত্র কয়েকমিনিটের ব্যবধানে মাফিয়ে গার্ল কিভাবে এতসব ম্যানেজ করে নিলো। এতেগুলো সিসিটিভি ফুটেজ কালেক্ট করা তাও আবার

ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দোকানপাটের! কয়েক মাসের কাজ মাত্র কয়েকমিনিটেই! রাফি উৎসাহ ধরে রাখতে পারলো না।

রাফি - wow, amazing. But how?

- I have a very efficient partner. Do you have what we need on those footage?

রাফি - জ্বী পেয়েছি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ক্যামেরায় ভিন্ন ভিন্ন এংগেলে।

- leave that to me. Now delete unnecessary footage and I'll collect the rest.

ওইদিকে মাফিয়া গার্ল ও অবাক করা কিছু ব্রেকথ্রু পেলো।

- ডাইরেক্টর স্যার তো অনেক কাজ সহজ করে দিয়েছেন। এর আগেও অনেক কেস তৈরী হয়েছে এই একই দূর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কিন্তু কোন অকাট্য প্রমান হাতে আসার আগেই কোন না কোনভাবে কেসগুলোকে মাঝপথেই আটকে দেয়া হয়েছে। তারপরও ডাইরেক্টর স্যার হাল ছাড়েন নি। ইভিডেন্স কালেক্ট করেছেন যতটা সম্ভব। রাফি, we can finish what Mr. Director started. I'm rearranging the evidence.

রাফি- এখন!

- গতকাল রাতে পুলিশ ঘাবার আগেই দুষ্কৃতকারীরা তোমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। আর তোমার কাজিনগুলো তাদের ডাকাত ভেবে তোমার ক্রিকেট সেট থেকে স্ট্যাম্প আর ব্যাট বের করে বেধড়ক পিটিয়েছে। আর পুলিশের কাছে বয়ান দিয়েছে এই ডাকাতদল আসার আগে কে বা কারা চুরি করে ঘরের থেকে ব্যাগপত্রগুলো উঠিয়ে নিয়েছে। তাই তারা আগে থেকেই তৈরী ছিলো।

এই বিপদের মাঝেও এমন খবর পেয়ে রাফির প্রচল্প হাসি পেলো। রাফির কাজিনগুলো অনেক শক্তপোক্ত জীম করা বড় বিল্ডার। রাফি দৃশ্যগুলো ভাবতে থাকলো আর হাঁসতে থাকলো। অন্যদিকে মাফিয়া গার্ল বেশকিছু সূত্র আবিষ্কার করলো। এই দূর্নীতিবাজ চক্রটি বিভিন্নভাবে কালো টাকার পাহাড় করেছে আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যাংকে নামে বেনামে সেগুলো জমিয়ে রেখেছে। শুধু তাই ই নয়, বিভিন্নভাবে আইনের ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়ে এরা দেশের অনেক ক্ষতি করেছে। মাফিয়া গার্ল একে একে সব ইভিডেন্সগুলো সাজাতে থাকে। দেশের ভেতরে থাকা দেশের শত্রুদের সমূলে উৎপাটন করার পথে এক এক ধাপ করে এগোতে থাকে দুইজন।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

পর্ব-১৫

শেষ পর্ব সন্ধার পর।

লেখা- sharix dhrubo

দেশের ভেতরে থাকা দেশের শত্রুদের সমূলে উৎপাটন করার পথে এক এক ধাপ করে এগোতে থাকে দুইজন।

কিন্তু রাফি একটা জিনিস বুঝতে পারে না, মাফিয়া গার্ল এইসব ডকুমেন্টস কিভাবে পায়? প্রতিটা ডকুমেন্টস এতেটা কনফিডেনশিয়াল যে এগুলো ভুলেও কেউ অনলাইন করার চিন্তা করবে না। কৌতুহল সামলাতে না পেরে রাফি জানতে চাইলো মাফিয়া গার্লের কাছে,

রাফি - একটা প্রশ্ন না করে পারছি না, আপনি এত সহজে কিভাবে এইসব ডকুমেন্টস পেয়ে যান। এগুলো পাওয়া কি এতই সোজা। কোথায় কার কাছে এসব ডকুমেন্টস পাওয়া যাবে তা আন্দাজ করে এইসব ডকুমেন্ট হাতড়ানো ও তো কম ঝামেলার ব্যপার না। তাহলে কিভাবে?

- আগেই তোমাকে বলেছি, I have a very efficient partner. তার যদি কোনকিছু খুঁজতে হয় তাহলে একটা সূচনা ক্লু এর প্রয়োজন শুধু। অনেকটা গুগোল সার্চ ইঞ্জিনের মত। তুমি যেমন একটা শব্দ সার্চ দিয়া ওই শব্দের সাথে জড়িত সবকিছু পেয়ে যাও, ঠিক তেমনই। কিন্তু গুগোল শুধুমাত্র পাবলিক

কন্টেন্ট শো করতে পারে, কিন্তু আমার পার্টনার? সাইবার জগতের এমন কোন পাবলিক, প্রাইভেট, সিক্রেট, সুপার সিক্রেট, লকড, হীডেন ব্লা ব্লা ফাইল নেই যা আমার পার্টনারের চোখ ফাঁকি দিতে পারে।

রাফি - তোমার পার্টনার মানে হাইড্রো!

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা চললো। নীরবতা ভেঙ্গে কথা বললো মাফিয়া গার্ল।

- I can drop all of this at once and let you die, if you insist.

রাফি - (দুই একটা কাশি দিয়ে) না না ঠিক আছে। আমি তো কৌতুহলের বশে.....

- your curiosity can kill you now. I'm helping you doesn't mean you can question me like this.

বলেই ফোনটা কেটে দেয় মাফিয়া গার্ল। রাফি একদম চুপ হয়ে যায়। আসলেই তো, রাফি হতে পারে বড় মাপের হ্যাকার কিন্তু এত পাওয়ারফুল সার্চ ইঞ্জিন নেই ওর কাছে যে এই কেসগুলোর ইভিডেন্স এত দুট এবং ইফিশিয়েন্টলী খুঁজে বের করতে পারবে, না জানি কার মেইলে অথবা কার ক্লাউড স্টোরে এসব ডকুমেন্টস রয়েছে যা সুড়সুড় করে চলে আসছে মাফিয়া গার্লের কাছে।

বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। হঠাৎ রাফির কাছে রিজার্ভ কারেন্সি চুরির কমপ্লিট ইভিডেন্স চলে আসে। সাথে মোবাইল একটা কল ও। ডজনখানেক ডিমওয়ালা নাস্বার।

- Did you have it? The complete evidence?

রাফি - wait a minute, let me check.

রাফি কিছুক্ষণ ঘাটাঘাটি করলো। বিয়ের জন্য ছুটিতে যাবার আগে রাফি যে ইভিডেন্সগুলো কালেক্ট করেছিলো সেগুলোকে লিংক করা হয়েছিলো না। ইভিডেন্স ছিলো উপরমহল জড়িত কিন্তু কিভাবে জড়িত তা প্রমাণ করা বাকি ছিলো। রাফি খুঁজে দেখলো একটা দুটো করে মুক্তা দিয়ে গাথা মালার শেষ মুক্তাটি গেঁথে গিট্টু দিয়ে দিয়েছে মাফিয়া গার্ল।

রাফি - আমার মনে হয় সবকিছু ঠিকঠাকই আছে।

- Now call directly to the Prime Minister. Tell her everything.

রাফি - okay. ধন্যবাদ।

- ধন্যবাদ পরে দিয়ো কিন্তু এখন ল্যাপটপটা কাধে নাও আর জানালা দিয়ে পালাও।

রাফি - কেন?

- বিল্ডিং এর সিসিটিভি শো করছে বিল্ডিংএ পুলিশ তুকছে। আর সারা বিল্ডিং এ তোমার মত মোচ্চ ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল আর একটাও নাই।

রাফি - আমি এখন ৯ তলায়, জানালা দিয়ে পালাবো কিভাবে।

- it is a safe house, it always has a 2nd exit. I'm cutting the power of your building. Stay on the phone.

রাফি - তারা যদি এখনো নীচতলায় থাকে তাহলে আমি চাইলে সামনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে পারি।

- সেটাই করতে হবে কারন বিল্ডিংয়ের সিসিটিভি ফুটেজ শো করছে সৃষ্টি পুলিশ ডেকে এনেছে।

রাফি - সৃষ্টি! !!!!

- don't blame him. He is just following the protocol. He helped you till the end. সৃষ্টি যদি পুলিশ ডেকে আনে তাহলে সব exit ই সিকিউর করে দেবে।

রাফি - এখন কি করা উচিত!

- আমি বিল্ডিংয়ের ফায়ার এ্যালার্ম এক্টিভেট করে দিচ্ছি। স্প্লিংকার চালু হলে পানি ছড়ানো শুরু হয়ে যাবে আর তাতে সবাই একসাথে বের হবার চেষ্টা করবে। ভীড়ের সাথে তাল মিলিয়ে বের হয়ে যেতে হবে তোমাকে।

রাফি তার ল্যাপটপকে লেমিনেশন কভারে মুড়ে নিলো।

রাফি - আমি রেডি।

- Cutting the power, activating fire alarm.

হুট করে বিদ্যুৎ চলে গেলো আর সাইরেন বাজতে শুরু করলো।

ফায়ার এক্সিট আর শিড়িগুলো লোকারন্য হয়ে গেলো। দেখেই বোৰা যাচ্ছে এদের কারোরই বিল্ডিং এ আগুন লাগলে কি করনীয় তা জানা নেই। হুড়মুড় করে বের হতে গিয়ে কয়েকজন আহত ও হলো। এদিকে যেসব পুলিশ লিফট ব্যবহার করে উঠতে চাচ্ছিলো তারা বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারনে আটকা পরে গেল আর হুড়োহুড়ি করে বিল্ডিংয়ের লোকজন নীচে নামার কারনে যেসব পুলিশ শিড়ি ব্যবহার করছিলো তারাও পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। রাফি সেই ভীড়ে মাথা গুঁজে বিল্ডিং থেকে বের হয়ে এলো। মেইন গেটে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রাখলে এতো পরিমান মানুষ দল বেঁধে শিড়ি আর ফায়ার এক্সিট দিয়ে বের হতে লাগলো যে বাধ্য হয়ে ব্যারিকেড তুলে দিতে বাধ্য হলো, আর রাফিও সুযোগ পেয়ে গেল মুখ লুকিয়ে পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে মেইন গেট দিয়ে বের হয়ে আসতে।

রাফি তখনও ফোন লাইনে ছিলো মাফিয়া গার্লের সাথে। চারপাশের পরিস্থিতি বুঝে রাফি যখন নিজেকে আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ মনে করলো তখন ফোনে বললো,

রাফি - I'm clear.

- Not yet. Two persons are following you. It seems they are not sure about you but they are following you from the building.

রাফি - বলেন কি?

- তুমি ডান দিকের গলিতে চুকে পড়ো। রাস্তার মাথায় একটা কালো টয়োটা এলিয়েন দেখতে পাবে। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার Dk m ১২৩৪৫। Ubar থেকে কানেক্ট করে দিয়েছি। ঘাষ্ট উঠে পড়ো। আমি ড্রাইভারের GPS সেট করে দিয়েছি। Just go.

রাফি - ডানদিকে। শিওর তো?

- I CAN SEE and my navigation system are absolute. Just go but act like its normal. Do not alert them with your wrong move.

রাফি - (উৎকর্ষ নিয়ে) এমন সময়ে কিভাবে নরমালি এ্যাক্ট করে? ঘাইহোক ফোনটা রাখছি।

- Good luck. Mafia Boy.

রাফি ফোনটা কেটে দেয়। রাফির খুব করে ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছিলো পেছনের লোকদুটোকে কিন্তু তাতে লোকদুটোকে এ্যালবার্টা করে দেয়া হবে। তাই রাফি নিজেকে সংযত করে এগিয়ে যেতে থাকলো। সামনেই দেখতে পেল মাফিয়া গার্লের বলা ডানদিকের রাস্তা। রাফি চুপচাপ সাধারণ মানুষের মত ডানদিকের রাস্তায় চুকে গেলো। গলিটা অনেক চিপা, দুইজন মানুষ পাশাপাশি হাঁটাচলা করতে সমস্যা হয়। রাফি গলির ভিতরে পায়ের গতি একটু বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি গলিটা পার হয়ে যেতে চাইল। পেছনে না তাকিয়েই কালো টয়োটা খুজতে থাকলো রাফি। একটু সামনেই কালো টয়োটা দাঢ়িয়ে থাকতে দেখলো। সামনে এগোতে এগোতে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটাও মিলিয়ে নিলো রাফি। ঠিক আছে দেখে আর দেরী করলো না রাফি। দরজা টান দিয়ে খুলে ফেললো রাফি। ড্রাইভার পেছনে ফিরে জানতে চাইলো "রাফি?"

রাফি - (ব্যস্ততা নিয়ে) হ রে ভাই, উড়া তোর পঞ্চিরাজ।

- you got it boss.

বলেই গাড়ির টপ স্পিড ওঠাতে ব্যস্ত হয়ে গেল ড্রাইভার। রাফি কিছু বলতে যাবে তখনই মাফিয়া গার্লের ফোন।

- you should fashion your seat belt. This driver has a bad reputation of fast and reckless driving. More than 100 user give him 1 star because of his driving. I choose him specially for this situation. Hold tight Mafia boy.

এদিকে রাফির তো জান ঘাইতে ঘাইতে ফেরৎ আসা অবস্থা। ফোন কাটবে নাকি সিটবেল্টটা টেনে বাঁধবে তা বুঝতে পারলো না। কোনভাবে নিজেকে সিটের সাথে চেপে রাখে সিটবেল্ট টা বেঁধে নিলো। তারপর ফোনটা কানে তুলে নিলো।

রাফি - and now you are telling me this! If I die I will kill you Mafia girl.

বলে ফোন কেটে ভয়ে ভয়ে সামনে তাকায়। গাড়ির স্পিড ১০০+ আর এমন ভাইডের মধ্যে এত স্পিডে গাড়ি চলতে থাকলে যে কোন সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। রাফি পেছনে তাকালো। গাড়ির পেছনে কারো পক্ষে লেগে থাকা অর্থাৎ ফলো করা সন্তুষ্ট না। বিভিন্ন অলিগনি টপকে রাফিকে বাড়ির রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে নামিয়ে দেয় ড্রাইভার। গাড়ি থেকে নামার সময় রাফির মাথা চক্র দিতে থাকলো। বুক থেকে হাঁটো বের হয়ে যাবে করছে। গাড়ি ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো মাথা ঘোরা কমানোর জন্য। ১০০+ স্পিডে গাড়ির ড্রাইভার হওয়া আর সেই গাড়ির প্যাসেঞ্চার সিটে বসার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। রাফি কিছুটা নর্মাল হলে ফোন আসে মাফিয়া গার্লের।

- Hows the ride? should I rate him 5 star?

রাফি - can't you find any other option to kill me!!

ড্রাইভার - আমার বাড়ি আসেপাসেই স্যার। গাড়ি লাগলে ডাক দিয়েন।

রাফির গলা দিয়ে আর স্বর বের হচ্ছে না। মাফিয়া গার্লের নকলটারও কেটে একটু দম নিলো। জান হাতে চলে আসলেও এটলিষ্ট যারা ফলো করছিলো তাদের পিছু ছাড়াতে এমন একজন ড্রাইভারেরই দরকার ছিলো রাফির। মাফিয়া গার্লের এ্যানালিটিক্যাল পাওয়ার দেখে থ হওয়া ছাড়া গতি নেই। ১০০ র উপর রাইডার যেখানে ১ স্টার দিয়েছে ড্রাইভারকে সেখানে মাফিয়া গার্ল ঠিকই ড্রাইভারকে ৫ স্টার দেয়ার মত রাইডার খুঁজে দিলো!

রাফি চুপচাপ গা ঢাকা দিতে দিতে ঘরের দরজায় দাঢ়ালো। নক করে অনেকক্ষণ ধরে দাড়িয়ে থাকার পরও যখন কেউ দরজা খুললো না তখন রাফির খুব টেনশন হতে লাগলো। ফোন বের করে ঘরে রাখা ফোনে ফোন দিতে যাবে তখনই দরজা খুলে গেলো। তোহা এসে দরজা খুলেছে।

রাফি - কি হলো? এতক্ষণ লাগালে কেন দরজা খুলতে! টেনশনে আমার গলার পানি শুকিয়ে গেছে, ভাবলাম আমার কারনে তোমরা আবার বিপদে পড়লে কিনা?

তোহা - (অভিমানী গলায়) এতই যদি ঘরের চিন্তা তোমার তো বাইরে যাও কিসের জন্য? আবু আশু কতটা টেনশন করতেছিলো জানো? আজ সারাটা দিন দুইজনের কেউ জায়নামাজ থেকে ওঠে নি। পুরোটা সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে যেন তোমার কোন ক্ষতি না হয়। এই বয়সে তাদের দিকে তো এখন একটু নজর দিতেই পারো?

এতক্ষণ পর তোহার উপর নজর পড়লো রাফির, টলটলে চোখে এতগুলো কথা বলে গেলো সে। চোখ দেখেই বোৰা যাচ্ছে বেশ ভালই গঙ্গা যমুনা বৈয়েছে ওই গরুর মত মায়াবী চোখদুটোতে। আজিব, এই মেয়ে এত মায়া রাখে কোথায়? চোখ দিয়ে মায়া ঝরতেই থাকে সবসময়। আর রাফি যখনি ওই চোখে তাকায় তো মনে হয় মায়ার বর্ণার নীচে দাড়িয়ে চুবনী খাচ্ছে। রাফির বৌয়ের মাঝে দীন দুনিয়া ভুলায় দেবার মত অদ্ভুত এক ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ। আর রাফি তো প্রতিবার তোহার মুখ দেখলেই ভুলেই যায় যে ঘাড়ের উপর জীবন মৃত্যুর দাঢ়িপাল্লা নিয়ে ঘুরছে সে। তোহাকে দেখলে মনেই হয় না যে এই মেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর দেশের বর্তমান নাগরিক। রাফি আজ পর্যন্ত কোন বিদেশী পাসপোর্টধারী দেশী মেয়ের এমন মায়াভূত চেহারা দেখে নি। অবশ্য রাফি দেখেছেই বা কত মেয়েকে। নিরামিষের উপর শাকাহারী ছিলো রাফি, ছেলে বন্ধুর বালাই ছিল কম আর মেয়ে!!!! আসমানে যে তাঁরা দেখা যাচ্ছে না ওই তাঁরার সমান দূরত্ব বজায় রাখতো সবসময়। তাই হয়তো তোহার মায়ায় খুব দ্রুত জড়িয়ে পড়ছে রাফি। বিয়ের পর থেকেই রাফির কল্পনাবিলাস রোগটা বেড়েছে। নাহ, বৌ তার ভয়ংকর মায়াবতী।

রাফি তোহার হাতে ল্যাপটপটা তুলে দিয়ে মা বাবা কোথায় আছে তা জানতে চাইলো। তোহার দেখিয়ে দেয়া রুমে গিয়ে রাফি দেখলো মা তার সিজদায় পড়ে আছেন আর বাবা দুইহাত তুলে মোনাজাত করছেন। দুইজনের দোয়া শেষ হলে রাফি দুইজনের মাঝে গিয়ে বসলো। বাবা মা ও তাদের বুকের মানিককে কাছে পেয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিলো।

বাবা - (আবেগতাড়িত কর্ণে) এসেছিস বাবা! সব ঠিক আছে তো? তোর কোন সমস্য হয় নি তো?

মা তো রাফিকে জায়নামাজে বসা অবস্থায় জড়িয়ে ধরে কান্না জুড়ে দেন।

রাফি - (নেরম আবেগে) এই দেখো আমি এসেছি তো। একদম সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় চলে এসেছি তোমাদের কাছে। সব ঠিক আছে। তোমাদের দোয়া আছে না আমার সাথে। আমার কিছু হবে না।
বলতে বলতে একটা মেসেজ পেলো রাফি,

"The CCTV footage are ready, did you contact with Prime Minister? Time is running out"

রাফি আবেগের দুনিয়া থেকে বাস্তবে ফেরত এলো। বাবা মা এর দুই কপালে দুইটা চুমু দিয়ে রাফি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখে তোহা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। রাফি মা বাবার ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সময় তোহা ও পিচু নেয় রাফির। রাফি ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছাড়তে যাবে তখন দেখে তোহা রুমের দরজায় কিছু একটা খুটছে আর বিড়বিড় করে কি যেন বলছে।

রাফি - (কৌতুহল নিয়ে) কি বললে, শুনি নি, একটু জোরে বলবে?

তোহা - (বিড়বিড় করে) আমারটা কই?

রাফি - (ঠিকমত শুনতে না পেয়ে) তোমারটা কি?

তোহা - (অভিমানী আবেগে) বারে? আবু আশুকে দোয়া করসে তাই তাদের দিসো আর আমিও যে দোয়া করসি? আমাকে দিবা না?

এমন কোন সময় নেই যখন এই মেয়েটাকে ভালো লাগে না রাফির। রাফির এখন ঘোর বিপদ, পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে তাকে কিন্তু তারপরও তোহার অভিমান আর ছোট ছোট ভালোবাসাগুলো রাফিকে সব টেনশন থেকে কেমন যেন টেঁনে হিঁচড়ে বের করে আনে। রাফির টেনশনভরা গোমরা গালের কোনায় কোথেকে একটা মুচকি হাসি চলে এলো ভাবতেই পারলো না রাফি।

রাফি - (দুষ্টুমি ভরা মুচকি হাসি দিয়ে) আচ্ছা তোমারও চাই?

বলে তোহার দিকে এগিয়ে যেতেই তোহা লজ্জাভরা একটা হাসি দিয়ে পালিয়ে গেলো। রাফি ভাবে এই বিপদের দিনে তার পরিবার যেন অক্সিজেন দিয়ে রাফিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বাঁচানোর কথা ভাবতে ভাবতে মাফিয়া গার্লের কথা মনে পড়ে যায় রাফির। মারতে মারতে যেভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে রাফিকে তা চিন্তা করতেই ভিমরি থায় রাফি। মাফিয়া গার্ল না থাকলে আজ হয়তো ওই গোলকধাঁধা থেকে স্বশরীরে ফেরত আসা সম্ভব ছিল না।

রাফি ভেবে দেখে এখন প্রধানমন্ত্রীকে ফোন দেয়া ঠিক হবে কি না। ভাবাভাবির ফলাফল শুন্য বুবো রাফি ফোন দেয় প্রধানমন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সহকারী ফোনটা রিসিভ করলে রাফি নিজেকে NSA এর এজেন্ট হিসেবে পরিচয় দেয় এবং একটা কেস রিলেটেড আলোচনা প্রয়োজন সেটা জানায়। সহকারী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে লাইন হোল্ডে রাখলো। কিছুক্ষণ পর আনহোল্ড করার সংকেত পায় রাফি। সহকারী ফোনটি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলো।

বেশ লম্বা সময় ধরে কথপোকথন চলে। এরই মাঝে রাফি ডাইরেক্টর স্যারের হত্যা, রিজার্ভ কারেন্সি চুরির মিথ্যা ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট, রাফির প্রাতিষ্ঠানিক ছুটিকে প্লাতক বলে চালিয়ে দেয়া এবং চুরির কেস রিলেটেড সকল ইভিডেন্স সংগ্রহ করা হয়ে গেছে বলে রিপোর্ট করে।

প্রধানমন্ত্রী রাফির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন এবং কাল সকালেই গোপনে প্রধানমন্ত্রীর নিজ গাড়ি এসে রাফিকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে আসবে বলেও জানান।

রাফি কিছুটা স্বত্ত্বির নিশ্চাস ফেলে। এতক্ষণে এটলিষ্ট কোন একজন উচ্চপদস্থের কাছে রিপোর্ট করতে পেরে রাফির কিছুটা হালকা লাগে। রাফি একটা লম্বা গোসল দেবার উদ্দেশ্যে ওয়াশরুমে যায়।

ওয়াশরুম থেকে ফিরে এসে দেখে তোহা গামছা নিয়ে কোমড় ভেঙ্গে দাঢ়িয়ে আছে। চোখে মুখে অভিযোগ অভিযোগ ভাব।

তোহা - (অভিযোগ) খবরদার আজ ভেজা তোয়ালে বিছানায় রাখবে না। বার বার বলবো বলববো করে ভুলে গেছি, তাই আজ দাঁড়িয়েই আছি যেন কথাটা বলতে আবারও ভুলে না যাই।

তোহা এক দমে বলে গেল পুরা কথাগুলো। রাফি তার জীবনের অবাক হবার লেভেল ম্যাক্সিমাম করে তাকায় তোহার দিকে, অভিযোগ করার সময়ও মেয়েটার গালে টোল পড়ে।

রাফি - (অবাক) এই এক ভেজা তোয়েলের জন্য এত অভিযোগ! আচ্ছা বাবা মাফ চাইছি। আর কক্ষনো এমন ভূল হবে না।

বলে তোহার হাত থেকে গামছা নিয়ে নিজের চুল মুছতে থাকে, তোহা রুম থেকে বের হয়ে গেলে রাফি কাপড় বদলে অভ্যস্বস্ত ভেজা গামছাটা আবার খাটেই ফেলে দেয়।

কিছুক্ষণ পর তোহার রুম থেকে চিৎকারের আওয়াজ শোনা গেলো।

রাফি রাতের খাবার শেষ করে টিভি দেখতে বসলো, তোহা রান্নাঘরে সবকিছু গোজগাছ করছিলো।

রাফির ফোনে মেসেজ এলো একটা।

" Do not get on that car tomorrow. Someone flash your contact with Prime Minister to the enemy. They know, you are coming. "

রাফির মাথায় বড়সড় বাজ পড়লো। এ কোন মহাবিপদে পড়লো রাফি। হয়তো প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেলে রাফি সুবিচার পেত কিন্তু সে পৌছাবে কিভাবে? যদি রাস্তাতেই কোন সমস্যা হয়? রাফির মাথা কাজ করতে চায় না, এমন সময় আরো একটা মেসেজ এলো রাফির কাছে। একটা মেইল আইডি আর মেসেজে আরো লেখা,

"Only Prime minister has access on this E-mail, send those evidence tomorrow and avoid the trip."

মনে মনে এমন একটা স্য্লুশন ই খুঁজছিলো রাফি। যেন বুকের উপর থেকে বিশাল এক পাহাড় নেমে গেল রাফির। ফুরফুরে মেজাজে মিটিমিটি হাসতে লাগলো রাফি। খুশিতে সোফার উপর পা তুলে বসলো রাফি। মনটা এতটাই হালকা হয়ে গেলো রাফির যে রাফির বসে থাকা সোফার ঠিক পাশে তোহা এসে দাঢ়িয়ে কোমড় বাকিয়ে গলা লম্বা করে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে রাফির চেহারার হালচাল বোঝার চেষ্টা করছে অথচো রাফি সেটা খেয়ালই করে নি। যখন খেয়াল হলো তখন হাঁসি ছেড়ে পা দুটো সোফা থেকে নামাতে নামাতে দুই তিনটা কাশি দিয়ে সোজা হয়ে বসলো রাফি। কাশির আওয়াজ শুনে তোহা সোজা হয়ে দাঢ়িয়ে গেলো আর মুচকি হাসি ছড়িয়ে উঠাও হয়ে গেল।

পরদিন সকালে রাফি তার ল্যাপটপ দিয়ে প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর ইমেইল আইডিতে রিজার্ভ কারেন্সি চুরির সব ইভিডেন্স এবং সাথে ডাইরেক্ট স্যার যে এক্সিডেন্টে মারা যান নি তার প্রমান সিসিটিভি ফুটেজ এড করে খুব সুন্দর একটা মেইল লিখে চালান করে দিলো, তারপর আরো কয়েশো মেইলে এ্যাটাচমেন্টগুলো ফরোয়ার্ড করে দিলো। এরপর প্রধানমন্ত্রীকে আবার ফোন দিল রাফি। এজ ইউজুয়াল একান্ত সহকারী পার হয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বললো রাফি, মেইলের ব্যপারে ডিটেলস খুলে বললো রাফি। সাথে সাথে স্বশরীরে উপস্থিত না হতে পারার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করে রাফি। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে প্রমানাদি বিশ্লেষণ করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। রাফির বেশ হালকা লাগলো। পেছনে দেখে তোহা দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে সব দেখেছিলো, শুনছিলো। রাফি ঘুরে তোহাকে দেখে একটা বিজয়মাখা হাসি দিলো। তোহা যেন রাফিকে এমন বিজয়ের হাসি কখনো হাঁসতে দেখে নি।

তোহা - (আবেগতাঢ়িত হয়ে) তুমি পেরেছো!!!!

রাফি - (হাসতে হাসতে) না, আমরা পেরেছি।।

২ সপ্তাহ পর,

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এবং মিডিয়ার প্রচারনার কারনে অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়া স্বত্ত্বেও দোষী ব্যক্তিদের আটক করা হয়। রাফির জোগাড় করে দেয়া তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করার জন্য ১০ সদস্যের টাঙ্কফোর্স গঠন করা হয়। এবং রাফির বিরুদ্ধে হওয়া ওয়ারেন্ট তুলে নেয়া হয়।

রাফি তার পুরো পরিবারকে নিয়ে আবার নিজেদের বাড়ি চলে যায়। রাফির জন্য নতুন কোয়ার্টার বরাদ্দ হয় তাই তোহাকে নিয়ে নতুন কোয়ার্টারে ওঠে রাফি। পরদিনই অফিসে যোগদান করে। সবাই রাফিকে কংগ্রাচুলেশনস জানায় তার এচিভমেন্টের জন্য, প্রাতিষ্ঠানিক ছুটিতে থেকেও এতবড় মিট্টি কেস সলভ করা অনেক বড় ব্যপার বৈ কি। রাফি অফিসের সবার সাথে দেখা শেষ করে ডাইরেক্ট স্যাবের রুমে যায়। চেয়ারে নতুন একজনকে দেখতে পায় রাফি

ରାଫି - ଭେତରେ ଆସବୋ, ସ୍ୟାର।

ଡାଇରେକ୍ଟର - Come in.

ରାଫି - ଆସିଲାମୁ ଆଲାଇକୁମ ସ୍ୟାର, ଆମି ରାଫିଟୁଳ ଇସଲାମ।

ଡାଇରେକ୍ଟର - ଓ ହୁଁ, ରାଫି। The ରାଫି।

ରାଫି ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ୟାରେର ଗଲାଯ ତାଚିଲ୍ୟେର ସୂର ପାଯ।

ରାଫି - (ନେମ୍ବରାର ସାଥେ) ଶୁଦ୍ଧି ରାଫି, ସ୍ୟାର।

ଡାଇରେକ୍ଟର - (ତାଚିଲ୍ୟେର ସାଥେ) ଦେଶକେ ଖୁବ ଉଦ୍ଧାର କରା ହଚେ! କି ଭାବୋ ନିଜେକେ? ରବିନ ହୁଡ? ନାକି

ଟାରଜାନ? ଦେଶକେ ଦେଶେର କାଜ କରତେ ଦାଓ ଆର ଏଜେନ୍ସିକେ ଏଜେନ୍ସିର କାଜ। Now get back to work.

ରାଫି - as you please, sir.

ବଲେ ଚୁପଚାପ ବେର ହୟେ ଆସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ୟାରେର ରୁମ ଥେକେ। ରାଫି ନତୁନ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ୟାରେର କାହିଁ ଥେକେ ଏପ୍ରିସିଯେଶନ କାମନା କରେ ନି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାଲୋ ବ୍ୟବହାର ତୋ ଆଶା କରତେଇ ପାରେ। ଓଇ ମାନୁଷଟାକେ ଖୁବ ମିସ କରବେ ରାଫି, ରୁମେ ଡିଲେଇ ପରମ ଉଷ୍ଣତାଯ କାହେ ଟେନେ ନେଯା ମାନୁଷଟିକେ। ମୃତ୍ୟୁର ଆଗମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟେର କଥା ଭାବା ସେଇ ମାନୁଷଟିକେ ଯାର କାରନେ ଆଜ ରାଫି ବେଁଚେ ଆଛେ। ନତୁନ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ୟାରେର ସାଥେ ପରିଚିତ ହୟେ ଆରୋ ଭାଲୋଭାବେ ମନେ ପଡ଼େ ଗେଲୋ ରାଫିର ବନ୍ଧୁର ମତ ବସକେ। ଭାବତେ ଭାବତେଇ ଚୋଥେର କୋନାଯ ପାନି ଚଲେ ଏଲୋ ରାଫିର।

କରିଡୋରେର ରେଲିଂ ଧରେ ଆକାଶେର ଦିକେ ତାଁକିଯେ,

ରାଫି - (ଆବେଗଜଡାନୋ କର୍ଷେ) ଯେଥାନେଇ ଥାକେନ ନା କେନ ସ୍ୟାର, ଭାଲୋ ଥାକବେନ।

ନିଜେର ଡେଙ୍କେ ଫିରେ ଏଲୋ ରାଫି। ଲ୍ୟାପଟ୍ଟିପଟ୍ଟା ଓପେନ କରେ କାଜ ଶୁରୁ କରଲୋ। ବେଶ ଲସା ଛୁଟି

କାଟିଯେଛେ ସେ। ଅନେକ କାଜ ଜମେ ଗେଛେ। ଏକ ଏକ କରେ ଶେଷ କରତେ ହବେ କାଜ।

ଅଫିସେର କାଜ ଶେଷ କରତେ କରତେ କଫିର କାପେ ଚୁମୁକ ଦେଇ ରାଫି। ଗଲା ଧରେ ଆସେ କଫି ଥେତେ ଗିଯେ।

ତୋହା ଦୁର୍ଦାତ କଫି ବାନାଯ, ଏକକଥା ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଫି। ତୋହାର କଫି ବାଦେ ଏଖନ ଅନ୍ୟ ସବ କଫି ରାଫିର କାହେ ଛାଇପାଶ ଗେଲାର ମତ ଅବସ୍ଥା। ଛୁଟିର ପୁରୋଟା ସମୟ ସେଭାବେ ସାପୋର୍ଟ ଦିଯେଛେ ମେଯେଟା।

ଚାଇଲେଇ ଚୁଡ଼ୁଇପାଖିର ମତ ଉଡ଼େ ଚଲେ ଯେତେ ପାରତେ ତାର ଦ୍ଵିତୀୟ ନାଗରିକତ୍ତେର ଦେଶେ। ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମୟ କାଟାତେ ପାରତେ ଚାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କଫିର ଜଳ ଚୋଥେର ଜଳ ଏକ କରେ ରାଫି ଓ ତାର ଫ୍ୟାମିଲିର ପାଶେ ଛିଲୋ ମେଯେଟି।

ଏମନ ସମୟ ମୋବାଇଲେ ମେସେଜ ଏଲୋ,

ମାଫିଯା ଗାର୍ଲ ଥେକେ

"Miss me? I know you don't miss me. But I do. In this whole world, I miss you more than anybody else. If you don't need me, pay the price or if you need me, you must fulfill my needs first."

ରାଫିର ଖଟକ ଲାଗେ। ମାଫିଯା ଗାର୍ଲ ହଠାତ୍ ଏମନ କଥା ବଲଲୋ କେନ? ମାଫିଯା ଗାର୍ଲ ଏତଦିନ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେଛେ ତାର ପ୍ରାଇସ ଚାଯ? ମାନେ କି?

ଲ୍ୟାପଟ୍ଟି କ୍ରିନେଓ ଭୋସେ ଓଠେ ଏକଟା ଚ୍ୟାଟବୋଟ୍।

- are you not interested to know?

ରାଫି - to know what?

- the price or my needs?

ରାଫି - ଆମି ସତିଇ କୃତଜ୍ଞ ଆପନାର ସାହାୟ୍ୟର ଜନ୍ୟ। ବଲୁନ ଆପନାର ସାହାୟ୍ୟର ବିନିମୟେ ଆପନି କି ଚାନ? ଅବଶ୍ୟ ତାର ଆଗେ ଆମାର କିଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଛେ।

- Shoot..

ରାଫି - ଆମାକେଇ କେନ ସାହାୟ୍ୟ କରଲେନ?

- ତୁମ ଆମାର inspiration. ତୋମାର ପଦଚିହ୍ନ ଧରେଇ ଆମାର ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଆସା। ଦେଖୋ ନା ତୋମାର ନାମେର ସାଥେ ମିଲିଯେ ନାମ ରେଖେଛି। you are my master of this path.

ରାଫି - ସଦି ଆମି ଆପନାର ଗୁରୁ ହଇ ତାହଲେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିନୀ ତୋ ଆମାର ପ୍ରାପ୍ୟ।

- I gave you everything you ever dream, even I saved your life several times.

রাফি - সেইজন্য আমি আপনার কাছে আজীবন খণ্ডি হয়ে থাকবো।

- I don't like debts. Price must be paid in full.

রাফি - Ask your price.

- are you sure, don't you need me anymore!

রাফি ভাবনায় পড়ে গেলো, মেয়ে এমন কি চায় ঘার জন্য এত ভনিতা? এমন কি আছে যা দিতে গেলে

রাফিকে ২য় বার ভাবতে হবে!

রাফি - আমার ক্ষমতার বাইরে না হলে আমি অবশ্যই তা পূরন করবো।

- its within your range. Don't worry.

রাফি - আচ্ছা বলুন।

রাফির কাছে ফোন আসে। স্ক্রীনে ভেসে আসে বৌ নাম আর ঘোমটা টানা বৌ তোহার ছবিটা। চ্যাট
রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে ফোনটা রিসিভ করে রাফি।

তোহা - (কোতুহলজড়ানো অভিমান নিয়ে) সারাদিনে কি একবারও মনে পড়ে না? (ফোপাতে

ফোপাতে) কক্ষনো আমার খোজ নাও না তুমি। তুমি অনেক খারাপ। পচা বর।

রাফি - (হাসতে হাসতে) আজ প্রথম দিন ছিল তাই কাজে ডুবে গিয়েছিলাম। আর চাইলেও কি
তোমাকে ভোলা যাবে? এই জীবনে তো না।

বলে রাফি সোজা হয়ে বসে। ল্যাপটপের চ্যাটবোটের দিকে চোখ ঘায় রাফির, মাফিয়া গার্ল রিপ্লাই
দিয়েছে! রিপ্লাই দেখে রাফির গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেলো। ফোনে তোহাকে বললো

রাফি - (উৎকর্ষ লুকিয়ে কথা বলার চেষ্টা) একটু পরেই বাসায় চলে আসবো। এখন জলদি হাতের
কাজ শেষ করে নেই? যত দ্রুত কাজ শেষ হবে তত দ্রুত বাসায় আসতে পারবো।

তোহা - আচ্ছা ঠিক আছে। শোনো না, আসার সময় আইসক্রিম নিয়ে আসতে পারবা?

রাফি - (আনমনে) আচ্ছা। রাখছি

বলে ফোনটা রেখে দিলো। আর ভাবতে লাগলো মাফিয়া গার্ল এমন আবদার কিভাবে করতে পারে।
চ্যাটবোটে মাফিয়া গার্ল রিপ্লাই করেছে বড়হাতের স্পেলিং দিয়ে,

- My price and my need both are "YOU"

এই YOU এর মানে কি তা খুব ভালোভাবেই জানে রাফি কিন্তু তারপরও রিপ্লাই করে

রাফি - Me? What me?

- My price and also my need is you. I want to marry you.

রাফি - পাগল হয়ে গেছেন কি? আমি বিবাহিত।

- you can divorce her anytime.

রাফি - are you mad! I can't do that.

- But I can do a lots of thing. I can throw you back as most wanted criminal and expose your true
identity in the cyberspace. I can find lots of people who are interested in Mafia boy, in real world.

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

শেষ পর্ব

❤️❤️সবাইকে অগ্রিম টাই মুবারাক। ❤️❤️

এই গল্পে কিছু শেখাতে পেরেছি কিনা জানি না But the mafia girl(The Queen of cyber world) is
watching you.. So be carefull before posting anything which can harm u. Thank you

রাফি জমে বরফ হয়ে ঘায়। সাইবার দুনিয়ার শত্রুগুলো যদি রাফির রিয়েল লাইফে চলে আসে
তাহলে রাফির জন্য বেঁচে থাকা মুশকিল হয়ে যাবে। আর তার থেকে বড় কথা মাফিয়া গার্লের মত
ডেজারাস এনটিটিকে নিজের শত্রু বানানো একদমই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এছাড়া মাফিয়া গার্ল
এমন সময় রাফিকে সাহায্য করেছে যখন রাফির নিজের এজেন্সি ও রাফিকে সাথ দেয় নি।

কিন্তু তাই বলে তোহাকে ডিভোর্স! তোহাকে?

ইয়া আল্লাহ, এ কোন পরিক্ষায় ফেললে আমায়।

চ্যাটবোটে,

- দেখো আতংকিত হবার কিছু নেই, আমি বুড়ি নই আর রিয়েল লাইফে আমার পেছন নেহাঁ কম ছেলেপেলে ঘুরঘুর করে না। তাই বলা যায় আমি মোটামুটি রকমের সুন্দরী। তোমার বৌয়ের থেকে কোন অংশে কম না।

রাফি - তোহার থেকে সবদিক দিয়েও যদি আপনি বেশী হয়ে থাকেন তবুও তোহার সাথে আপনার কেন কারোর তুলনা চলে না।

- তাহলে আমি যে সাহায্য করলাম, তোমার জীবন বাঁচালাম, এগুলো মূল্যহীন?

রাফি - দেখুন, আপনি আমার জন্য যা কিছু করেছেন তা কেউ কারো জন্য করে না। আপনি করেছেন এবং তার জন্য আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে।

- I told you earlier that I don't like debts and also I asked my price and its also in your range. So are you going to repay?

রাফি -

- I know you are there. Answer me.

রাফি - itz not possible.

- is it possible to live with your cyber world enemies in real world? That includes me?

রাফি -

- what its gonna be?

রাফি - let me think.

- take your time, but answer me before tomorrow.

রাফি ঠাশ করে ল্যাপটপের লীডটা নামিয়ে ফেলে। কি হচ্ছে এসব আবার রাফির সাথে। মাফিয়া গার্ল এভাবে রাফিকে ব্লাকমেইল করবে ভাবতেও পারে নি রাফি। আর তোহা? হয়তো অল্প দিনেরই পরিচয়, বিয়ে কিন্তু তোহাকে ডিভোর্স। নিজের মাথা নিজে চেপে ধরে রাফি। এ কোন যাতাকলে ফেঁসে গেল রাফি।

অফিস শেষ করে বাড়ির পথে রওনা দিলো রাফি। নতুন কোয়ার্টারে ফিরে দরজায় নক করার সাথে সাথে দরজা খুলে দেয় তোহা। কপাল গাল গলা ঘামে ভিজে আছে, শাড়ীর। আঁচলটা কোমরে গোঁজা। বেঝাই যাচ্ছে ঘর গোছাতে ব্যস্ত ছিলো এতক্ষণ সে। রাফিকে দেখেই একগাল মায়া ঝৰানো হাঁসি ছুঁড়ে দেয় তোহা। বিয়ের পর থেকে প্রতিটা মুহূর্ত খুন হয়ে আসছে রাফি ওই মায়াবী হাসিত। এই মেয়েকে ফুলের আঁচড় লাগতে দেখলেও কষ্ট হবে রাফি। আর ডিভোর্স! ! এতেসব ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢোকে রাফি। ঘরের ৭০% গোছানো শেষ। মেয়েটা একলাই সামলে নিলো সব! তোহার দিকে তাকিয়ে ঘতটা সন্তু মিষ্টি দিয়ে একটা হাঁসি ছুঁড়ে দিয়ে সোজা ঝমের দিকে যেতে থাকে রাফি। পেছন থেকে তোহাকে উঁকিবুঁকি দিতে দেখে ঘুরে দাঁড়ায় রাফি!

রাফি - (কৌতুহল) কি হলো?

তোহা - (প্রশ্নবোধক কৌতুহল) আনো নি?

রাফি - (কৌতুহল) কি আনবো?

তোহা - (মলিন হাঁসি দিয়ে) নাহ, কিছু না!

রাফি তোহার মলিন হাসিটা লক্ষ্য করলো কিন্তু নিজের মাথার উপর যে যন্ত্রনা কাজ করছে তা ছাপিয়ে যেতে পারে নি তোহার মলিনতা। রাফি ফ্রেশ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। তোহা ঝমে এসে দেখে ভেজা তোহালেটা আবার বিছানায় ফেলে রেখেছে রাফি। সংসার অল্প কিছু দিনের হলেও তোহা এতটুকু জানে যে তার স্বামী স্বজ্ঞানে ঘরের এই হাল রেখে বিছানায় গা এলাবে না। তোহা বুঝতে পারে হয়তো অনেক বড় কোন সমস্যা সামনে এসেছে, যার জন্য আজ হয়তো মনটা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে নি রাফি। ভেজা তোহালেটা তুলে বারান্দায় নেড়ে দেয় তোহা। বারান্দার ভিউটা বেশ সুন্দর। দক্ষিণমুখি, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দুইটাই দেখা যায়। পড়ন্ত বিকালে বরকে নিয়ে বারান্দায় বসে প্রচন্ড আইসক্রিম

খেতে ইচ্ছা করলেও রাফির উদাসীনতা দেখে ভুলে যায় তোহা। রাফির মাথার কাছে বসে চুলে বিলি কেটে দিতে থাকে তোহা। রাফি জেগেই আছে কিন্তু চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকলো। নাহ, বৌয়ের মলিন হাসি দেখতে একদমই ভালো লাগে না রাফির। কিন্তু তোহার মুখ মলিন ছিলই বা কেন? কিছু আনার কথা বলেছিলো কি? হঠাৎ চোখ খোলে রাফি। ঝট করে বসে পড়ে বিছানার উপর। বৌ তার আইসক্রিম আনতে বলেছিলো। তার উপর একাই ঘরের কত কাজ করে ফেলেছে। নিজেকে নিজে দুষ্টতে থাকে রাফি। মাথা ঘুরিয়ে তোহাকে দেখতে পায় বিছানার পাশে। লজ্জায় চোখ মেলাতে পারে না রাফি। বৌ তার এত বুরামান হয়ে গেছে যে স্বামতীর কপালে চিঞ্চার রেখা দেখে আর আইসক্রিম খাবার বাসনা ধরে নি। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রাফি। রাফিকে হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে দেখে চমকে যায় তোহা, নিজেও উঠে দাঁড়ায় রাফির সাথে সাথে। রাফি কোন কথা না বলে চট করে একটা গেজি পরে বের হয়ে যায় ঘর থেকে। তোহা পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত আসে রাফির, কিন্তু রাফির গতির সাথে পেরে ওঠে না।

আধাঘন্টা পর,

দরজায় নক শুনে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় তোহা। দরজার ফুটা দিয়া উকি মেরে দেখে রাফি। চট করে দরজা খুলে দেয় তোহা। দরজার সামনে রাফি দাঁড়ানো, একদম ঘামে ভেজা, হাপাচেছে ভূতের মত। তোহা ভাবে হয়তো নতুন কোন বিপদ দেখা দিয়েছে তাদের জীবনে। রাফি হাঁপাতে হাঁপাতে পেছন থেকে আইসক্রিমের কার্টুন বের করলো। আইসক্রিম দেখে তোহা ছোটমানুষের মত অবাক আর খুশি হয়ে দুইগালে হাত দিয়ে মৃদু আওয়াজে "আআআআআআআ" করে চেচিয়ে ওঠে। তোহার অবাক হওয়াটা খুবই ভালো লাগে রাফির, চোখদুটো তাঁরার মত জুলতে থাকে মেয়েটার, হয়তো ভুলেই যায় যে সে একজন প্রাপ্তবয়স্কা যুবতী কিন্তু শৈশবের উৎসাহ এখনো তোহার চোখেমুখে। নাহ, বৌ তার ভয়ংকর সুন্দরী।

কিন্তু রাফির এই হাল দেখে কপালে প্রশ্নের রেখা জাগে তোহার।

তোহা - (আহ্লাদী গলায়) আইসক্রিম আনতে গিয়েছিলে ভালো কথা, এই হাল করেছো কেন নিজের?

রাফি - (ঘরে চুক্তে চুক্তে) যাওয়ার সময় গাড়ি নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, আসার সময় দৌড়ে না

আসলে আমার বৌ কি খেতো? আইসক্রিম নাকি চকলেট মিঞ্চশেক!

তোহা - (অবাক) তাই বলে দৌড় দিবা!

রাফি - (শোন্ত গলায়) দেবই তো, ১০ টা না, ৫ টা না, একটামাত্র বৌ আমার। আইসক্রিম খেতে চাইলে আমি কি না করতে পারি?

তোহা আনন্দে জড়িয়ে ধরে রাফিকে, কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দেয়। হয়তো লজ্জায়, নয়তো আইসক্রিম গলে যাওয়ার মায়ারণ

তোহা - (লাজুক উৎসাহ নিয়ে) যাও যাও তাড়াতাড়ি দুইটা চেয়ার পাতাও বারান্দায়। আমি আইসক্রিম নিয়ে আসছি বলেই রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেলো।

রাফি চেয়ার পাতাচে আর ভাবছে, এমন বৌ যে রাফিকে খুঁজে বের করে বিয়ে করেছে এটাই রাফির ৭ জন্মের ভাগ্য। রাফি মাঝে মাঝে অবাক হয়, কলেজ আর ভাসিটি লাইফে এই মেয়েটাই রাফির পেছন পেছন ঘুরতো! এইসব সাতপাচ ভাবতে ভাবতে তোহা চলে আসে, হালকা সাজুগুজু করেছে মনে হয়, নাহ কোন সাজুগুজু নয়, কপালে একটা মাত্র লালটিপ দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে ফেলেছে রাফির বৌ। রাফি আগে থেকেই একটা চেয়ারে বসে ছিলো। তোহা আইসক্রিম দুটো রাফির হাতে ধরিয়ে দেয়।

তারপর দুইটা চেয়ারের মাঝের দূরত্ব যতটা সম্ভব কমিয়ে আনে। তারপর বসে পরে রাফির বাম পাশ ঘেঁষে। রাফির বাম হাতের নীচ দিয়ে নিজের ডান হাত গলিয়ে নেয় রাফির বৌ। কোন কথা না বলে রাফির বাম হাতে মাথা ঠেকিয়ে আইসক্রিম খেতে থাকে। রাফিও কোন কথা না বলে আইসক্রিম খেতে খেতে সূর্যাস্ত দেখতে লাগলো। রাফির মনে হতে লাগলো পৃথিবীর বুকে একটুকরো জোনাত আজ এই ছেট্টা বারান্দাতে তৈরী হয়েছে।

রাতে খাওয়াদাওয়া করার পর রাফির ফোনে আবারও মেসেজ পেল, আনন্দন সোর্স থেকে মানে মাফিয়া গার্ল,

"I want the answer tomorrow. Bring your answer with you."

রাফি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে। একদিকে মাফিয়া গার্ল যাকে এককথায় বলা যায় The Queen of the cyber world, যে কিনা রাফির অজ্ঞাতেই সাহায্য করে আসছে। বড় বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, একপ্রকার ইমপিসিবল কেসের মিষ্টি সলভ করে রাফির হারিয়ে যাওয়া সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছে, এমনকি এই চাকরিটা পাইয়ে দিতেও মাফিয়া গার্লের ভূমিকা অপরিসীম। আজ রাফি যেখানে তার সিংহভাগই মাফিয়া গার্লের দেয়া।

অন্যদিকে তোহা, যে কিনা বিয়ের পরদিন থেকেই রাফির জন্য সমস্যায় জড়িয়ে পরেছে। কিন্তু একটা বাবের জন্যও কমপ্লেইন করে নি। একটা বাবের জন্যও খোঁচা দিয়ে কথা বলে নি। চুপচাপ রাফির পাশাপাশি ছিলো এবং এখনো আছে। চাইলেই সে তার দেশে ফিরে যেতে পারতো, কিন্তু এমন চিন্তাও করে নি সে। তোহার মত বৌ পাওয়া ভাগ্যের ব্যপার। আর রাফি তো প্রতিনিয়ত তোহার মায়ায় জড়াচ্ছেই। তোহা ছাড়া ঘরকে ঘর মনে হবে না। ভেজা তোয়ালেটা বিছানায় পড়ে থাকতে দেখতে মোটেই ভালো লাগবে না।

রাফি তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এখন শুধু সকালের অপেক্ষা।

সকালে ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছালো রাফি। সাধারণ নিয়মে রাফি অফিসে এসে সবার প্রথম ডাইরেক্টর স্যারের কামে গেলেও নতুন ডাইরেক্টরের খোবড়া দেখে দিনটা শুরু করতে ইচ্ছা করছিলো না। তাই সোজা গিয়ে নিজের ডেক্সে বসলো। কাজ করার মাঝাখানে নতুন ডাইরেক্টর স্যার নিজেই রাফির ডেক্সে আসে।

ডাইরেক্টর - (সংকোচ নিয়ে) ইয়ে, রাফি! বাবা যদি কিছু মনে না করো তাহলে আমার কেবিনে একটু আসতে পারবে?

রাফির খটকা লাগে। যে লোক রাফির এতবড় সাফল্যেও এপ্রিসিয়েশন তো দূর, একটু ভালোভাবে কথা পর্যন্ত বলে নি সেই ডাইরেক্টর স্যার কিনা নিজে এসে রাফিকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে তার কেবিনে তাও আবার বাবা ডেকে!!! ঘটনা ত সুবিধের ঠেকছে না।

রাফি - স্যার, আপনি কেন কষ্ট করতে গেলেন? আমাকে খবর পাঠালেই হতো। আপনি যান আমি কিছুক্ষণের ভেতর আসছি।

ডাইরেক্টর স্যার চলে যাওয়ার পর রাফি স্যারের কেবিনের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে এমন সময় একটা মেসেজ পেলো রাফি, আনন্দন সোর্স থেকে। রাফির মন চাইলো না তারপরও কি মনে করে ওপেন করে রাফি।

"Your bad boss case solved. He won't even try to disturb you again"

রাফি আবারো চেয়ারে বসে পড়ে। রাফির লাইফের গার্ডিয়ান এন্জেল হয়ে দাঢ়িয়েছে এই মাফিয়া গার্ল। না চাইতেও দুই হাত ভরে সাহায্য করছে রাফিকে। কিন্তু বিনিময়ের মূল্য অনেক বেশী চড়া হয়ে গেছে রাফির কাছে।

ডারেক্টর স্যারের কামে গেলে রাফিকে বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ব্যাপারটা (!) নিজেদের ভেতরে রাখার ইংগিত দিতে থাকলেন। রাফি বুবলো যে ঘা যখন মাফিয়া গার্ল মেরেছে তখন সেটা মাংশে লাগে নি, সোজা গিয়ে হাড়ে লেগেছে। রাফি যেহেতু কিছুই জানে না তাই ডাইরেক্টর স্যারের হ্যাঁ তে হ্যাঁ মিলিয়ে পাশ কাটাতে চাইলো।

কুম থেকে বের হওয়ার পর দুইটা মেসেজ পেলো রাফি, মাফিয়া গার্ল এবং তোহা দুইজনের।

প্রথমে তোহার মেসেজ ওপেন করলো রাফি।

"কখন আসবে? আজ রাতে কি রান্না করবো? তাড়াতাড়ি বাসায় চলে এসো।"

মাফিয়া গার্লের মেসেজ ওপেন করলো,

"Problem solved. Your time is up Mafia Boy. So what is your choice? "

রাফি ডেক্সে এসে ল্যাপটপ ওপেন করে, একটা চ্যাটবোট উইল্ডে অপেক্ষা করছে রাফির উত্তর জানার জন্য।

রাফি চ্যাটবোটে টাইপিং পয়েন্টারের লাফানোর দিকে এক নজরে তাকিয়ে থাকে। ভাবনা চিন্তার ফলাফল শুন্য জেনে ঘটঘট করে কীবোর্ডে হাত চালায় রাফি।

রাফি - No, I can't leave her for you and also I can't loose you.

- Ha ha ha ha. You can't be serious. You want both of us!

রাফি -

- ME or Her. Choose now.

রাফি -

- NOW, RAFI.

রাফি - তোহা। I choose Toha.

কিছুক্ষণ নীরবতা। ফিরতি মেসেজের কোন তাড়া নেই। হঠাৎ

- you are a good man Rafi. Toha is very lucky to have you.

রাফি - what?

টাইপ শেষ করতেই চ্যাটবোট উধাও হয়ে যায়। রাফিও বুঝতে পারে না কি হলো, আর কি ই বা হতে চলেছে রাফির জীবনে।

সমাপ্ত (????)

সবাই ভাল থাকবেন।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-১

লেখা-sharix dhrubo

টাইপ শেষ করতেই চ্যাটবোট উধাও হয়ে যায়। রাফিও বুঝতে পারে না কি হলো, আর কি ই বা হতে চলেছে রাফির জীবনে।

কপালের ভাঁজ ছিলো সারাদিনই, কিন্তু কাজের প্রতি অবহেলা করে নি রাফি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ল্যাপটপের স্ক্রীনের দিকে তাকায় রাফি, মাফিয়া গার্ল কেন এমনটা করলো তা ভেবে পায় না সে। নাহ, রাফির মন ছটফট করতেই থাকে। কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারছে না মাফিয়া গার্লের। অফিসের সময় শেষ হলে রাফি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। দরজা কড়া নাড়েছে কিন্তু কোন সাড়া মিলছে না। তৃতীয়বার কড়া নাড়তেই তোহা দরজা খুলে দেয় কিন্তু রাফি তা খেয়াল ও করে নি। চতুর্থবারের জন্য দরজায় টোকা দেয়ার জন্য হাত বাড়াতে যাবে তখন তোহার মেরি কাঁশিতে ঘোর কাটে রাফির। দেয়াল থেকে চোখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাতেই যেন একটা আলোকছটা চোখে পড়ে রাফির। দরজায় তোহা দাঢ়িয়ে আছে। তেমন সাজে নি মেঝেটা, শাড়িতে মোড়ানো, খোলা চুল, চোখে কাজল, কপালে টিপ আর ঠোঁটে হালকা রং এর ছোঁয়া। ব্যাস, এই মেঝেটাকে একটা হার্টিবিটওয়ালা ডায়নামাইট বানাতে এতটুকুই যথেষ্ট। সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে পাড়ি জমানো এই অঙ্গরী, রাফির মত একটা ছেলের জন্য কেন ফিরে এলো এই ভাবনায় রাফির মাথায় চুল পড়া শুরু হয়ে গেছে হয়তো বহু আগেই, রাফি হয়তো খেয়াল করে নি। দরজার সামনে দাঢ়িয়ে তোহার চেহারার দিকে তাঁকিয়েই এই আকাশ পাতাল চিন্তা করে ফেলে রাফি। কিছুক্ষণ আগেও দেয়ালের দিকে তাকিয়ে মাফিয়া গার্লকে ভাবলেও দরজার ওপাসের পরীকে দেখে রাফির মন্তিঙ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয়। সারাদিনের ক্লান্তিতে শরীর অবস করে নিয়ে আসলেও তোহার মায়াবী চেহারায় বিমোহিত হয়ে ঠায় দাঢ়িয়ে থাকে রাফি। রাফির দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় তোহা, রাফি বিমোহিত দৃষ্টিতে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দেয়। রাফিকে হাত বাড়াতে দেখে তোহার চোখ কিছুটা বড় করে, হালকা লাজুক চাহনীতে আলতো করে রাফির হাতটা সরিয়ে দিয়ে ঘাড়ের ব্যাগটা নিয়ে দৌড়ে চলে গেল ঘরের ভেতর। তোহার হাত বাড়ানোর উদ্দেশ্য যে ব্যাগ

নেয়া ছিলো তা বুঝতে পেরে ভয়াবহ লজ্জা পেলো রাফি, বৌঘের সৌন্দর্যের ঘোর কেটে বের হয়ে বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ঘুরিয়ে এনে নিজের মাথায় নিজেই একটা আলতো চড় মেরে বসলো। নাহ, বৌ তার ভয়ংকর রূপসী।

ঘরে ঢুকে কিছুটা চমকে ঘায় রাফি। ঘরের সবকিছু একদম পরিপাটি করে ফেলেছে তোহা। কে বলবে যে তারা দুইদিন আগেই এই নতুন কোয়ার্টারে এসেছে। সবকিছু একদম ছিমছাম পরিষ্কার। তোহা মেঘেটার যে শুধু অপরূপ তা নয়, করিতকর্মা ও। একাই পুরো ঘর সাজিয়ে ফেলেছে।

ওয়াশরুম থেকে বের হওয়ার পর খুবই পরিচিত এক সুবাস নাকে ধাক্কা মারতে লাগলো। কাচি কাচি কাচি। রাফি চোখ বুজে সুবাস নিতে নিতে ড্রয়িং টেবিলের দিকে রওনা দিলো, তোয়ালেটা বিছানায় ছুড়ে মারবে তখনই,

তোহা - (উত্তেজিত) এই এই এই! কি করছো!

রাফি চোখ খুলে দেখলো তোহা সামনে দাঢ়িয়ে আছে। কোমরে হাত দিয়ে রাগি চোখে তাকিয়ে আছে।
রাফি - (বিস্ময়ের সাথে) কি হলো?

তোহা - (অভিমানী অভিযোগ) আজ যদি ভেজা তোয়ালে বিছানায় রাখো তাহলে খেতে দিবো না কিন্তু, হ্লউ।

রাফির খেয়াল হয় আর একটু হলেই সে ভেজা তোয়ালেটা বিছানায় ছুড়ে ফেলতো। ভেজা তোয়ালেটা বুকে জড়িয়ে নিলো রাফি।

রাফি - (দুষ্টুমিতে) আচ্ছাআআআআআ, তাহলে কি করা উচি�ৎ এই সন্ত্রাসী তোয়ালের সাথে যার জন্য আজ আমার উপবাস থাকার উপক্রম?

বলে হাতের ভেতর মোচড়াতে থাকলো তোয়ালেটাকে। তোহা চোখ বড় বড় করে রাফির কান্ড
দেখছিলো আর গালে হাত দিয়ে নম্বৰের হাসছিলো।

তোহা - (হাসি হাসি) হয়েছে হয়েছে। আমাকে দাও। নিরপরাধ তোয়লের উপর আর অত্যাচার করতে হবে না।

বলে রাফির হাত থেকে তোয়ালের একপাশ ধরে বারান্দার দিকে যেতে চাইলো কিন্তু অপর প্রান্ত রাফি
ধরেই রেখেছে তখনো। বাধা পেয়ে তোহা ফিরে তাকায় রাফির দিকে,

তোহা - (অবাক) কি হলো? ছাড়ো তো?

রাফি - (দুষ্টুমিতে) মাঝে মাঝে আমায় ছোঁয়ার জন্যও তো হাত বাড়াতে পারো, দেখতে পারো মাঝে
মাঝে কার সাথে সংসার করছো, মানুষ নাকি ভুত।

তোহা - (আঞ্চলিক) ভূতের সাথে সংসার করতে এসেছি আমি।

বলে টান দিয়ে তোয়ালে টা নিয়ে নিলো তোহা।

তোহা - (মিষ্টি গলায়) ডাইনিং রুমে যাও। আমি আসছি।

রাফি কিছুক্ষণ তোহার পথপানে চেয়ে থেকে চলে গেলো ডায়নিং রুমে।

কাচি বিরিয়ানির সুবাসে সারাঘর একেবারে মৌ মৌ করছে। রাফি ডায়নিং এ বসে বেডরুমের দিতে
উঁকি দেয় তোহার ফেরত আসার জন্য। সামনেই ডিসভরা কাচি অথচো রাফি তোহার অপেক্ষায়
বসেই আছে।

তোহা একপ্রকার দৌড়ে চলে এলো ডাইনিং এ, এসে থমকে গেল রাফিকে বসে থাকতে দেখে। যেন
ভুত দেখছে তোহা।

তোহা - (অবাক হয়ে) তুমি এখনো শুরু করো নি?

রাফি - (বিস্ময়) কি শুরু করবো? আজ সেফ আমাকে সার্ভ করবে।

তোহা - (অবাক) তবে মা যে বলেছিলো.....

রাফির কপাল কুঁচকে ঘায়, হীরভাবে তোহার দিকে তাকায়।

রাফি - (কৌতুহল নিয়ে) মা? মা কি বলেছিলো?

তোহা - (প্রসংগ এড়াতে) না না, কিছু না বলে খাবার বাড়তে লাগলো।

রাফি ডুব দিলো অতীতের পাতায়, আজকের আগে সে কোনদিন কারো জন্য কাচি বিরিয়ানিকে অপেক্ষা করায় নি। এমনও হয়েছে সবাই রাফির অপেক্ষায় কাচি না খেয়ে বসে আছে আর রাফি এসে ম্যানুতে কাচি দেখে কাউকে না ডেকে একাই সেটে দিয়েছে। কাচিই রাফির ভালোবাসা। কিন্তু আজ কি হলো! রাফি অপেক্ষা করিয়েছে কাচিকে! ক্যামনে সম্ভব!

মা তাহলে বিরিয়ানির গন্ধ তোহাকে বলে দিয়েছে!!! কিছু বলতে গেয়েও ভাষা হারিয়ে ফেলে রাফি। চুপচাপ বসে তার পার্সোনাল সেফ এর খাবার সার্ভ করা দেখতে লাগলো।

তোহা মুচকি হাঁসতে হাঁসতে রাফির প্লেটে বিরিয়ানি তুলে দেয়, রাফি প্লেটের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কাচিকে বলতে থাকে " My love, তোমার সতীন চলে এসেছে!"

রাফির মনে হলো প্লেটভরা বিরিয়ানিও ওর কথার পাল্টা জবাব দিয়ে বললো "আগে খেয়ে তো দেখো আমার সতীন আমায় রাঁধে কেমন?"

রাফি তোহার দিকে লজ্জা নিয়ে তাকিয়ে কাচিতে হাত দোবায়। তোহা রাফির মন্তব্য শোনার জন্য তাকিয়ে থাকে রাফির দিকে। সেদিকে ভুরুক্ষেপ না করে একলোকমা তুলে গালে চালান দেয় রাফি। দুইবার গাল নাড়ানোর পর থেমে যায় রাফি, চোখটা বন্ধ হয়ে যায়।

রাফি - (উত্তেজনায়) উম.....উ...উম..উম।

তোহা - (উৎকর্ণ্তার সাথে) কি হলো?

রাফির মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয় না। অমৃতের স্বাদ নিতে আরো একলোকমা গালে ঠেসে দেয় সে। এদিকে তোহা যে হা করে উৎকর্ণ্তার সাথে রাফির মন্তব্য শোনার জন্য বসে আছে সেদিকে রাফির কোন খেয়াল নেই। যেন তোহার কোন কথাই শুনতে পায় নি রাফি।

গোগ্রাসে পুরো প্লেট সাফ করে ফেলে রাফি। কৌতুহলবস্ত রাফির চোখ যায় তোহার দিকে। কিন্তু যা দেখলো তা সাধারণ কিছু ছিলো না। তোহার চোখ বিশাল হয়ে গেছে, গালটাও হা হয়ে আছে, সামনে প্লেটে বিরিয়ানি রাখা কিন্তু মনে হয় না এখনো একলোকমাও তোহা গালে তুলেছে। রাফি তোহার চোখের সামনে হাত নাড়ায়। কিন্তু তোহা শুধু একটা চোখের পলক ফেলে রাফির হাত নাড়ানোর জবাবে।

তোহা - (অবাক) ক্যামনে পারে মানুষ?

রাফি - (কেপালে ভাঁজ এঁকে) কি পারবে মানুষ?

তোহা - (উত্তেজনায়) আগে বলেন রান্না কেমন হয়েছে!

রাফি - (উল্লিঙ্কিত হয়ে) লা-জওয়াব, মাইন্ডব্লোইং, সুপার সে উপার, ১এর ক, মারহাবা।

পুরোটা একদমে বলে তোহার চোখের দিকে তাকায় রাফি, রাফির মুখে ওভাবে কাচিঁর প্রসংসা শুনে লজ্জায় মেঘেটার গালদুটো লাল হয়ে গেল।

রাফি - জীবনে হয়তো কোনদিন আমি এত দ্রুত বিরিয়ানি শেষ করি নি। অমৃত ছিলো কাচিটা।

তোহা - (লজ্জা পেয়ে) এত ভালো হয়েছে! (রাফি হ্যাঁ সূচক মাথা দোলায়) হয়েছে হয়েছে এখন যাও। রাফির খাওয়া শেষ হলেও টেবিল ছেড়ে ওঠার নাম নেয় না। তোহা আড়চোখে রাফিকে দেখছে আর ছেট্ট একটা লোকমা তুলে গালে দিচ্ছে, আর রাফি তোহার খাওয়া দেখছে।

তোহা - (জোর করে) কি হলো, যাওও।

রাফি - আমিতো তোমার রান্নার স্বাদে ভেসে গিয়ে তোমাকে রেখেই খেয়ে নিলাম, এখন না হয় তোমার পাশে বসে তোমাকে সংঙ্গ দেই।

তোহা - (মুচকি হেসে) হয়েছে, সঙ্গ দিতে হবে না, এখন যাও তো। (মনে মনে) রাফিজ্জী আপনি আমার জন্য বিরিয়ানিকে ওয়েট করিয়েছেন দেখেই আমার মন আপনার সংঙ্গ পেয়ে গেছে।

রাফি আর অপেক্ষা না করে বেডরুমের বারান্দায় চলে গেল। আর ভাবতে লাগলো তোহার কথা। এই মেঘেটা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো রাফির জীবনে আর এক পলকেই পাল্টে দিলো রাফির পুরো পৃথিবীকে। মনে মনে আবারো বৌয়ের প্রেমে পড়ে রাফি।

পরদিন সকাল

রাফি তৈরী হয়ে অফিসে রওনা দেবে এমন সময় তোহা একটা লাঞ্চবক্স এগিয়ে দেয়।

তোহা - (গন্তীর গলায়) আজ থেকে দুপুরে বাইরের খাওয়া বন্ধ। ঠিক সময়ে খেয়ে নিবা। আমি কিন্তু ফোন দিয়ে শুনবো খেয়েছো কি না।

রাফি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আসলে এমন সিচ্যুয়েশনে কি বলা উচিং বা কি করা উচিং তা জানে না রাফি। তাই শুধু আচছা বলে বেরিয়ে আসে রাফি।

অফিসে পৌছে রাফি দিনের কাজ শুরু করে। কিছুক্ষণ পর ডাইরেক্ট স্যার রাফিকে তার রুমে ডেকে নেন।

রাফি - আসসালামু আলাইকুম, স্যার। আসতে পারি?

ডাইরেক্টর - ওয়ালাইকুমুস সালাম রাফি। ভেতরে আসেন।

রাফি চেম্বারের ভেতরে চুকে টেবিলের সামনে দাঢ়িয়ে রইলো। ইজাজ স্যার (প্রয়াত ডাইরেক্টর) খুব মিষ্টি একটা হাসি দিতো রুমে এসলেই। অথচো ডাইরেক্টরের চেয়ারে বসে থাকা বর্তমান মানুষটির কাছ থেকে এমনকিছু আশা করে না রাফি। গতকাল মাফিয়া গার্ল হয়তো এমন কিছু করেছে যে কারনে আজ ডাইরেক্টর রাফিকে আপনি করে বলছেন। সম্মান আর শ্রদ্ধা মন থেকে আসে, জোর করে ডাইরেক্টর স্যারের কাছ থেকে সম্মান আদায় করার পক্ষপাতী না রাফি।

ডাইরেক্টর - কি হলো! বসুন। হাতের কাজটা সেরেই কথা বলছি।

রাফি - স্যার যদি আপনি ব্যস্ত থাকেন তাহলে আমি পরে আসি?

ডাইরেক্টর - না না না, বসো। ব্যপারটা জরুরী।

রাফি আর কথা না বাঢ়িয়ে বসে পড়ল ডাইরেক্ট স্যারের সামনে। হাতের কাজ সেরে রাফির দিকে ঘুরে বসলেন ডাইরেক্টর।

ডাইরেক্টর - তারপর মি. রাফি? কেমন লাগছে অফিস?

রাফি - (বিব্রতবোধ করে) আগের মতনই। শুধু আপনাকেই নতুন পেয়েছি।

ডাইরেক্টর - বুঝতে পেরেছি। ইজাজের অকাল প্রয়ানে আমিও মর্মাহত। যিনি চলে গেছে তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, শোককে শক্তিতে পরিনত করে সামনে এগনো উচিং। যাইহোক, যেজন্য ডেকেছি আপনাকে।

রাফি - (বিব্রত হয়ে) আমাকে তুমি করে বলবেন স্যার। আমি আপনার অধিনস্থ এবং বয়সেও ছোট, আপনি শুনতে অশোভন লাগে।

ডাইরেক্টর - সময়ের সাথে সাথে এডজাষ্ট হয়ে যাবে মি. রাফি। (বলে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন রাফির দিকে) পড়ো।

রাফি পড়তে শুরু করে। রাফির জন্য একটা ট্রেনিং অর্ডার। দেশের বাইরে বড় একটা এন্টি সাইবার ক্রাইম ডিভিশনের আন্দোলনে রাফির ট্রেনিং হবে মাসখানেক। সফলভাবে ট্রেনিং সম্পন্ন করলে প্রোমোশন হবে রাফির।

ডাইরেক্টর - উপরের অর্ডার, আপনার মত ইফিশিয়েন্ট অফিসারকে আরো চৌকস করে তুলতে এই স্পেশাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা।

রাফি - আমাকে একটু ভাবার সময় দিন। পরিবারের সবার সাথে কথা না বলে আমি ছুট করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না।

ডাইরেক্টর - Take your time, but it is a government order, mind it.

রাফি - I will, sir.

বলে রাফি উঠে দাঢ়িয়। বিয়ের পর একের পর এক ঝড় এসেই চলেছে রাফির জীবনে। এখন ট্রেনিং এর জন্য আবার দেশের বাইরে যেতে হবে। রাফি সাতপাচ ভাবতে ভাবতে নিজের ডেক্সে গিয়ে বসে। এদিকে রাফির ফরেন ট্রেনিং ড্রিপের কথা মোটামুটি সারা অফিস জেনে গেছে। সবাই এসে রাফিকে কংগ্রাচুলেশনস জানায়। অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও রাফি হাসিমুখে ধন্যবাদ জানায় সবাইকে।

অফিস সেরে বাড়িতে ফেরে রাফি। তোহা একগাল হাসি নিয়ে দরজা খোলে কিন্তু আজ আর রাফির চোখ তোহার হাসির উপর পড়ে না। মুখ ভার করে ঘারের ব্যাগটা তোহার হাতে তুলে দেয় রাফি। চুপচাপ রুমে চলে যায় ফ্রেশ হবার জন্য। তোহা আন্দাজ করতে পারে কিছু একটা হয়েছে কিন্তু কি হয়েছে তা ধরতে পারে না। এমন সিচুয়েশনে নেগেটিভ চিন্তা আসাটাই স্বাভাবিক।

রাফি ফ্রেস হয়ে বের হয় ওয়াশরুম থেকে। আজ আর বিছানায় তোয়ালেটা ফেলে না রাফি, সোজা বারান্দায় গিয়ে দাঢ়িয়ে পড়ে।

তোহা পেছন পেছন এসে রাফির পাশে দাঁড়ায়।

তোহা - কি হয়েছে তোমার? মন খারাপ কেন?

কিছুটা চমকে ঘুরে তাকালো পেছন দিকে। তোহাকে দেখে আবারো চোখ ঘুরিয়ে নিলো।

রাফি - কিছুই না। হয়তো আমার খুশি হওয়া উচিত কিন্তু বুঝতে পারছি না।

তোহা - বলবে তো কি হয়েছে?

রাফি ঘরে চলে যায়। ব্যাগ থেকে কাগজটা বের করে তোহার হাতে ধরিয়ে দেয়।

তোহা কৌতুহলের সাথে কাগজটা খোলে। পুরোটা পড়ে তোহার চোখ চকচক করে ওঠে।

তোহা - বাহ বাহ অফিসার! বিদেশে ট্রেনিং, ফিরে আসলে প্রোমোশন। ওয়াহ মি. রাফি। আপনার তো মহা খুশি হওয়া উচিত। তা আপনি এত মনমরা হয়ে আছেন কেন?

রাফি - (উদাসীনভাবে) জানি না। একের পর এক ঝামেলা পেরিয়ে এই সুসংবাদটাকেও এখন আর আনন্দময় লাগছে না। কেন যেন অসম্পূর্ণ সবকিছু। বিয়ের পর থেকে একটা দিনও ঠিকমত তোমার সাথে কাটাতে পারলাম না। ভয়ংকর এক মরণজাল থেকে মরতে মরতে ফিরে এলাম। কিছুটা সময় তো লাগবে স্বাভাবিক হতে।

তোহা - (হাসিমুখে) এইজন্যই কি আপনার মুখ ভার হয়ে আছে!

বলে রাফির বাম হাতের ভেতর নিজের হাত জড়িয়ে মাথা ঠেকায় রাফির হাতে। রাফি আর কথা বাড়ায় না। অসম্পূর্ণতা রাফিকে ঘিরেই আছে। কিন্তু কিসের এত অপূর্ণতা। তোহাকে দিতে না পারা সময় নাকি মাফিয়া গার্লের করা উপকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করতে পারা?

চলবে???

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-২

রাফি আর কথা বাড়ায় না। অসম্পূর্ণতা রাফিকে ঘিরেই আছে। কিন্তু কিসের এত অপূর্ণতা। তোহাকে দিতে না পারা সময় নাকি মাফিয়া গার্লের করা উপকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করতে পারা?

তোহা - (অভিমানী কৌতুহল নিয়ে) বাবা মা কে জানিয়েছো? নিশ্চই জানাও নি!

রাফি সত্যিই ভুলে গিয়েছিলো। কিন্তু তাদের কাছ থেকেও তো অনুমতি নিতে হবে। পরিবারের উপর দিয়ে তো আর কম ধক্কা গেলো না।

রাফি - (বিস্মিত হয়ে) এই যা, বাবা মা কে তো আজ এমনিতেই ফোন দেয়া হয় নি। ফোন দেয়া উচিত, কি বলো?

তোহা - (অবাক হয়ে) অবশ্যই! তোমার এত বড় একটা খবর তাদের জানাবে না! এক্ষুনি ফোন দাও।

রাফি ভেতর থেকে ফোনটা নিয়ে আসে। মায়ের নাস্তারে ফোন দেয় রাফি। তোহা রাফির হাত থেকে ফোনটা নিয়ে নেয়। ফোন কানে দিয়ে,

তোহা - (রাফির উদ্দেশ্যে) আমি বলছি তাদের, তুমি তো ভুলেই গিয়েছিলো। (ওপাসে ফোন রিসিভ হলো) হ্যালো, মা? আসসালামু আলাইকুম।

মা - ওয়ালাইকুমুস সালাম। কি খবর বৌমা, কেমন আছো?

তোহা - আলহামদুল্লাহ মা, আপনি কেমন আছেন? বাবা কেমন আছেন?

মা - এই আছি, আল্লাহ রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। (ঠাউর ছলে) তোমার শৃঙ্খরমশাইকে কখনো খারাপ থাকতে দেখেছো, সে সবসময় বিন্দস থাকে। তোমাদের খবর কি?

তোহা - আলহামদুলিল্লাহ মা। মা জানো আজ কি হয়েছে? তোমার ছেলে কি করেছে?

মা - (আতংকিত) রাফি আবার কি করলো, সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো মা! কোন সমস্যা হয় নি তো আবার!

তোহা - আরে না মা, সব ঠিক আছে। আজ তোমার ছেলের ট্রেনিং অর্ডার এসেছে, দেশের বাইরে ট্রেনিং। আর ট্রেনিং শেষে প্রমোশন হবে আর তোমার ছেলে মন খারাপ করে বসে আছে। তার নাকি সবকিছু অসম্পূর্ণ লাগছে।

মা - (কৌতুহল নিয়ে) অসম্পূর্ণ! কেন? ট্রেনিং শেষে প্রোমোশন তো খুবই ভালো খবর,

আলহামদুলিল্লাহ। (হালকা আওয়াজ আসে) ওগো শুনছো, তোমার ছেলের প্রোমোশন হবে।

তাড়াতাড়ি এদিকে এসো।

তোহা - (অভিযোগ) তোমার ছেলেকে একটু বোঝাও তো, সুসংবাদ কিভাবে দিতে হয় সেটাও যদি এখন শেখাতে হয়।

মা - এই নাও তোমার বাবার সাথে কথা বলো।

বলে ফোনটা রাফির বাবার হাতে তুলে দেয় রাফির মা।

বাবা - হ্যালো মা? কেমন আছিস? কি করেছে হতচ্ছাড়াটা?

তোহা - এইতো বাবা আলহামদুলিল্লাহ। একটু ভালোভাবে বকে দাও তো তোমার ছেলেকে। ট্রেনিং শেষে প্রোমোশন পাবে জেনেও তার নাকি মন খারাপ।

বাবা - কই দে ত ওই হতচ্ছাড়াটাকে? সবকিছু হাতে কলমে শেখাতে হবে।

তোহা - এই নাও।

বলে ফোনটা এগিয়ে দেয় রাফির দিকে। রাফি এতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলো কিভাবে তোহা তার মা বাবা এতটা আপন হয়ে গেছে। কি সাবলীলভাবে অভিযোগগুলো করে গেলো অবলীলায়।

তোহা ফোনটা দিয়ে হাতে খোঁচা দেয় রাফির।

তোহা - কি হলো? নাও? বাবা কথা বলবে।

রাফি ফোনটা কানে দিতেই গন্তীর গলা টের পায়।

বাবা - কিরে রাফি? কি হচ্ছে এসব? সুখবর কেউ মন খারাপ করে দেয়?

রাফি - বাবা, পেছনের ঘটনাগুলো পিছু ছাড়ে না। এখনো ভুলতে পারছি না ওসব। সব মিলিয়ে এখনো সুখবরের আল্পাজ করে উঠতে পারছি না। একটু আপসেট এই যা।

বাবা - (শান্ত গলায়) বড় হয়ে গেছিস এখন, বেশী কিছু বলবো না। জীবনের ঝড়বাপটা থেকে শিক্ষা গ্রহন করতে হয়, ঝড়ের ধ্বংসস্তুপে বসে থাকতে নেই। অতীতের শিক্ষা নিয়ে সামনে এগোতে শেখ। বিয়েসাদি করেছিস এখন বৌমার সামনে নিজের নাক কাটাস না।

রাফি - মাসখানেকের ট্রেনিং। নতুন কোয়ার্টার, তোমার বৌমাকে কি করবো?

বাবা - তোর ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। আমাদের মেয়ে আমাদের কাছেই থাকবে। তোর যেখানে যেতে হয় তুই যা। আমরা আসছি আমাদের বৌমা কে নিতে। দে তো আমার মায়ের কাছে ফোনটা দে।

রাফি ফোনটা তোহার হাতে তুলে দিয়ে ইশারা করে যে সে ঘরে যাচ্ছে। তোহা আর বাবা আরো কিছুক্ষণ কথা বলে। রাফি ঘরে বসে মাফিয়া গার্লের কথা ভাবতে থাকে। যার এত সাহায্যে আজ তার চাকরীতেও অগ্রগতি, সেই মানুষটিকে সামান্য ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ ও পায় নি কখনো রাফি।

যত ভালই হ্যাকার হোক না কেন মাফিয়া বয়, পালিয়ে বেড়ানোর সময় প্রয়োজনীয় রিসোর্স না থাকার কারনে মাফিয়া গার্লের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলো রাফি, এছাড়াও যে কাজ করতে এক চৌকস হ্যাকার টিমকে কয়েক সপ্তাহ লাগবে সেই কাজ মুহূর্তে করে ফেলে মাফিয়া গার্ল। সেই

দৃঃস্বপ্নের দিনগুলো চাইলেই ভুলতে পারবে না রাফি। মাফিয়া গার্ল যদি এত চৌকস হয় তাহলে

মাফিয়া বয় হিসেবে আমার কমতি রয়ে গেছে অনেক। এখনো অনেক কিছু শেখার বাকী। ট্রেনিং টা

জরুরী। পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী এন্টি সাইবার ক্রাইম ডিভিশনের আন্দারে ট্রেনিং। সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। এসব কিছু ভাবতে ভাবতে তোহা ফিরে আসে বারান্দা থেকে। ফোনটা রাফির হাতে তুলে দিয়ে বলে,

তোহা - বাবা মা চান আমি যেন তোমার ট্রেনিং এর সময়টা তাদের সাথে থাকি। বাবা জানতে চেয়েছেন তুমি কবে যাচ্ছ। তারা তার আগে কোয়ার্টারে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন।

রাফি - কাল অফিস থেকে ডিটেলস জেনে তাদের জানিয়ে দেবো।

তোহাকে অনেক খুশি খুশি লাগলেও চেহারার কেখায় যেন একটা মনপোড়া ছাপ দেখতে পেলো রাফি। তোহার জগৎভোলানো হাসি খুব ভালো করে চিনে গেছে রাফি তাই হয়তো ওই মনপোড়া ছাপ ধরতে অসুবিধা হয় না রাফির।

তোহা - (খুশিমনে) দাঢ়াও তোমার শ্বাশুড়িমা কে একটা ফোন দেই, জামাইয়ের কান্দকারখানা তারাও একটু জানুক।

বলেই নিজের ফোন চেপে কল দিলো রাফির শ্বাশুড়িকে।

তোহা - হ্যালো, মা? হ্যাঁ ভালো আছি। আজ কি হয়েছে জানো.....

প্রবাদিন সকালে

অফিসে এসেই সোজা ডাইরেক্টর স্যারের রুমে চলে গেল রাফি,

ডাইরেক্টর - তো রাফি সাহেব? কি ডিসিশন নিলেন? ট্রেনিং এ যাবেন নাকি ঘরে বসে থাকবেন?

রাফি - একটা ইনফরমেশন জানার দরকার ছিলো স্যার। আমি কি আমার সাথে আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারবো, মানে just in case.

ডাইরেক্টর স্যার রাফির দিকে ঘুরে তাকালেন।

ডাইরেক্টর - আপনার কোয়ারী শুনে আমার অবাক হওয়া উচিঃ ছিলো যদি না জানতাম যে আপনি নববিবাহিত। যাইহোক, সরকারের পক্ষ থেকে আপনার জন্য আপনার ট্রেনিংদাতা সংস্থার ডর্মেটরিতে থাকার ব্যবস্থা করেছে আর আমার জানা মতে সেখানে স্ত্রীসহ থাকা যাবে না। আর যদি আপনি আপনার মত থাকতে চান তাহলে হয়তো ট্রেনিংদাতা সংস্থা আপনার ট্রেনিং বাতিল করে দিতে পারে, এই ট্রেনিং শুধুমাত্র আপনার কীবোর্ড চালানোর দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নয়, বরং সবদিক দিয়ে আপনাকে চৌকস করে তুলবে। তাই আমি মনে করি এই ট্রেনিং ট্যুরে আপনার হানিমুন প্লান টা ক্যান্সেল করা উচিঃ।

রাফি ভিশন লজ্জা পেল, রাফির উদ্দেশ্য হয়তো হানিমুন ছিলো না কিন্তু তোহার চোখেমুখে থাকা মনপোড়া ছাপকে একেবারে অগ্রহ করতে পারে নি রাফি। তাই হয়তো লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে ডাইরেক্টর স্যারকে প্রশ্নটা করে ফেলেছে।

রাফি - it's okay, sir. এটা কেবলমাত্র একটি কৌতুহলবশত প্রশ্ন ছিলো। যাইহোক, আমি তৈরি। কবে যেতে হবে স্যার।

ডাইরেক্টর - I can understand your feelings Mr. Raffi. But This training is more difficult than any other. Less than 5% of outside trainee got passed from their tests. If you succeeded, they will train you as there own. Be serious about it. Start packing your bags, you'll fly within 6 days. I'll confirm you after I have your ticket. All the best.

রাফি - I'll be ready by then. Thank you sir.

রাফি বের হয়ে আসে ডাইরেক্টর স্যারের রুম থেকে। নিজের ডেক্সে এসে কাজে ডুবে গেলো রাফি। রাফি সব কাগজপত্র গোছাতে থাকে ট্রেনিং এর জন্য। অফিসের সবাই রাফির কাজ গুছিয়ে দিতে সাহায্য করতে লাগলো। কাজ গুছাতে নিজের ডেক্সে ফাইলপত্রের মাঝে উড়োচিঠি পায় রাফি, বেশ বড়সড় ধামকিওয়ালা চিঠি। চিঠিতে রাফির জীবননাশের হুমকিও দেয়া হয়েছে। রাফি প্রথমে পাত্র দিতে চায় না কিন্তু পর পর দুই দিন রাফি একই ধামকিওয়ালা চিঠি পায়। রাফি মোটমুটি আন্দাজ করতে পারে কারা এমন কাজ করতে পারে, কারেন্সি চুরির ঘটনায় যারা জড়িত তারাই হয়তো এমন

কাজ করছে। কিন্তু রাফির জানামতে দোষীদের সবাইকেই গ্রেফতার করে আইনের আয়তায় আনা হয়েছে। তাহলে কে এই কাজ করছে? মেইলবক্সের সব চিঠির সাথে এই উড়োচিঠিগুলো এসেছে তাই চাইলেও রাফি ধরতে পারে না কে বা কারা এই চিঠিগুলো পাঠাচ্ছে। রাফি ঝামেলা থেকে বাঁচতে ডাইরেক্টর স্যারের মাধ্যমে থানায় একটা জিডি করে রাখে কিন্তু কম্পিউটার কম্পোজ হওয়ার কারণে পুলিশ হাতের লেখা ম্যাচিং করার সুযোগ পায় না তবে পুলিশ থেকে এই বিষয়ে সবধরনের সহায়তা করবে বলে জানায় রাফিকে।

পরবর্তীতে রাফি আর কোন উড়োচিঠি পায় না তবে রাফি চিঠিগুলো থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারে যে কেউ একজন হয়তো ভয়াবহ আকারে ক্ষেপে আছে রাফির উপর।

দুইদিনের মাথায় এক আধপাগলকে গ্রেফতার করে পুলিশ, পুলিশের ভাষ্যমতে কেউ একজন পাগলটাকে খাবার দেয় আর চিঠিগুলো পোষ্ট করে দিতে বলে কিন্তু মানবিক ভারসাম্যহীন একজনের কাছ থেকে হুমকিদাতা পর্যন্ত পৌছানো কিছুটা কঢ়িন। তবে পুলিশ টপ প্রায়রিটি দিয়ে কেসটা পর্যালোচনা করছে। খুব তাড়াতাড়ি একটা সমাধানে পৌছাতে পারবে বলে আশা পুলিশের। রাফি ডাইরেক্টর স্যারের কাছে নিজের পরিবারের সুরক্ষার জন্য অনুরোধ করে। ডাইরেক্টর স্যার ও আশ্বাস দেন যতদিন না আসল হোতাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে, প্রয়োজনে রাফি ফিরে আসার আগ পর্যন্ত রাফির পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

রাফির ফ্লাইটের ২ দিন আগে বাবা মা চলে আসে রাফির কোয়ার্টারে, রাফি চলে যাওয়ার পর তোহাকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে। পরিবারের কাছে হুমকি আর প্রটেকশন জাতীয় সবকিছু চেপে গেলেও বাবাকে কিছুটা খুলে বলে রাফি। রাফি পরিবার ছেড়ে ট্রেনিং এ যেতে রাজী নয় আর।

রাফি - বাবা, এতো ঝুটোমেলার ভেতর আমি তোমাদের রেখে কোথাও যাবো না।

বাবা - আরে বোকা ছেলে। যারা এই চিঠিগুলো পাঠিয়েছে তাদের উদ্দেশ্যই এটা যেন তুই এই ট্রেনিং এ যেতে রাজী না হোস। যারা তোর সাফল্য দেখে ঈর্ষাণ্বিত, তারাই তোর যাত্রা ভঙ্গের জন্য এইসব করছে।

রাফি - তারপরও বাবা আমি.....

বাবা - কোন কিন্তু নয়। আমি আমার ছেলেকে কাপুরুষ হিসেবে দেখতে চাই না। তুই যাবি আর ওইসব মানুষগুলোকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে দিবি।

রাফি - কিন্তু তোমরা....

বাবা - তুই তো বললিই যে তোর অফিস থেকে প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করবে। তাহলে আর কি? এসবের জন্য এত বড় সুযোগ হারাস না।

অনিচ্ছায় স্বত্ত্বেও রাফি রাজী হয় ট্রেনিং এ যেতে। তোহা শুরু থেকেইই গোজগাছ করে রাফির ব্যগপত্র। ভালো ভালো রান্নাবান্না করলো মা মিলে। রাফি মোটামুটি মানবিকভাবে তৈরী হলো এই ট্রেনিং এর জন্য।

বাবা মা তোহা সবাই মিলে রাফিকে এগিয়ে দিতে এলো এয়ারপোর্টে। তোহার চোখ ভিজে আছে কিন্তু ঠোঁটে একটা হাঁসি ঠিকই ধরে রেখেছে। রাফি ইমিগ্রেশনে প্রবেশ করবে তখন তোহা তার মুখ ঘুরিয়ে নিলো। বাবা মা হাত নেড়ে বিদায় জানালেও তোহা মুখ ঘুরিয়েই রাখলো। রাফি তোহার মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পেরে রাফির মনটা মুচড়ে ওঠে কিন্তু রাফিকে নিজের জন্য হলেও এই ট্রেনিং এ যোগদান করতে চায়।

ইমিগ্রেশনের সব কাজ শেষ করে বিমানে গিয়ে বসে রাফি। বিমানবালা সবার ফোন সুইচ অফ করতে বলে কারন কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান টেকঅফ করবে।

রাফি তার ফোনটা বের করে দেখে আনন্দেন সোর্স থেকে বেশ কিছু মেসেজ এসেছে, সাথে বেশ কিছু ফোন। ফোন সাইলেন্ট ছিলো বলে টের পায় নি রাফি। প্রথম মেসেজটা ওপেন করে রাফি, "You shouldn't get on that plane"

রাফির কপাল কুঁচকে গেলো।

কি হলো এটা! হঠাৎ মাফিয়া গার্ল ওকে এমন মেসেজ দিলো কেন?
এদিকে বিমানবালা রাফির পাশে দাঢ়িয়ে বার বার ফোন বন্ধ করতে অনুরোধ করছে। রাফি ভেবে পায় না এখন সে কি করবে।

বিঃদ্রঃ ইনফরমেটিক গল্লের পর্ব গুলো একটু ছোটই হয়। তারপরো মনে মনে মাইন্ড খেলে ক্ষমা করবেন। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-৩

লেখা- @sharix dhrubo

এদিকে বিমানবালা রাফির পাশে দাঢ়িয়ে বার বার ফোন বন্ধ করতে অনুরোধ করছে। রাফি ভেবে পায় না এখন সে কি করবে।

রাফি ফোনটা বন্ধ করতে করতে বিমানবালাকে বললো,

রাফি - I've got an emergency, I need to get off this plane.

বিমানবালা - Sir, it's not possible now, we are already on the runway.

রাফি - But it's urgent. I need to get off.

বিমানবালা - we are extremely sorry sir.

বলে বিমানবালা চলে গেলো। রাফি ফোনটা অন করতে গিয়েও করে না।

ইসসসস, এরোপ্লেন মোড দিয়ে দিলেই তো হয়ে যেতো, শুধুশুধু ফোনটা বন্ধ করলো রাফি। এটলিঙ্ট মেসেজগুলো তো পড়া যেত। এখন অন ও করতে পারবে না ফোনটা। ফোন সুইচ অন হওয়ার সময় সবচেয়ে বেশী রেডিয়েশন ছড়ায়। তাই চাইলেও ফোনটা অন করতে পারবে না রাফি। কিন্তু কি কারনে মাফিয়া গার্ল এমন মেসেজ দিলো রাফিকে।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো কখন ফোন অন করার পার্মিশন পাওয়া যাবে। নিদিষ্ট সময় পার হবার পর ফোন এবং সীটবেল্ট খোলার পার্মিশন পাওয়া গেল।

রাফি যেন তৈরী হয়েই ছিলো এই মুহূর্তের জন্য। চট করে অন করে ফেলে ফোনটা। কিছুক্ষণের ভেতর আরো দুইটা মেসেজ আসে, আনন্দন সোর্স থেকে,

"You couldn't make yourself out, could you?"

রাফি বেশ খানিকটা বিস্ময় নিয়ে ভাবতে থাকে মাফিয়া গার্ল কেন হঠাৎ এসব মেসেজ পাঠাচ্ছে আর বিমানে ওঠার পর থেকেই কেন?

এসব ভাবতে ভাবতে আগের মেসেজ ওপেন করে রাফি,

"You must find a way to get off that plane"

আজীব, এতবার করে কেন বিমান থেকে নামতে বলা হচ্ছে রাফিকে। কি সমস্যা? বিমানে কোন সমস্যা নাকি অন্য কিছু? নাকি পরিবারের কোন ক্ষতি হতে চলেছে?

এতশত ভাবতে ভাবতে আনন্দন সোর্স থেকে ফোন চলে আসে,

রাফি - অবশ্যে?

কম্পিউটার জেনারেটেড ফাইল ভয়েস,

- Don't you care my warning?

রাফি - কিসের ওয়ার্নিং? কেন নামবো আমি বিমান থেকে?

- Remember the those who try to frame you on currency case, they are planning something big now.

রাফি - কি বলতে চাও সোজাসাপটা বলো।

- গত ৪ দিন ধরে কারেন্সি মামলায় স্বরাষ্ট্র ও অর্থ মন্ত্রনালয় থেকে পদচ্যুত কর্মকর্তাদের বিশেষ

ব্যাংকের একাউন্ট থেকে ভেংগে ভেংগে বেশ মোটা অংকের টাকা ট্রান্সফার হয়েছে একদল কুক্ষাত নৃষংশ মার্সেনারীর একাউন্টে। And guess what, you are going directly to there home country.

রাফি - হতে পারে কোন বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে তাদেরকে টাকা পাঠানো হয়েছে।

- হতেই পারে কিন্তু সমস্যা হলো এই মার্সেনারী দেশের অভ্যন্তরে ব্যতিত অন্য কোথাও কোন অপারেশন করার কোন রেকর্ড নেই। এরা যা করে তা এদের দেশের আইনের মারপ্যাচের সাথে মিলিয়েই করে।

রাফি - এখানে আমার হুমকি আসছে কেন?

- তুমি এয়ারপোর্টে পৌছানোর আগ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত ছিলাম না কিন্তু তুমি এয়ারপোর্টে পৌছানোর পর একটা গ্রুপ মেসেজ ট্রিগার হয় যা শুধুমাত্র এই দেশেই নয়, দেশের বাইরে এবং ওই মার্সেনারীদের নাস্বারেও চলে যায়।

রাফি - কি ছিলো মেসেজে?

- হয়তো কোডনেম ইউজ করা হয়েছে, আমার ইনক্রিপশন বলছে মেসেজটা ছিলো এমন, "Rabbit has arrived"

এবং তুমি ইমিগ্রেশন ক্রস করার পর আরো একটি গ্রুপ মেসেজ ট্রিগার হয় যা অনেকটা এইরকম, "Rabbit is in the hole, mission is a go"

রাফি - তাতেও তো প্রমাণিত হয় না যে তারা আমার জন্য এইসব আয়োজন করছে। অন্যকিছুও তো হতে পারে।

- being positive is not a negative thing but being blind is. Do the math by yourself. I'll be in touch.
বলে ফোনটা কেটে দেয় মাফিয়া গার্ল। রাফির কাছেও ব্যপারটা আজগুবি লাগলেও অসম্ভব লাগছে না। ক্ষমতাশীল দলের মন্ত্রী সহ কয়েকজন বাধা বাধা কর্মকর্তাদের জেলের ঘানি টানাচ্ছে রাফি, যাদেরকে আজ পর্যন্ত আইনের কোন ধারা আটকাতে পারে নি তারা আজ রাফির কারনে জেল।
ব্যপারটা রাফির সাথে ঘটলে হয়তো আরো বিদ্যুটে কাণ্ড করে বসতো রাফি। কিন্তু বিদেশের মাটিতে কেন! যদি রাফিকে মেরে গুম করে দেয়া হয় তাহলে বিদেশের মাটিতে ইনভেষ্টিগেশনে জটিলতা, আর কুটনৈতিক সম্পর্কের মারপ্যাচে রাফির ডেডবডীও দেশে ফেরৎ আনা দায় হয়ে যাবে। মাফিয়া গার্লের কথা একেবারে ফেলনা নয়।

এমন সময় মেসেজ আসে রাফির ফোনে, আননোন সোর্স থেকে,

"Those Mercenary group started to share a photo to there private network. And look who is smiling in that picture"

মেসেজটি স্ক্রোল করে আর একটু নীচে যেতেই রাফির চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। ছবিটা রাফির এবং ছবিটা এয়ারপোর্ট থেকেই কেউ তুলেছে! একই পোষাকে আছে রাফি এখনো। বিমানের তাপমাত্রা 20 ডিগ্রি হলেও তা এখন রাফির কপালের ঘাম আটকাতে ব্যর্থ। একেবারে খরগোশ হয়ে সোজা শিংহের গর্তে ঢুকে পড়াটা মোটেই ভালো ঠেকছে না রাফির।

আচ্ছা ওরা এই বিমানে কিছু করবে না তো? কোন বোমা অথবা সিস্টেম ফেইলিয়ার! এভাবেই তো অনেক সহজেই রাফিকে মেরে ফেলা সম্ভব।

রাফি চেষ্টা করলো মাথা ঠান্ডা রাখতে।

ফোন চলে আসলো মাফিয়া গার্লের, এই মানুষটার টাইমিং ও অসাধারণ,
কম্পিউটার জেনারেটেড ভয়েস,

- ওইদেশের মাটিতে ল্যান্ড করার ইচ্ছা আছে নাকি?

রাফি - আমি চিন্তায় আছি বিমানের যাত্রীদের কোন ক্ষতি হয় কি না।

- যাদের যাদেরকে ছবিগুলো পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে একজন তোমার বিমানেই আছে।

রাফি - What the hell! Now you are telling me this!

- Don't worry, according to the register log he is 4 row behind you. He can't here you except you are shouting. He seems harmless. He is just following you.

রাফি - what should I do?

- Just do nothing. He is updating his boss about your every move. So please don't do anything. Let me check what I can do.

রাফি ফোনটা কান থেকে নামিয়ে রাখে। পায়ে যেন কেউ পাথর বেধে দিয়েছে। ঘরের কোনায় এসি রুমে বসে বসে হ্যাকিং করা আর real life circumstances সম্পূর্ণ আলাদা।

কিছুক্ষণ পর বিমানের ইন্টারকলে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং এর ঘোষনা দিলো। সিটবেল্ট বেধে নিতে বলা হলো। রাফি কিছুটা অবাক হলো। ও ঘন্টার বিমানযাত্রা ঘন্টাখানেকে শেষ হওয়ার কথা না। তাহলে! ফোন এলো রাফির ফোনে আবার। মাফিয়া গার্লের।

- I hack into the Airlines communication system and order to make emergency landing. But the plane already crossed the national border. The plane shall land to Z international airport.

রাফি - সেই তো দেশের বাইরেই চলে এলাম। ফিরতে গেলেও তো বিপদ।

- it's your job Mr. Raffi. Live with it.

রাফি - what now?

- keep your heads down. I'll be in touch.

কি এক ঝামেলায় জড়িয়ে গেলো রাফি। ভালো কিছু করতে গেলেও এখন পদে পদে বিপদে পড়তে হচ্ছে। এতটুকু রাফি বুঝতে পেরেছে, যে গাছের শেকড় অনেক গভীরে সেই গাছের ডালপালা যতই কুচি কুচি করে কাটা হোক না কেন সেই গাছ আবার নিজের ডালপালা বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে। শেকডসুন্দ উপড়ে ফেলা ছাড়া এই গাছ নির্মূল করা সম্ভব না।

১৫ মিনিট পর বিমান Z International Airport এ ল্যান্ড করলো।

বিমান থেকে নেমে রাফি ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে লাগলো। ডাইরেক্ট স্যারকে ইনফর্ম করা দরকার। রাফি ডাইরেক্ট স্যারকে ফোন দেবে তার আগে মাফিয়া গার্লের মেসেজ আসে।

"Time to move. Be ready. Wait for my call"

রাফি ব্যাকপ্যাকটা হাতের কাছে নিয়ে নিলো। ইয়ারবট কানে গুঁজে অপেক্ষা করতে লাগলো মাফিয়া গার্লের জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাফিয়া গার্ল কল দিলো।

- you ready?

রাফি - I hope so.

- যে তোমাকে ফলো করছে সে এখনো তোমার বাম দিকে সেম রো তে বসে আছে, ২৫-২৮ বছর বয়সী, পেপার পড়ছে, আকাশী রং এর শার্ট।

রাফি মাথা ঘুরিয়ে দেখতে ঘাবে তখনই,

- Do not move your head.

রাফি - কিন্তু তুমি এতকিছু দেখছো কিভাবে?

- এয়ারপোর্টের সার্ভেইল্যান্স ওভাররাইড করতে একটু সময় লাগলো। আমি সবই দেখতে পাচ্ছি।

রাফি আড়চোখে সিসিটিভি ক্যামেরার দিকে তাকায়। সারা এয়ারপোর্টই সার্ভেইল্যান্সের আন্দারে। মানে মাফিয়া গার্ল সবই দেখতে পাচ্ছে।

রাফি - কি করতে হবে এখন?

- আপাতত এই চামচা থেকে পিছু ছাড়াও। ব্যাগ পত্র নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। বিমানের কার্গোহোল্ডে থাকবে ওগুলো। ব্যাকপ্যাক ঘাড়ে ওঠাও আর সোজা গেটের দিকে রওনা দাও।

রাফি - কিন্তু এই দেশের ভিসা নেই তো আমার।

- তোমার জন্য ডিপ্লোম্যাটিক ক্লিয়ারেন্সের ব্যবস্থা করেছি। যতদূর এনালাইসিস করেছি তোমার ফলোয়ারেরও এই দেশের ভিসা নেই তাই এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ হয়তোবা তোমার ফলোয়ারকে বের হতে দেবে না। এখন বের হও। And try to act normal.

রাফি - কিন্তু

- কথা প্যাচাইও না। বের হও।

রাফি চাইলেও আর কথা বাড়ায় না মাফিয়া গার্ল। ইমিগ্রেশনে পাসপোর্ট শো করে রাফি। ডিজিটাল পাসপোর্ট হওয়ায় ডিপ্লোম্যাটিক ক্লিয়ারেন্স কোন সীল পাসপোর্টে না থাকলেও সার্ভার থেকে শো করায় ইমিগ্রেশন থেকে ক্লিয়ারেন্স পায় রাফি। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা বের হয়ে যায় সে।

- পার্কিং এর দিকে যাও। একটা ইয়োলো ক্যাব ওয়েট করছে তোমার জন্য। গাড়ির নাম্বার ABC 123.
Go now. ড্রাইভারকে নাম বলবে রকি, ঠিক আছে?

রাফি - আর ফলোয়ার?

- ইমিগ্রেশনে যায় নি সে। হয়তো জানে যে সে পার হতে পারবে না। কিন্তু সে তার বসকে ইনফর্ম করে দিয়েছে যে তুমি এয়ারপোর্ট ছেড়েছো। আর সে এয়ারপোর্টে আটকে গেছে।

রাফি পার্কিং এ গিয়ে ইয়োলো ক্যাবের ছড়াছড়ি। খুঁজতে শুরু করে ABC 123 ক্যাবটি। বেশী খোঁজাখুজি করতে হয় না। কাছাকাছিই ছিল। ড্রাইভারের প্লাসের কাছে এসে মাথা নীচু করে হ্যালো বলতে ড্রাইভার লোকাল একসেন্ট দিয়ে জানতে চায় "রকি? রকি?" রাফি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়িয়েই উঠে পড়ে গাড়িতে।

নতুন শহর, কিছুই চেনে না রাফি।

হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে রাফির। হায় হায় এই দেশের কারেন্সি তো নেই রাফির কাছে। ট্যাক্সির বিল দেবে কিভাবে রাফি! টেনশন হতে থাকে রাফির। আর ট্যাক্সি কোথায় যাচ্ছে তা ও জানে না। এ কোন গোলকধাঁধায় পড়ে যায় রাফি। প্রায় ১৫ মিনিট পর মাফিয়া গার্ল আবার ফোন করে।

- সামনেই একটা এটিএম বুথ আছে। ড্রাইভারকে গাড়ি বুথের সামনে রাখতে বলো।

রাফি এটিএম বুথের কথা শুনে কিছুটা স্বত্তি পেলো। ক্যাবের প্লাস দিয়ে উঁকি মারতেই এটিএম বুথ নজরে আসলো রাফির।

রাফি - (ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে) Please stop the car.

ড্রাইভার - ok sir.

বলে গাড়ি সাইডে পার্ক করে। রাফি গাড়ি থেকে নেমে এটিএম বুথে ঢোকে। এটিএম মেশিনের স্ক্রীনে দূর্বোধ্য লোকাল ভাষা ব্যবহার করা।

রাফি - (ফোনে) কি করতে হবে?

- ডান হাতের উপর থেকে ২য় বাটনটি চাপো।

রাফি - কোন কার্ড ছাড়াই?

- Do as I say.

রাফি মাফিয়া গার্লের কথামত বাটনটি প্রেস করে।

- এবার ডান হাতের উপর থেকে ৪ নাম্বার বাটন চাপো, তারপর বাম হাতের ৪ নাম্বার বাটন চাপো।

রাফি ঠিকঠাক বাটন চাপতে থাকে। স্ক্রীনে একটা ডায়ালগ বক্স লাফাতে দেখে রাফি।

- একটা ডায়ালগ বক্স এসেছে?

রাফি - হ্যাঁ, কিছু একটা চাইছে।

- এই নাম্বারটা দাও 567890, আবার বলছি 567890। এরপর সবুজ বাটন প্রেস করো।

রাফি নাম্বার ঠিকঠাক মত বসিয়ে সবুজ বাটনে চাপ দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে চিরচেনা আওয়াজ শুনতে পায় রাফি। ক্যাবের সামনে রাফি।

নীচে ক্যাশ কাউন্টারে কিছু টাকা বের হয়ে এলো। সব মিলিয়ে ২০ হাজার লোকাল কারেন্সি।

- I hope it'll be enough for now.

রাফি - কিন্তু কার টাকা এগুলো।

- সেটা এই মুহূর্তে না জানলেও চলবে। এখন ট্যাক্সিতে গিয়ে বসো। I'll be in touch!

রাফি বুথ থেকে বের হয়ে আবারও ট্যাক্সিতে গিয়ে বসে। চলতে চলতে ট্যাক্সি গিয়ে থামে বেশ বড়সড় ৪ তারা হোটেলের সামনে। রাফি ড্রাইভারকে ট্যাক্সির বিল পে করে হোটেলের সামনে দাঢ়িয়ে থাকে। মাফিয়া গার্লের একটা মেসেজ আসে।

"Go to the reception, I get you a reservation. Your name is Rocky and you are here for a meeting."
রাফি রিসিপশনে গিয়ে নিজেকে রকি বলে পরিচয় দেয় এবং রিজার্ভেশন আছে বলে জানায়।
রিসিপশন থেকে রাফিকে স্বাগতম জানায় এবং তার সবকিছু ঠিকঠাক করাই আছে বলে জানায়।
রিসিপশনিষ্ট রুমের চাবি একজন হোটেল বয়ের হাতে তুলে দেয় এবং রাফিকে হোটেল বয়ের সাথে
যেতে বলে। হোটেল বয় রাফিকে নিয়ে ৮ তলার একটা রুমে নিয়ে যায়। রুমটা বেশ বড়সড়,
জানালাগুলোও বিশাল বিশাল। ব্যাগটা কাঁধ থেকে বিছানায় রাখে রাফি। তখন মাফিয়া গার্লের মেসেজ
আসে,

"Now take rest, I'll be in touch, if you need me, dial *66666#, I'll call you and one thing, do not try to
contact with anybody, please."

রাফি মেসেজটা দেখে ফ্রেস হতে চলে যায়। ফিরে এসে জানালার দিকে মুখ করা চেয়ারটাতে বসে
দেখতে থাকে শহরটাকে আর ভাবতে থাকে সামনে আর কি কি হতে চলেছে।
বিঃদ্রঃ ভাইয়ারা আপু হয়ে রিকুয়েস্ট দেবেন না। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-৪

"Now take rest, I'll be in touch, if you need me, dial *66666#, I'll call you and one thing, do not try to
contact with anybody, please."

রাফি মেসেজটা দেখে ফ্রেস হতে চলে যায়। ফিরে এসে জানালার দিকে মুখ করা চেয়ারটাতে বসে
দেখতে থাকে শহরটাকে আর ভাবতে থাকে সামনে আর কি কি হতে চলেছে।
বেশ খিদে পেয়েছে রাফির। বাইরে গিয়ে কিছু খেয়ে নেয়া উচিত ভেবে তৈরী হয়ে নেয় রাফি। বাইরে
রেষ্টুরেন্টে গিয়ে বসে রাফি। ভালোমন্দ অর্ডার করে খেতে বসে সে। খেতে খেতে মাফিয়া গার্লের কল
পায় রাফি,

- where are you?

রাফি - আমি রেষ্টুরেন্টে, খেতে হবে না?

- ভালোমত খেয়ে নাও, আর খাওয়ার সুযোগ পাবে কি না তা উপরওয়ালাই জানে।

রাফির খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কি বলে এই মেয়ে!

রাফি - মানে!

- মার্সেনারী গ্রুপের প্রাইভেট নেটওয়ার্ক থেকে তোমার ডিটেলস ফরোয়ার্ড করা হচ্ছে একদল
লোকাল গ্যাং এর কাছে।

রাফি - তো!

- লোকাল গ্যাং কোন দেশের লোকাল হতে পারে বলো তো?

রাফি - (কপালের ঘাম জমে গেছে) এখন আমি যে দেশের হোটেলে বসে খাবার খাচ্ছি?

- একদম ঠিক ধরেছো। সো জলদি জলদি খাওয়া শেষ করে ফেলো। আমি তোমার ফিরতি টিকিটের
ব্যবস্থা করছি।

রাফি - মানে দেশে ফিরে আসতে হবে আমাকে!

- এটা ছাড়া আর কোন উপায় আছে কি!

রাফি - আছে। আমি আমার ট্রেনিং শেষ করবো। চোরের মত পালিয়ে বাঁচতে পারবো না আমি
সারাজীবন।

- বোকার মত কথা বলো না রাফি। ওখানে তোমাকে শেষ করে গুম করে ফেলার জন্য পৃথিবীর
অন্যতম কুক্ষ্যাত ভাড়াটে সৈনিকদল অপেক্ষা করছে যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে তোমাকে হত্যা
করা।

রাফি - এভাবে কতদিন পালাবো আর কতদিন তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

-
রাফি - জবাব দাও! যদি তুমি না থাকতে তাহলে এতদিনে আমি এমনিতেই সাড়ে তিন হাত মাটির নীচে থাকতাম। এভাবে আর কত?

- তুমি ফ্রন্ট লাইনে এসে এমন একটা বিষগাছের গোড়ায় কুড়াল মেরেছো যারা সাইবার দুনিয়ার আগে থেকে এসবের সাথে জড়িত। তোমাকে খুজে বের করতে এদের কম্পিউটারের সাহায্য লাগববে না। Real world is much more dangerous than cyber world. You just can't logout from real world.

রাফি - তারপরও। আমি হাল ছেড়ে দিতে পারি না। তোমাকে কিছু সাহায্য করতে বলবো, করবে?

- বলেই দেখো?

রাফি - আমাকে নিরাপদে আমার ট্রেনিং সংস্থার হেডকোয়ার্টারে পৌছে দিতে পারবে?

- Difficult but not impossible. But the problem is, they'll be waiting for you. The moment you touches that country, they'll know and start hunting.

রাফি খাবার রেখে খাবারের বিল পে করে রুমের দিকে চলতে থাকলো।

রাফি - (ভাবনাযুক্ত) এখন তাহলে কি করা উচিত! এভাবে পালাতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

- you are a good man, Raffi. But if you enter into that country, you are as good as dead.

রাফি - ফিরে আসা উচিত?

- For now, yes. You will get your opportunities again. Don't risk your life.

রাফি - আচ্ছা ঠিক আছে। আমি দেশেই ফিরবো। আচ্ছা একটা প্রশ্ন, আমি প্রায় ৬ ঘন্টা হলো এই দেশে আছি, বাড়িতে জানানো দরকার, তাছাড়া আমাকে যদি অপরাধীরা খুজে না পায় তাহলে তো আমার পরিবারের জীবনও ঝুঁকির মুখে পড়বে।

- তোমার স্ত্রী এবং বাবা মা এখনো তোমার কোয়ার্টারেই অবস্থান করছে। কোয়ার্টারের সিকিউরিটি যথেষ্ট ভালো এবং তোমার সুপারিশে ডাইরেক্টর স্যার অর্ডার করেছেন যেন তোমার পরিবারকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করা হয়। আমার সাজেশন থাকবে তোমার ফ্যামিলি যেন কোয়ার্টারেই অবস্থান করে। it's 70% safer than your home. Call them and tell them to stay. I'll be in touch.

রাফি মাফিয়া গালির সাথে কথা শেষ করতে করতে রাফি রুমে পৌছে যায়। রুমে তুকে বাবাকে ফোন দেয় রাফি।

রাফি - হ্যালো, বাবা? আসসালামুআলাইকুম। কেমন আছেন?

বাবা - (সবাইকে ডাকলেন) ওয়ালাইকুলুসসালাম। কি খবর বাবা? বিমান থেকে নেমেছিস কখন? সহীহ সালামত পৌছে গেছিস তো।

রাফি - বিমানে কিছু সমস্যা হয়েছে তাই গন্তব্যের আগেই ল্যান্ড করাতে হয়েছে।

বাবা - কি বলছিস! কোন সমস্যা হয় নি তো! তুই ঠিক আছিস তো।

রাফি - কিছু হয় নি আমার। আমি একদম ঠিক আছি। ওই বিমানে কোন এক যাত্রীর জন্য বিমানকে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করাতে হয়েছে। যাত্রীদেরকে আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে দেশে। আমিও চলে আসতেছি তাদের সাথে।

বাবা - (কৌতুহলী) তুই কিছু লুকাচ্ছিস না তো রাফি?

রাফি - কি বলছো বাবা? লুকাতে যাবো কেন? ফিরে আসি তারপর জেরা কইরো মনমত।

বাবা - নাহ, আমার সন্দেহ হচ্ছে রাফি। নে তোর মায়ের সাথে কথা বল।

মা - হ্যালো রাফি? কিরে তোর বাবা কি সব বলছে রে? কি হয়েছে! তুই কোথায়? পৌছাস নি এখনো!

রাফি - (কপালে হাত দিয়ে) আরেহ, মা? আমি ঠিক আছি, কিছু হয় নি আমার। ফিরে আসতেছি।

এসে সামনাসামনি কথা বলবো। এতো চিন্তা করো না।

মা - চিন্তা করবো না! কি একটা চাকরী নিলি! জীবনটাই কেমন এলোমেলো করে দিলো। তুই আয় তো, চলে আয় তো দেশে।

রাফি - (অট্ট হাসি দিতে দিতে) মা? কি যে সব বলছো না তুমি। আচ্ছা মা রাখছি।

মা - কিরে নিজের বৌঘের কথা ভুলে গেলি? মেঘেটা মন মরা হয়ে আছে অথচ জানতেও চাইলি না ওর কথা?

রাফি - (মাথা চুলকাতে চুলকাতে) কি যে বলো না মা, আমি ফোন দিতাম তো ওকে, তুমি ফোন রাখলেই ফোন দিতাম।

মা - হয়েছে হয়েছে, কেন একবারেই কথা বলে নিলে কি এমন ক্ষতি হবে! এইতো বৌমা চলে এসেছে। নে কথা বল।

তোহা - হ্যালো?

রাফি - কি খবর? মন খারাপ নাকি?

তোহা - (না সূচক) উহুহুহ।

রাফি - তোমার নাকি মন খারাপ। দেখো, ক্যান্সেল হয়ে গেছে সব। চলে আসতেছি।

তোহা - (হ্যাঁ সূচক) হ্লউট।

রাফি - আর হ্যাঁ, বাবা মা কে যেতে দিয়ো না আর ডাইরেক্টের স্যারকে বলে সিকিউরিটি কোয়ার্টারে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। আমি ফিরে এসে দেখছি সব।

তোহা - (হ্যাঁ সূচক) হ্লউট।

রাফি - রাখছি তাহলে। ফিরতে হবে।

তোহা - সাবধানে ফিরে এসো।

রাফি - ফি আমানিল্লাহ।

রাফি ফোনটা রেখে দিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে নেয় রাফি।

ব্যাগ গোছানো শেষ হতে হতে মাফিয়া গার্নের ফোন চলে আসে।

- হোটেলে তোমার সময় শেষ রাফি। লোকাল গ্যাং তোমার ইয়োলো ক্যাবকে ট্রেস করতে পেরেছে। ক্যাবটির জিপিএস লোকেশন এখন তোমার হোটেলের পাশেই। আর লোকাল গ্যাং এর সদস্যদের ফোন লোকেশন তোমার হোটেলের আশেপাশে। তারা হয়তো পরিবেশ বুঝতে চাইছে হোটেলের। এখনই হোটেল থেকে বের হতে হবে তোমাকে। it's now or never.

রাফি - আমি তৈরী।

- একটা খারাপ খবর আছে। হোটেলের সবকিছুই অফলাইন, অর্থাৎ আমি কিছুই করতে পারবো না। যা করার তোমাকেই করতে হবে। আমি ধারনা করতে পারি নি যে মার্সেনারী গ্রুপের লিংক এইদেশে এভাবে চলে আসবে ভাবি নি। রাফি, you are on your own.

রাফি - Should I thank you for this?

- good luck. Stay on the line.

রাফি ইয়ারবট কানে গুঁজে ব্যাকপ্যাক কাধে তুলে নেয়। জানালা দিয়ে হালকা উঁকি মারে। রাস্তায় ভালই মানুষজন আছে কিন্তু কে গ্যাং এর লোক আর কে না তা বুঝবে কিভাবে?

রাফি - কে গ্যাং এর লোক এটা বুঝবো কিভাবে?

- চিনে চিনে তুমি এই গোলকধাঁধা থেকে বের হতে পারবে না। সবার হাত থেকে পালিয়েই বের হতে হবে তোমাকে। সন্ধ্যা ও হয়ে এসেছে। ফায়ার এক্সিট, লিফট, শিড়ি কোনটাই ব্যবহার করতে পারবে না।

রাফি - সার্ভিস এলিভেটর? এটা তো ভাবনায় আনবে না তারা?

- affirmative, go for it. Good luck.

রাফি ফোনটা কেটে রুমের দরজা খোলে, মাথা বের করে উকি মারে। নাহ কেউ নেই। রাফি সার্ভিস এলিভেটর খুজতে থাকে। পেয়েও ঘায় কিন্তু হোটেল স্টাফ ছাড়া আর কেউ যাতে এটা ব্যবহার করতে না পাবে তার জন্য একসেস কার্ড প্রোটেকশন দেয়া রয়েছে। রাফি অন্য দিকে দৌড় দেবে তখনই সার্ভিস এলিভেটর খুলে ঘায়। একজন ক্লিনার তার ইকুইপমেন্ট নিয়ে এলিভেটর দিয়ে নামে। রাফি ঠায় দাঢ়ায় থাকে আর দোয়া করতে থাকা যেন ক্লিনার চোখের আড়াল হওয়ার আগে লিফটের দরজা বন্ধ

না হয়ে যায়। ক্লিনার করিডোরে মোড় ঘুরতেই রাফি লিফটের দিকে দৌড় দেয়। লিফটের দরজা ততক্ষণে বন্ধ হতে শুরু করেছে। রাফি উপায় না দেখে দৌড়াতে দৌড়াতে নিজের ঘাড়ের ব্যাগ খুলে নেয় আর দরজার দিকে ছুড়ে মারে। দরজায় ব্যগটি আটকে যাওয়ায় দরজা আবারও খুলে যায়। রাফি ভেতরে তুকে গ্রাউন্ড ফ্লোরের বাটন প্রেস করে। লিফট ৬য় ফ্লোরে আসার পর লিফট থেমে গেল। দরজা খুলতেই একজন হোটেল বয় কে দেখতে পেল। হোটেল বয় রাফিকে দেখে কপাল কুঁচকে তাকালো রাফির দিকে। রাফি হোটেল বয়ের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে এতটুকু বুঝতে পারলো যে হোটেল বয় যথেষ্ট কনফিউজড এবং যে কোন মুহূর্তে চিৎকার দেবে। রাফি রিঞ্জ নিতে চাইলো না। করিডোর ও একদম ফাঁকা। রাফি সুযোগ বুঝে ঝাপিয়ে পড়ে হোটেল বয়ের উপর। হোটেল বয়ের গলায় নিজের ডানহাত পেঁচিয়ে বাম হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখে। কিছুক্ষণের ভেতরে হোটেল বয় অঙ্গন হয়ে যায়। অবশেষে হ্যান্ড টু হ্যান্ড কমব্যাট ট্রেনিং এর কিছু কাজে লাগলো রাফি। হোটেল বয়ের বডিটা টেনে সেই ঘরে তুকিয়ে নেয়। নিজের শার্ট এক্সচেঞ্জ করে ফেলে হোটেল বয়ের সাথে। হোটেল বয়কে রুমে রেখে রুমের বাইরে নো ডিস্টাৰ্ব সাইন টানিয়ে দিয়ে রুম লক করে দেয় রাফি। ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে রওনা দেয় আবার সার্ভিস এলিভেটরের দিকে। এলিভেটর দিয়ে সরাসরি সার্ভিস রুমে চলে গেল রাফি। সেখানে হোটেলবয়, সার্ভিস ম্যান, সহ আরো অনেকে ছিলো। রাফি ঘাড় থেকে ব্যাগটা নামিয়ে যতটা সম্ভব মাথা নীচু রেখে ব্যাকডোর খুজতে থাকলো। রাফি যতদূর জানে, একজন হোটেল বয় অনডিউটিতে কোন পার্সোনাল ব্যাগ বহন করতে পারে না। তাই চেষ্টা করলো কারো নজরে না আসার। সবাই যার ঘার কাজে ব্যস্ত থাকায় রাফির দিকে কেউ নজর দিলো না। রাফি ব্যাকডোর দেখতে পায় কিন্তু সেটা করিডোরের অপরপ্রান্তে। সার্ভিস রুমের সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ওই প্রান্তে যাওয়া অসম্ভব। রাফি আসে পাশে বড় পলিব্যাগ দেখতে পায়। একটা পলিব্যাগের ময়লা ফেলে দিয়ে সেই ব্যাগে নিজের ব্যাকপ্যাক ভরে নেয়। তারপর আরো কিছু ময়লার পলিব্যাগ কাধে তুলে মাথা যতটা সম্ভব নীচু রেখে সার্ভিস এক্সিটের দিকে এগোতে থাকে রাফি। কোনপ্রকার ঝামেলা ছাড়াই রাফি পৌছে গেল সার্ভিস এক্সিটে কিন্তু সেখানে কেউ একজন রাফিকে আটকায়। হয়তো ফ্লোর ম্যানেজার। রাফির হার্টবিট বেড়ে যায়। এই বুঝি ধরা পরে যায়। ফ্লোর ম্যানেজার রাফির চেহারার বদলে পলিব্যাগে কি আছে তা নিয়ে বেশী ইন্টারেস্টেড। রাফির কাছে ৪ টা পলিব্যাগ ছিলো। ফ্লোর ম্যানেজার দুইটা ব্যগ চেক করলো। রাফি মনে মনে ভাবে এই বুঝি ধরা পড়ে গেলো, কারণ পরের ব্যাগটা খুললেই রাফির ব্যাকপ্যাক দেখতে পাবে ফ্লোর ম্যানেজার। সৌভাগ্যক্রমে ফ্লোর ম্যানেজার অন্য দুইটা ব্যগ চেক না করেই রাফিকে যেতে দেয়। রাফি যেন হাপ ছেড়ে বাঁচে। বাইরে এসে ডাস্টবিনে ময়লা ফেলে বাইরের পরিবেশ বোঝার চেষ্টা করে রাফি। হোটেল সামনের দিকটা যেমন জমকালো, পেছনের দিকটা ঠিক ততটাই সুন্সান। রাফি পলিব্যাগ থেকে ব্যাকপ্যাক বের করে ঘাড়ে নেয়। চুপচাপ ওই সুন্সান গলি দিয়ে বের হয়ে মেইন রাস্তার এসে পড়ে রাফি। একটা ট্যাঙ্কিলে সিগন্যাল দিয়ে দাঁড় করায় রাফি। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ঠিক করে উঠে পড়ে ট্যাঙ্কিলে। এয়ারপোর্ট তো ঠিক করলো কিন্তু এখনো তো কিছুই ঠিক হয় নি আর দেশে ফেরার টিকিট ও কাটা হয় নি।

রাফি *6666# নাস্তারে ডায়াল করে যেমনটি মাফিয়া গার্ল বলেছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে মাফিয়া গার্ল ফোন করে,

- you are an excellent agent Raffi. Excellent work. I am arranging your way home.

রাফি - কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে হবে কিভাবে? আমি তো এখন এই দেশেও সেফ না।

- এয়ারপোর্ট এলাকায়ও তোমার ছবি ফরোয়ার্ড হওয়া মোবাইলের লোকেশন পাওয়া যাচ্ছে।

রাফি - (অবাক হয়ে) তুমি আমার ছবি ট্রাক করছো কিভাবে?

- আমি তোমার ছবির ডেসক্রিপশন ম্যাপ সেট করে রেখেছি, তোমার যে ছবি সার্কুলেট হয়েছে সেই

ছবি যার ঘার মোবাইলে ফরোয়ার্ড হয়েছে বা কপি হয়েছে তাদের সবার লিষ্ট আমার স্ক্রিনে রয়েছে।

আমি শুধুমাত্র তাদেরকেই ট্রাক করতে পারছি যারা ফোনে তোমার ছবিটা কপি অথবা ফরোয়ার্ড করে

নিয়েছে। যদি কেউ হার্ডকপি করে নেয় অথবা নেটওয়ার্কের বাইরে থাকে তাহলে তাকে ট্রাক করা পসিবল নয়।

রাফি - এখন আমার কি করা উচি�ৎ। চোর পুলিশ খেলা হয়ে যাচ্ছে অনেকটা। পুলিশের কাছে যাওয়া উচি�ৎ?

- পুলিশকে কিভাবে বিশ্বাস করবে যে কিছু লোক তোমার পিছু নিয়েছে?

রাফি - এখন কোথায় যাবো তাহলে? এই লোকাল গ্যাং তো আমার পেছনে কুকুরের মত লেগে আছে। আর তুমি যা বললে তাতে তো আমার এয়ারপোর্টে যাওয়াটাও নিরাপদ না।

- আমি একটা এড্রেস দিচ্ছি। সেখানে তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবো আমি।

বলে মাফিয়া গার্ল একটা জিপিএস লোকেশন সেন্ড করে রাফিকে। আগেরবার এই ট্যাক্সিওয়ালাই রাফির হোটেল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলো লোকাল গ্যাংদের। এবার আর সেই ভূল করতে রাজী না রাফি। ড্রাইভারকে দুই গলি আগের ঠিকানা দেয় রাফি। প্রথমদিকে ড্রাইভার রাজী না হলেও অতিরিক্ত টিপসের লোভ দিয়ে রাফি মানিয়ে নেয় ড্রাইভারকে।

- ঠিকানায় পৌছে আমায় জানাবে। আর হ্যাঁ আমি না বলা পর্যন্ত ঠিকানার মেইন গেটের সামনে যাবে না।

রাফি - আগে পৌছাই তো। তারপর জানাচ্ছি।

- Good luck.

রাফির কথামত ড্রাইভার রাফিকে দুই গলি আগে নামিয়ে দেয়। রাফি পায়ে হেটে জিপিএস লোকেশনের কাছাকাছি পৌছায়। কিন্তু রাফির ফোন দেয়ার আগেই মাফিয়া গার্ল ফোন দেয় রাফিকে,

- ওখানেই দাঁড়াও আমি Go বলার সাথে সাথে মেইন গেটের দিকে চলে যাবে। stay on the lineGO.

রাফি ডাইনে বায়ে না তাকিয়ে সোজা মেইন গেট বরাবর হাটতে থাকে। মেইন গেট আস্তে আস্তে খুলতে থাকে।

- Don't stop, keep going.

রাফি গেটের সামনে এলে দেখলো ঠিক যতটুকু খুলেলে রাফি সহজে গেট দিয়ে চুক্তে পারবে ঠিক ততটুকুই খোল গেটটি। রাফি চুকে গেলো গেটের ভেতর। রাফি ভেতরে ঢোকার পরপরই মেইন গেটটা লেগে গেল।

- you can relax now, এখানে তুমি নিরাপদ থাকবে।

তাড়াক্কড়ায় রাফি প্রথমে ঠিকমত বাড়িটা দেখতে পায় নি। মাফিয়া গার্লের কথায় স্বস্তি পেয়ে রাফি চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগলো। বিশাল প্রাচিলে ঘেরা আলিশান দুইতলা বাড়ি। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে মর্ডান আর্কিটেকচারের ছোঁয়া। বাইরে থেকে কেউ দেখতে পারবে না এই প্রাচীরের ভেতর কি হচ্ছে। ছোটখাটো একটা দূর্গ বলা যায়।

রাফি - কার বাড়ি এটা।

- পৃথিবীর অন্যতম অস্ত্র ব্যবসায়ীর বাংলো এটি। পৃথিবীর সবচেয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে বাড়িটাতে। সবচেয়ে মজার ব্যপার হলো আমি এই বাড়ির সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে পানির ট্যাপ পর্যন্ত কন্ট্রোল করতে পারবো।

রাফি - তুমি সব কন্ট্রোল করতে পারলে আমাকে চোরের মত এখানে ঢোকালে কেন।

- বাড়িটার সিকিউরিটি অনেক বেশী টাইট। সিকিউরিটি যদি কোন আনঅথরাইজড এন্ট্রি ডিটেক্ট করে তাহলে একটা সাইলেন্ট এ্যালার্ম ট্রিগার হবে যা ওই অস্ত্র ব্যবসায়ী এবং লোকাল পুলিশ দুইজনের কাছেই চলে যাবে। একবার সাইলেন্ট এ্যালার্ম ট্রিগার হলে তা আমি বন্ধ করতে পারবো না।

রাফি - তা কোথায় তোমার এই অস্ত্র ব্যবসায়ী।

- কোন এক দ্বিপে পার্টি করছে। তাকে নিয়ে তোমার না ভাবলেও চলবে।

রাফি কথা বলতে বলতে ঘরের দরজার দিকে পা বাড়াতেই মাফিয়া গার্ল বলে ওঠে,
- ওইদিকে নয়। বাড়ির পেছনের দিকে যাও।

রাফি বাড়ির ধার ঘেঁষে পেছনের দিকে যেতে থাকে। পুরো বাড়িতে সিসিটিভি, ইনফ্রারেড, মোশান সেন্সর লাগানো রয়েছে।

রাফি - এটা কি বাড়ি না আরবিছু, পুরা বাড়িতে সিসিটিভি, ইনফ্রারেড, মোশান সেন্সর লাগানো, এখনো কি এলার্ম বাজে নি!

- এগুলো এখন আমার নিয়ন্ত্রণে। আমি ভিডিওফিড রিপ্লেস করে দিয়েছি। তাই তুমি এখন সিসিটিভিতে একটা ভুত হয়ে আছো। যাইহোক গ্যারেজের সাইডের দরজার সামনে যাও।

রাফি সাইডের দরজা খুঁজে বের করে। বেশ বড় গ্যারাজ। কিছুক্ষণের মধ্যে খটক করে দরজা আনলক হয়ে গেল। রাফি ভেতরে চুকে পুরোদন্ত অবাক হয়ে গেলো। গ্যারেজে বিশ্বের নামকরা দামী আর দুতগতির গাড়ি সাজানো রয়েছে। প্রতিটা গাড়িই চোখ ধাঁধানো। রাফি কখনো এসব গাড়ি চোখে দেখবে ভাবতে পারে নি।

- গ্যারেজের অন্যপ্রান্তে যাও।

রাফি মাফিয়া গার্লের কথামত গ্যারেজের অন্যপ্রান্তে গেলো।

একটা ওল্ডফ্যাশন মাসল কার দেখতে পেলো রাফি।

- গাড়ির ভেতরে বসো। তারপর গাড়ির ব্রেক চেপে ধরো। যা ই হয়ে যাক ব্রেক ছাড়বে না।

রাফি তাই করলো, ভেতরে বসে গাড়ির ব্রেক চেপে ধরলো। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা কাঁপুনি দিয়ে গাড়িটা মাটির নীচে তলাতে লাগলো। রাফি কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়লো।

- ভয়ের কারণ নেই। এটা একটা এন্টিনিউক্রিয়ার বাংকারের লিফট। বাড়িতে আলো জ্বালালে কারো সন্দেহ হতে পারে, সেদিক থেকে বাংকার নিরাপদ।

রাফি আন্দাজ করলো প্রায় ১০ তলা গভীরে নেমে এসেছে সে। অবশেষে গাড়িটার তলানো থামলো। রাফি গাড়ি থেকে নামলে একটা মোটাসোটা টাইটেনিয়ামের দরজা দেখতে পায়। সামনে আসতে আসতে আনলক হয়ে যায় দরজাটি। কম করে হলেও প্রায় ২০ ইঞ্চি পুরু দরজাটা অটোমেটিক খুলে যায় রাফির সামনে। লাইটগুলো জ্বলে উঠতে থাকে আর রাফির বিস্ময়ের স্তর বাড়তেই থাকে।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-৫

(বিলম্বের জন্য দুঃখিত)

রাফি আন্দাজ করলো প্রায় ১০ তলা গভীরে নেমে এসেছে সে। অবশেষে গাড়িটার তলানো থামলো। রাফি গাড়ি থেকে নামলে একটা মোটাসোটা টাইটেনিয়ামের দরজা দেখতে পায়। সামনে আসতে আসতে আনলক হয়ে যায় দরজাটি। কম করে হলেও প্রায় ২০ ইঞ্চি পুরু দরজাটা অটোমেটিক খুলে যায় রাফির সামনে। লাইটগুলো জ্বলে উঠতে থাকে আর রাফির বিস্ময়ের স্তর বাড়তেই থাকে। তুকতেই একটা কাঁচের বাল্টি। রাফি কাঁচের বাল্টির সামনে দাঢ়িয়ে থাকে। প্রায় ৭ ফিট হাইট, ৪ ফিট চওড়া চারকোণ একটা বক্স।

- বাংকারটি নিউক্লিয়ার কন্টামিনেশন ফ্রী জোন। যদি কোনভাবে তোমার শরীরে নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন বা কন্টামিনেশন বা যে কোন ধরনের সংক্রামক থাকে তাহলে বাংকারটি আর নিরাপদ থাকবে না। তাই অস্ত্র ব্যবসায়ী কাঁচের রুমটি এখানে স্থাপন করেছে। দুই হাত উঁচু করে রুমটাতে প্রবেশ করো, উপরের লাল আলো যতক্ষণ সবুজ না হচ্ছে ততক্ষণ কাঁচের রুমের ভেতরে থাকতে হবে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, Do not breath in there.

রাফি - সিরিয়াসলি! কতক্ষণ ওই বাল্টি দম আটকে থাকতে হবে?

- বেশী না, ৩০-৪৫ সেকেন্ড। সর্বোচ্চ।

রাফি - মানতে পারছিনা কি কি হচ্ছে আমার সাথে আরো কি কি যে দেখতে হবে।

বিড়বিড় করে কথাগুলো বলতে বলতে বুক ভরে স্বাস নিয়ে কাঁচের বক্সে তুকে গেলো রাফি। দরজা বন্ধ হয়ে গেলে চারিদিক থেকে গ্যাস এবং লিকুইড স্পে হতে লাগলো পুরো বক্সের ভেতর। নিশ্বাস না নিলেও রাফি আন্দাজ করতে পারছে যে গ্যাসটা রেডিয়েশন এবং নিশ্বাস দুটোর জন্যই ক্ষতিকর। চোখ বন্ধ করে দম আটকে ঠায় দাঢ়িয়ে রইলো রাফি। গ্যাসটা মেঝেতে শুষে নিলো এবং একটি মিশ্র হাওয়া স্পে তে রাফির অর্ধভেজা শরীরকে শুকিয়ে দিলো। পুরা প্রসেস শেষ হয়ে গেলে বক্সের উপরের লাল বাতিটা সবুজ হয়ে গেল আর সামনের দরজাও খুলে গেল। রাফি কাঁচের রুমে দম আটকে থাকায় সেখান থেকে একপ্রকার লাফ দিয়ে বের হয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিলো।

কিন্তু এ কি! নিশ্বাস নিতে রাফির ঘথেষ্ট অস্বস্তি হচ্ছে। নিশ্বাস নিলেও কেমন যেন দম আটকে আসতে লাগলো।

রাফি - (দম আটকা আটকা ভাব) I can't breath, I can't breath.

- This bunker is 11 level below and the air you are breathing is not natural. Your body has taken this type of air for the first time. Don't fight with it, your body will adjust. I am opening the ventilation system for real air.

রাফি - (হামাগুড়ি দিয়ে) I will be dead by then.

- just hold on. You will be fine.

রাফির কানে ঝিঁঝি পোকা ডাকতে শুরু করেছে আর চোখের সামনে সব সাদা হয়ে যাচ্ছে।

- রাফি, stay with me, রাফি?

রাফি মেঝেতে শুয়ে পড়ে, শরীর কুঁকড়ে যেতে থাকে।

রাফি - জ্ঞান হারাচ্ছি না তো?

রাফি বেশ জোরেই কথাটি বলেছিলো কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হলো না। রাফি নিজেকে শক্ত করলো। মনে মনে বলতে থাকলো "আল্লাহ, জ্ঞান হারানো যাবে না, জ্ঞান হারানো যাবে না" প্রায় ৫-৬ মিনিট ধরে এই আটিফিশিয়াল বাতাস শরীরে নেয়ার পর রাফির শ্বাসকষ্ট কমে যেতে লাগলো এবং আগের মতো কানের ঝিঁঝি পোকার আওয়াজও কমে যেতে লাগলো।

- রাফি? রাফি? Are you okay?

রাফি - better now. তবে মাথা ধরে গেছে।

- কিছুসময় পর সবকিছুই শরীর এড়যাট করে নেবে। কিছুক্ষণ যেভাবে আছো ওভাবেই থাকো। কুঁকড়ানো অবস্থায় পড়ে রইলো কিছুক্ষনের জন্য। তারপর উঠে বসে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো রাফি। নিজের পূর্ণ অবস্থা ফিরে আসাতে আবারও চারিদিক চোখ বোলানো শুরু করে রাফি। ফ্লাসবক্স তো কেবল বিস্ময়ের শুরু ছিলো, পুরো বিস্ময়ের দোকান তো সামনে খোলা। ভেতরে লম্বা করিডোর আর তার দুইদিকে বেশ কয়েকটা দরজা। সাদা রং এর দেয়ালে কালো দরজাগুলো চোখ ধাঁধিয়ে নিয়ে আসে।

- তোমার বাম হাতের দরজা খোল।

রাফি দরজা খুলে দেখতে পায় বেশ কিছু মনিটর এবং সার্ভার সহ একটা টেক রুম।

- এটা সিকিউরিটি এবং সারভিলেন্স রুম। এখান থেকে পুরো বাড়ি এবং বাড়ির এরিয়ার বাইরের ও সিকিউরিটি সারভিলেন্স এনশিওর করা সম্ভব। Turn on the system from sleep.

রাফি পাওয়ার অন করে সিস্টেমটির। সিস্টেম এক্টিভেট হলে সামনে রাখা চেয়ারে বসে কিবোর্ডে হাত চালায় রাফি। উদ্দেশ্য সিকিউরিটি মেজার্সগুলো যাচাই করে দেখা। রাফির চোখ বড় হতে হতে ছানাবড়া হয়ে যায় এডভান্স সিকিউরিটি মেজার্সগুলো দেখে। শুধু যে সিসিটিভি, মোশান সেন্সর আর ইনফ্রারেড দিয়েই ঘেরা এই পুরো এলাকা তা নয়। এটা ছোটখাটো একটা মিলিটারি গ্রেড ফ্যাসিলিটি। অতি উচ্চমানের সিকিউরিটি এনশিওর করার জন্য পুরো কম্পাউন্ড রিমোটলি এক্টিভেটেড ল্যান্ডমাইন দিয়ে ভর্তি। এছাড়াও বাড়ির ছাদে রাডার, ল্যান্ড টু এয়ার জ্যাভলিন এবং হীট সিকার

মিসাইল, বিল্ডিংয়ের চারদিক ও প্রাচীরের একটি পিলার অন্তর মোশান সেন্সরড M134 মিনিগান, ভারী ঘান কিংবা অন্যকিছুকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে ৩৬০° রকেট লঞ্চার সহ পুরো বাড়িতে ৫ স্তরের সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। এতসব মারনাস্ত্র সজিজ্ঞত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে রাফির গলা শুকিয়ে আসে যদিও সে ঘটটা সন্তুষ্ট নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছিলো।

রাফি - মাফিয়া গার্ল? You can control all of this, right?

- with 95% accuracy, yes. I can control all of them but you can use them with 100% accuracy.

Wanna try?

চেয়ার থেকে এক লাফে উঠে দাঢ়ায় রাফি, দুই হাত কিবোর্ড থেকে সরিয়ে মাথার উপর তুলে ধরে,

রাফি - Are you mad? To whom? I'm not gonna use them.

- you have to if it's necessary. Activate the sensors and link with the weapon system.

রাফি - তাহলে তো অনাকাঙ্ক্ষিত যে কারো জীবন হুমকির মুখে পড়বে। ভুল করেও তো কেউ এরিয়ার ভেতর চলে আসতে পারে নাকি?

- then what you suggest?

রাফি - এ্যালার্মই ইনাফ, যদি সেটা থ্রেট হয় তাহলে আসবে অস্ত্রের ব্যবহার।

- do you wanna see what Alarm looks like!

হঠাতে ঘরের আলো নিভে গেলো আর এশ্বলেন্সের সাইরেন লাইটের মত লাল আলো বীপ করতে থাকলো। দেখতেই ভুতুড়ে অবস্থা।

রাফি - Are you doing this? Please stop it.

এ্যালার্ম সিগন্যাল বন্ধ হয়ে সব নর্মাল হয়ে গেলো।

- I was! Just Showing you those cool stuffs.

রাফি সিকিউরিটি মেজার্স এক্টিভেট করে দিলো। রুম থেকে বের হতেই সামনে একটা দরজা। রাফি দরজাটি খুলতে যাবে তখন,

- Not now, we shall open this door another time.

রাফির কৌতুহল বেড়ে যায় আবার এন্টিনিউক্লিয়ার বাংকার বলে কথা, আগ বাড়িয়ে কিছু করতে না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

করিডোর বেয়ে সামনে এগোয় রাফি। সামনের একটি দরজা খোলে রাফি, বেশ বড়সড় একটা লিভিং রুম। মোটামুটি আর দশটা হাইক্লাস বেডরুমের মতনই শুধু বড়বড় জানালা নেই। রুমটা থেকে বেরিয়ে পাশের রুমে যায়। ডাইনিং রুম + ফুড স্টোরেজ। অসংখ্য সেলফ আর তাতে ছোট মাঝারী টিনের কৌটা রাখা যা ক্যানড ফুড বলে পরিচিত।

- ৪ জন মানুষের জন্য ৭ বছরের খাবার মজুদ রয়েছে এখানে।

রাফি রুম থেকে বের হয়ে অন্য রুমে যায়, অস্ত্রের ব্যবসায়ী হিসাবে যথার্থ মর্যাদা সে রেখেছে। রুমের পুরোটা জুড়ে অস্ত্র সাজিয়ে রাখা যার মধ্যে কিছু প্রোটোটাইপ অস্ত্র ও আছে। এছাড়াও স্টার্ভার্ড মানের ড্রাইং + বার রুম, এবং একটা সার্ভার রুম ও আছে বাংকারে।

রাফি - তুমি এতো জায়গা থাকতে আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন?

- তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

রাফি - (কৌতুহলী) আর দশটা মানুষের মত সিকিউরিটি এটা না। আমার এমন সিকিউরিটির প্রয়োজন ছিলো না।

- ছিলো।

রাফি - মানে!

- ড্রাইং রুমে গিয়ে টিভিটা অন করো।

রাফির মনে সন্দেহ জাগে, এমন কি হলো যার জন্য মাফিয়া গার্ল এমন কথা বলছে। রাফি ড্রাইং রুমে গিয়ে টিভি অন করলো। হয়তো এটাই দেখার বাকী ছিলো। ব্রেকিং নিউজ চলছে সব চ্যানেলে। ভাষা দূর্বোধ্য হলেও ভিডিওতে দেখানো বাড়িটা পরিচিত রাফির। মাফিয়া গার্ল অনুবাদ করে দেয়,

- রাফি, তুমি যে ৪ তারা হোটেলে অবস্থান করছিলে সেখানের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২২ জন প্রান হারিয়েছে। ৬য় তলায় আগুন লাগে, আর সেই আগুন উপরের বাদবাকি ফ্লোরেও ছড়িয়ে পড়ে। অজ্ঞাত কারনে ৭ম তলার ফায়ার এক্সিট, লিফট এবং শিড়িতে বাধা থাকায় ৭ম তলা থেকে উপরের সব তলার অবস্থানের অতিথিদের কেউই নাচে নামতে পারে নি ফলে সবাই জ্যান্ট পুড়ে মারা যায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারনা এটি শর্ট সার্কিটের আগুন কিন্তু আমার মনে হয় না তুমি সেই ধারনার সাথে একমত।

রাফি কখনো ভাবতেও পারে নি যে তার জন্য এতগুলো মানুষকে জান খোয়াতে হবে।

রাফি - আমাকে মারতে ওরা একটা হোটেলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে নেবে?

- I told you earlier, real life is much more dangerous than cyber world. They are hunting you. The won't stop, the never stop.

রাফি - এখানে তো সারাজীবন আটকা থাকতে পারবো না, তাই না?

- সারাজীবনের চিন্তা পরে আগে এইমুহূর্তের চিন্তা করো। পুলিশ ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছে এবং আমার মনে হয় না যে সেটা তোমার জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে।

রাফি - মানে!

- ৬য় ফ্লোরে একজন হোটেল বয়কে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং পুলিশ ধারনা করছে সে হয়তো কিছু জানতে পারে। রাফি? কৃত থেকে বের হওয়ার পর থেকে কি কি হয়েছে সবকিছু ইন ডিটেলস বলো আমাকে।

রাফি প্রথম থেকে সবকিছু বলতে শুরু করলো মাফিয়া গার্লকে। নীরবে পুরো ঘটনা শুনে মাফিয়া গার্ল বলতে শুরু করলো,

- তার মানে হোটেলের সিসিটিভি ক্যামেরা তোমাকে ধরে ফেলেছে, এমন ও হতে পারে যে তুমি যখন হোটেল বয়কে আক্রমন করেছো তখন সেই ঘটনাও সিসিটিভি ফুটেজে চলে আসতে পারে। এছাড়াও তুমি ফ্লোর ম্যানেজারের সামনে দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছো। পুলিশ তোমাকে প্রাইম সাসপেন্ট হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারে আর যদি তাই হয় তাহলে শুধু লোকাল গ্যাং নয়, দেশের পুলিশও তোমার পিছনে পড়বে।

রাফি - oh shit shit shit shit. This whole things is your idea, YOUR..... first the mercenary, second the local gang, and now the police! !!!!! I'll be dead because of you.

- you are alive because of me, you should be thankful.

বলে ফোনটা রেখে দেয় মাফিয়া গার্ল। রাফি রাগে ফুসতে থাকে, তবে একটা জিনিস ঠিক আছে, মাফিয়া গার্ল ওয়ার্নিং দিয়েছিলো বলেই পুড়ে মরতে হয়নি রাফিকে। মাফিয়া গার্লের জন্যই আজ রাফি বেঁচে আছে। নাহ, এতটা কুড়ভাবে কথা বলা ঠিক হয় নি। নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী মনে হলো।

নাহ এভাবে বসে থাকা চলবে না, কোন একটা রাস্তা তো বের করতেই হবে। অন্যদিকে রাত ও অনেক হয়েছে। *6666# এ ডায়াল করে রাফি।

একটা মেসেজ আসে রাফির ফোন এ,

"Go to sleep. You are safe in there. We shall talk in the morning. Good night"

মেসেজটা পড়ে রাফির কিছুটা হতাশ লাগলো। এই অবস্থায় মানুষ ঘুমায় কিভাবে! তখনই আরো একটা মেসেজ আসে, মাফিয়া গার্ল।

"If you have sleeping problem, go to the server room, run the file name 'ooo'. You will find some name, photos and other details. Study them, you have to face them if you want to leave this country alive. You can have more information if you want, this server is 3x more powerful than your NSAs server. Good luck and good night."

রাফি এবার কিছুটা জোস পেলো। অবশ্যে তার পিছু নেয়া শতরুগুলোর ডিটেলস জানতে পারবে সে। ড্রয়িং থেকে এক প্রকার দৌড়ে সার্ভার রুমে চলে গেলো রাফি। সেখান থেকে ০০০ ফাইলটা খুজে বের করে রান করলো সে।

বাহ, সিষ্টেম যথেষ্ট স্থুৎ। ফাইলটিতে বেশ কয়েকজন মানুষের ডিটেলস দেয়া রয়েছে। রাফি এদের কাউকে না চিনলেও এরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা সংস্থার মোষ্ট ওয়ান্টেড লিষ্টে আছে। আর যাদেরকে লোকাল গ্যাং বলে বলে এতক্ষণ অনিহা করেছিলো রাফি তারা মোটেই অতোটা ফেলনা ছিলো না। এই দেশের সবচেয়ে বড় গ্যাংব্যাংগারস এরা। এদের শেকড় যথেষ্ট গভীর, এই দেশের রাজনীতি কন্ট্রোল করে এই গ্যাং। রাফির বোৰা হয়ে যায় যে যাদের লিষ্ট মাফিয়া গার্ল দিয়েছে এরা যদি সত্যিই রাফিকে মারার জন্য পেছনে লেগে থাকে তাহলে এই বাংকারও রাফির জন্য নিরাপদ না।

ফাইলটিতে যে শুধু এদের লিষ্ট দেয়া আছে তাই ই নয়, পুরো ফাইলটিতে একটা প্যাটার্ন রয়েছে যার দ্বারা বোৰা যাচ্ছে কার সাথে কে কানেক্টেড আর এদেরকে চালাচ্ছেই বা কে।

বেশ ঝুঁকি বামেলার পর রাফির শরীর আর চলতে চায় না, সেইভাবে ঘুম না আসলেও ক্লান্তি আর অবসাদ রাফিকে ঘিরে ধরে, অপরাধীদের দেখতে দেখতেই ঘুমে ঢলে পড়ে রাফি।

ঘুম ভাঙ্গে পরদিন দুপুরের দিকে, মাফিয়া গার্ল একের পর এক ফোন দিয়ে রাফিকে না পেয়ে বাংকারের ইন্টারকম দিয়ে রাফিকে ডাকতে থাকে। ছোট ক্রমগুলোতে ইন্টারকমের সাউন্ডে গম গম করছে,

- wake up Raffi. Wake up. Its an emergency, wake up.

রাফি আড়মোড়া দিয়ে উঠেই কান চেপে ধরে। ফোনেও একনাগাড়ে রিং হচ্ছে। রাফি কোনমতে ফোনটা রিসিভ করে কানে তোলে,

রাফি - হ্যাঁ হ্যাঁ জেগে গেছি জেগে গেছি, আর চ্যেচিও না।

- I have a bad news for you. Turn on the TV.

মাফিয়া গার্লের এমন কথা শুনে রাফির আবারো বুক ধড়ফড়িয়ে উঠলো, আবার কি খারাপ সংবাদ। জলদি ছুটে গেলো ড্রয়িং রুমে, মোবাইলটা কানে চেপে রেখে টিভি অন করে রাফি! টিভিতে ব্রেকিং নিউজে কয়েকটে সিসিটিভি ফুটেজ দেখাচ্ছে যার মধ্যে কয়েকজনকে হোটেলের লিফট এবং শিড়ি ব্লক করে দিতে দেখা যায় এবং অন্য একটা ফুটেজে একটি যুবককে একজন হোটেল বয়ের উপর ঝাপিয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে প্রায় ১০ জনের চেহারা পাওয়া গেছে যাদের সবার ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকায় শনাক্ত করা গেছে কিন্তু হোটেল বয়কে আক্রমন করা ব্যক্তিকে এখনো কেউ স্বনাক্ত করতে পারে নি। আর টেলিকাষ্ট করা ভিডিওটাও যথেষ্ট অস্পষ্ট।

- যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। পুলিশ তোমাকে সাসপেক্ট লিষ্টে এড করে নিয়েছে। পুলিশ ভাবছে হয় তোমার কারনে আগুন লেগেছে অথবা তুমি আগুন লাগিয়েছো। সমস্ত নিউজ চ্যানেলে অন্যান্য ফুটেজের সাথে সাথে তোমার ভিডিও ফুটেজও প্রচার করতে বলা হয়েছে। আমি যতদূর সন্তুষ্ট ভিডিও ব্লার করে দিয়েছি তাই ভিডিও টেলিকাষ্ট হলেও কেউ তা থেকে তোমাকে চিনবে না কিন্তু পুলিশ অরিজিনাল ভিডিও ফুটেজ থেকে তোমার ছবি বের করতে সক্ষম হয়েছে। সমস্ত পুলিশ স্টেশনে তোমার ছবি ফ্যাক্স অথবা ইমেইলের মাধ্যমে সার্কুলেট করা হয়েছে। আমি যতদূর পেরেছি পুলিশের ফোর্যার্ড করা ছবিটা রিপ্লেস করে দিয়েছি।

রাফি - গ্যাং পেছনে পড়েছিলো, এখন আবার পুলিশ! তবে এবার হয়তো গ্যাং একটু পিছে হটবে, তাদেরকেও তো খুজবে পুলিশ নাকি?

- গ্যাং পিছু হটবে না, এরা পুলিশের নাকের ডগাতেই থাকে। পুলিশ ওয়ারেন্ট ইশ্ব্য করে এরেষ্ট করলেও এদেরকে ধরে রাখতে পারে না। জনগনের মনে শান্তনা দেয়ার জন্য তাদের ভিডিও আর ছবি টিভিতে টেলিকাষ্ট করছে।

রাফি - তার মানে তারা আমার পিছু ছাড়ছে না?

- একদমই না, বরং কিছু কোরাপট অফিসার তাদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তোমার উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।

রাফি - কিন্তু সেটা তো সত্য নয়, আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।

- পুলিশকে যেভাবে লীড দেয়া হচ্ছে তাতে শেষ পর্যন্ত পুলিশ তোমাকেই আপরাধী বলে ধরে নেবে। তোমার কোন পুলিশ রেকর্ড না পাওয়ায় তুমি একজন প্রোটেনশিয়াল ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিস্ট। এছাড়া হোটেলের রিসিপশনিষ্ট তোমাকে অরিজিনাল ভিডিও ফুটেজ দেখে চিনে ফেলেছে এবং একজন অতিথি হিসেবে আইডেন্টিফাই ও করে নিয়েছে।

রাফি - হোটেলের লগবুকে তো আমার নামে কিছুই লেখা নেই, আমি তো কোন তথ্যই দেই নি।

- হ্যাঁ কারণ আমি আগে থেকেই কিছু তথ্য দিয়ে রেখেছিলাম। আমি অনলাইনের তথ্য অথেন্টিক করে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু এদের নিজেদের ভেতর যোগসাজশ দেখ অথেন্টিক করে দেয়ার সাহস করি নি, এতে তোমার পরিবারের উপর খারাপ প্রভাব পড়তো।

রাফি - আমার সারেন্ডার করা উচিত। সারেন্ডার করলে হয়তো আমি প্রমান করতে পারবো আমি নিরাপরাধ।

- oh really? Go to the server room, something is waiting for you.

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-৬

রাফি - আমার সারেন্ডার করা উচিত। সারেন্ডার করলে হয়তো আমি প্রমান করতে পারবো আমি নিরাপরাধ।

- oh really? Go to the server room, something is waiting for you.

একের পর এক চমক পেতে পেতে রাফি কেমন যেন অভস্থ হয়ে গেছে, চমকে না উঠলেও কিছুটা বিচলিত হলো রাফি।

- কি হলো? যাও!

রাফি - (চমকে উঠে) ওহ, হ্যাঁ ঘাচ্ছি।

বলে সার্ভার রুমের দিকে রওনা দিলো রাফি।

কম্পিউটার স্ক্রীনে একটা মেসেজ লাফাতে থাকে। একটা ফাইল। পুলিশের শুট অন সাইট অর্ডার।

রাফির কেমন যেন গা সওয়া হয়ে গেছে,

রাফি - দেখলেই গুলি করবে? যাহ, শেষ পর্যন্ত জীবনটা এভাবে শেষ হবে!

- এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়লে হবে মিষ্টার? মনকে এত ভেঙ্গে পড়তে দিতে হয় না। তুমি এখানে নিরাপদ থাকবে।

রাফি - মানে বাদবাকি জীবনটা আমার এই বাংকারে কাটাতে হবে! আমি এভাবে বাঁচতে চাই না।

- I will take you out of here. You'll be free.

রাফি - আমি বাংকার থেকে জীবিত বের হতে পারলেও এই দেশ থেকে বের হতে পারবো না।

- we shall see about that. Now prepare for war.

রাফি - war! মানে যুদ্ধ! কি বলছো কি?

- তোমাকে এই বাংকারের ঠিকানা দেবার আগে ভেবেছিলাম তোমাকে যে কোনভাবেই হোক আমি ওই দেশ থেকে বের করে নিয়ে আসবো। কিন্তু গ্যাং এর লোকজন যখন হোটেলে আগুন লাগিয়ে দিলো তখন একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিলো, you can't leave this country without a fight. They will destroy your plane if necessary. যার জন্য তোমার প্লেনের টিকিট কনফার্ম করেও তোমাকে বিমানবন্দরে না নিয়ে এখানে নিয়ে আসতে হয়েছে।

রাফি - আমার প্লেনের টিকিট! মানে আমার দেশে ফেরার টিকিট! মানে আমার বাড়ি যাওয়ার টিকিট!

- উত্তেজিত হয়ো না। গতকাল রাত থেকেই এয়ারপোর্টে হাই এ্যলবার্ট জারী হয়েছে। তোমার আজ
সকালে ফ্লাইট ছিলো আর তুমি কোনভাবেই নিরাপদে বিমানবন্দর পৌছাতে পারতে না।

রাফি - হ্যাঁ, স্বাধীন দেশে আমি বন্দি হয়ে আছি একটা বাংকারে। এটা কেমন কথা! আমি বের হবো
এখান থেকে।

বলেই লিইভিং রুমে ঢুকে ব্যাগ নিয়ে বের হতে উদ্যত হলো।

- রাফি, আমি জানি তুমি এখন কনফিউজড হয়ে আছো। দেখো তুমি যদি এভাবে ওই গ্যাং এর সামনে
দাঢ়াও তাহলে তোমার শরীরে অতখানি জায়গাও নেই যতগুলো গুলি তোমার শরীর ঝাঁঝরা করে
দেবে। আর যদি তুমি এখানে থাকো তাহলে you have a fighting chance.

রাফি ব্যাগটা আবার খাটের উপর ছুড়ে মারলো। এভাবে ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়া সম্ভব তা হয়তো এর
আগে রাফির জানা ছিলো না।

রাফি - (শান্ত গলায়) এরপর কি ?

- নিজেই দেখে নাও। এলাকের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সিকিউর লাইন ট্যাপ করে সিস্টেমে ট্রান্সলেটর
ইনস্টল করে দিয়েছি। হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের জন্য যে কেস দায়ের হয়েছে তার মেইন
ইনভেষ্টিগেটরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইনেসপেক্টর G কে। এই ইনেসপেক্টর G এক দিকে আইনের
লোক তেমনি অন্যদিক দিয়ে এই লোকাল গ্যাং এর অন্যতম মদদ দাতা। আমি তার ল্যান্ডলাইন এবং
ফোন ট্যাপ করে বাংকারের সার্ভারে কানেক্ট করে দিয়েছি। ইনেসপেক্টর G কখনো ধারনাও করতে
পারবে না যে তাদের সিকিউর লাইন ও কেউ ট্যাপ করতে পারে। আসা করা যায় তুমি তোমার সব
তথ্যই পেয়ে যাবে, পুলিশ এবং সন্ত্রাসী উভয়েরই।

রাফি - (রহস্য নিয়ে) তাহলে এখন আমি গুপ্তচর?

- হ্যাঁ। আপডেট থাকা ভালো। আর হ্যাঁ আমি কয়েক ঘন্টার জন্য অফলাইন হচ্ছি। সার্ভারটিতে
পিকাচু নামের একটা প্রোগ্রাম আছে। আমার অবর্তমানে পিকাচু তোমাকে সাহায্য করবে। এটা একটি
পরিষ্কামূলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা prototype Artificial intelligence। এটার ব্যবহার প্রচুর তবে আপাতত
পিকাচু তোমাকে সিকিউরিটি সার্ভেইল্যান্স এবং ওয়েপনস কন্ট্রোল এর কাজে সাহায্য করবে।
রাফি কম্পিউটার যেঁটে পিকাচু নামের প্রোগ্রামটি পায়। পিকাচু রান করার কিছুক্ষণ পর স্ক্রীনে লোডিং
শুরু হয় এবং বাংকারের সব আলো একসাথে বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সব আলো জ্বলে
ওঠে।

রাফি - কি হলো এটা!

- পিকাচু জেগে উঠছে এবং সিস্টেমের কন্ট্রোল নিয়ে নিচ্ছে। Ok, I have to go. Have fun.

মাফিয়া গার্ল ফোনটা কেটে দিলো। এদিকে সার্ভার স্ক্রীনে ৮০% লোডিং শো করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে
১০০% লোডিং কমপ্লিট হয়ে গেলো।

পিকাচু - (কার্টুন ভয়েস) Hi, I am pikachu. How may I help?

রাফি - (ডানে বায়ে তাকিয়ে) হ্যালো, পিকাচু। কি কি করতে পারবে তুমি?

পিকাচু - আমার পার্মিশন সেটিংসে শুধুমাত্র ওয়েপন সিস্টেম, সার্ভেইল্যান্স কন্ট্রোল এবং ডাটা
ম্যানেজমেন্ট এসিস্টেন্স এক্টিভেট রয়েছে। কিন্তু আমি এর থেকে আরো অনেক কিছু পারি।

স্ক্রীনে শো করছে Activating weapon and surveillance control.

রাফি - পিকাচু? কি করছো তুমি?

পিকাচু - আমি সিকিউরিটি এবং সার্ভেইল্যান্সের কন্ট্রোল নিচ্ছি। Please go to the surveillance room.
You can access everything from there.

রাফি সার্ভার রুম থেকে সার্ভেইল্যান্স রুমে চলে যায়। সার্ভেইল্যান্স রুমে। ততক্ষণে পিকাচু তার কাজ
শুরু করে দিয়েছে। মোট ৮ টি স্ক্রীনের সবগুলোতেই কোন না কোন কাজ চলছে। একটিতে
ইনেসপেক্টর G এর ফোনের এক্টিভিটিস দেখা যাচ্ছে। অন্য একটিতে রাডার এক্টিভিটিস দেখা যাচ্ছে।
অন্য একটিকে ল্যান্ডমাইনের লোকেশন ও স্ট্যাটাস দেখা যাচ্ছে একটা বড় স্ক্রীন ছাড়া অন্যন্য

স্ক্রীনগুলোতে বাড়ির আশে পাশে চলাচল করা প্রতিটা মানুষের ফেসিয়াল রিকগনিশন এবং তাদের শরীরে অস্ত্র আছে কি না তাই স্ক্যান করছে।

পিকাচু - All systems are 100% ok. Weapons system is now on stealth mode. Security system is activate. Pikachu is on.

রাফি - weapon system কেন stealth মোডে রেখেছো। its not necessary right now.

পিকাচু - এ্যানালাইসিস বলছে যে কোন সময় এখানে এ্যাটাক হতে পারে, weapons system কে offline থেকে activate করতে মিনিমাম ১০ মিনিট লাগে। যেখানে স্টেল্থ মোড থেকে মাত্র ৫ সেকেন্ড সময় নেয় পিকাচু।

রাফি - এখানে এ্যাটাক হতে পারে বলতে!

পিকাচু - ইনেসপেক্টর G এর কল রেকর্ড অনুযায়ী সন্ত্রাসীরা তোমার ট্যাক্সি থেকে নামার স্থান পর্যন্ত পৌছে গেছে। পুলিশ যদি তোমাকে ধরে ফেলে বা মেরে ফেলে তাহলে সন্ত্রাসীদের পেমেন্ট আটকে দেয়া হবে এবং ইনেসপেক্টর G ও কোন উপরি ইনকাম করতে পারবে না। তাই প্রথম সুযোগটা সন্ত্রাসীরাই পাবে।

রাফি - সন্ত্রাসীরা এখানে চলে আসবে! কিভাবে?

পিকাচু - ইন্টেল বলছে পুলিশের ট্রাফিক ক্যামেরায় তোমাকে দেখা গেছে এবং সেই ট্রেইল ধরেই সন্ত্রাসীদের লীড দিচ্ছেন ইনেসপেক্টর G।

রাফি - পিকাচু? তুমি কি পুলিশের সার্ভেইল্যান্স হ্যাক করতে পারবে?

পিকাচু - পারবো কিন্তু আমার পার্মিশন নেই।

রাফি - পিকাচু, তোমার পার্মিশন সেটিংস দেখাও আমাকে।

বড় স্ক্রীনে পার্মিশন সেটিংস আসে পিকাচু নামের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের। বেশ বড়সড় একটা লিট চলে আসে। রাফি পার্মিশন সেটিংস চেজ করতে গেলে স্ক্রীনে "আনঅথোরাইজড এক্সেস" শো করতে থাকে। সাথে সাথে মাফিয়া গার্লের ফোন চলে আসে।

- রাফি? কি করছো?

রাফি - পিকাচুর পার্মিশন সেটিংস চেজ করার চেষ্টা করছি।

- পিকাচুকে ফুল অথোরাইজেশন দিলে পিকাচু নিজেই পুলিশ ডেকে এনে তোমাকে ধরিয়ে দেবে।

পিকাচু শুধুমাত্র তার মালিকের প্রপার্টি সিকিউর করছে এবং তোমাকে স্পেশাল গেষ্ট হিসেবে প্রোটেকশন দিচ্ছে। ফুল অথোরাইজেশন পেলে তুমি এবং আর দশজন ইন্ট্রুডারের মধ্যে কোন পার্থক্য পাবে না পিকাচু। Remember, pikachu is loyal to his master, not yours.

রাফি - পিকাচুকে তো ডাটা এ্যানালাইসিস একসেস দেয়া রয়েছে, তাই না।

- হ্যাঁ, যেন সে ইনেসপেক্টর G এর এক্টিভিটিস এ্যানালাইসিস করতে পারে।

রাফি - তাহলে বাকি কাজটা আমিই শেরে ফেলছি।

বলে ফোনটা কেটে রাফি নিজেই বসে গেলো ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্স একসেস নিতে। অনেক ঘাটাঘাটি করে ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্সের ব্যাকডোর খুঁজে বের করে অথরাইজড একসেস নিয়ে নিলো রাফি।

রাফি এখন এই ট্রাফিক জোনের সকল সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা ও ডেটা স্ট্রিম একসেস করতে পারবে।

রাফি - পিকাচু?

পিকাচু - At your service.

রাফি - ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্সের একসেস টেকওভার করো, এ্যানালাইসিস করে জানাও কোথায় কোথায় আমাকে দেখা গেছে বা কোন কোন ভিডিও ফুটেজে আমার ট্রেস আছে।

পিকাচু - পিকা পিকা।

রাফি - মানে!

পিকাচু - consider it done. Accessing all traffic data.

রাফি দেখতে থাকে কতটা ইফিশিয়েন্টলি পিকাচু গত ৪৮ ঘন্টার ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্স এ্যানালাইসিস করছে। প্রতিটা ভিডিও ১২৬x স্পিডে টেনে টেনে রাফির ফেসিয়াল ম্যাচিং এবং রাফির ট্রান্সপোর্ট ক্যাবটির সবকিছু বের করছে। ১০ মিনিটের মাথায় পিকাচু তার এ্যানালাইসিস রিপোর্ট শো করে।

পিকাচু - বিমান থেকে ল্যান্ড করার পর থেকে এই বাড়ির সামনে আসার আগ পর্যন্ত প্রায় ৩৮৪ টি ট্রাফিক ক্যামেরাতে তোমাকে এবং তোমার ব্যবহৃত ইয়োলো ক্যাবটি ধরা পড়েছে। এমনকি এই বাড়ির সামনের ট্রাফিক ক্যামেরাতেও তোমার ৯৮% ফেসিয়াল ম্যাচিং ধরা পড়েছে।

রাফি - can you delete those footage.

পিকাচু - I can but it's too late. পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ২ ঘন্টা আগে তোমার লাষ্ট সার্ভেইল্যান্স ভিডিও ডাউনলোড এবং কপি করে নিয়েছে। Now they know where you are.

রাফি - দুই ঘন্টা আগে আমার ট্রেস পেয়েছে অথচো এখনো কোন এক্টিভিটিস কেন নেই?

পিকাচু - তারা রাত হবার অপেক্ষায় আছে। ইনেসপেক্টর G সন্ত্রাসীদের আজ রাত সময় দিয়েছে। এবং সন্ত্রাসীরা আজ রাতের ভেতর তোমাকে শেষ করে দেবে বলে জানিয়েছে।

রাফি - তাহলে ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্স একসেস করো, সার্ভারে '০০০' নামে একটা ফাইল রয়েছে, সেখানে থাকা সব ছবিগুলো স্ক্যান করে ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্সে তাদের লাষ্ট পজিশন লোকেট করো।

পিকাচু - পিকা পিকা।

রাফি এবার বুঝলো পিকাচু কি বুঝিয়েছে।

পিকাচু - Accessing file name '০০০'. Analyzing facial algorithm, searching 123 person in traffic area. রাফি স্ক্রীনে '০০০' ফাইলের সবার ছবি দেখতে পায়। পিকাচু সবাইকে সার্টিং এ্যালগোরিদমে ফেলে ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্সের লাইভ ফাইডে সার্চ করতে থাকে।

পিকাচু - সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরার ডাটা স্ট্রিম বলছে ১২৩ জনের ভেতর ৬৩ জন এখন এই এলাকার বাইরে রয়েছে যার ভেতর এয়ারপোর্টে ২০ জন, বাস স্ট্যান্ডে ১০ জন এবং শহরের অন্যান্য মেজর পয়েন্টে ৩৩ জন রয়েছে এবং ৬০ জন এখন এই এলাকায় রয়েছে।

রাফি - এই এলাকার কোথায় রয়েছে?

পিকাচু - Showing last surveillance footage.

পিকাচু বড় স্ক্রীনে ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্সে শো করে তিনটা মাইক্রোবাসে করে বেশ কিছু মানুষ নেমে একটা ঘরের ভেতর চুকে গেলো। চেহারাগুলো মার্ক করে আইডেন্টিফাই করে দেখাচ্ছে সব ছবিগুলো এবং কত পার্সেন্ট ম্যাচ তা ও করে দেখাচ্ছে।

রাফি - ওরা ওই ঘরের ভেতর কি করছে।

পিকাচু - আমার একটা ইনফ্রারেড ক্যামেরা দিয়ে ওদের বাড়ি স্ক্যান করে দেখা সম্ভব। Activating Infrared Camera number 201.

পিকাচু ইনফ্রারেড ক্যামেরা দিয়ে বিল্ডিং স্ক্যান করা শুরু করে। বড় স্ক্রীনে দেখা যায় বাড়িটার দোতলায় সবাই কিছু অস্ত্রসম্পর্ক নিয়ে তৈরী হচ্ছে এবং ২ জন দূরবীন দিয়ে এই বাড়ির উপর নজর রাখছে।

রাফি - Can you take them out?

পিকাচু - সবাইকে সম্ভব নয়। রাকেট লঞ্চার দিয়ে হয়তো সম্ভব তবে সাকসেস রেট ৬০%. বরং তারা যদি আমার রেজের ভেতর চলে আসে তাহলে ১০০% এ্যাকিউরেসি নিয়ে সবাইকে শেষ করা সম্ভব। বলে বড় স্ক্রীনে নিজের ১০০% একিউরেসি রেজ শো করলো পিকাচু। রেড সার্কেল ১০০%, ইয়োলো সার্কেল >৯৯%।

রাফি - তাহলে আমাদেরকে অপেক্ষা করা উচিত! তাদেরকে আমাদের রেড সার্কেলে প্রবেশ করতে দিতে হবে। তাহলে তো তোমার পক্ষে তাদের শেষ করা সম্ভব! তাই না?

পিকাচু - Affirmative. কিন্তু তারা আমার সিকিউরিটি এবং ওয়েপন সিস্টেম সম্পর্কে ধারনা পেয়েছে ইনেসপেক্টর G এর কাছ থেকে। ইনেসপেক্টরের G এর ফোন রেকর্ড এবং মেইল কুকীজ থেকে এটা

কনফার্ম যে তিনি এই বাসার ব্লুপ্রিন্ট সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তোমার জন্য একটা পজেটিভ নিউজ হলো ব্লুপ্রিন্ট অথবা অন্য কোথাও এই এন্টিনিউক্লিয়ার বাংকারের এবং বাউন্ডারিতে মোট ৫৪ টি M134 মিনিগান এর কথা উল্লেখ নেই। তাই এগুলো সন্ত্রাসীদের কাছে একটা সার্প্রাইজ হিসেবে কাজ করবে।

রাফি - dark is coming. Are we ready?

পিকাচু - পিকা পিকাআআআআ।

সন্ধ্যা হতে আরো কিছুক্ষণ বাকী। রাফি লিভিংরুমে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। পিকাচুর ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরায় সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়লো। রাফিকে সিগন্যাল পাঠানোর জন্য লিভিং রুমের এ্যালার্ম অন করে দেয়।

রাফি দৌড়ে চলে আসে সার্ভেইল্যান্স রুমে। পিকাচুর সার্ভেইল্যান্সে কয়েকটি আর্মড ট্রাক আসছে বাড়ির দিকে।

রাফি - কারা এরা?

পিকাচু - Running the surveillance destination.

রাফি দেখতে পায় পিকাচু গাড়িগুলোর উৎস বের করার চেষ্টা করছে। কোথা থেকে এই গাড়িগুলো আসলো তাই। পিকাচুর সার্ভেইল্যান্সে মেইন স্ক্রীনে শো করলো একটা মিলিটারী বেজ থেকে তিনটি আর্মড ট্রাক বের হয়েছে। কিছুক্ষণের ভেতর সার্ভেইল্যান্স মুছে যেতে লাগলো।

রাফি - পিকাচু, কি হচ্ছে এগুলো?

পিকাচু - কেউ একজন সার্ভেইল্যান্স ভিডিও মুছে দিচ্ছে। তবে শুধুমাত্র ততটুকুই যতটুকুতে আর্মড ট্রাকগুলো ক্যামেরায় দেখা গিয়েছে।

রাফি - মানে কেউ হয়তো চায় না এই ট্রাকগুলোর মুভভমেন্টের কোন রেকর্ড থাকুক।

পিকাচু - Affirmative. Should I element them? They are in my javelin missile range.

এমন সময় মাফিয়া গার্নের ফোন আসে।

- Do not attack on those trucks. I'm sending them.

পিকাচু ততক্ষণে ট্রাকগুলোতে টার্গেট লক করে রাফির অনুমতির অপেক্ষা করছে।

রাফি - পিকাচু, ওয়েট। Those are ours. Do not shoot.

স্ক্রীনে দেখা যায় পিকাচু ট্রাকগুলোকে গ্রীন মার্ক করে মিসাইল লক ডিসেন্গেজ করে।

- গাড়িগুলো তোমাদের বিল্ডিং কম্পাউন্ডে চুকবে।

রাফি - কিন্তু কি আছে ওই ট্রাকে?

- কিছুই না!

রাফি - কিছুই নেই মানে?

- মানে ট্রাকগুলো ফাঁকা। কিছুই নেই, এমনকি কোন ড্রাইভারও নেই।

রাফি - ড্রোন ট্রাক?

- হ্যাঁ।

রাফি - কিন্তু কি কাজ এই ড্রোনগুলোর?

- ট্রাকগুলোতে ২০ জন করে মোট ৬০ জন আর্মি সদস্য বহন করতে পারে। সন্ত্রাসীরা অলরেডি বাড়ির উপর নজরদারি রেখেছে। তারা যদি দেখে এমন তিনটি ট্রাক এই বিল্ডিং কম্পাউন্ডে প্রবেশ করছে তাহলে হয়তো তারা আক্রমণ করার সাহস করবে না।

রাফি - cleaver, art of war.

- ট্রাকগুলো কাছাকাছি চলে এসেছে। পিকাচুকে বলো মেইন গেট ওপেন করে গাড়িগুলোকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিতে।

রাফি - পিকাচু, open the main gate please.

পিকাচু - পিকা পিকা।

এতোটা প্রেশারের ভেতরেও পিকাচুর ভয়েসে পিকা পিকা শুনে রাফি হেসে দিলো।

মেইন গেট খুলে গেলে তিনটি ট্রাক খুব সুন্দরভাবে পার্কিং কম্পাউন্ডে দাঢ়িয়ে গেলো। আর এমনভাবে দাঁড়াল যেন বাইরে থেকে কেউ দেখতে না পারে গাড়ি থেকে কেউ নামছে কি না।

পিকাচু তার ইনফ্রারেড ক্যামেরা দিয়ে দেখতে পারে সন্ত্রাসীরা কিছুটা বিচলিত হয়ে ইন্সেপ্টর G কে ফোন করে এবং আপডেট দেয়। ইন্সেপ্টর G কিছুটা চিন্তিত হয়ে বাদবাকি ৬৩ জনকেও অত্যাধুনিক অস্ত্র সহ অপারেশনে যোগ দেয়ার পরামর্শ দেয়।

রাফি - They are bringing everyone with everything. মাফিয়া গার্ল, তাদের সিগন্যাল ব্লক করে দাও যেন সন্ত্রাসীরা অন্য কাউকে ডাকতে না পারে।

- অলরেডি ব্লক করে দেয়া হয়েছে। সবাই মিলে চেষ্টা করছে রিইনফোর্সমেন্টের জন্য।

এমন সময় পিকাচু শো করে সন্ত্রাসীদের মধ্যে একজন ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তা ক্রস করছে।

রাফি - পিকাচু, কোথায় যাচ্ছে সে, ট্রাককরে পসিবল ডেষ্টিনেশন শো করো।

পিকাচু শো করে রাস্তার ওপারে পে ফোন রয়েছে আর সেখানে যাওয়ার সম্ভাবনা ৮৯%.

রাফি - মাফিয়া গার্ল, পে ফোনকে ডিসেবল করতে পারবে?

- এত অল্প সময়ের মধ্যে পসিবল না। তবে আমি অন্য ৬৩ জনের নাস্তার ব্লক করে রাখতে পারি যেন কোন কল না যেতে পারে।

সেই সন্ত্রাসী একটা নাস্তার ডায়াল করে কিন্তু ওই ৬৩ জনের কারো নাস্তারেই কল যায় না।

- He is not calling any of them, he is calling someone else.

রাফি - what? কিভাবে জানলে!

- ৬৩ জনের নাস্তার ব্লক করলেও কেউ যদি এই নাস্তারে ফোন করে তো আমার এখানে শো করবে।

ততক্ষণে সন্ত্রাসীর ফোনে কথা বলা শেষ হয় এবং সে বিল্ডিং এ ফিরে যায়।

- I'm getting something. কেউ একজন এদের সবাইকে ফ্লাস মেসেজ পাঠিয়েছে নিজেস্ব নেটওয়ার্ক বা ফ্রিকোয়েন্সি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। সবাইকে ওই বিল্ডিং এ মিট করতে বলা হয়েছে। And it's more than 123 now.

রাফি - এই অনাকাংখিত যুদ্ধ এভয়েড করা গেলো না কোনভাবেই।

- এখন এটা শুধু লোকাল গ্যাং ই না। সেইসব জংঙ্গী সংগঠনের বিক্ষিপ্ত সদস্যরাও রয়েছে যাদের হৃত্তাকর্তারা রাফির কারনে আজ জেলের ঘানি টানছে। They knew that you are the one they are looking for.

রাফি - পিকাচু, তুমি তৈরী!

পিকাচু - পিকা পিকা।

রাত ৯ টার দিকে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে সন্ত্রাসীরা। তাদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র সহ বিভিন্ন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। যার মাধ্যমে পিকাচুর ইনফ্রারেড ক্যামেরা কাজ করবে না।

কিছুক্ষণের ভেতর পুরো এলাকার বিদ্যুৎ চলে গেলো।

- গ্রীড থেকে পাওয়ার কাট করা হয় নি। কেউ একজন লোকাল পাওয়ার কেটে দিয়েছে।

রাফি - পিকাচু, পিকাচু?

পিকাচু - Activating alternative power source. আমার নিজেস্ব পাওয়ার সোর্স রয়েছে সো Don't worry.

- পিকাচু অনেক ইফিসিয়েন্ট আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স। সে তার পসিবল অপশনগুলো সবসময় স্ট্যান্ডবাই রাখে।

কিছুক্ষণের ভেতর পিকাচু তার সেন্সরে বড়সড় মুভভমেন্ট আইডেন্টিফাই করলো।

পিকাচু - They are moving. Marking the red zone. Prepare to fire.

রাফি - Okay Dark world, you want me? Then Come and get me.

((টিপস : পাবলিক বা ওপেন ওয়াইফাই ব্যবহার থেকে সাবধান। পাবলিক ওয়াইফাই বা হটস্পট এ কানেক্ট হওয়ার আগে ২য় বার ভাবুন। ওপেন ওয়াইফাইতে কানেকশন দেয়ার সাথে সাথে কিছু

পারমিশন ও দেয়া হয়ে যায়, যার মাধ্যমে যদি ওয়াইফাই এর মালিক অথবা কোন চতুর ব্যক্তি চায় সে আপনার সকল কুকিজ (যেমনঃ ব্রাউজিং হিস্ট্রি) এমন কি সেভ করা ফেসবুকের পাসওয়ার্ড, সেভ করা বিকাশ লগইন কোড সহ সেভ করা সকল ওয়েবসাইটের আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেয়ে যেতে পারে। So be careful)))

বিঃদঃ গঠন মূলক মন্তব্য (comment) করুন। n, nt, nxt, next, f, ন, ফ এগুলো করবেন না দয়া করিয়া, নাহলে শুধু লাইক দেন কিংবা না দেন। তাও ওগুলো মন্তব্য করবেন না। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-৭

কিছুক্ষনের ভেতর পিকাচু তার সেন্সরে বড়সড় মুভমেন্ট আইডেন্টিফাই করলো।

পিকাচু - They are moving. Marking the red zone. Prepare to fire.

রাফি - Okay Dark world, you want me? Then Come and get me.

সন্ত্রাসীরা রাতে দেখতে পাওয়া যায় এমন চশমা পড়ে অন্ধকারের ভেতর নিজেদের পজিশন নিয়ে নিয়েছে আক্রমনের জন্য। মাফিয়া গার্ল নেটওয়ার্ক জ্যাম করে দেয়ার কারণে কেউ কারো সাথে কমিউনিকেশন করতে পারছে না, তাই পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ত্রাসীরা সামনে এগোতে থাকলো।

পিকাচু - most of them are in my red zone. I can kill them now. Waiting for your command.

রাফি - পিকাচু, standby. মাফিয়া গার্ল, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

- আমাকে? কি কাজ?

রাফি - আর্মড ট্রাকগুলো রেডি করো। সময় হয়েছে ওগুলোকে কাজে লাগাবার। ড্রোনগুলোকে যেখান থেকে আনা হয়েছিলো সেখানে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করো।

- এখন! এই অবস্থায়?

রাফি - হ্যাঁ এখনই, এই অবস্থায়ই।

- রাফি? ঠিক কি করতে চাইছো তুমি? এখন এসব করার সময় নয়, শত্রুরা ধিরে নিয়েছে পুরো বাড়িটা। আর্মড ট্রাকের প্লানটা হীতে বিপরীত হয়েছে।

রাফি - ধন্যবাদ তোমাকে যে এমন একটা আইডিয়া এসেছিলো তোমার মাথায়। তখন হয়তো সফল হয় নি। তবে এবার হবে। পিকাচু, বাউন্ডারিতে মেইন গেট বাদে আর কয়টি প্রবেশদ্বার রয়েছে?

পিকাচু - পকেট গেট একটি, ব্যাকডোর দুইটি।

রাফি - পিকাচু, এনালাইসিস করো সন্ত্রাসীরা কিভাবে ভেতরে প্রবেশ করার প্লান করছে।

পিকাচু - Feeding satellite images, analyzing motion sensors activity. ৮১% চাঞ্চ রয়েছে সন্ত্রাসীর কোন ব্রেক এন্ট্রি করবে না। তারা জানে আনঅথরাইজড এন্ট্রি করলে পরিনাম কি হতে পারে।

রাফি - মাফিয়া গার্ল? আর্মড ট্রাক তিনটিকে তিনটি দরজা বরাবর নিয়ে দাঁড় করাও। পিকাচু,

মেইন গেট এবং ব্যাকডোর খোলার প্রস্তুতি নাও, wait for my signal.

পিকাচু - Main gate control standby, weapons system standby.

মাফিয়া গার্ল ট্রাকগুলোকে তিনটি দরজার সামনে দাঁড় করালো।

- তোমার এই সন্ত্রাসীদের গুলি করে মারার কোন প্লান নেই, ঠিক বলছি?

রাফি - আছে আবার নেই আর থাকলেও এখানে এই পরিস্থিতিতা নয়। পিকাচু, তুমি কি এই ড্রোন কন্ট্রোল করতে পারবে?

পিকাচু - Affirmative but I don't have permission to engage.

রাফি - মাফিয়া গার্ল? এই পার্মিশন তো দেয়া যায়, না কি?

- ঠিক কি বোঝাতে চাইছো আমি কিছুই বুঝছি না। পিকাচুকে কেন ড্রোন কন্ট্রোল করতে হবে? ট্রাকগুলোর অটোপাইলট মোড রয়েছে। তারা নিজেরাই জিপিএস লোকেশন পর্যন্ত পৌছাতে পারবে।

রাফি - পৌছাতে পারতো যদি না এটা হাইস্পিড চেসিং না হতো, ড্রোনগুলোকে আমি সন্ত্রাসীদের সামনে দিয়ে বের করে নিয়ে যাবো এগ্রেসিভ ভাবে। অটোপাইলট কখনই এগ্রেসিভ ড্রাইভিং সাপোর্ট করে না। আশা করি সন্ত্রাসীরা এই টোপ গিলে নেবে। ভাববে ট্রাকগুলোর যে কোন একটাতে আমি রয়েছি, তাই আশা করা যায় তারা ট্রাকগুলোর পিছু নেবে। মাফিয়া গার্ল? তুমি কি এখনো সন্ত্রাসীদের চ্যানেল জ্যাম করে রেখেছো?

- হ্যাঁ। এখনো জ্যাম করাই আছে। আমি পিকাচু কে ড্রোন কন্ট্রোলের পার্মিশন দিয়ে দিয়েছি। এখন পিকাচু ড্রোন চালাতে পারবে।

রাফি - পিকাচু? Take over those drones, have some aggressive exhaust.

পিকাচু - পিকা পিকাআআআ। Taking over the control system. Safety protocol override. System is 100% go.

পিকাচু ট্রাকগুলোর ইন্জিন অন করে সবগুলো গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে দিলো এবং ইন্জিন দিয়ে ভয়ংকর আওয়াজ করতে লাগলো। ২ হাজার হস্পাওয়ারের V16 ইন্জিনের সাথে সুপারচার্জার এক হয়ে এক ভয়ংকর দানব এই আর্মড ট্রাকগুলো। ১৬ চাকার এই দানবগুলো দেখলে যে কেউ ভয় পাবে, একপ্রকার ট্যাংক ই বলা যায়। আর এমন ট্রাকের কন্ট্রোল যদি পিকাচুর মত স্কিলড ড্রাইভারের হাতে পড়ে তাহলে তো কথাই নেই।

পিকাচু - ভ্ৰুম ভ্ৰুমট্টট্টট্টম। গাড়ির ইন্জিনের আওয়াজ এবং হেডলাইটের আলো সন্ত্রাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

রাফি - Ready to have some fun Pikachu?

পিকাচু - পিকা পিকা।

রাফি - ওকে পিকাচু, গেট খুলে গাড়িগুলো বের করো, ১..... ২..... ৩.Go।

পিকাচু - (এগ্রেসিভ) পিকা পিকা পিকাআআআআ।

পিকাচু মেইইন গেট এবং ব্যাকডোরগুলো খুলে দিলো এবং খুবই এগ্রেসিভ ও রেকলেসভাবে গাড়িগুলোকে চালিয়ে বের হয়ে গেলো। সন্ত্রাসীরা হতঙ্গ হয়ে গেল কিন্তু কারো সাথে কারো যোগাযোগ না থাকায় যে ঘার মত করে গাড়ি তিনটিকে ফলো করতে শুরু করলো। তিনটি গাড়ি শহরের তিন দিকে চলতে থাকলো। আর গাড়িগুলোর পেছনে মাইক্রো, মোটরসাইকেল, পিকআপ ঘার ঘা আছে তাই নিয়ে সন্ত্রাসীরা পিছু করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ ধরে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলো রাফি। মনিটরে তিনটি গাড়ির ফ্রন্ট ক্যামেরা শো করছে, পিকাচু কখনো ৬০ আর কখনো ১০০ কিলো/ঘণ্টা গতিতে ট্রাকগুলো চালাচ্ছে।

রাফি - পিকাচু, আর্মড ট্রাকগুলোর ওয়েপন সিস্টেম কি রিমোটলী কন্ট্রোল করা যাবে?

পিকাচু - ফ্লাশব্যাং এবং টিয়ার শেল ছাড়া অন্যসব অস্ত্র ম্যানুয়াল।

রাফি - আপাততঃ লাগছে না অন্য অস্ত্রগুলো। পিকাচু, প্রয়োজনে টিয়ার সেল এবং ফ্লাশব্যাং ব্যবহার করো। ওরা যেন কিছুতেই সন্দেহ করতে না পারে।

পিকাচু - পিকা পিকা।

রাফি - পিকাচু? স্ক্যান করো বাড়ির আসপাশ। কতজন আছে এখনো আশেপাশে।

পিকাচু তার সব সিকিউরিটি মেজার্স দিয়ে আসপাশ স্ক্যান করলো।

পিকাচু - মেইন গেটের সামনে ১২ জন রয়েছে যারা সন্ত্রাসীদের ঘানবাহনে উঠতে পারে নি,
তাদেরকে রেখেই চলে গেছে বাদবাকি সবাই!

রাফি - বাদবাকি সবাই! বাহ।

পিকাচু - তাদের নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেশন না থাকায় একজনের পেছনে আর একজন
করতে করতে সবাই আর্মড ট্রাকের পেছন পেছন বের হয়ে গিয়েছে।

রাফি - মানে পেছনের দুই গেটে এখন কেউ নেই?

পিকাচু - Negative.

রাফি - পিকাচু, আর্মড ট্রাকগুলোকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

পিকাচু - আপাতত যারা ফলো করছে তাদেরকে বিশ্বাস করাচ্ছি যে ট্রাকে রাফি রয়েছে। তারপর
আর্মি বেসে নিয়ে যাবো।

রাফি - মাফিয়া গার্ল? আর্মি বেসে অথরাইজড সিগন্যাল পাঠাও। যেন এই মেহমানদের ঠিকঠাক
স্বাগতম জানানো হয়।

- you are taking the war to the real warriors. Cleaver move. অথোরাইজড সিগন্যাল পাঠানো
হচ্ছে আর্মি বেসে, সন্তাব্য আক্রমনের সতর্কীকরণ হিসেবে। কিন্তু সন্ত্রাসীরা কি আর্মি বেস পর্যন্ত
যাবে!

রাফি - যতদূর যাবে ততটুকুই যথেষ্ট। বাকীটা আর্মি বেসের সাইরেন ই করে দেবে। Now Lets get
out of here. যদি কোনভাবে ওরা টের পায় যে আর্মড ট্রাকগুলো খালি তাহলে আবারও ফিরে
আসবে।

পিকাচু - সন্ত্রাসীরা এখনো ট্রাকটির পেছনেই লেগে আছে। ইনেসপেক্টর G আর্মড ট্রাকে করে
পালানোর বিষয়টি জানতে পেরেছেন এবং আর্মি বেসে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন।

রাফি বের হওয়ার জন্য তৈরী কিন্তু একটা জিনিস রাফিকে টেনে ধরে, পিকাচু। পিকাচুর মত
একটা ইফিসিয়েন্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে এই বাংকারে বন্ডি দেখতে মোটেই ভালো
লাগছে না রাফির। কিন্তু চুরি জিনিসটা পচ্ছন্দ নয় রাফির।

রাফি - পিকাচু, I'll miss you.

পিকাচু - স্যাড পিকা পিকা।

- পিকাচু ও তোমাকে মিস করবে। এখন বাংকারের শুরুতে যে রুমে তোমাকে প্রবেশ করতে
নিষেধ করেছিলাম, সেই রুমে যাও।

রাফির কপালে ভাঁজ পড়ে। এতোকিছুতে মাথা খাটানোর কারনে রাফি ভুলেই গিয়েছিলো এই
বাংকারের একটি রুমে সে এখনো প্রবেশ করে নি।

রাফি রুমটির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

- দরজা খোলো।

রাফি দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো। ভেতরে তুকে রাফি বুঝতে পারলো কেন মাফিয়া গার্ল
রাফিকে এই রুমে আসতে বারন করেছিলো। সমস্ত রুম ভর্তি টাকা, কয়েকশো হাজার কোটি
টাকা হবে। পুরো রুম জুড়েই টাকার পাহাড়। অন্যান্য রুমগুলো থেকে এই রুমটা আকারেও বড়।
রাফি - ওয়াও। এত্তো টাকা!

- পৃথিবীর স্বনামধন্য অস্ত্র ব্যবসায়ী হিসেবে এটা কিছুই না। তবে এই টাকার জন্য আমি তোমাকে
এই রুমে আসতে বলি নি। রুমের পেছনে যাও।

রাফি রুমের শেষ মাথায় পৌছালো।

- একটা লকার দেখতে পাচ্ছা? লকারটি ওপেন করো। কম্বিনেশন ১২-৩৪-৫৬-৭৮, আবার বলছি
১২-৩৪-৫৬-৭৮.

রাফি লকারটা দেখতে পায়। মাঝারী সাইজের লকারটিকে কম্বিনেশন দিয়ে ওপেন করে রাফি, লকার খুলে আরো বেশী অবাক হয়। দুইটি তাঁক একটিতে একটা মাঝারী আকারের ব্যাগ, এবং অন্যটিতে একটি হার্ড ড্রাইভ।

- ব্যাগ এবং হার্ডড্রাইভটা নাও আর দ্রুত বের হও এখান থেকে। আমি তোমার জন্য রাইডের ব্যবস্থা করেছি।

রাফি চটজলদি হার্ডড্রাইভ এবং ব্যাগটা নিয়ে বাঁকারের গেটে চলে আসলো। কাঁচের বাল্টি দেখে রাফির বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। মনে পড়ে গেল সেই শ্বাসরুদ্ধকর অভর্থনা। ঢোক গিলতে গিলতে,

রাফি - আবার কি কাঁচের বাল্টে তুকতে হবে!

- তুকতে ত হবে কিন্তু কোন গ্যাস স্প্রে হবে না। এখন চটজলদি বের হও।

রাফি চোখ বন্ধ করে দ্রুত গতিতে কাঁচের বাল্টে র ভেতর দিয়ে চলে আসলো। ততক্ষণে টাইটেনিয়ামের মোটা দরজা খুলে গেলো। রাফি কাঁচের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে আর সামনে পায় সেই মাসল কার লিফট ঘেটাতে করে সে এই বাঁকারে প্রবেশ করেছিলো।

- সময় নষ্ট করার সময় নেই রাফি, তুমি জানো তোমাকে কি করতে হবে So do it fast.

রাফি কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে বসে ব্রেক চেপে ধরে। গাড়িটি একটু দ্রুতই রাফিকে টেনে উপরে নিয়ে আসে। উপরে এসে রাফি বুঝতে পারে পুরো বাড়িকে অন্ধকার করে রেখেছে মাফিয়া গার্ল এবং পিকাচু। মনিটরে Night vision আর infrared ক্যামেরার কারনে বাড়ির আঙ্গিনা দিনের আলোর মত চকচক করছিলো।

- অন্ধকারের জন্য দৃঃখ্যত, কিন্তু আলো জ্বালালে অবশিষ্ট সন্ত্রাসীরা বাড়ির ভেতর চলে আসতে পারে।

হঠাতে করে একটা গাড়ির সিগন্যাল লাইট জ্বলতে নিভতে শুরু করলো। রাফি চমকে ওঠে কিন্তু কোন আওয়াজ ছাড়া শুধুমাত্র সিগন্যাল লাইট জ্বলে ওঠায় রাফি কিছুটা স্বত্তি পায়।

- সিগন্যাল জ্বলা গাড়িটার কাছে যাও। দরজা খোলাই আছে, চুপচাপ ভেতরে গিয়ে বসো।

রাফি যতটা সম্ভব অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে গাড়িটা পর্যন্ত পৌছায়। দরজা খুলে ভেতরে বসে।

রাফি - এখন কি?

- সিটবেল্ট বাধো আর অপেক্ষা করো।

রাফি সিটবেল্ট বাঁধতে খেয়াল করে গ্যারেজের শাটার খুবই সন্ত্রুপণে খুলছে।

গাড়ির ইন্জিনটা অটোমেটিক স্টার্ট হয়ে গেল। এতক্ষণে রাফি বুঝতে পারলো এটি একটি ইলেকট্রিক গাড়ি, কোন তেল পোড়ানো গাড়ী এতটা নিঃশব্দে চালু হতে পারে না।

- আমি তোমাকে ব্যাকড়ের পর্যন্ত পৌছে দিচ্ছি কোনরকম হেডলাইট ছাড়া। ব্যাকড়ের থেকে বের হয়ে জিপিএস লোকেশন পর্যন্ত পৌছাও।

রাফি গাড়ির ভেতর ছোট্ট জিপিএস মনিটরে ডেষ্টিনেশন দেখতে পায় সাথে মডিফাইড রুট।

রাফি - আমি ত অনেক কম পথ ব্যবহার করে এই লোকেশনে পৌছাতে পারি। এতো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যেতে হবে কেন?

- পিকাচু কে তো ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্স দিয়ে দিয়েছে, সে ই তোমার জন্য এই রুট বানিয়ে দিয়েছে যেটা তোমার ডেষ্টিনেশন পর্যন্ত পৌছানোর ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্স ল্লাইন্স স্পট। এই রুট ফলো করলে তোমাকে একটি ট্রাফিক সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরাতেও দেখা যাবে না।

রাফি - বাহ, আমার হয়ে পিকাচুকে থ্যাংকস জানিয়ে দাও,

- পিকা পিকাতাআআ, পিকাচু তোমাকে ওয়েলকাম জানিয়েছে।

এইসব কথাবার্তা চলতে চলতে গাড়ি একটা ব্যাকডোরের সামনে চলে এলো। ব্যাকডোরটি খুলে গেল এবং গাড়িটিও সন্তর্পণে রাস্তায় নেমে এলো।

- আমি তোমাকে গলির মাথায় এনে ছেড়ে দিচ্ছি। এরপর তুমি জিপিএস এ দেখানো পথ ধরে চলে যাও ডেষ্টিনেশনে। I'll be in touch.

রাফি গাড়ির স্টেয়ারিং এ হাত দেয়। গলির মাথায় চলে আসার পর গাড়ির হেডলাইট জ্বলে ওঠে। রাফি বুঝতে পারে এখান থেকেই তাকে তার মত সামনে এগোতে হবে। রাফি যথেষ্ট সাবধানে এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে গাড়ি চালিয়ে ডেষ্টিনেশনের দিকে এগোতে লাগলো।

রাফি ডেষ্টিনেশনের কাছাকাছি পৌঁছায়। শুনশান নীরব রাস্তা। কতক্ষণ আগে যে শেষ গাড়িটা রাফিকে ক্রস করেছে সেটা রাফি মনে করতে পারে না। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় রাফি দেখতে পায় সামনেই নিউক্লিয়ার টেষ্ট ফিল্ড এবং রেডিয়েশন জোন।

রাফি গাড়ি থামাতে থামাতে মাফিয়া গার্লের ফোন আসে।

- সাইনবোর্ডগুলো দিয়ে জনসাধারণকে এই এলাকা থেকে দূরে রাখা হয়। এটা একটি সিক্রেট মিলিটারি ফ্যাসিলিটি। শুধুমাত্র লেভেল ৫ ক্লিয়ারেন্সপ্রাপ্ত অফিসারগনই এই ফ্যাসিলিটিতে প্রবেশ করতে পারে। লকার থেকে আনা ব্যাগটার উপরের পকেটে একটা কার্ড পাবে। ওটা বের করে হাতের কাছে রাখো। রাফি ব্যাগ থেকে কার্ডটি বের করে হাতে নেয়।

কোন ছবি নেই, শুধু লোকাল ভাষায় কি যেন লেখা।

কিছুক্ষনের মধ্যেই রাফি একটা চেকপোস্ট দেখতে পায়, গ্যাসমাস্ক এবং রেডিয়েশন প্রোটেক্টিভ ড্রেস পরিহিত কয়েকজন সৈন্য। প্রত্যেকের হাতেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র রয়েছে।

- ওরা গাড়ি থামানোর সিগন্যাল দিলে ওদের কার্ডটি শো করবে। গাড়ির ড্যাশবোর্ডের নীচে গ্যাসমাস্ক আছে। Do not let them see your face.

রাফি ড্যাশবোর্ডের নীচে হাত দিয়ে গ্যাসমাস্ক খুজে পায়। গাড়ি তাদের কাছে আসার আগেই রাফি গ্যাসমাস্ক পড়ে নেয়।

সৈন্যরা সিগন্যাল দিয়ে দাঢ় করায় রাফি কে। রাফিকে প্লাস নামিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে।

- কার্ডটা দেখাও ওদের,

রাফি কার্ড শো করে। সৈনিকটি কার্ডটা নিয়ে মেশিনে পাঞ্চ করে এরপর কার্ডটা রাফির হাতে দিয়ে সবাই একসাথে সেলুট করে রাফিকে। আর সামনের গেট খুলে দেয় ভেতরে যাওয়ার জন্য। রাফি স্যালুটের জবাব দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। মোটামুটি গতিতে গাড়ি চালাতে চালাতে,

রাফি - কার্ড পাঞ্চের পর গেটের সবাই আমাকে স্যালুট দিলো কেন!

- কার্ডটি ওই অস্ত্র ব্যবসায়ীর যে এই ফ্যাসিলিটিতে অস্ত্র সরবরাহ করে থাকে। স্পেশাল পাশ ছিলো কার্ডটিতে তাই সবাই স্যালুট জানিয়েছে।

রাফি - এখানে আমার কাজটা কি? আমি এখানেই বা কেন!

- ১৫ মিনিটের ভেতর একটা কার্গো প্লেন এই ফ্যাসিলিটি ছেড়ে যাবে, কার্ডটি শো করলে ওরা তোমাকে বিমানে তুলে নেবে।

রাফি - পাসপোর্ট লাগবে না? কোথায় যাবে এই বিমান, আমাকে আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছা?

- এখন পর্যন্ত যখন বেঁচে আছো তখন বিমানে তুলে তোমাকে মারার কোন প্লান নেই আমার। দ্রুত কার্গো প্লেনের কাছে পৌছাও।

রাফি গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেয়। ৮ মিনিটের মাথায় রাফি ফ্যাসিলিটির বিল্ডিং দেখতে পায়। আরো দুইটি চেকপোস্ট পার করে রাফি গাড়িসহ পৌছে যায় রানওয়েতে।

- দ্রুত গাড়ি থেকে বের হয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে কার্ডটি দেখাও। সময় নেই একদমই।

রাফি দ্রুত গাড়ি থেকে বের হয়ে কার্গোহোল্ডের কাছে অফিসারের কাছে গিয়ে কার্ড শো করে। অফিসার কার্ডটি দেখে আংগুল তুলে একজন অফিসারকে দেখিয়ে দেয়। রাফি সেই অফিসারের কাছে গিয়ে কার্ডটি দেখালে তিনি রাফিকে কার্গোপ্লেনের শিড়ি দেখিয়ে দেন বিমানে ওঠার জন্য। রাফি কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ে বিমানে। একটা সিটে বসে নিজের সিটবেল্ট টা বেঁধে নিয়ে বসে থাকে।

- এখন চুপচাপ বসে থাকো। কার্গো প্লেনে ৪ ঘন্টার পথ। নামার আগেই আমি যোগাযোগ করে নেবো।

রাফি - কিন্তু যাচ্ছি কোথায়? আমার বাড়ি ফিরতে হবে। বাড়িতে সবাই টেনশন করছে। তাছাড়া আমাকে না পেয়ে সন্ত্রাসীরা যদি আমার পরিবারের ক্ষতি করতে চায়? না, না, আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে।

- তোমার বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা ই করা হচ্ছে। বাংকারে থাকা অবস্থায় অনেককিছুই ঘটে গেছে যা তোমার জানা নেই। আগে শান্ত হয়ে বসো। বিমান এখনই টেকঅফ করবে। ফোন এরোপ্লেন মোডে দেয়ার সময় হয়েছে।

রাফি - আরে কি হয়েছে সেটা তো বলে যাও? অনেক কিছু কি ঘটেছে? সবাই ঠিকঠাক আছে তো? ততক্ষণে মাফিয়া গার্ল কল কেটে দিয়েছে। রাফি সাথে সাথে *6666# এ ডায়াল করতে যাবে এমন সময় একজন রাফির সামনে দাঢ়িয়ে লোকাল ভাষায় কি যেন বললো। রাফি মানুষটার অঙ্গভঙ্গি দেখে বুৰলো যে তিনি ফোন অফ করতে বলছেন।

বাধ্য হয়ে রাফিকে ফোন বন্ধ করতে হলো। কিছুক্ষণের ভেতর কার্গো বিমানটি দ্রুতগতিতে ছুটতে শুরু করলো রানওয়ে বরাবর। রাফি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছে আর আতংকে তার বুক ধুকপুক করছে, কি ঘটে যাওয়ার কথা বললো মাফিয়া গার্ল! কোন অশ্বত কিছু নয় তো?

টিপস : কেউ কারো ফেসবুক, ইমেইল, ইনস্টাগ্রাম বা অন্য কোন আইডি হ্যাক করলে নিম্নোক্ত ধারায় মামলা করে আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। শাস্তিসহ ধারা:

#ডিজিটাল_নিরাপত্তা_আইন_২০১৮_এর_৩৪_ধারা_অনুযায়ী

(১) যদি কোনো ব্যক্তি হ্যাকিং করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজজন্য তিনি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

বিঃদ্রঃ গঠন মূলক মন্তব্য করবেন। দয়া করিয়া। অন্যথায় মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-৮

বাধ্য হয়ে রাফিকে ফোন বন্ধ করতে হলো। কিছুক্ষণের ভেতর কার্গো বিমানটি দ্রুতগতিতে ছুটতে শুরু করলো রানওয়ে বরাবর। রাফি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছে আর আতংকে তার বুক ধুকপুক করছে, কি ঘটে যাওয়ার কথা বললো মাফিয়া গার্ল! কোন অশ্বত কিছু নয় তো?

বিমানটি উড়ে চলেছে মেঘ ভেদ করে। সবকিছু ভাবতে ভাবতে বেশ কিছুটা সময় পার করে ফেলে রাফি। কার্গো বিমানের জানালা দিয়ে ছোট ছোট প্রদীপের মত আলো দেখে রাফির বাড়ির কথা

মনে পড়ে আবার। বাসায় কথা বলা দরকার। কার্গোপ্লেনের এরোপ্লেন মোড টাইম শেষ হওয়ার সাথে সাথে ফোনটা অন করে রাফি। বাবাকে ফোন দেয়, কিন্তু বলে সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাবা মাঝে মাঝেই ফোনে চার্জ দিতে ভুলে যান ভেবে মাঝের নাস্থারে ফোন দেয় রাফি, সেটাতেও সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। রাফির কপাল কুঁচকে যায়। তাহলে সত্যি সত্যিই কি কোন খারাপ কিছু হলো! তাড়াতাড়ি তোহার নাস্থার বের করে ডায়াল করতে যাবে তখনই ফোন আসে আনন্দন সোস থেকে, মাফিয়া গার্ল।

- তোমার পরিবারের কারো নাস্থারই আর সচল নেই।

রাফি - মানে কি? কি হয়েছে সব খুলে বলো! তাদের ফোন বন্ধ কেন? কোথায় তারা? কি হয়েছে তাদের?

- তারা সবাই ভালো আছে। তাদের নিরাপত্তার জন্যই তাদের ফোন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

রাফি - কিন্তু কেন? তাদের উপর কেউ হামলা করেছিলো কি? তাদের সাথে যোগাযোগ করবো কিভাবে?

- তারা একটা বাড়িতে নিরাপদ আছেন, তাদেরকে নিয়ে ভেবো না।

রাফি - ভাববো না মানে? এটা আমার পরিবার! আমার পরিবার নিয়ে আমি ভাববো না তো কে ভাববে! কোথায় তারা!

- আমি যদি এখন তাদের ঠিকানা ও তোমাকে দিয়ে দেই তবুও তুমি কিছুই করতে পারবে না। তাহলে শুধুশুধু কেন টেনশন বাড়াচ্ছো। তার ভালো আছে, সুস্থ আছে। তোমার বৌ অনেক বৃদ্ধিমতী মেয়ে। সে সবকিছু সামলে নিয়েছে।

রাফি - আমার পরিবার কোথায়? তারা পুলিশ প্রোটেকশনে ছিলো। তারপরও কেন তাদের অন্য কোথাও সরাতে হলো? খুলে বলো আমাকে সবকিছু।

- তোমাকে যে ট্রেনিং প্রোগ্রামের কথা বলা হয়েছিলো সেটা মিথ্যা ছিলো। যে এন্টি সাইবার ক্রাইম ডিভিশনের আন্দারে তোমার ট্রেনিং এর কথা বলা হয়েছিলো সেই প্রতিষ্ঠানে এই মৌসুমের ট্রেইনী লিঙ্গে তোমার বা NSA এর কারো নাম ই নেই।

রাফি - তাহলে যে আমাকে চিঠি দেয়া হলো? সরকারিভাবে আমাকে ট্রেনিং এ পাঠানো হয়েছে।

- কিন্তু অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনে তোমাকে ট্রেনিং এ পাঠানোর কথা থাকলেও অরিজিনালী এই সিজনে তুমি ইনলিঙ্গেড কোন ট্রেইনি নও। এটা ঠিক যে তোমার নাম রিকমেন্ড করা হয়েছিলো এবং তোমাকে নির্বাচন ও করা হয়েছে কিন্তু সেটা পরবর্তী মৌসুমের জন্য, এই মৌসুমের জন্য নয়, সেটি আরো ১ মাস পরে।

রাফি - সরকারি কাগজপত্রে ভুল হয় কিভাবে? এত বড় ভুল?

- জেনে বুঝেই এই ভুলটা করা হয়েছিলো। কাগজপত্র ঠিকই আছে। তোমার ট্রেনিং কালিন ছুটির পার্মিশন ও আছে কিন্তু সেটা একমাস পরের। তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে মেরে ফেলার ফান্দি আঁটা হয়েছিলো এইমাসেই।

রাফি - কিন্তু কে? আমাকে অফিসিয়ালী ট্রেনিং অর্ডার দিয়েছিলেন ডাইরেক্টর স্যার, তিনিই আমার বিমানের টিকিট দিয়েছেন তিনিই আমাকে জানিয়েছিলেন এই মাসে ট্রেনিং এর কথা। তাহলে কি!!!!!!

- ঠিকই ধরেছো। তোমার ডাইরেক্ট স্যার ই তোমার জন্য এই মৃত্যুফাঁদ তৈরী করেছেন। NSA এর ডিজিটাল লগবুকে তোমাকে অনুপস্থিত শো করছে অর্থাৎ তুমি বিনা পার্মিশনে ছুটি কাটাচ্ছো।

রাফি - আমাকে কম করে হলেও ১০ ধরনের কাগজে সিগন্যাচার করে ট্রেনিং এ পাঠানো হয়েছে। তুমি বললেই আমি মেনে নেবো না যে এত বড় যোগসাজশ ঘটেছে।

- তো জানতে পারি তুমি ঠিক কোথায় বসে সব কাগজে সিগন্যাচার করেছো? কোন সাক্ষী আছে তোমার এইসব কথার?

রাফির কপালে ভাঁজ পড়ে, সবগুলো কাগজপত্র ডাইরেক্টর স্যারের সামনেই সই করেছিলো রাফি। এমনকি অফিসের সব কলিগদের রাফিই জানিয়েছিলো ট্রেনিং এর কথা, কোন প্রঙ্গাপন ও জারি হয়েছিলো না। রাফি ছাড়া আর কেউ ই জানে না যে এসব ডাইরেক্টর স্যারের কারসাজি।

- খুব বেশী চিন্তায় পড়ে গেলে তো? এই মানুষটার হাতেই তুমি তোমার পরিবারের দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলে! আজ আমি তোমাকে এইসব জ্ঞানাচ্ছি বলে তুমি জানতে পারছো, ভেবে দেখো যদি আমি না জানতাম তাহলে কোথায় থাকতে তুমি।

রাফি - প্রমাণ দেখাও যে তুমি সত্য বলছো। প্রমান ছাড়া আমি তোমার একটা কথাও আর বিশ্বাস করবো না। আর ডাইরেক্টর স্যার কেন আমাকে মারতে চাইবে!

- প্রমান চাও তো? আচ্ছা। বিমান থেকে নামো, সবধরনের প্রমান দেয়া হবে তোমাকে।

রাফি - আমি আমার পরিবারের সাথে কথা বলতে চাই।

- সেটা আপাতত সন্তুষ্ট নয়। তাদের কাছে এখন কোন কমিউনিকেশন সিস্টেম নেই। যখন সন্তুষ্ট হবে তখন আমিই কথা বলিয়ে দেবো। আপাততঃ তোমার পরিবার আমার জিম্মায়। আমি থাকতে তাদের কোন ক্ষতি হতে দেব না।

রাফি - আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এই কার্গোপ্লেন? বাড়ির রাস্তা ফেলে কেনই বা যাচ্ছি অন্য কোথাও?

- তোমার ডাইরেক্টর স্যার খুব সুন্দরভাবে তোমাকে এই কারেন্সি চুরির কেসে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। কিছু ভুয়া প্রমানপত্র জোগাড় করে তোমাকে পলাতক ঘোষনা করেছে। তোমার অবর্তমানে তোমার ফ্যামিলিকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করার পার্মিশন ও বের করে ফেলেছে তোমার ডাইরেক্টর স্যার। তাই বাধ্য হয়ে তোমার পরিবারকে সরিয়ে ফেলতে হয়েছে।

রাফি চুপ করে থাকে কিছুক্ষণের জন্য। মাফিয়া গার্ল যদি সত্য বলে তাহলে আসলেই রাফির তার পরিবারকে বিপদের মুখে ফেলে রেখে এই মৃত্যুফাঁদে পা দিয়েছিলো। কিন্তু এত অল্প সময়ে এতকিছু ঘটে যাওয়াটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না রাফির কাছে। নাহ, সবকিছু যাচাইবাছাই না করে আর কোন মন্তব্য করতে চায় না রাফি।

রাফি - যত দ্রুত সন্তুষ্ট আমার পরিবারের সাথে আমার কথা বলানোর ব্যবস্থা করো, প্লিজ।

- সে ব্যবস্থা আমি করছি। আর হ্যাঁ কার্গোপ্লেনটি তোমাকে আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে ধনী দেশে নিয়ে যাচ্ছে। বিমানটি সরাসরি একটা আর্মি বেস এ ল্যান্ড করবে। ওখান থেকে তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌছে দেয়া হবে।

রাফি - কিন্তু আমার গন্তব্য কোথায়!

- সময় হলেই জানতে পারবে। এখন বিশ্রাম নাও। কাল অনেক কাজে আছে।

রাফি ফোনটা কেটে দেয়। মেঘের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে কার্গোপ্লেনটি।

রাফি মনে মনে ভাবতে থাকে কেন নিজের সিক্রেট আইডেন্টিটি মাফিয়া বয় ছেড়ে প্রকাশ্যে একজন Cyber Crime Analyst Officer হতে গেলো! দেশের জন্য ভালো কিছুই করতে চেয়েছিলো রাফি। দেশের জন্য কিছু করতে গেলে যে এতবড় মাসুল দিতে হয় এটা রাফির সত্যিই অজানা ছিলো। নিজের পজেটিভ মনকে নেগেটিভিটির ছায়ায় দেখতে মোটেই অভস্থ্য নয় রাফি। কিন্তু নিজেকে পজেটিভ রাখার সব শক্তি হারাতে বসেছে সে। এতসব ভাবনাচিন্তার সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাঁটতে রাফি যে কখন ঘুমিয়ে যায় তা সে নিজেও জানে না। হঠাৎ কিছুটা ঝাকিতে রাফির ঘুম ভেংগে গেলো। সকাল হয়ে গেছে মেঘের উপর। কিছুক্ষণের ভেতর হয়তো বিমানটি ল্যান্ড করবে তাই সিগন্যাল দিচ্ছে সিটবেল্ট বেধে নিতে এবং ফোন সুইচ অফ করতে। রাফি ফোন বন্ধ করে আর কিছুটা আড়মোড় দিয়ে ল্যান্ডিং এর প্রস্তুতি নেয়।

বেশ ঝাক্কি খেতে হলো কার্গোপ্লেনটি ল্যান্ড হতে। রাফি শক্ত হয়ে বসে রইলো তার সীটে, মনে হচ্ছিলো এটাই শেষ যাত্রা। অবশেষে কার্গো প্লেনটি থামলো।

মাফিয়া গার্ল বলেছিলো এখান থেকে কেউ একজন রাফিকে নিয়ে যাবে গন্তব্যে কিন্তু কে নেবে কোথায় নেবে কিছুই জানে না রাফি। ফোন অন করে যথারিতী *6666# নাম্বার ফোন দেয় রাফি। কিছুক্ষণের ভেতর ফোন দেয় মাফিয়া গার্ল।

- ল্যান্ড করেছো?

রাফি - এইমাত্র ল্যান্ড করলো। কে আমাকে নিতে আসবে, কোথায় যাচ্ছি?

- একটা সবুজ রং এর আর্মি জীপ। রানওয়ের আশেপাশে ওই গাড়িটা ছাড়া আর কোন গাড়ি থাকার কথা না।

রাফি আশে পাশে তাকিয়ে একটাই জীপ দেখতে পায়।

রাফি - হয়তো পেয়েছি। কিন্তু কি বলবো ড্রাইভারকে।

- বলো " I am the package"

রাফি - I have the package?

- না না, I am the package.

রাফির কাছে উদ্ভট লাগলেও জীপের ড্রাইভারের কাছে গিয়ে মাফিয়া গার্লের শিখিয়ে দেয়া কোড বললো। ড্রাইভার কোন প্রতিউত্তর না দিয়ে গাড়িতে বসতে বললো।

রাফি ব্যাগদুটো নিয়ে গাড়ির পেছনে গিয়ে বসলো।

ড্রাইভার নিজ মনে গাড়ি চালাতে শুরু করে।

রাফি - কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?

- যে অস্ত্র ব্যবসায়ীর বাংকারে আশ্রয় নিয়েছিলে তার কাছে।

রাফি - মানে! তার কাছে কেন!

- কেন কি! তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে না! তার ব্যাগ হার্ডড্রাইভ সব ফেরত দিতে হবে তো!

রাফি - সে যদি জানে যে আমি তার বাংকারে তুকে পড়েছিলাম তাহলে তো আমাকে গুলি করে মারবে।

- অতটাও সহজ নয়। সে তার বাড়ির সিকিউরিটি স্ট্যাটাস দুনিয়াকে দেখানোর জন্য একটা ডিক্লিয়ারেশন দিয়েছিলো। ২৪ ঘন্টার ভেতর যদি কেউ তার বাংলোতে তুকে যে কোন কিছু চুরি করে আনতে পারে তাহলে তিনি চোরকে যে কোন কিছু দিতে তৈরি।

রাফি - ওই বাংলোতে কেউ ঢোকার সাহসই বা কেউ করবে কেন? জান গেলে কি আর জান ফেরত আসবে?

- তুমি তো ঠিকই তুকেছিলে, তাও সবচেয়ে সিক্রেট বাংকারে।

রাফি - আমি তো না জেনেই..... কিন্তু এই চুরির আয়োজনের উদ্দেশ্য কি?

- অস্ত্র ব্যবসায়ী পিকাচু কে বিক্রি করে দিতে চাচ্ছে একটা ইন্টেলিজেন্ট সিকিউরিটি এসিস্টেন্ট হিসেবে। সে নিজেই পিকাচু কে চুরি করেছে এর ডেভলপার গ্রুপের কাছ থেকে আর ডেভলপারের সবাইকে মেরে ফেলেছে।

রাফি - তার মানে বিক্রির আগে পিকাচুর নৃষংশতার একটা ডেমো দেখাতে চেয়েছিলো সে!..

- একদম ঠিক।

রাফি - কিন্তু পিকাচু তো কাউকে মারে নি। কোন ডেমো ই শোঅফ হয় নি।

- মেরেছে। তুমি কার্গো প্লেনে ওঠার পর পিকাচুর সব পার্মিশন রেষ্ট্রিকশন খুলে দেই আমি। পিকাচু রেষ্ট্রিকশন ফ্রি হয়ে আর্মি বেসে যাওয়ার আগেই আর্মড ট্রাক কন্ট্রোল করা বন্ধ করে দেয়, ফলে সন্ত্রাসীরা আর্মড ট্রাক খুজে তোমাকে না পেয়ে আবার বাংলোতে ফিরে আসে। রেষ্ট্রিকশন ছাড়া পিকাচু কি করার ক্ষমতা রাখে তা তোমার আইডিয়াতেই আছে। একটা অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকেও জ্যান্ট ছাড়ে নি পিকাচু।

রাফি - আমি কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দেখতে চাইছিলাম না। তারপরও এমনটা ঘটলো। আচ্ছা কেউই কি আসে নি চুরি করতে?

- সেটা বলা সম্ভব নয় কারন পিকাচু কাউকেই জিন্দা ছাড়ে নি।

রাফি - তাহলে আমি এখন ওই অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে কি করবো?

- বন্ধুত্ব করতে যাবে এবং তোমার পুরস্কার আনতে যাবে। কিছুক্ষণের ভেতরেই তুমি একটা উপশহরে পৌছাবে, সেখানে গাড়ি বদল হবে এবং তোমাকে সিকিউর করে অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।

রাফি - সিকিউর! মানে হাত পা চোখ বেধে!

- বলা যায়, অমনই কিছু একটা।

রাফি - কোথা থেকে এনে কোন বিপদে ফেলছো আমায় তুমি?

- চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। Good luck.

রাফি কথা বলা শেষ করে গাড়ির জানালার দিয়ে দেখতে থাকে। শহরটা খুবই সুন্দর, সাজানো গোছানো রঙিন শহর।

আধঘন্টা বা তার একটু বেশী সময় পর গাড়িটা একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়াল। ড্রাইভার ইশারা করে গাড়ি থেকে নামার জন্য। রাফি ব্যাগ গুলো নিয়ে নেমে পড়ে গাড়ি থেকে। চার রাস্তার মোড় অথচে একটা গাড়িও নেই। মানুষজনেরও বালাই এই একেবারেই।

রাফি দেখতে পায় দূর থেকে একটা গাড়ি আসছে। কাছাকাছি আসতেই রাফি বুঝতে পারে এটা একটা লিমুজিন। রাফির সামনে এসে দাঁড়ায় গাড়িটা। একজন হোমড়াচোমড়া লোক গাড়ি থেকে নেমে রাফিকে গাড়িতে উঠতে বলে। অন্য কোন উপায় না থাকায় রাফিকে গাড়িতে উঠতে হলো। গাড়ির ভেতর পুরাই আলাদা, বাধের চামড়া দিয়ে বানানো সোফার কভার। মদের বোতল সহ আরো অনেক কিছু দিয়ে সাজানো পুরো লিমুজিনের ভেতরটা। গাড়িটা তখনও দাঢ়িয়ে। বাইরের লোকটা ভেতরে এসে বসে রাফিকে একটা ছোট্ট বোতল দেয়।

রাফি - (ইংরেজীতে) আমি এ্যালকোহল নেই না।

লোকটা - এটা এ্যালকোহল নয়। সিডেডিভ। তোমাকে বেহুস করে দেবে। গন্তব্যে পৌছানোর পর তোমার জ্ঞান ফেরানো হবে। এখন জলদি।

বলেই একটা পিস্তল বের করে রাফির বুক বরাবর ধরে।

লোকটির সোজাসাপটা জবাব আর পিস্তলের নল দেখে রাফির গলা আটকে আসে, কিন্তু আর কোন উপায় না থাকায় মাফিয়া গার্লকে একশো এক টা গালি দিতে দিতে রাফি বোতলে মুখ খুলে গালে চালান করে দেয় পুরো বোতলের সিডেডিভ।

কিছুক্ষণের ভেতর চোখগুলো ভারী হয়ে আসতে থাকে রাফির। হাত পা অসাড় হয়ে যায়, ধীরে ধীরে জ্ঞান হারায় রাফি।

লিমুজিনটা চলতে থাকে রাফির পরবর্তি গন্তব্যের দিকে।

বিঃদ্রঃ

লেখার মান এবং পাঠকদের প্রত্যাশা ঠিক রাখার জন্যই মাঝে মাঝে ব্রেক নেই। সাথেই থাকুন, ইনশাআল্লাহ নিরাশ হতে দেবো না।

#হ্যাকারে_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-৯

কিছুক্ষণের ভেতর চোখগুলো ভারী হয়ে আসতে থাকে রাফির। হাত পা অসাড় হয়ে যায়, ধীরে ধীরে জ্ঞান হারায় রাফি।

লিমুজিনটা চলতে থাকে রাফির পরবর্তি গন্তব্যের দিকে।

হঠাৎ এক বিকট গন্ধে জ্ঞান ফেরে রাফির। গা হাত পা ঝাড়া দিয়ে ওঠে মুহূর্তের ভেতর। অনেকটা হঠাৎ করেই কিক স্টার্ট দেয়া মোটরসাইকেলের মত অবস্থা। রাফির ঘোর আর অজ্ঞানতা কাটিয়ে বের

হয়ে আসতে বেশ সময় লাগলো। রাফি মিটি মিটি করে চোখ মেলে দেখতে চায় আসপাস আর ওই উটকো গন্ধের উৎস। হাত পা নড়াতে না পারলেও চোখ খুলে পরিবেশ বোঝার চেষ্টা করে, কে যেন নাকের কাছে একটা ছেট্ট কাঁচের বোতলের ছিপি খুলে ধরে আছে আর বোতলটা থেকেই উটকো গন্ধটা আসছে। রাফি নাক বাড়া দিয়ে সরে যেতে চায় কিন্তু নিজেকে হাত পা বাধা অবস্থায় একটা চেয়ারে আবিষ্কার করে সে।

জ্ঞান ফিরেছে এবং স্বজ্ঞানে চেয়ারে দাপাদাপি করতে দেখে রাফির নাকের কাছ থেকে বোতলটি সরিয়ে নিলো লোকটি। জ্ঞান ফেরানোর জন্য চেহারায় একটু পানি ছিটিয়ে দিলেই হতো, নাকের এমন বিদঘুটে গন্ধ দেয়ার কি প্রয়োজন ছিলো সেটাই বুঝতে পারলো না রাফি। পুরোপুরি জ্ঞান ফেরার পর আশপাশটা ভালোভাবে দেখা শুরু করলো রাফি। বেশ বড়সড় একটা আলোছায়া ঘেরা রূম। মোটামুটি আন্দাজ করা যাচ্ছে কুমের মাঝখানে বসে আছে রাফি। আধো আলো ছায়ায় যতুটুকু বোৰা যায় পুরো রূমটাতে শুধু সাদা এবং কালো রং এর জিনিসপত্র। দেয়ালের রং থেকে শুরু করে বইয়ের মলাট পর্যন্ত। রাফি কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না আর। সবাই কেমন যেন অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাফি চুপচাপ থেকে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলেও কিছুই বুঝতে পারলো না, শেষমেষ বলে বসলো,

রাফি - (ইংরেজিতে) কেউ কি বলবে আমি কোন জাহানামে আছি?

ব্যক্তি ১ - (ইংরেজিতে) পৃথিবীর জাহানামে?

রাফি - এভাবে বেধে রাখার কি মানে? আমি সেচ্ছায় এখানে এসেছি। এভাবে বেধে রাখার প্রয়োজন আছে কি?

ব্যক্তি ২ - তুই এখন যার সামনে বসে আছিস তার সামনে বসে কেউ আজ পর্যন্ত এতগুলো কথা বলতে পারে নি।

রাফি - তাহলে আমি বেঁচে আছি কিভাবে?

বস - (বেশ গভীরভাবে) কারন আমার ইচ্ছা।

রাফি কথার ওজন শুনেই বুঝে গেলো এ বস টাইপের কেউ। কিছু বলা যৌক্তিক হবে কি না ভেবেও বলে বসে রাফি,

রাফি - মেহেরবানী করে হাতের বাধনটি খুলে দিন। প্রচন্ডরকমের নাক চুলকাচ্ছে। পারছি না আর। এমন থমথমে পরিবেশে এইরকম কথা শুনে একটা গভীর হাঁসির আওয়াজ পেল রাফি। বেশ জোরেশোরেই হাসছেন তিনি,

বস - (হাসতে হাসতে) খুলে দে।

অন্ধকারের ভেতর থেকে দুটি ছায়া এগিয়ে এলো, একজন ঠায় দাঢ়িয়ে রইলো এবং আর একজন হাতের বাঁধন খুলে দিতে লাগলো।

হয়তোবা এখানে পৌছানোর পর থেকেই হাত বাঁধা ছিলো, বাঁধন খুলে দেয়ার সাথে সাথে রক্ত চলাচল শুরু করলো হাতের শিরা উপশিরাতে। রাফি দুত এক হাত দিয়ে নাক চুলকাতে লাগলো, যদিও নাক চুলকানোর ব্যপারটা মিথ্যা ছিলো। তাইই বলে তো আর সবাইকে বুঝতে দেয়া যাবে না বিষয়টা।

বস - (হাঁসি থামিয়ে গভীরতা এনে) তাহলে তুই দাবি করছিস যে তুই আমার বাংলোতে চুকেছিলি আর জ্যান্ত বের হয়ে এসে আমার সাথে কথা বলছিস!!!!?

রাফি - (দড়ি দিয়ে হাতের বাঁধা জায়গায় হাত বোলাতে বোলাতে) জ্বী হ্যাঁ। বিপদে পড়েই ঢুকতে হয়েছিলো ওখানে।

বস - (কৌতুহল) বিপদ! কিসের বিপদ! আমার বাংলোই তো একটা বিপদের কৃপ। তোর আন্দাজ আছে যে গতকাল কতগুলো মানুষ জান খুইয়েছে আমার বাংলোর দরজার সামনে!

রাফি না সূচক মাথা দেলায়।

বস - (গর্ব করে) ১৪৩ জন। একজনও বাংলোর বাউন্ডারি ও ছুঁয়ে দেখতে পারে নি অথচো মরে লাশ হয়ে গেছে আর তুই কিনা বলছিস তুই আমার বাড়ি তুকেছিল! তো কিভাবে মানবো যে তুই আমার বাড়ি তুকেছিল? প্রমান দে।

রাফি - আমার সাথে দুইটা ব্যাগ ছিলো, ওগুলো কোথায়?

ব্যক্তি ১ - ওগুলো বাইরে কাউন্টারে রয়েছে।

রাফি - দয়া করে আমার সামনে এনে দেবেন কি? প্রমান ব্যাগে।

বস গলা দিয়ে হুহু বলে হয়তো কাউকে নির্দেশ দিলেন ব্যাগ নিয়ে আসার জন্য।

কেউ একজন ছায়ার ভেতর থেকে হেঁটে হেঁটে রাফির পেছনে চলে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আবারও দরজা খোলার আওয়াজ হয় আর ঝপ করে দুইটা ব্যাগ রাফির সামনে ফেলে লোকটি আবার ছাঁয়ায় মিলিয়ে যায়।

রাফি বাংকার থেকে নিয়ে আসা ব্যাগটা তুলে নিয়ে তার উপর কার্ডটি রেখে বলে,

রাফি - (আত্মবিশ্বাসের সাথে) দেখুন তো ব্যাগ আর কার্ডটি চিনতে পারেন কিনা!

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না ঠিকমত কিন্তু রাফির হাতে থাকা ব্যাগটি আবছা আলোতে দেখেই, বস - (আতৎক এবং উত্তেজনায়) আলো জ্বালা। কেউ একজন আলো জ্বালা, এখনই।

রাফি জানে যে এখন ভয়াবহ এক ড্রামা সিরিয়াল হতে চলেছে। তাই মানষিকভাবে রাফি প্রস্তুত ই ছিলো।

আলো জ্বলে উঠতেই রাফি তার সামনে টেবিলের গায়ে হেলান দেয়া মাঝবয়সী এক ব্যক্তিকে আবিঞ্চার করে, ভয়াবহ স্ট্যাইলিশ, হাতে রোল্যাঙ্ক, গায়ে সাদা শার্ট কালো কোর্ট, কালো স্যু! শুধু চোখটা একটু বেশীই বড় হয়ে আছে, আর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে রাফির হাতের ব্যাগটা দিকে।

একজনকে ইশারা করলো রাফির হাত থেকে ব্যাগটা নিয়া আসার জন্য, আর নিজে ঘুরে গিয়ে চেয়ারের সামনে দাঢ়িয়ে একটা মোটা চুরুট ধরাতে শুরু করলো।

একজন এসে ব্যাগ আর কার্ডটা রাফির হাত থেকে নিয়ে বসের সামনে টেবিলে রাখলো। চুরুটে লম্বা এক টান দিয়ে বস টাইপের লোকটি ওই কার্ড টেবিল থেকে হাতে তুলে নেয়। চোখ ছানাবড়া হবার উপক্রম তার পরও নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছে ওই বস টাইপের লোকটি।

বস - (অন্য দুজনকে উদ্দেশ্য করে) তোরা বাইরে যা, প্রয়োজনে ডেকে নেবো।

রুমের ভেতর বস আর রাফি ছাড়া আর সবাই বের হয়ে গেল। সবাই বের হয়ে যাওয়ার পর দরজা লাগতেই,

বস - (বিস্মিত হয়ে) একটাই প্রশ্ন করবো, পরিস্কার জবাব চাই। কিভাবে?

রাফি যা যা ঘটেছে তার বর্ণনা শুরু করতেই,

বস - ওসব শুনতে চাই নি, এই ব্যাগটা আমার বাংলোর ১০০ ফুট নীচে বাংকারের একটা লকারে ছিলো। এটা তোর হাতে আসলো কিভাবে?

রাফি - কারন গতপরশু রাত থেক গতকাল রাত পর্যন্ত আমি ওই বাংকারেই ছিলাম।

বসের চোখ নাক গাল লাল হয়ে গিয়েছে রাফির কথা শুনে।

বস - কি!!!! তুইই বলতে চাস গতকাল বাউন্ডারি ছুঁতে না পারা চোরগুলোকে শেষ করে দেয়া সিকিউরিটি সিস্টেমকে ফাঁকি দিয়ে তুই আমার বাউন্ডারিতে তুকেছিস, বাংকারের লিফটে পৌছেছিস, লিফট থেকে নেমে বাংকারের কোড ভেঙ্গে বাংকারের দরজা খুলেছিস, আমার ক্যাশরুমে তুকে লকার খুলে ব্যাগটা নিয়ে বের হয়ে এলি অথচো তোর গায়ে ফুলের টোকাও পড়ে নি!!!!!! আর আমি কোন ইন্ট্রুডার এ্যালার্ট ও পেলাম না!!!! অসম্ভব!!!!

রাফি - আমার জানামতে আপনার বাউন্ডারির ভেতর যে একটা এন্টিনিউক্লিয়ার বাংকার রয়েছে এই ইনফ্রামেশন জানা কোন ব্যক্তিই জীবিত নেই। আর আপনার সিকিউরিটি এসিস্টেন্ট ও ঘরেষ্ট কর্মপটু তা গতরাতে আপনার বাড়ির সামনের লাশের বহর দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু আমার এ্যাসিস্টেন্ট ও কম যায় না। সে আপনার পুরো সিস্টেমকে হ্যাক করে ফেলেছে।

বস - (উদ্বিগ্ন) আমার সিকিউরিটি সিস্টেম হ্যাক করা যাবে না এমনটাই বলেছিলো ওরা, তাহলে আমার টাকা!

রাফি - চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনার পুরো বাংলো থেকে ওই ব্যাগ আর এই হার্ডড্রাইভ ছাড়া আর কিছুই খোঁয়া যায় নি!

বস - (আরো বিস্মিত হয়ে) হার্ডড্রাইভ ও নিয়ে এসচিস!!!!!! সেটা কোথায়?

রাফি - ওই ব্যাগের ভেতরই আছে। ব্যাগটা যে আমি সাজিয়ে নিয়ে আসি নি তার প্রমাণ।

বস - (বিশ্বায়ের সাথে) তুই! তুই আমার বাংকার পর্যন্ত চলে গেলি! তার মানে আমার সিকিউরিটি সিস্টেমে সমস্যা রয়েছে। আমার ইন্টেলিজেন্ট সিকিউরিটি সিস্টেম আসলে ইন্টেলিজেন্ট নয়! এমন ভুলভাল সিকিউরিটি এসিস্টেন্ট যদি আমি বিক্রি করি তাহলে তো আমার জীবন নিয়েই টানাহ্যাচড়া শুরু হয়ে যাবে।

রাফি - আপনার সিকিউরিটি সিস্টেম যে ডেমো দেখিয়েছে তাতে নিশ্চয়ই অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছে পিকাচু?

বস - (অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে) তুই আমার বাংকারের ইন্টেলিজেন্ট সিকিউরিটি এ্যাসিস্টেন্টের নাম ও জানিস?

রাফি - (মুচকি হাঁসতে হাঁসতে) আসলে ২৪ ঘন্টার ও বেশী সময় ধরে ছিলাম তো বাংকারে, একা একা ভালো লাগছিলো না। তাই পিকাচুর সাথে গল্প করছিলাম। ভালো এবং খুবই ভদ্র এসিস্টেন্ট।

বস - (চোখ বাকিয়ে) তোর ভালো লেগেছে পিকাচু কে?

রাফি - আবার জিগায়, ভালো লাগবে না কেন? খুবই ভালো মনের এসিস্টেন্ট খালি একটা শরীর নাই।

বস মনে মনে ভাবে এমন একটা সিকিউরিটি সিষ্টেমের উপর ভরসা করে সে তার বানানো ১৫ নং বাংলো খোলা ফেলে রেখে এসেছে! হায় হায়।

বস - (ভাব নিয়ে) হমমম, তার মানে তুই কম্পিউটার নিয়ে নাড়াচাড়া করিস! ভালো। তোকে একটা অফার দিতে চাই। তুই যদি পিকাচুর সমস্যা সমাধান করে দিতে পারিস তাহলে পিকাচু তোর।

কথাটা শোনার সাথে সাথে রাফির খটকা লাগে, পিকাচুর ডেভলপার কাউকেই এই লোক জীবিত রাখে নি আর রাফি ত মামুলি মানুষ।

রাফি - (কপাল কুঁচকে) কাজটা করার পর আপনি যে আমাকে মেরে ফেলবেন না তার গ্যারান্টি কি!

বস মনে মনে ভাবে যে এই ছেলেকে যতটা বোকা মনে করেছিলাম ততটা বোকা নয়। এখন!

বস - (ইতস্ততঃ) না না না, আমি তোকে মারবো কেন? তুইই আমার এত বড় উপকার করবি, তোকে মারা যায়!

কথাটা শোনার পর রাফির বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে, মনে হতে লাগে এ যাত্রাই মনে হয় শেষ যাত্রা।

রাফি - (কিছুটা উত্তেজিত) আমার ফোনটা? আমার কথা বলতে হবে আমার এ্যাসিস্টেন্টের সাথে।

এখানে তোর জন্য ফোনে কথা বলার কোন সুযোগ নেই, যদি গোয়েন্দা সংস্থাকে আমার লোকেশন জানিয়ে দিস, তো?

তখন রাফি কিছু বলতে যায়, কিন্তু বসের ফোন বেজে ওঠায় সে হাত তুলে থামিয়ে দেয় রাফিকে।

ফোনে কথা বলা শুরু করে রাফির সামনেই, প্রথম প্রথম হু হা তে জবাব দিলেও কিছুক্ষণের ভেতর সে রাফির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে। আরো কিছুক্ষণ কথা চলার পর বস রাফির দিকে ফোন এগিয়ে দিলেন।

রাফি বিশ্বায়ের সাথে ফোনটি নিয়ে কানে ধরলাছে,

কম্পিউটার জেনারেটেড ফীমেল ভয়েসটা রাফির খুবই পরিচিত,

- মাফিয়া গার্ল।

রাফি - কোথায় এনে ফাঁসিয়ে দিলে! এ তো এখন আমাকে মারার ফন্দি আটছে।

- (অট্টহাসি) তাই নাকি? বেশ বাড় বেড়েছে মনে হচ্ছে। যাইহোক যে জন্য তোমাকে এখানে আনা, তোমাকে কোন ট্রেস ছাড়া পরবর্তী গন্তব্যে পৌছে দিতে কেবলমাত্র ওই পারবে। ভেবেছিলাম পুরস্কার হিসেবে তোমার ফ্রী ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করবো। কিন্তু এখন তো দেখছি ব্যপারটা উল্টো করতে হবে।
রাফি - (রাগান্তিত) তুমি যদি বিনা অনুমতিতে আমার টাকার গুদামে ঢোকো তাহলে আমার রাগ হওয়া স্বাভাবিক নয় কি!

- কথাটা তুমি মন্দ বলো নি। যাইহোক ফোনটা ওকে দাও।

রাফি ফোনটা এগিয়ে দিতেই কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনটা কানে তুলে নিলো বস। কিছুক্ষণ ইয়েস নো তে কথা বলে ফোনটা কেটে দিলো। রাফির দিকে তাকিয়ে চেয়ারে বসে পড়লো। চুরুটে লম্বা একটা টান দিয়ে রাফিকে প্রশ্ন করতে বসলো,

বস - (চিন্তিত) গতকাল রাতে যারা আমার বাড়ির সামনে এসেছিলো তারা আসলে আমার বাড়ি চুরি করতে এসেছিলো না, তাইনা?

রাফি না সূচক মাথা দোলায়।

বস - (চিন্তিত) তারা সব তোকে মারতে ওখানে হাজির হয়েছিলো?

রাফি হ্যাঁ সূচক মাথা দোলায়।

বস - (চিন্তিত) তুই ওদের হাত থেকে বাঁচতে বাঁকারে তুকেছিলি!? চুরি করতে নয়!?

রাফি হ্যাঁ সূচক মাথা দোলায়।

বস - তোর এ্যাসিস্টেন্ট আমাদের সব কথা শুনছিলো?

রাফি এর উত্তর জানে না তবে মাফিয়া গার্লের পক্ষে আড়ি পাতা সন্তুষ্ট তাই হ্যাঁ সূচক মাথা দোলালো।

বস উঠে গিয়ে জানালার দিকে ফিরে ডাক দিলো তার এ্যাসিস্টেন্টগুলোকে, দুইজন রুমে এসে রাফির পিছনে দাঁড়াল।

বস - (এ্যাসিস্টেন্টগুলোর উদ্দেশ্যে) প্রাইভেট জেট রেডি করতে বলো, আর এর বাঁধন খুলে পেন্টহাউজে নিয়ে যাও। জেট রেডি না হওয়া পর্যন্ত একে ওখানেই রাখো। আর একে এর সবকিছু দিয়ে দাও।

এ্যাসিস্টেন্টগুলো রাফির কোমরের আর পায়ের বাঁধন খুলে দিলো আর রাফির ব্যাকপ্যাকটা রাফির হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করতে বললো। রাফি বুঝলো না ওই বস টাইপের লোকটিকে ধন্যবাদ জানানো উচিত কি না। ভাবনাচিন্তা বাদ দিয়ে রাফি এ্যাসিস্টেন্ট দুইজনের পেছন পেছন চলতে শুরু করলো, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মত তাকিয়ে দেখলো লোকটি তখনো জানালা বরাবর তাকিয়ে চুরুট টানছে।

কুম থেকে বেরিয়ে করিডোর হয়ে এ্যাসিস্টেন্ট দুইজন রাফিকে নিয়ে গিয়ে লিফটে তোলে।

করিডোরের ডেকোরেশন আর লোকজনের আসাযাওয়া দেখে রাফি ধারনা করে এটা কোন বড়মাপের হোটেল। লিফট ২২ তলায় গিয়ে থামে। এ্যাসিস্টেন্টের পেছন পেছন রাফি গিয়ে ঢোকে পেন্টহাউজে। টপ ফ্লোরের এই পেন্টহাউজটিকে একটা জানালার ঘর বলা চলে। পুরো ঘরটার মেঝে ছাদ আর একপাসের দেয়াল ছাড়া পুরোটাই জানালা দিয়ে ঘেরা। এ্যাসিস্টেন্টগুলো রুমে আসে না, ইশারায় বলে ইন্টারকমে ফোন এলে যেন রিসিভ করে। রাফি ফোনটা বের করে অন করে। অন হতে হতেই মাফিয়া গার্লের ফোন,

- কি? সব ঠিকঠাক আছে তো? নাকি সমস্যা হয়েছে কোন!

রাফি - এভাবে মানুষদের ব্যবহার করা আমার মোটেই পচ্ছন্দ নয়। আমি এখানে তাদের সাথে দুশমনী করতে আসি নি। নিজের প্রয়োজনে মানুষকে এভাবে ব্যবহার করা!!! নিজের উপরই নিজের ধিঙ্কার জানাতে ইচ্ছা করছে।

- নিজেকে এত ছেট করে দেখার কিছু নেই, তুমি যে দুনিয়ায় বাস করো সেই দুনিয়ায় কেউ কারো জন্য কিছু করে না। হয় তোমাকে সেটা আদায় করে নিতে হবে অথবা দখল নিয়ে নিতে হবে। আর তুমি তো কারো ক্ষতি করছো না।

রাফি - ১৪৩ টা লাশ কি কোন ক্ষতির ভেতর পড়ে না!

- তার জন্য তুমি দায়ী নও আর পুলিশ ও কোন ক্লু মেলাতে পারবে না। কারণ লোকালয়ের ভেতর এমন সিকিউরিটি সিস্টেম রাখা বেআইনী আর পুলিশ জেনেশনে কিভাবে এটা এতদিন এলাউ করেছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইন্সপেক্টর G কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আর অভিযোগ প্রমাণিত হলে পাপের শাস্তি ভোগ করা শুরু আর আমি নিজে সেটা কনফার্ম করবো।

রাফি - কিন্তু এই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে কেন ব্যবহার করছো!

- এই এখন তোমাকে নিরাপদ গন্তব্যে নিয়ে যাবে। তোমরা এখন ভালো বন্ধু হয়ে গেছো। দেখো না সে তোমার জন্য কত কিছু করবে।

রাফি - আমি কেবল বাড়ি যেতে চাই। আমার মা বাবা আর বৌয়ের কাছে।

- আগে বের তো হও এখন থেকে, তারপর অন্যকিছু। এখন রাখছি। ফ্রেস হয়ে তৈরী হয়ে নাও। একটু পরই বস আসবে তোমার সাথে কথা বলতে।

রাফি কিছু বলার আগেই মেয়েটা ফোন কেটে দেয়। এই বাজে স্বভাবটা রাফির একদমই পচ্ছন্দ না। ফোনটা রাখতে রাখতে দরজা খুলে বসের আগমন ঘটে। রাফিকে দেখে উষ্ণ একটা হাসি দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়। কিছুক্ষণ আগে যে লোকটা রাফিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে কথা বলছিলো, হঠাৎ করে তার এমন পরিবর্তন দেখে রাফি যার পর নাই অবাক হয়ে যায়।

বস - অফিসরূপে করা ব্যবহারে আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি বুঝতেই পারি নি যে আপনি মাফিয়া বয়, দি মাফিয়া বয়।

রাফি - এমনভাবে কেন বলছেন?

বস - আমি আপনার কাজের অনেকবড় ফ্যান। আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে আপনাকে কখনো দুই চোখে দেখতে পাবো।

রাফি - (কৌতুহল নিয়ে) মাফিয়া বয়ের কাজের ফ্যান আপনি! কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে আমি কখনো কোন সন্ত্রাসীকে সাহায্য করি নি।

বস টাইপের লোকটা জিভে কামড় বসিয়ে দিলো,

বস - ছি ছি ছি, আমাকে সন্ত্রাসী বললেন! আমি একজন সন্ত্রাসী ব্যবসায়ী, পৃথিবীর বেসামাল ক্ষমতার সুযোগে যারা পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করছে তাদেরকে রুখে দিতে বিভিন্ন দেশের বিদ্রোহীদের সাথে আমি ব্যবসা করি। আমি না থাকলে ওইসব মারনাঞ্জের সামনে কি নিয়ে দাঢ়াতো বিদ্রোহীরা বলুন তো? এই আমরা আছি বলেই বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারে।

রাফি - বাহ, নিজের ব্যবসায়ের পক্ষে খুব সুন্দর একটা উপসংহার দাঁড় করিয়েছেন।

বস - (হাসতে হাসতে) ব্যবসাকে কিভাবে খারাপ বলি ভাই, আমার রুটিরঞ্জী যোগাড় হয় এখান থেকে।

তখন ইন্টারকম বেজে ওঠে। বস উঠে গিয়ে রিসিভারটা কানে তুলে নেয় কিছু কথা শুনে ওকে বলে রিসিভারটা রেখে দেয়।

বস - আপনার জেট তৈরি। আপনাকে আপনার গন্তব্য পর্যন্ত পৌছে দেবে আমার জেট। (একটা কার্ড এগিয়ে দিয়ে) এটা রাখুন, জানি যে আমার নাস্তার খুজে পেতে এই কার্ডের দরকার পড়বে না, তারপরও যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার যে কোন সমস্য আপনি আমাকে নির্দিধায় জানাতে পারেন। আমি আপনাকে সাহায্য করবো।

রাফি - (কার্ড হাতে নিয়ে) আপনি আমাকে সাহায্য করবেন! কেন?

বস - (হাসতে হাসতে) আপনি অনেক বেশী প্রশ্ন করেন, কৌতুহল ভালো তবে আমাকে বের হতে হবে। চলুন একসাথে বের হওয়া যাক।

বস রাফিকে হোটেলের লবি পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। তারপর একজন এ্যাসিস্টেন্ট রাফিকে নিয়ে সেই লিমুজিনে ওঠালো। মাঝখানে কোথাও না থেমে লিমুজিনটি এয়ারপোর্টের ভিআইপি লঞ্জ হয়ে সোজা

প্রাইভেট জেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। ডিপ্লোম্যাটিক ক্লিয়ারেন্স থাকলেও ইমিগ্রেশনে যেতে হয় কিন্তু এ তো পুরাই আলাদা লেভেলের।

ড্রাইভার এসে রাফিকে দরজা খুলে দিলো আর বিমানের পাইলট রাফিকে অভর্থনা জানিয়ে বিমানে তুলে নিলেন। জেটের দরজা লাগার আগে গাড়ির ড্রাইভার একটা ব্যাগ এনে রাফির সামনে রাখলো যেটা রাফি বাংকার থেকে নিয়ে এসেছিলো। তখনই বিমানের ইন্টারকমে ফোন আসে। রাফি রিসিভ করতেই,

বস - আমাদের বন্ধুর শুরুটা সুখকর না হলেও আশা করা যায় সামনের দিনে আমাদের সম্পর্ক আরো মজবুত হবে। আমার তরফ থেকে সামান্য উপহার আপনার জন্য। আপনার যাত্রা শুভ হোক। বলে টেপরেকর্ডারের মত কথাগুলো বলে ফোনটা রেখে দিলো। রাফি কোন কথা বলার সুযোগই পেল না। ফোনটা রেখে ব্যাগটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগেই পাইলট অনুরোধ জানায় ফোন অফ করে সিটবেল্ট বেধে নিতো। জেট এখনই টেকঅফ করবে। জানতেও পারলো না কোথায় পরবর্তী গন্তব্য। জেট ছুটতে শুরু করলো রানওয়ে বরাবর। রাফি চোখ বন্ধ করতেই পরিবারের সবার চেহারা ভেসে ওঠে। নাহ, তাদের কাছে ফিরে যেতেই হবে রাফিকে।

টিপসঃ

যে কোন সোসাল একাউন্টের পাসওয়ার্ড অবশ্যই একটু কঠিন রাখবেন। সংখ্যা, নাম্বার ও সিস্টল মিলিয়ে রাখবেন। যেমনঃ a514p3h2a1@(). সফটওয়্যার দ্বারা একে ক্রাক করতে ২ বিলিয়ন বছর লাগবে। আসা করি বুঝতে পেরেছেন। না বুঝলে পেজের ইনবক্সে টেক্সট করতে পারেন।

বিঃদ্রঃ আপনার বন্ধুদেরও invite করে গল্প পড়ার সুযোগ করে দিন। ধন্যবাদ।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-১০

জেট ছুটতে শুরু করলো রানওয়ে বরাবর। রাফি চোখ বন্ধ করতেই পরিবারের সবার চেহারা ভেসে ওঠে। নাহ, তাদের কাছে ফিরে যেতেই হবে রাফিকে।

প্রিপারেশন দেখে বোঝাই যাচ্ছিলো বেশ লম্বা সফর হতে চলেছে, রাফিও মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে লাগলো। দেশে ফিরে কোথায় যাবে কি করবে, নিজের করা ভুলগুলো শুধরাতে ত হবে। জেটটি অটোপাইলট মোড দিয়ে মেইন পাইলট কেবিনে এলো রাফির সাথে কথা বলতে, কোন সমস্যা হচ্ছে কি না বা কিছু লাগবে কি না। কেবিন ক্ৰু কে দেখিয়ে দিলো যেন সব ধরনের প্রয়োজনে তাকে ডাকতে পারে।

রাফি ফোনটা অন করতে করতে শুধু একটা জিনিস ই জানতে চাইলো,

রাফি - গন্তব্য কোথায় আমাদের?

পাইলট - এই বিমান আপনাকে পিরামিডের দেশ পর্যন্ত পৌছে দেবে, তার আগে একটা দেশ থেকে একজন এসিস্টেন্ট উঠবেন যিনি আপনাকে আপনার চুড়ান্ত গন্তব্যে নিয়ে যাবেন।

রাফি মনে মনে ভাবে শালা পাইলট ও জানে না আমি কই যাচ্ছি, এটা কেমন কথা। অবশ্য পাইলটেরও দোষ নয়। সে তার চুড়ান্ত গন্তব্যের কথা তো বলেছে রাফিকে। রাফিই জানে না রাফির গন্তব্য।

ভাবনায় নজর ঘোরাতে ঘোরাতে চোখ যায় ব্যাগটির দিকে যেটা বাংকার থেকে নিয়ে এসেছিলো রাফি। এতক্ষণ ধরে বহন করার পরও রাফি জানেই না যে ব্যাগে কি আছে। আগে হয়তো দেখার এখতিয়ার ছিলো না কারন ব্যাগটি একপ্রকার চুরি করে আনা হয়েছিলো বাংকার থেকে, না বলে নেয়া আর চুরি করা একই কথা।

রাফি সিট থেকে উঠে ব্যাগটা নিয়ে আবার নিজের সিটে বসলো। একটু ঘেঁটেঘেঁটে দেখা দরকার।

মাঝারী আকারের চামড়ার ব্যাগ, দেখতেও বেশ দামি লাগছে। রাফি উপরের থেকে চেন খোলা শুরু করলো, কার্ডটা রেখে দিয়েছে ব্যবসায়ী, উপরের অন্যন্য পকেটগুলোতে তেমন কিছু না পেয়ে

ভেতরের বড় পকেট খুললো রাফি, বিস্মিত হলো না সে, হার্ডড্রাইভটা রয়েছে ব্যাগে, আর সাথে দড়ি দিয়ে বাধা ছোট্ট একটা কাপড়ের পুঁটলি। রাফির কৌতুহল বাড়ে। পুঁটলিটা খুললে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়, ৬/৭ টুকরা সাদা পাথর। রাফির ধারনা নেই খুব তবে কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় এমন সাদা পাথর আসলে কি হতে পারে তা আন্দাজ করতে পারে রাফি। আনকাট ডায়মন্ড !!! এমন সাইজের এক একটা আনকাট ডায়মন্ডের দাম অনেক টাকা। রাফি এতকিছু ভাবতে ভাবতে ফোন আসে। আননোন সোর্স মানেই মাফিয়া গার্ল।

- যাত্রা শুরু হলো?

রাফি - বিমানে আছি, যাচ্ছি কোথায়?

- বিমানটি আর ৬ ঘন্টা পর একটা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবে, তোমাকে নামতে হবে না বরং আমার একজন এসিস্টেন্ট তোমার বিমানসংঙ্গী হবে।

রাফি - এসিস্টেন্ট? যাক এটলিষ্ট কথা বলার মত কাউকে পাওয়া যাবে।

- এতটাও ফ্রেন্ডলি নয় সে, তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌছে দেয়াটাই ওর মিশন।

রাফি - কিন্তু আমার গন্তব্য কোথায়? দেশে ফিরছি তো আমি?

- এখনই নয়। দেশে ফিরতে হলে তোমাকে নিজেকে আগে নির্দোষ প্রমাণিত করতে হবে। তা না হলে তোমার জন্য দেশে আসা আর মারা যাওয়া সমান কথা।

রাফি - (চিন্তিত) আমাকে আমার পরিবারের সাথে কথা বলতে হবে। কোন ব্যবস্থা হলো কি?

- ব্যবস্থা হচ্ছে। তোমার সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা নাগাদ তোমার ফ্যামিলির সাথে কথা বলতে পারবে।

রাফিকে খুশি হওয়া উচিত তবে পরিবেশ পরিস্থিতি রাফিকে ঠিক খুশি করতে পারে না। জানালা দিয়ে বাইরে দেখলো রাফি। নিজেকে আকাশের বুকে উড়তে দেখেও কেমন যেন বন্দি মনে হতে লাগলো।

রাফি - (ভাবতে ভাবতে) হমম, আচ্ছা তোমাকে তো একটা কথা বলা হয় নি। ব্যবসায়ী তো উপহার পাঠিয়েছেন তারই বাংকার থেকে নেয়া ব্যাগটা আর হার্ডড্রাইভটা।

- আচ্ছা, শুধুই হার্ডড্রাইভ?

রাফি - (কৌতুহল) কেন, আরো কিছু থাকার কথা ছিল নাকি!

- হ্যাঁ, একটা ছোট্ট কাপড়ের পুঁটলি থাকার কথা।

রাফি - হ্যাঁ, আছে। পুঁটলিটা ব্যাগের ভেতরেই আছে। তবে পুঁটলির ভেতরে যা আছে তা তো আমার প্রাপ্য নয়।

- প্রাপ্য তবে পরোক্ষভাবে। মনে আছে আমাকে ট্রেস করার জন্য আমার করা কাজগুলো খুঁজে বের করছিলে?

রাফি তার মেমরী ঝাকিয়ে ফিরে যায় অতীতের কথায় যখন রাফি আর NSA এর চার সদস্য মিলে মাফিয়া গার্লকে ট্রেস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলো। যেখান থেকে যতটুকু ইনফরমেশন যোগাড় করা সন্তুষ্য সেখান থেকেই ইনফরমেশন টেনে বের করেছিলো রাফিকে টিম।

রাফি - খুব ভালোভাবেই মনে আছে। কতভাবেই যে খোঁজ করেছি তোমাকে আমরা ৫ জন মিলে।

- জানি, যাইহোক আফ্রিকাতে হীরার বদলে অস্ত্রের একটা বড় চালান ধরা পড়ার খবর তো পেয়েছিলে এই খোঁজাখুঁজির ভেতর?

রাফিকে মনে পড়ে মাফিয়া গার্লকে খোঁজার সময় এমন একটা রিপোর্ট এসেছিলো যেখানে চরমপন্থীদের সাথে হীরার বিনিময়ে অস্ত্র বেচাকেনা করা এক বিশাল গ্যাংকে হাতেনাতে ধরেছিলো আফ্রিকান সেই দেশের পুলিশ, প্রেস ব্রিফিং এ পুলিশ প্রধান বলেছিলো আননোন সোর্স থেকে ফোন দিয়ে এই চালান রিলেটেড কিছু নির্দেশনা এবং ডিটেলস দেয় যার মাধ্যমে পুলিশ অনেক সহজে চরমপন্থীদের ও অস্ত্র ব্যবসায়ীদের এক বিশাল চালান জৰু করে।

রাফি - হ্যাঁ, মনে পরছে! কিন্তু তার সাথে এই কাপড়ের পুঁটলির সম্পর্ক কি!

- যে অস্ত্র চোরাকারবারিরা ধরা পড়েছিলো তারা অনেক বড় মাপের চোরাকারবারি ছিলো এবং তারা ধরাচোঁয়ার বাইরেই থাকতো সবসময়। ওই অপারেশনে চোরাকারবারিগুলো ধরা পরার পর এই অস্ত্র

ব্যবসায়ী সুযোগ পায় তার ব্যবসা কয়েকগুনে বাড়িয়ে দেয়ার। সেদিনের সেই ঘটনার কারনে আজ সে বিশাম বড় অস্ত্র ব্যবসায়ী।

রাফি - তাহলে সে আমার ফ্যান হতে যাবে কেন? তার তো তোমার ফ্যান হওয়া উচি�ৎ। কারন কাজটা তো তুমি করেছিলে।

- আমি তো তোমার এসিস্টেন্ট, সারা সাইবার দুনিয়া তো জানে মাফিয়া বয়ের নাম, আর মাফিয়া গার্ল তো একটা ছায়া মাত্র।

রাফি - তারমানে তুমি আমার এসিস্টেন্ট হয়ে ওই চোরাকারবারিদের ধরিয়ে দেয়ার ফলে এই অস্ত্র ব্যবসায়ী বড় করে ব্যবসা করার সুযোগ পেয়ে যায় আর সেইজন্য এই উপটোকন!

- ব্যপারটা অমনও না, এই উপটোকনের মাধ্যমে সে আনুগত্য প্রকাশ করেছে শুধু। এতো মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। সে এখন তোমার হাতের পুতুল। চাইলেই নাচাতে পারবে, তাই অতটা ভাবনাচিন্তা খেড়ে ফেলো।

রাফি - (কৌতুহল) আসলে তুমি কি চাইছো সেটা বলো তো? তোমার আসল উদ্দেশ্য কি? কেন এভাবে আমাকে এভাবে সাহায্য করছো?

- সাহায্য করবো না আর?

রাফি - তুমি খুব ভালো করেই জানো যে আমার প্রশ্নের মানে এটা ছিলো না।

#লেখা_sharix_dhrubo

- পৃথিবীর পাওয়ার ব্যালান্সেস হয়ে গেছে, পানিকে শান্ত দেখে আগুন এখন দাপট দেখাচ্ছে। কিন্তু আগুনকে অবশ্যই পানিকে ভয় করা উচি�ৎ, আর সেটাই আমার উদ্দেশ্য।

রাফি - কিছুটা বুঝলাম আর কিছুটা একেবারে মাথার উপর দিয়ে গেলো। যা ই বোঝাও না কেন সেখানে আমার ভূমিকা কি!

- তোমার যোগ্যতা এবং ক্ষমতাকে আজ পর্যন্ত ঠিকমত কাজে লাগাও নি তুমি। তোমার ফুল প্রোটেনশিয়ালিটি দিয়ে তুমি অনেককিছুই করতে পারো যা দুনিয়ার মানুষের চিন্তার বাইরে।
রাফি - আমি একটা স্বাভাবিক জীবন চাই শুধু, আমার পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো থাকতে চাই।
- জীবনটা একটা কয়েনের মত, এপিঠ আর ওপিঠ। তুমি যতই কয়েনের একপিঠ নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করো না কেন, না তুমি কয়েনের অপরপিঠকে অঙ্গীকার করতে পারবে আর না পারবে আলাদা করতে। কয়েনের অপরপিঠটাকেও যে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। এখন এসব নিয়ে না ভাবলেও চলবে। এখন রাখছি। আমার এসিস্টেন্ট না আসা পর্যন্ত বিমান থেকে নামবে না। আর হ্যাঁ, আমার এসিস্টেন্ট তোমার পূর্বপরিচিত তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

রাফির কপালে এখন আর ভাজ পড়ে না। ভাজ পড়তে পড়তে এমন বলিবেখা তৈরী হয়েছে যে দেখলেই মনে হয় কপাল কুচকে আছে।

রাফি - আমার পরিচিত? কে সে? কিভাবে পরিচিত!

- সবই জানতে পারবে যখন সে তোমার সাথে জয়েন করবে। এখন রাখছি, I'll be in touch.

রাফি ফোনটা রেখে দেয়, বিমানে করার মত তেমন কোন কাজই খুজে পায় না রাফি। তাই বিমানবালাকে ডেকে জানতে চায় কোন ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ডিভাইস আছে কি না বিমানে।
বিমানবালা রাফির সামনের ডেস্ক থেকে একটা ল্যাপটপ বের করে দেয়। রাফি ল্যাপটপটি ওপেন করে সাধারণ আপডেট নিতে থাকে দেশের।

রাফির অনুপস্থিতিতে কারেন্সি চুরির ক্ষেত্রে এক নাটকীয় মোড় এনেছেন ডাইরেক্টর স্যার।

প্রেস ব্রিফিং এ সবাইকে জানিয়েছেন যে রাফির সাহায্যেই কারেন্সিটা চুরি হয়েছে এবং যখন জড়িতদের কাছ থেকে অতিরিক্ত হিস্যা দাবি করে রাফি তখন অন্যরা বেঁকে বসায় রাফি সবাইকে ফাঁসিয়ে দিয়ে পুরো টাকাটা নিয়ে উধাও হয়ে যায়।

রাফি ভাবতে থাকে এটা কিভাবে সন্তুষ্ট। সে তো তার ফাইনাল রিপোর্ট সাবমিট করে দিয়েছিলো প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং তার হস্তক্ষেপেই এখন অপরাধীরা জেলে, তাহলে টাকাগুলো নিয়ে আমি

উধাও হলাম কিভাবে, টাকাগুলো কি আবারও আনট্রেসেবল হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন একাউন্টে ঘুরে বেরাচ্ছে। যদি এমনটাই হয় তাহলে তো অপরাধীরা বেকসুর ছাড়া পেয়ে যাবে আর দোষ রাফির কাঁধেই পড়বে।

একের পর এক ষড়যন্ত্রের জাল কেটে বের হতে না হতেই আরো একশোটা জাল এসে পেঁচিয়ে ধরে রাফিকে। কি দোষ ছিলো আমার! ১০ সদস্যের টাঙ্কফোস্হি বা কি করেছে এই কেসের ইনভেষ্টিগেশন নিয়ে!

রাফির মাথায় ঘূরপাক খেতে থাকে এসব, কেন রাফির সাথে বার বার এমনটি হচ্ছে। ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে মাফিয়া গার্লের কথাটা, কয়েনের এপিঠ ওপিঠ। রাফি কয়েনের এপিঠ নিয়েই বেশী ব্যস্ত ছিল সবসময় কিন্তু কয়েনের ওপিঠ নিয়েই তো সবসময় কাজ করেছে সে। কোডিং, হ্যাকিং, এগুলো তো বেশীরভাগই কয়েনের ওপিঠে সংগঠিত হয়। অপ্রিয় হলেও এটাই সত্যি যে রাফির পরিস্থিতির জন্য রাফি নিজেই দায়ী। নিজেকে নিজে সিকিউর না করে অনেক বড় ভুল করেছে সে।

আরো একটু ঘাটাঘাটি করতে চাইলো রাফি, নিজের ব্যপারে। বেশ কয়েকটি পত্রিকায় ছাপিয়েছে যার সারাংশ হলো রাফিউল ইসলাম নামের একজন NSA অফিসার, প্রাক্তন NSA ডাইরেক্টর মরহুম ব্রিগেডিয়ার ইজাজ মামুনের মদ্দে কয়েকজন লোভী আর ক্ষমতাশালী কর্মকর্তাদের নিয়ে এই বিশাল অংকের কারেন্সি চুরি করে এখন পুরো কারেন্সি সহ বর্তমানে প্লাতক রয়েছে এবং কয়েকজন নিরপরাধ জননেতা ও কর্মকর্তা এই কেসের মিথ্যা অপবাদ নিয়ে জেল খাটছে।

রাফি ল্যাপটপের লীডটা নামিয়ে রাখে। মাথাটা চিনচিন করছে রাফির।

#লেখা_sharix_dhrubo

একটু ঘুমানোর চেষ্টা করলো রাফি, ঘুমিয়েও পড়লো কিছুক্ষণের ভেতর।

হঠাৎ করেই ঘুমটা ভেঙ্গে যায় রাফির। চোখ খুলে দেখতে পায় সীটবেল্ট বাঁধা, ল্যাপটপটাও আর টেবিলের উপর নেই। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো বিমান দাঢ়িয়ে আছে। চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে পাশের সোফাতে কাউকে বসে থাকতে দেখে রাফি, বেশ টিপটপ পরিপাটি একটা মেয়ের পায়ের উপর পা তুলে দুলাতে দুলাতে মোবাইল চাপছে, দেখলেই বোঝা যাচ্ছে চুইংগাম চিবচে আচ্ছামত কিন্তু মাথা নীচু করে মোবাইল চাপছে বলে মুখের সামনে চুল চলে এসেছে তাই চেহারাটাও ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না রাফি।

ঘাড় নীচু করে চেহারাটা দেখার চেষ্টা করলো রাফি কিন্তু চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে না রাফি।

সীটবেল্টের কারনে বেশী নীচু হয়ে দেখতে পাচ্ছে না ভেবে সীটবেল্টটা খুলে ফেলে রাফি। হয়তো সীটবেল্টের আওয়াজ পেয়ে পায়ের দুলুনী বন্ধ হয়ে যায়, চুইংগাম চাবানোটাও মন্ত্র হয়ে যায়।

"রাফি সাহেব, অনেকদিন পর দেখা হলো, ভালো আছেন নাকি এখনো কলেজের ডোনারগুলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?"

রাফির কৌতুহল বেড়ে যায়, চেনা চেনা কলেজের ডোনার খোঁজার কথা বলছে! কে সে? রাফি - (কৌতুহল) কুই!!

"বাহ, যতটা হতবুদ্ধ ভেবেছিলাম ততটাও হতবুদ্ধ নন আপনি। বেশ তীক্ষ্ণ কান আপনার।"

মাথা তোলে মেয়েটা, চোখে একটা সানগ্লাস দেওয়া। যেমনটি ক্যাম্পাসে দেখেছিলো তেমনটি একদমই লাগছে না আর কুই নামের মেয়েটিকে। নিজেকে এমনভাবে কভারআপ করেছে যে দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে সে লোকাল কেউ নয়।

#লেখা_sharix_dhrubo

রাফি - কুই আপনি! আপনি এখানে কি করছেন!

কুই - কি আর করবো! এক পথভোলা ক্রিমিনালকে পথ দেখাতে এসেছি। উপরের হুকুম।

রাফি - কিন্তু আপনাকে এখানে এভাবে দেখবো কখনো ভাবি নি। আপনার উপরমহল বলেছিলো যে এসিস্টেন্ট নাকি আমার পরিচিত হবে, কিন্তু সেটা যে আপনি হবেন তা বুঝতে পারি নি।

ରୁହି - ମାନୁଷ ତାର ଜୀବନେ ଅନେକକିଛୁଇ ଭାବତେ ପାରେ ନା କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମାନୁଷକେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବାତେଇ ନା, ଅନେକ ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମନେଓ ଫେଲେ ଦେଯ। ହୟତୋ ସେଟା ଆମାର ଥିକେ ଆପନି ସେଟା ବେଶୀ ଭାଲୋ ଜାନେନ।

ରାଫି - ହୟ, ତାହଲେ ଆପନି ନିୟେ ଯାବେନ ଆମାକେ ଦେଶେ?

ରୁହି - ଦେଶେ! ଆପନାକେ ତୋ ଦେଶେ ନିୟେ ଯାଓଯାର କୋନ ମିଶନ ଦେଯା ହୟ ନି।

ରାଫି - ତାହଲେ କୋଥାଯ ନିୟେ ଯାଚେନ ଆମାକେ! କୋଥାଯ ଯାଚି ଆମରା?

ରୁହି - ପୃଥିବୀର ବୃଦ୍ଧତମ ଦେଶେ ନିୟେ ସେତେ ବଲା ହୟେଛେ ଆପନାକେ। ଆମରା ଓହିଦିକେଇ ଯାଚି।

ରାଫି - ମାନେ! ଓଖାନେ କେନ ଯାଚି ଆମରା?

ରୁହି - ଆପନାର ସବ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୁଁଜିତେ।

ଇନ୍ଟାରକମେ ସିଗନ୍ୟାଲ ଦେୟ ବିମାନ ଏଖନଇ ଏଯାରପୋର୍ଟ ତ୍ୟାଗ କରବେ। ରୁହି ସୋଫା ଛେଡେ ଏସେ ରାଫିର ସାମନେର ଚୟାରେ ବସେ ପଡ଼େ। ସୀଟିବେଲ୍ଟଟା ବେଁଧେ ନେଯ ଆର ରାଫିକେଓ ଇଶାରା କରେ ସୀଟିବେଲ୍ଟ ବେଁଧେ ନିତେ। ରାଫି ସୀଟିବେଲ୍ଟ ବେଁଧେ ନିୟେ ଜାନାଲାର ଦିକେ ତାକାଯ। ବିମାନଟି ରାନ୍‌ଓୟେର ଦିକେ ଯାଚେ ଆର ରାଫିଓ ଏଗିଯେ ଯାଚେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତେର ଦିକେ।

#ହ୍ୟାକାରେର_ଲୁକୋଚୁରି

#ସିଜନ_୨

ପର୍ବ-୧୧

ରାଫି ସୀଟିବେଲ୍ଟ ବେଁଧେ ନିୟେ ଜାନାଲାର ଦିକେ ତାକାଯ। ବିମାନଟି ରାନ୍‌ଓୟେର ଦିକେ ଯାଚେ ଆର ରାଫିଓ ଏଗିଯେ ଯାଚେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତେର ଦିକେ।

ଅବଶେଷେ ବିମାନଟି ଆବାର ଆକାଶେ ଉଡ଼ିଲେ, ରୁହି ଜାନାଲା ଦିଯେ ବାଇରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛେ ଆର ରାଫି ଦେଖିଛେ ରୁହିକେ। ଏହି ପୁଚକୀ ମେଯେଟା ମାଫିଯା ଗାର୍ଲେର ଏସିଟେନ୍ଟ! ଏ ଏଖାନେ କି କରଛେ! କଯେକ ହାଜାର ମାଇଲ ପଥ ପାଡ଼ି ଦିଯେ ଏହି ମରଭୂମିର ଦେଶେ ଏସେ ବସେ ଆଛେ ରାଫିକେ ଏସିସ୍ଟ କରାର ଜନ୍ୟ! ନାହ ବ୍ୟାପାରଟା କିଛୁତେଇ ହଜମ ହଚେ ନା ରାଫିର। ଏକଗାଦା ପ୍ରଶ୍ନ ମାଥାର ଭେତର ସୁରପାକ ଥାଚେ ରାଫିର କିନ୍ତୁ ରୁହିର ସ୍ଵଭାବ ରାଫିର ଏକଟୁ ହଲେଓ ମନେ ଆଛେ, "ସତ୍ତ୍ଵକୁ ଠିକ ତତ୍ତ୍ଵକୁ" ଟାଇପ। ତାଇ ହୟତୋ କି ଦିଯେ ଶୁରୁ କରଲେ ସବ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ପାଓଯା ଯାବେ ସେଟାଇ ଭାବରେ ରାଫି। ରାଫି ଭାବତେ ଭାବତେ,

ରୁହି - ଦେଖୁନ, ଆମି ଜାନି ଆପନାର ମନେ ଏକଗାଦା ପ୍ରଶ୍ନ ଜମା ହୟେ ଆଛେ। ସେକ୍ଷେତ୍ରେ ଅପ୍ରାସଞ୍ଜିକ କୋନ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଟାପିକ ଏଡ଼ିଯେ ଚଲାଟାଇ ଆପନାର ଜନ୍ୟ ମଞ୍ଜଲଜନକ ହବେ।

ରାଫି - କିନ୍ତୁ କିଛୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ନା ପେଲେଇ ନଯ। କମ ସମୟ ଧରେ ଜ୍ବାଲାଚେ ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋ ଯେଗୁଲୋର ଜବାବ ପାଓଯା ଜରୁରୀ।

ରୁହି - ଆଚଛା? Let me guess your first question? ମାଫିଯା ଗାର୍ଲ କେ? ତାଇତୋ? ଠିକ ବଲେଛି?

ରାଫି ତବ୍ବା ଖେଯେ ବସେ ଥାକେ, ରୁହିର ସୋଜାସାପଟା ଜବାବ ଏର ଆଗେଓ ଶୁନେଛେ ରାଫି। କିନ୍ତୁ ରାଫି ସୁଯୋଗ ପେଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିଟି କରତେ ରୁହିକେ।

ରାଫି - ପ୍ରଶ୍ନଟି ମନେ ଜାଗାଟା ସ୍ଵାଭାବିକ ନଯ କି?

ରୁହି - ତାର ଆଗେ ଆମାର ଏକଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦିନ, ଧରେନ ଆପନି ଜାନତେ ପାରଲେନ ମାଫିଯା ଗାର୍ଲ କେ, ତାରପର କି?

ରାଫି - ମାନେ?

ରୁହି - ମାନେ କି, ଧରନ ଆମି ମାଫିଯା ଗାର୍ଲ, ଆପନି ଜେନେ ଗେଲେନ, ଏଖନ କି!

ରାଫି - ଆପନି ମାନେ ତୁମିଇ ମାଫିଯା ଗାର୍ଲ!!!!

ରୁହି - ଆମି କଥନ ବଲଲାମ ଆମି ମାଫିଯା ଗାର୍ଲ, ଧରେ ନିତେ ବଲେଛି ମାନେ କି ଆମାକେଇ ମାଫିଯା ଗାର୍ଲ ହତେ ହବେ?

ରାଫି - ଧରେ ନେଯା ତୋ ଦୂର କେଉଁ କଥନୋ ସ୍ଵପ୍ନେଓ ବଲେ ନି ମାଫିଯା ଗାର୍ଲ କେ। ତାଇ ହଠାତ କଥାଟି ଶୁନେ ଆସଲେ ନିଜେକେ କନ୍ଟ୍ରୋଲ ରାଖିତେ ପାରି ନି।

রুহী - হয়েছে হয়েছে, এখন বলেন কি হবে জেনে কে এই মাফিয়া গার্ল!

রাফি - বাহ, এতদিন ধরে যে আমাকে গার্ডিয়ান এন্জেলের মত সাহায্য করে চলেছে তাকে চিনতে চাইতে পারি না!

রুহী - আমার প্রশ্ন ছিলো চেনা জানার পর কি? সেটা বলেন? চিনে ফেলার পর কি? প্রেম করবেন? আমি ত যতদূর জানি আপনি বিবাহিত, তাহলে কি? পরকীয়া?

রাফি আসলেই এক গোলকধাঁধাঁয় পড়ে যায়। আসলেই তো! রাফি তো মাফিয়া গার্লকে চিনতেই না, মাফিয়া গার্ল ই মাফিয়া বয় থেকে রাফিকে খুজে পেয়েছে আর সেধেপড়ে এখনো সাহায্য করছে। কিন্তু মাফিয়া গার্ল কেন এভাবে সাহায্য করবে রাফিকে সেটা বোঝার জন্য হলেও তো মাফিয়া গার্লকে চিনতে হবে রাফিকে, একবার রাফিকেই চেয়ে বসা মেয়েটা আর কি উদ্দেশ্যে রাফিকে সাহায্য করতে পারে?

রাফি - আজিব, প্রেম ভালোবাসা ছাড়া কি দুনিয়ায় আর কিছু নেই! নাকি শুধুমাত্র প্রেম ভালোবাসার জন্যই কেউ কাউকে চিনতে চায়! আমি মাফিয়া গার্লকে চিনতে চাই কারণ বুঝতে চাই যে কেন একজন মানুষকে এভাবে সাহায্য করবে সে।

রুহী - একজন! মানে আপনি মনে করেন আপনাকে ছাড়া আর কাউকে হেল্প করে না MG?

রাফি - MG!

রুহী - Mafia Girl এর শর্ট MG. তো নিজেকে এতোটাই স্পেশাল মনে করেন? হ্লহ

রাফি - স্পেশাল ভাবতে যাবো কেন? মাফিয়া গার্ল যেভাবে দিনে রাতে আমাকে সাহায্য করে তাতে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক যে আমিই একমাত্র ব্যক্তি।

রুহী - যদি তাই ই হতো তাহলে আপনি এই বিমানে থাকতেন না আর আমিও না। সাইবার দুনিয়ায় মানুষগুলো হয়তো আপনাকে মাফিয়া বয় হিসেবে চেনে কিন্তু রিয়েল লাইফ টা তো সম্পূর্ণ আলাদা আর এতদিনে আশা করি আপনার সে ধারনা হয়ে গেছে!

রাফি - আমার কেন সন্দেহ হচ্ছে যে আমি হয়তো মাফিয়া গার্লের সামনেই বসে আছি।

রুহী - সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু MG আপনার ব্যপারে আমাকে খুব সুন্দরভাবে ব্রিফিং দিয়েছেন এবং আমরা এতক্ষণ যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছি সেই প্রসঙ্গ এরিয়ে যাওয়ার জন্য হাজারবার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। নির্দেশনা না মানার ফল কি হতে পারে তা এখন আন্দাজ করতে পারছি আমি। আর হ্যাঁ, MG র একটা পার্সোনাল লাইফ আছে, তাছাড়া সে যদি এখন আপনার সামনে বসে বকবক করতে থাকে তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশে গিয়ে আপনারা দুইজন কি করবেন না করবেন সেটা কে ঠিক করে দেবে?

রাফি বেশ বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে, এই চাকরিতে যোগদান করার পর থেকে সন্দেহের বাতিক হয়েছে রাফির। কোন ধরনের অসংলগ্নতা দেখলেই কেমন যেন সিগন্যাল দেয়।

রুহী - আপনার কৌতুহলবসত প্রশ্নসমূহ বাদে অন্য কোন প্রশ্ন থাকলে জানতে পারেন।

রুহীকে মাফিয়া গার্লের এসিস্টেন্ট হিসেবে দেখে রাফি ভেবেছিলো হয়তো রুহী বলতে পারবে মাফিয়া গার্ল কে, কিন্তু একে তো জিলাপির প্যাঁচ মেরে পাঠিয়ে দিয়েছে রাফির কাছে। চাইলেও কোন জবাব পাওয়া সম্ভব না। তাই কৌশল অবলম্বন করতে চাইলো রাফি।

ফোন বের করে *6666# ডায়াল করলো আর খুবই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রুহীর দিকে তাকিয়া রইলো এটা বুঝতে যে নিজের করা সন্দেহ সত্যি কি না।

কিন্তু রুহীর কাছে না কোন মেসেজ আসা আর না কোন সিগন্যাল, উল্টো রাফির ফোনে মেসেজ আসে,

"I gave you a live assistant coz I have to do my work. She will help, you don't have to worry."

রুহী হঠাৎ নড়ে ওঠে, পকেট থেকে ফোন বের করে কি যেন চেক করে, তারপর ড্যাবড্যাব করে

রাফির দিকে তাঁকিয়ে থাকে। রাফি বিব্রতবোধ করে চাহনীটা ইগনোর করতে চাইলেও মুখোমুখি বসে থাকা দুইজন মানুষের চাহনী ইগনোর করা খুবই কষ্টসাধ্য। অগত্যা রুহী নিজেই বলে উঠলো,

ରୁହି - MG ଆମାକେ ଏଥାନେ ପାଠିଯେଛେ ଆପନାକେ ଏସିସ୍ଟ କରାର ଜନ୍ୟ, ସେଟୋ କି ଆପନାର ପଚ୍ଛନ୍ଦ ହଚ୍ଛେ ନା?

ରାଫି - କେନ? ପଚ୍ଛନ୍ଦ ହବେ ନା କେନ!

ରୁହି - ତାହଲେ ଏଟା କି?

ବଲେ ରୁହି ତାର ମୋବାଇଲ୍‌ଟା ରାଫିର ଦିକେ ଘୁରିଯେ ଧରଲୋ, ରାଫି ଚୟାର ଥେକେ ଏକଟୁ ସାମନେ ଝୁକେ ରୁହିର କ୍ରିନିଟା ଚୋଥେ ସାମନେ ନିଯେ ଆସେ। ଏକଟା ମେସେଜ, MG ଥେକେ,

"HE IS YOUR RESPONSIBILITY TILL NEXT DESTINATION , IF HE NEEDS ME TILL THEN, THAT MEANS YOU ARE NOT DOING YOUR TASK PROPERLY. SHOULD I REPLACE YOU? I HAVE OPTIONS."

ରାଫି ବଡ଼ସଡ଼ ଏକଟା ଢୋକ ଗେଲେ। ସାମନେ ବସା ମେୟେଟା ମାଫିଯା ଗାର୍ଲ କିନା ସେଟୋ କନଫାର୍ମ ନା ହଲେଓ ରାଫି ସେ ଆର ଚାଲାକି କରତେ ପାରବେ ନା ସେଟୋ ବୁଝେ ଗେଲୋ।

ରୁହି - MG କେ ଆମାର ବିରୁଦ୍ଧେ ରାଗିଯେ ଦିଯେ କି ହାସିଲ କରତେ ଚାନ ଆପନି? ଏମନିତେଇ ଆପନାକେ ଡେନାରଦେର ଡିଟେଲ୍ସ ଦିତେ ଗିଯେଛିଲାମ ଜେନେ MG କ୍ଷେପେ ଗିଯେଛିଲୋ, ତାର ଉପର ଆଜ ଆବାର.....ଆମାର ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ ହେବାକୁ ତାରପର ଯା ଇଚ୍ଛା ତାଇ କହିରେନ MG ର ସାଥେ।

ରାଫି ଭଦ୍ର ଛେଲେର ମତ ବକାଣ୍ଗଲୋ ଶୁନେ ବସେ ଥାକେ। ଚାଇଲେଇ ଜ୍ବାବ ଦିତେ ପାରତୋ ଦାଁତଭାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ତର୍କ କରାଟା ବୁଦ୍ଧିମାନେର କାଜ ହବେ ନା ଭେବେ ଚୁପ ମେରେ ଗେଲୋ ରାଫି।

ବାକି ସାତାଯ ଟୁକଟାକ କଥା ହଲେଓ ଲସା କନଭାର୍ସେନ ହଲୋ ନା ଆର। ବେଶୀରଭାଗ ସମଯେଇ ରୁହି ମୋବାଇଲେ ଅଥବା ନୋଟପ୍‌ଯାଡେ ସମୟ ଦିଛିଲୋ ଅଥବା ଜାନାଲା ଦିଯେ ମେଘେର ଓଡ଼ାଉଡ଼ି ଦେଖେଛିଲୋ। ଆର ରାଫି ସେଇ ଲ୍ୟାପଟପଟା ନିଯେ ଦେଶ ଛାଡ଼ାର ପର ଘଟେ ଯାଓଯା ଘଟନାଗୁଲୋର ଆପଡେଟ ନିତେ ଥାକଲୋ।

ବେଶ ଲସା ସାତା ଶେଷେ ସେଇ କାଞ୍ଚିତ ଦେଶେର ଲ୍ୟାନ୍ଡ କରଲୋ ବିମାନଟି। ରାଫି ଜାନାଲା ଦିଯେ ବାଇରେ ତାକିଯେ ଦେଖେ ଏଟା କୋନ ଇନ୍ଟାରନ୍ୟାଶନାଲ ଏସାରପୋର୍ଟ ନୟ, ଆସେପାସେର ପରିବେଶ ସେଟୋ ବଲଛେ ନା ରାଫି - ଏ କୋଥାଯ ଲ୍ୟାନ୍ଡ କରଲାମ ଆମରା!

ରୁହି - ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟର ପାର୍ସେନାଲ ରାନ୍‌ଓଯେତେ। ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ନାମତେ ହବେ କାରନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଏଇ ବିମାନ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ପୁଲିଶ ମିଲିଟାରି ସବ ଏକସାଥେ ଏଥାନେ ଚଲେ ଆସବେ।

କିନ୍ତୁ ଏଥାନେ ଘଟଲୋ ଆର ଏକ ବିପତ୍ତି, ଏତକ୍ଷଣ ବିମାନେର ଭେତରେ ଏସିତେ କିଛୁ ବୋଝା ନା ଗେଲେଓ ଶହରେର ତାପମାତ୍ରା ଏକକେର ଘରେ, ଯାକେ ବଲା ଯାଯ ହାଁଡକାଂପନୋ ଶୀତ। ରୁହି ମୋଟାମୁଟି ପ୍ରକ୍ଷତ ଥାକଲେଓ ରାଫି କୋନଭାବେଇ ଏମନ ପରିସ୍ଥିତିର ଜନ୍ୟ ତୈରି ଛିଲୋ ନା। ରୁହି ହୟତେ ବାଡ଼ି ଥେକେ ନିଜେର ଜନ୍ୟ ଏକଟା ଜ୍ୟାକେଟ ନିଯେ ଆସଲେଓ ରାଫିର କାହେ ତେମନ କିଛୁଇ ଛିଲୋ ନା।

ରାଫି - (ଅନ୍ତିରତା ନିଯେ) ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ନାମତେ ହବେ ତୋ ବୁଝାଲାମ କିନ୍ତୁ ନାମବୋ କିଭାବେ! ଶୀତେର କୋନ କାପଡ ନେଇ ଆମାର କାହେ ଆର ଏଇ ସେ ଯେ ଭୟାବହ ଠାଙ୍କା!!!

ରୁହି - (ଦୀର୍ଘବ୍ୟାସ ଛେଡେ ଉପରେ ତାକିଯେ) Ohh God, why you create boys? Why?

ରାଫି - ଆମାର ସାଥେ ଜ୍ୟାକେଟ ନେଇ ବଲେ ସୋଜାସୁଜି ଉପରେଯାଲାର କାହେ ନାଲିଶ ଠୁକେ ଦିଲେନ! ଏଥାନେ ଆସତେ ହବେ ଜାନଲେ ଦେଶ ଥେକେ ଗରମ କାପଡ ପ୍ୟାକ କରେ ନିଯେ ଆସତାମ।

ରୁହି ଏକଟା ଅଦ୍ଭୁତ ବିରକ୍ତିକର କେଯାରଲେସ ଏକଟା ଲୁକ ଦିଯେ ବଲେ

ରୁହି - ରିଯେଲି!

ରାଫି ଆର କୋନ କଥା ନା ବାଡ଼ିଯେ ପାଇଲଟେର ଚେଷ୍ଟାରେ ଦିକେ ଯାଯ, କିଛୁକ୍ଷଣ କଥା ବଲାର ପର ସହକାରୀ ପାଇଲଟକେ ହାତ ଦିଯେ ବିମାନେର ପେଚନେର ଅଂଶେ ଏକଟା ଆଲମାରିର ମତ ଅଂଶ ଖୁଲେ ରାଫିକେ ବେଶ

ମୋଟାସୋଟା ଏକଟା ଜ୍ୟାକେଟ ବେର କରେ ଦିଲୋ। ରୁହି ତତକ୍ଷଣେ ଜ୍ୟାକେଟ ପରେ ନିଜେର ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ ଘାଡ଼େ ଆର କୋମରେ ଝୋଲାନୋ ଏକଟା ବ୍ୟାଗ ନିଯେ ନାମତେ ତୈରି। ରାଫିକେ ମୋଟା ଜ୍ୟାକେଟଟା ପଡ଼ା ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ରୁହି ହେଁସେ ଦିଲୋ। ଅଦ୍ଭୁତ ସାଇଜେର ଜ୍ୟାକେଟଟା ପଡ଼ିଲେ ସେ କାଉକେଇ ହାସ୍ୟକର ଲାଗବେ ସଦି ଦର୍ଶକ ସ୍ଵଦେଶୀ କେଟେ ହୟ, ଏଇ ଦେଶେ ହୟତେ ଏଟା କୋନୋ ବ୍ୟାପାରଇ ନା।

রাফি ঝটপট ব্যাকপ্যাক ঘাড়ে আর লেদার ব্যাগটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লো। ঠান্ডা হাওয়ায় প্রথম ছোঁয়াটা এতটা ভয়াল হবে বুঝতে পারে নি, শীতকাল ভালো লাগতো রাফির কিন্তু আজ থেকে আর নয়।

রাফি - মানুষ বেঁচে থাকে কিভাবে, এত ঠান্ডায়?

রুহী - কিছুদিন পর তুষারপাত শুরু হবে, সেটা দেখতে আরো বেশী সুন্দর।

রাফি প্রশ্নের সাথে জবাবের মিল না পেয়ে আর কোন কথাই বলে না। রুহী আগে আগে হেঁটে যেতে থাকে আর রাফি অনুসরণ করতে থাকে।

কিছুদূর যাওয়ার পর একটা গ্যারেজ জাতীয় কিছু চোখে বাধে দুইজনেরই, রুহীর হাঁটার ধরন বলে দিচ্ছে গন্তব্য আপাতত ওই গ্যারেজটি।

রাফি আশেপাশের পরিবেশে চোখ বুলতে থাকে, গাছপালা এখনো সবুজ হয়ে আছে, এত ঠান্ডায় প্রকৃতির এমন রূপ। গ্রাম অথবা জঙ্গল ই বলা যায় এই এলাকাকে। গ্যারেজের অন্য পাশে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। একটা মাত্রাই বাড়ি পুরো এলাকাতে। হেঁটে যেতে যেতে পেছন থেকে সাঁই করে প্রাইভেট জেটিটি উড়ে গেলো।

রুহী ঝটপট গ্যারেজের কাছে এসে কিছু না বলে রাফির কাছে হাত পাতে। রাফি বুঝতে পারে না যে রুহী কি চায়। নজর ঘোরায় রাফি। গ্যারেজের সাইডডোরে তালা লাগানো আর রুহী হয়তো চাবি চাইছে, কিন্তু কেউ ত রাফিকে কোন চাবি দেয় নি!

রাফি - কি! আমার কাছে কোন চাবি নেই।

রুহী বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে রাফির ল্যাদার ব্যাগটি হাতে নিয়ে নিলো। ছোট একটা পকেট যেখানে এক দুই পয়সার কয়েন রাখা যায় সেখান থেকে দুইটা চাবি টেনে বের করলো।

রাফি ত নিজেই অবাক। ব্যাগেই ওইরকম পিচ্চি একটা পকেটে এমন জরুরী চাবি থাকতে পারে তা যে কারো ভাবনাচিন্তার বাইরে থাকাটাই স্বাভাবিক।

রুহী চাবি নিয়ে গ্যারেজের তালা খুলে ফেললো। ভেতরটা এমন অন্ধকার যে নাকের সামনে কিছু থাকলেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

রুহী - হাদারামের মত দাঢ়িয়ে না থেকে আলোর সুইচটা খুঁজে বের করা যাচ্ছে না! দরজার আশেপাশেই থাকার কথা।

রাফি দরজার পাশে হাত বাড়াতেই আলোর সুইচটা পেয়ে যায়। অন করে দেয় সুইচটা। বেশ ভালো জিনিসপত্র রয়েছে ম্যাকানিস্কের আর পর্দা দিয়ে ঢাকা একটা গাড়ি।

রাফি এগিয়ে গিয়ে পর্দা সরিয়ে ফেলে। বেশ চকচকে গাড়িটা। দেশের নামকরা ব্রান্ডের।

রুহীর কাছে থাকা অন্য চাবিটা দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে রাফিকে ড্রাইভ করতে বললো।

রাফি সীটবেল্ট বেঁধে রুহীর কাছে গন্তব্য জানতে চায়। রুহী গাড়ির জিপিএস এ লোকাল ভাষায় একটা ঠিকানা ইনপুট দিয়ে সীটবেল্টটা বেঁধে নিলো। রাফি আর কথা না বাড়িয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলো। বেশ লম্বা যাত্রা তাই রাফি ঘেন ড্রাইভ করতে করতে ঘুমিয়ে না পড়ে সেজন্য রুহী মাঝে মাঝেই বিভিন্ন প্রসংগ টেনে কথা বলতে লাগলো। রাফি প্রসংগ ঘুরিয়ে যতবারই মাফিয়া গার্লের নাম নিয়েছে ঠিক ততবারই রুহী প্রসংগ এড়িয়ে গেছে।

অবশ্যে গন্তব্যে পৌছায় রাফি এবং রুহী।

রুহী - এখানে রাখতে হবে।
রাফি গাড়ি পার্ক করে রাখে একটা ক্যাফের পার্কিং এ রুহী গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির চাবি চায় রাফির কাছে। রাফি গাড়ি থেকে জিনিসপত্র বের করে লক করে দেয় গাড়িটা আর চাবি তুলে দেয় রুহীর কাছে।

রুহী - এখানেই অপেক্ষা করুন। কোথাও যাবেন না।

রুহী ক্যাফের ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসে।

রুহী - অন্ত্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাহায্য নেয়া শেষ হলো। এখন আমরা আমাদের মত।

রাফি - আমরা আমাদের মত তো বুঝলাম কিন্তু কোথায় যাবো!

রুহী রাস্তার পাশে দাঢ়িয়ে একটা গাড়ির কাছে লিফট চায়। গাড়ির ড্রাইভারের সাথে লোকাল ভাষায় কথা বলে রুহী। ড্রাইভারকে খুব খুশি মনে হলো আর রুহীকে

এই মেয়ে মানুষ ফুসলাতে ওস্তাদ। কি না কি বলে ড্রাইভারকে পাটিয়ে ফেললো গন্তব্য পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্য। রুহী সামনে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসলো আর রাফি বসলো পেছনে। রুহী আর ড্রাইভার দুইজনে লোকাল ভাষায় খোসগল্লে মেতে ওঠে আর লোকাল ভাষার কিছুই বুঝতে না পারা রাফি বসে বসে জানালা দিয়ে প্রকৃতি দেখতে থাকে। আসলেই অনেককিছু জানা বাকী রাফির, অনেক কিছু করা বাকী।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-১২

রুহী আর ড্রাইভার দুইজনে লোকাল ভাষায় খোসগল্লে মেতে ওঠে আর লোকাল ভাষার কিছুই বুঝতে না পারা রাফি বসে বসে জানালা দিয়ে প্রকৃতি দেখতে থাকে। আসলেই অনেককিছু জানা বাকী রাফির, অনেক কিছু করা বাকী।

রুহী আর ড্রাইভারের গল্ল জমে উঠেছে এদিকে রাফি গাড়ির পেছনে বসে ভাবনার জগতে হারিয়ে যাচ্ছে। মা বাবাকে দেখা হয় না অনেকদিন, কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ, কোথায় আছে কিভাবে আছে কোন খেঁজই জানে না রাফি, বিয়ের পর কতধরনের ঝাঙ্কি ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে তোহা মেয়েটাকে এমন আরো হাজারো প্রসংগ একের পর এক রাফির মনে কড়া নেড়ে চলেছে। ভাবনার ঘোর কাটতে না কাটতে গাড়িটা ব্রেক কষে।

রুহী - চলে এসেছি। নামতে হবে।

রাফি ঘোর কেটে যায়, আসেপাশে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে।

রুহী - কি হলো? নামুন?

রাফি চট করে ব্যাগগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে নেমে পড়ে।

মোটামুটি ঘিঞ্জি মফস্বল শহর বলতে যা বোঝায়, রাস্তা আর স্থাপনাগুলো দেখলে আন্দাজ করা যায় এই শহরটি অনেক পুরাতন, আধুনিক শহর থেকে বেশ দূরে। রাফির এই পুরাতন ধাঁচের শহরই বেশী পচ্ছন্দ। কিন্তু রহস্য হলো কম বেশী সবগুলো বাড়ি ৩ তলা আর দেখতে একই রকম, গলি, রাস্তার মুখ সবই একইরকম।

রুহী - সাথে সাথে চলুন নাহলে হারিয়ে যাবেন আর এখানে হারালে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে।

রাফি - সবকিছু একই রকম লাগছে কেন?

রুহী - কারন সবকিছু একই রকম। শহরটি যিনি গড়ে তুলেছিলেন তিনি ধাঁধা পচ্ছন্দ করতেন হয়তো খুব। তাই পুরো শহরটাকে একটা গোলকধাঁধার মত করেই তৈরী করেছিলেন।

রুহী হাঁটতে হাঁটতে কথাগুলো বলতে থাকে। রাফি রুহীর পেছন পেছন পেছন চলতে থাকলো। রাফি রুহীকে যতই দেখে ততই অবাক হয়। এত হালকা দুটো ব্যাগ যার একটাতে ল্যাপটপ আর নোটপ্যাড থাকবে হয়তো আর অন্যটিতে বাদবাকি এক্সেসরিজ যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছোট। এত কম জিনিসপত্র নিয়ে কোন মেয়েকে এত লম্বা পথ সফর করতে এর আগে কখনই দেখে নি রাফি।

রুহী হয়তো এর আগে বেশ কয়েকবার এখানে এসেছে কারন যে গতিতে হাটছে তাতে বোঝাই যায় এই গোলকধাঁধার প্রতিটা ইট ওর চেনা। রাফির মাথা চক্কর দেয়ার উপক্রম হলো, একবার ডানদিকে একবার বাম দিকে একবার সার্কেল হয়ে কেমন চক্কর কাটছে সে নিজেও জানে না। সাধারণত মানুষ প্রথমবার যদি কোন পথে চলতে থাকে তাহলে চেষ্টা করে আশপাশটা একটু চিনে নিতে যেন ফিরতি পথে হারিয়ে না যায় কিন্তু এটা এমনই এক গোলকধাঁধা যে কোনভাবেই মনে রাখার কোন উপায় নেই।

অনেকক্ষণ ধরে গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে রুহী থামলো একটা বাড়ির সামনে, অবিকল দেখতে আশপাশের আর ১৫-২০ টা বাড়ির মতনই ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে।
বাড়ির প্রধান ফটকে সেই মান্দাত্ত্বার আমলের তালা ঝোলানে। রুহী তার ব্যাগ থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে ফেললো। ভেতরে তুকে বাতি জ্বালালো রুহী আর রাফিকে ভেতরে আসতে বলে। রাফি ভেতরে আসলে রুহী দরজা লাগিয়ে দিয়ে রাফিকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে যায়। রাফিকে সোফাতে বসতে দিয়ে রুহী ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাতে লেগে পড়ে। একদম পুরাত সিস্টেমে একের পর এক কাঠ সাজিয়ে আংগুল সমান লম্বা সাইজের দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলো। রুহীর কর্মপটু হাতের কাজ দেখে এটা বোৰা যায় যে এই কাজ রুহী আগেও অনেকবার করেছে। রুহী উঠে দাঁড়ায়, রাফির দিকে তাকিয়ে,

রুহী - এটা আপনার সেফহার্টজ, এখানে কেউ আপনাকে খুঁজতে আসবে না। এখানে নিরাপদ আপনি।

রাফি - কিন্তু এটা আমার বাড়ি নয়। আমাকে বাড়ি যেতে হবে। আমি বাড়ি যাবো।

রুহী - (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আগে নিজেকে নির্দোষ তো প্রমান করেন, তারপর বাড়ি যাওয়ার কথা মাথায় তুলে নিয়েন। আপাতত নিজের পিঠ বাঁচান। এখন আসেন আপনার রুম দেখিয়ে দেই।

বলে রাফিকে দোতলায় নিয়ে যায় রুহী। একটা রুমের দরজা খুলে দিয়ে আলো জ্বালিয়ে দেয় রুহী, রাফি রুমে প্রবেশ করলে রুহী বাইরে থেকেই বলতে থাকে,

রুহী - এটা আপনার রুম। ফ্রেস হয়ে নিন। ৩০ মিনিটের ভেতর নিচে চলে আসুন।

রাফি কোন কথা বলে না। একটা ছোট্টখাট্ট ট্রেডিশনাল বেডরুম। ঘরের ভেতর সব আসবাবপত্রই কাঠের, এমনকি মেঝেটাও।

রাফি ঘুরেফিরে রুমটা দেখতে দেখতে চোখ আটকায় বিছানার পাশে রাখা দুইটি ব্যাগ এর দিকে। ব্যাগদুইটি রাফিরই, বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছিলো ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে কিন্তু মাঝপথে ল্যান্ড করা বিমানের কার্গোতেই রয়ে গিয়েছিলো ব্যাগদুটো। মাফিয়া গার্ল বলেছিলো ব্যাগগুলো নিয়ে না ভাবতে কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে ব্যাগের আশা ছেড়েই দিয়েছিলো রাফি। কিন্তু ব্যাগগুলো এখানে এলো কিভাবে! তাহলে কি মাফিয়া গার্ল আগে থেকেই প্লান করে রেখেছিলো যে শেষমেশ রাফি এখানেই উঠবে! বিষয়গুলো ভাবতে ভাবতে জামাকাপড়ের ব্যাগটা খোলে রাফি। নিজের শরীরের কাপড়গুলো রেডে ফেলার দরকার। গত কয়েকদিন ধরে ব্যাকপ্যাকে থাকা জামাকাপড়গুলো রোটেশনে পড়তে পড়তে বেহাল অবস্থা হয়ে গেছে। ব্যাগের ভেতরে ভাঁজ করা কাপড়গুলো দেখে তোহার কথা মনে পড়ে রাফির। মেঝেটা পুরো রাত জেগে কাপড়গুলো গুছিয়ে দিয়েছিলো। একসেট কাপড় আর তোয়ালে নিয়ে ঝটপট চলে যায় ওয়াশরুমে। ফ্রেশ একটা গোসল দিয়ে বাইরে আসে রাফি। তোয়ালে বিছানায় ফেলতে গিয়েও না ফেলে স্ট্যান্ডের উপর ঝুলিয়ে দেয়। ততক্ষণে রুহী নীচ থেকে ডাক দেয়। রাফি নীচে নেমে আসে, ডায়নিং টেবিলে হালকাপাতলা নাস্তা সাজানো। রুহী ফ্রীজ থেকে খাবার বের করে ওভেনে গরম করে টেবিলে রাখছে। মেঝেটা তার কাপড় বদলে ফেলেছে। মেঝেটা কাপড়চোপড় পেলো কোথায়, যে ব্যাগ বয়ে এনেছে তাতে তো ওর শীতের কাপড়টাই ধরার কথা নয়, প্রশ্ন করতে যাবে আর তখনই,

রুহী - এটা আমার ২য় বাড়ি। এখানে আমার মাঝেমধ্যেই আসা পড়ে তাই এক্সট্রা ব্যাগেজ টানার দরকার পড়ে না।

রাফি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। এই মেঝে কি মাইন্ড রীড করতে জানে নাকি? প্রশ্ন করার আগে উত্তর দিতে থাকে! তখন রুহী একটা হেয়ালী দীর্ঘশ্বাস নিয়ে রাফির দিকে তাকায়,

রুহী - আমি মাইন্ড রীডার নই। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

রাফি পুরা তব্দা খেয়ে বসে পড়ে ডাইনিং টেবিলে পাতানো চেয়ারে, স্বাভাবিকতা রাখতে,

রাফি - আমি আপনাকে কোন প্রশ্ন করি নি, এমন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছেন কেন?

রুহী - (মুচকী হেসে) না, ভাবলাম হয়তো আপনার কিউরিয়সিটি জাগতে পারে, তাই আগে থেকে

জবাব দিয়ে দিলাম। (খোবার দেখিয়ে) নিন শুরু করুন।

রাফি আর কথা না বাড়িয়ে গালের ভেতর রুটি গুজে দিয়ে চাবাতে থাকে। খাওয়াদাওয়া শেষ করে নিজের প্লেট ধূয়ে জায়গামত রেখে দিয়ে রাফি রুমের শিড়ি ধরলে রুহী বাঁধ সাধে,

রুহী - উপরে কোথায় যাচ্ছেন? উপরে শুধুমাত্র বেডরুম রয়েছে, আপনার অফিস নীচে।

রুহীর কথায় থমকে গেল রাফি,

রাফি - অফিস! কিসের অফিস।

রুহী রাফিকে অনুসরণ করতে বলে ষ্টোররুম বরাবর। ষ্টোররুমের দরজা খুলে নীচের পাপোশ সরিয়ে দেয়। রাফি পেছন থেকে পাপোশের নীচে ডিজিটাল বায়োমেট্রিক লক দেখতে পায়। এত পুরাতন বাড়িতে এমন হাইটেক লক দেখে রাফির কপাল কুঁচকে যায়। রুহী পাসওয়ার্ড ও বায়োমেট্রিক থামসপ্রিন্ট দিয়ে লক ওপেন করে। স্টোররুমের পেছনে একটা খটক করে আওয়াজ হয়। রুহী পাপোশটা আগের জায়গায় সরিয়ে রেখে ষ্টোররুমের পেছনে চলে যায় আর রাফিকেও আসতে বলে। রাফি রুহীকে অনুসরণ করতে করতে ষ্টোররুমের পেছনে চলে যায়, একটা ট্যাপডোর খোলা রয়েছে আর একটা শিড়ি নেমে গেছে নীচে। রুহী একটা সুইচ অন করে আলো জ্বালিয়ে ফটাফট নেমে যেতে থাকে আর রাফির চোখ আসমানে উঠে যায়।

মান্দাত্তার আমলের বাড়ির বেসমেন্ট মাঝারী আকারের কম্পিউটার ল্যাব। যে কোন কম্পিউটার গীকের জন্য এমন একটা ল্যাব স্বর্গের সমান। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পুরো রুম আর রুমে তুকলে কেউ বুঝবে না যে এটা কোন ধরনের বাড়ির নীচে অবস্থিত।

রুহী - পৃথিবীতে এমন ওয়েল ইকুপড ল্যাব আর হয় টি নেই। MG এই ল্যাবটি আপনার জন্য সাজিয়ে রেখেছে। এখানে বসে আপনি আপনার সব কাজ করতে পারবেন। MG আপনার ল্যাপটপ এ্যানালাইসিস করে ল্যাপটপের সকল কাষ্টমস সেটিংস ও সফটওয়্যার ক্লোন করে এই পিসির সিস্টেমে দিয়ে দিয়েছেন যেন এটা ব্যবহারে আপনার কোন সমস্যা না হয়। (হার্ডড্রাইভ এগিয়ে দিয়ে) নিন আপনার কাজ, শুরু করুন!

রাফি - (হার্ডড্রাইভটা নিয়ে) বাংকার থেকে এই ড্রাইভ নিয়ে ঘুরছি। কি আছে এতে?

রুহী - পিকাচু এর বেটা ভার্সন। একদম র ডেটা।

রাফি - পিকাচু! অস্ত্র ব্যবসায়ী পিকাচুকে দিয়ে দিলো! সাথে আনকাট ডায়মন্ড! সাথে কয়েক হাজার কিলোমিটার বিমান আর রোডট্রিপ! কেন করলো সে?

রুহী - সেটা MG বলতে পারবে। আমাকে বলা হয়েছে যতটুকু ততটুকুই আপনাকে জানালাম। আপনার কাজ এখন পিকাচুকে ডেভলপ করে আরো বেশী কর্মক্ষম করে তোলা। বেটা ভার্সনের পিকাচুর কি কি সমস্যা আছে তা হয়তো বাংকার ট্রায়ালেই বুঝতে পেরেছেন। এখন কাজে লেগে পড়েন। সিস্টেম ক্যাপাসিটি পিকাচুকে এডাপ্ট করার জন্য যথেষ্ট। এছাড়া নেটওয়ার্ক সিস্টেমও মডিফায়েড, চাইলে চেক করে কাজ শুরু করতে পারেন।

রাফি এতক্ষণ হার্ডড্রাইভটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুহীর কথা শুনছিলো। কথা শেষ হলে রাফি জবাব না দিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে। সিস্টেম চালু করে নেটওয়ার্ক ডিসকানেক্ট করে ফেলে।

রাফি - এখন আমার নেটওয়ার্কের প্রয়োজন নেই। দেখি কি করতে পারি পিকাচু কে দিয়ে।

বলে হার্ডড্রাইভটা কানেক্ট করে দেয় কম্পিউটারে আর একসেস করতে থাকে একের পর এক সিস্টেম ডাটা। রুহী চলে যাওয়ার আগে পাসওয়ার্ড রিসেট করে যায় আর রাফিকে বায়োমেট্রিক থামসপ্রিন্ট দিয়ে দিতে বলে। রাফি মাথা দোলায় কিন্তু কম্পিউটার স্ক্রীন থেকে চোখ আর কীবোর্ড থেকে হাত সরায় না।

ডেভলপারদের থিম ছিলো একটা কম্প্লিট ডিজিটাল এসিস্টেন্ট তৈরী করা যার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থাকবে, ইউনিক কোডিং আর বিভিন্ন টুলস একত্রিত করে একটা ডিজিটাল ব্রেন তৈরী করতে চেয়েছিলো। কিন্তু কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মাফিয়া গার্লের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে হয়তো এই অর্ধেক কাজের ক্ষমতা দেখে লোভে হয়তো মেরে দিয়েছে সব ডেভলপারদের। রাফি

দেখেছে পিকাচুর ক্ষমতা আর ওটা যদি বেটো ভাস্রন বা ট্রায়াল ভাস্রন হয়ে থাকে তাহলে এখনো অনেককিছুই বাকি।

রাফি হোমওয়ার্ক করতে বসে যায়, খুঁটে খুঁটে পিকাচুর ফল্ট আর প্রবলেমগুলো খুঁজে বের করতে থাকে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেতে থাকে কিন্তু রাফির সেদিকে হুস নেই। কাজ করতে থাকে রাফি। এদিকে রুহী ফিরে আসে আবার বেজমেন্টে। রাফিকে তখনো কাজ করতে দেখে অবাক হয়।

রুহী - এখনো লেগে আছেন!

রাফি - এখনো ঘুমান নি আপনি! ঘুমিয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়েছে!

রুহী - গুড মর্নিং, মি. রাফি। আপনার ঘড়ির হিসাবে গড়মিল আছে কিনা জানি না তবে সূর্যিমামা গড়মিল করে বলে মনে হয় না।

রাফির কাছে ঘড়ি না থাকায় আর কাজে এতবেশী মগ্ন হয়ে যাওয়ায় সময়ের খেয়ালই ছিলো না রাফির।

রাফি - গুড মর্নিং! সকাল হয়ে গেল এত জলদি! মাত্রই না বসলাম!

রুহী - একটা মানুষ এত লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে বিশ্রাম না নিয়ে রাত জেগে কাজ করতে পারে তা হয়তো আপনাকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

রাফি - কাজ করতে বসলে শেষ হওয়ার পর্যন্ত মানসিক শান্তি পাই না।

রুহী - তবে এখন আর কাজ করা যাবে না। MG আপনাকে লোকেশন ম্যাপ আর এক্সিট প্লান বুঝিয়ে দিতে বলেছে। আমি চলে গেলে যেন একা একা কাজ করতে পারেন, সেজন্য।

রাফি - মানে! এমন অপরিচিত একটা দেশে আমাকে একা ফেলে চলে যাবেন মানে কি!

রুহী - তিন দিনের জন্য বান্ধবীর বাসায় আছি বলে বাসা থেকে বের হয়েছি। আপনার সমস্যা শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকতে বললেও থাকা সন্তুষ্ট না। তাই বাটপট উঠে পড়ুন। উপরে যান, ফ্রেশ হয়ে ড্রয়িং রুমে চলে আসুন। আর হ্যাঁ, বায়োমেট্রিক লকে আপনার থাস্বসপ্রিন্ট দিতে ভুলে যাবেন না যেন।

রাফি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, বায়োমেট্রিক লকে থাস্বসপ্রিন্ট দিয়ে রুমে চলে যায়। ফ্রেশ হয়ে ড্রয়িং এ আসলে দেখে রুহী কয়েকটা বড় মোরানো কাগজ আর একটা জিপিএস নিয়ে অপেক্ষা করছে।

রাফি - বলুন কি বলবেন।

রুহী ড্রয়িং রুমের মেঝেতে একটা ম্যাপ ছাঢ়িয়ে দেয়।

রুহী - এই শহরের অরিজিনাল ম্যাপ।

রাফি - স্যাটেলাইট ম্যাপেও তো এমনকিছুই দেখা যাবে। শুধুশুধু এতবড় ম্যাপ করার কি প্রয়োজন?

রুহী রাফীর দিকে খট্টমট দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

রুহী - স্যাটেলাইট ম্যাপ কেন, (হাতের জিপিএস দেখিয়ে) এই জিপিএসটা ছাড়া অন্য কোন জিপিএস তোমাকে এই গোলকধাঁধা থেকে বের করতে পারবে না। স্যাটেলাইট ইমেজ টেম্পোরিং করে দেয়া আছে আর জিপিএস কোয়ার্ডিনেট ও। যেন চাইলেই অপরিচিত কেউ এখানে প্রবেশের সাহস না করে। এই এলাকার বাসিন্দারগন সবাই জন্মসূত্রে এখানে বাস করে তাই তাদের কখনই জিপিএস এর সাহায্য প্রয়োজন পড়ে না।

রাফি - (অবাক হয়ে) এও সন্তুষ্ট নাকি! যাহ, এটা বাড়ায় বলা হয়ে গেছে আপনার।

#লেখা_sharix_dhrubo

রুহী - তা কিছুক্ষন পরে বুঝতে পারবেন। (অন্য একটা ম্যাপ ওপেন করে) এটা আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যানেল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই দেশের সরকার সাধারণ জনগনের নিরাপত্তার জন্য এগুলো তৈরী করেছিলেন। কালের বিবর্তনে অনেকেই টানেলগুলোর কথা ভুলে গেলেও প্রয়োজনে তোমার কাজে লাগবে। (আরো একটা ম্যাপ খুলে দিয়ে) এটা এই বাড়ির কাছাকাছি কয়েকটা সেফহাউজের লোকেশন। প্রতিটা সেফহাউজের ডিজিটাল লকে তোমার থাস্বসপ্রিন্ট ইনস্টল করে দেয়া হয়েছে।

রাফি ম্যাপগুলো নিবিড়ভাবে দেখতে থাকলো। ম্যাপের বডিতে এক এক লোকেশনে এক কোড

দেখতে পায় রাফি।

রাফি - (আংগুল দিয়ে দেখিয়ে) এই কোডগুলো কিসের?

রুহী - আশা করছিলাম এই প্রশ্নটির। (জিপিএস দেখিয়ে) এই সব ম্যাপ আর লোকেশন এই জিপিএস এ সেট করা আছে। লোকাল ভাষা ছাড়াও শুধু এই কোড বলেই জিপিএস আপনাকে পথ দেখিয়ে ওই কোডের লোকেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেবে।

রাফি - মানে আমাকে ইঁদুরের গর্তে ঢুকিয়ে গর্তের মুখগুলো চেনাচ্ছেন? তো চলেন দেখি আপনার জিপিএস এর জাদু দেখা যাক।

রাফি তৈরী হয়ে আসে আর নিজের ফোনের স্যাটেলাইট ম্যাপিং সিস্টেম অন করে আর সাথে রুহীও।

রুহী - আপনার মিশন, আমাকে মেইন রাস্তায় পৌছে দেয়া।

রাফি ফোনের ম্যাপ আর জিপিএস এর দেখানো পথ ধরে এগোতে চায় কিন্তু শুরুতেই ধাক্কা খায়, রাফি তিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো থাকলেও ফোনে শো করছে একটা সিংগেল রাস্তার পাশে দাঁড়ানো সে। চোখের সামনে রাস্তা খোলা থাকলেও ফোনে শো করছে সামনে একটা বাড়ি।

রাফি কিছুক্ষণ ফোন ঝাঁকাঝাকি করে যখন কোন ফল পেল না তখন ফোনটা পকেটে চালান করে দিলো। রুহী মুখে হাত দিয়ে মিটমিটিয়ে হাসতে হাসতে জিপিএস আর এয়ারবট তুলে দেয় রাফির হাতে।

রুহী - আপনার জন্যই এত রংঢং করা, আমি তো আর দেশের ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল নই।

রাফি - (তাছিল্য করে) হা হা হা, ভেরী ফানি।

বলে ইয়ারবট টা কানে গুজে নেয়, মেইন রোড কমান্ড দেয়ার পর আর দশটা জিপিএসের মত স্বাভাবিকভাবেই রাফিকে ডিরেকশন দিতে থাকলো। এভাবে কয়েকটা জায়গা ঘুরে ফিরে দুইজনেই আবার ফিরে এলো সেফহাউজে।

রুহীর ফ্লাইট রাত ১০ টায়। রুহী ব্যাগ থেকে একটি পাসপোর্ট আর একটি ন্যশনাল আইডি বের করে দেয়। রাফি পাসপোর্টটি হাতে নেয়, এই বৃহত্তম রাস্তের এক বন্ধু রাস্তের VVIP বা ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট, রাফির দাড়ি মোচওয়ালা ছবি ঠিক আছে কিন্তু নাম ভিন্ন, ন্যশনাল আইডিতেও।

রুহী - যদি প্রয়োজন পড়ে বা কোন কারনে কোনঠাসা হয়ে পড়ে তাহলে এটা কাজে লাগবে। (ঘরের চাবি রাফিকে দিয়ে) কাল দুজন আসবে সবসময়ের জন্য তোমার দেখাশোনা করতে। তাদের ছবি ও ডিটেলস MG তোমাকে পাঠিয়ে দেবে।

রাতের খাবার শেষ করে রুহী পুরাতন ড্রেসটা পরে নিয়ে বের হয়ে যায় বাসা থেকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। রাফি এগিয়ে দিতে চাইলেও রাতের বেলা পথ ভুললে রুহীকে আবার ফেরত এসে পথ দেখাতে হবে দেখে আটকে দিলো মেয়েটা। রুহী চলে গেলে দরজা লক করে সোজা চলে গেলো ষ্টোররুম দিয়ে বেজমেন্টে, অসম্পূর্ণ পিকাচুকে সম্পূর্ণ করতে হবে, নিজেকে নির্দোষ করা বাকী।

#হ্যাকেরের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-১৩

রুহী চলে গেলে দরজা লক করে সোজা চলে গেলো ষ্টোররুম দিয়ে বেজমেন্টে, অসম্পূর্ণ পিকাচুকে সম্পূর্ণ করতে হবে, নিজেকে নির্দোষ করা বাকী।

কিন্তু ঘুমে মাথা ঘুরতে থাকে রাফির। চেয়ারে বসে কীবোর্ডে হাত দেয় কিন্তু এই অবস্থায় কাজ করতে পারবে না বুঝতে পেরে যায় রাফি। গা হাত পা অসাড় হয়ে আসে আর চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়ে রাফি। হঠাৎ ই ঘুম ভেংগে যায় রাফির। বেসমেন্টে থাকার কারনে ছুট করে বুঝতে পারে না যে রাত পার

হলো নাকি মাঝরাতেই ঘুম ভাংলো। সামনে পিসিতে চোখ বোলাতে বোলাতে চেক করে, রাত ৩ টা ৩৮ বাজে। খুব ভালো একটা ঘুম হলেও চেয়ারে ঘুমানোর কারনে ঘাড়ে ব্যথা হতে লাগলো রাফির। খিদেও লেগেছে হালকাপাতলা। রাফি ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে আর ঘাড় ঘোরাতে ঘোরাতে বেজমেন্ট ছেড়ে ডায়নিং রুমে আসে। ফ্রীজ ভর্তি খাবার থাকায় মাঝরাতের চুটকি খিদে মিটিয়ে নিতে বেগ পেতে হয় না রাফির। একটা স্যান্ডউচ নিয়ে সারা ঘর ঘুরে দেখতে লাগলো এতক্ষনে পুরো ঘরটাই ঠিকমত দেখেনি রাফি, ঘরের বাইরের দেয়াল ইট পাথরের হলেও ভেতরের পুরোটা কাঠের তৈরি। বাইরের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে আর ফায়ারপ্লেসের তাপের অপচয় কমাতে এই ব্যবস্থা, এইদেশের কমবেশি সব ঘরই এমনভাবে তৈরি। নীচতলায় দরজা খুলে বামদিকে ড্রয়িংরুম আর নাক বরাবর রান্নাঘর এবং ড্রয়িংরুম, রান্নাঘর ডায়নিং একসাথেই, ডান পাশে উপরে ওঠার শিড়ি, আর শিড়ির নীচে ষ্টোররুম। বাড়িটা বেশ পুরাতন হলেও ভেতরের ডেকোরেশন একদমই আলাদা। এমন মফস্বল শহরে এমন ধাঁচের ইন্টেরিয়র দেখা যায় না। কেউ একজন খুব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে যে কারনে কিছু কিছু জিনিস রাফির খটকা লাগছে। প্রতিটা দেশেরই কিছু ইউনিক কালচার থাকে, স্ট্রাকচার ও। রাফির কাছে মনে হতে লাগলো রাফির আশপাশকে কেমন যেন জোর করে এভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রাফি ইতিহাস কিংবা প্রাচীন আর্কিটেকচার নিয়ে পড়াশোনা না করলেও কেমন যেন একটা ফিলিংস কাজ করতে থাকে রাফির যে সে আসলে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশে নেই হয়তোবা একই রকম দেখতে অন্য কোন রাষ্ট্রে রয়েছে। সন্দেহ যেন কিছুতেই দমাতে পারছে না রাফি। ঘরের ভেতর খোঁজাখুঁজি করা শুরু করলো রাফি, এমন কোন ক্লু খুঁজতে থাকে যাতে এটা প্রমান হয় যে রাফি যা মনে মনে ভাবছে তা সঠিক নয়। রাফির হঠাতে করে কেন এমন মনে হচ্ছে তা রাফি নিজেও বলতে পারবে না হয়তো কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই শান্তি দিচ্ছে না রাফি কে। স্যাটেলাইটের রিয়েল টাইম ইমেজিং ও টেম্পারিং করেছে মাফিয়া গার্ল, জিপিএস কোয়ার্ডিন্যান্স ও। যার পক্ষে এসব করা সম্ভব তার পক্ষে যে কাউকে নতুন করে ভূগোল বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব। এ যেন নিউইয়র্ক সিটিতে দাঁড়িয়ে জিপিএস লোকেশনে নিজেকে আফ্রিকার আমাজন জঙ্গলে দেখতে পাওয়ার মত অবস্থা। ইন্টারনেটে কানেকশন দিয়ে যে কিছু করবে তার ও উপায় নেই, এই বাড়ির পুরো নেটওয়ার্ক সিস্টেম মাফিয়া গার্লের সাজানো, ফোনটাও ট্যাপ করা। কারো কাছে জিজ্ঞাসা করবে তার ও কোন উপায় নেই, এমন দুর্বোধ্য ভাষা সাবটাইটেল ছাড়া বোবা সম্ভব নয়। রাফি যখন কুইর সাথে ঘুরতে বের হয়েছিলো তখন এমন কোন বিশেষ কিছু ও চোখে বাধে নি যেটাতে রাফির এটা মনে হতে পারে এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশের কোন একটা মফস্বল শহর। শপিং করতে যেতে চাইলেও ৬০ কিলো দূরে যেতে হবে যেখান থেকে কুইর লিফট চেয়ে এতদূর পর্যন্ত এসেছিলো। উল্টো লিফট নিয়ে আসার সময় এমন একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্টের বিশাল বড় বিলবোর্ড চোখে বেঁধেছিলো যে কোম্পানীর সাথে এই বৃহত্তম দেশের ব্যবসা থাকার কথা না। কুটনৈতিক জটিলতার কারনে পন্যটির উৎপাদক দেশটির সাথে সকল ধরনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন রয়েছে। বিলবোর্ডটি লোকাল ভাষায় লেখা হলেও পন্যের মোড়োক আর লোগো তো আর পরিবর্তন সম্ভব না। এই ঘটনা বেশ কয়েক বছরের পুরাতন কিন্তু বিলবোর্ডটির অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সর্বোচ্চ ৫-৬ মাস আগে বিজ্ঞাপনটি বিলবোর্ডে লাগানো হয়েছে, এত বছর আগে ব্যান হওয়া পন্যের বিজ্ঞাপন এখনো বিলবোর্ডে ঝোলানো থাকাটা অস্বাভাবিক। হয়তোবা সন্দেহের শুরুটা সেখান থেকেই হয়েছে।

রাফি - মিস না করে উপায় আছে? এই রাত বিবাতে নুডুলস খাওয়ার সময় যদি দেখি সস নেই তাহলে তো ম্যাডামকে মিস করতেই হবে।

- এই রাতে নুডুলস?

রাফি - রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে কি আর করবো। সময় কাটানোর জন্য আরকি। আচ্ছা আসেপাশে কি

কোথাও গ্রোসারি শপ আছে যেখান থেকে এখন সস নিয়ে আসতে পারি?

- ভোর হতে এখনো বেশ দেরী, আপাতত সস ছাড়া নুডুলস খেয়ে নাও। কাল আমার দুইজন লোক যাবে তোমার কাছে। তোমার যা কিছু দরকার সবই তারা তোমাকে জোগাড় করে দেবে। আমি তাদের ছবি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম বেজমেন্ট সার্ভারে। চেক করো নি?

রাফি - সার্ভার অফলাইনে আছে। একটু কষ্ট করে আমার ফোনে সেন্ড করে দাও না? এই রাতে আর বেজমেন্ট যাবো না, আমি ফোন থেকে চেক করে নিবোনি কেমন?

- (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) ঠিক আছে, তোমার ফোনেই আমি ডিটেলস পাঠিয়ে দিচ্ছি। চেক করে নিয়ো। আর হ্যাঁ সার্ভার অনলাইন না করলে বাড়ির সার্ভেইল্যান্স আর সিকিউরিটি আনপ্রোটেক্টেড থেকে যাবে, তাই যথাসন্তুষ্ট সার্ভার অনলাইন রাখার চেষ্টা করো

রাফি - চেষ্টা করবো। আর হ্যাঁ, কাল অবশ্যই অবশ্যই সস নিয়ে আসতে বলবে তোমার লোকদের। সস ছাড়া নুডুলসের স্বাদই মাটি।

- ঠিক আছে, ওদেরকে বলে দিবো।

রাফি ফোনটা কেটে দিলো। মাফিয়া গার্লের উপর সন্দেহ হতে লাগে রাফির, কিন যেন মনে হতে লাগে মাফিয়া গার্ল রাফিকে কারাগারে আটকাতে চাইছে। সামান্য গ্রোসারি শপের লোকেশন ও দেখতে দিতে চায় না সে। কিন্তু এই মাফিয়া গার্ল ই তো রাফিকে সব বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। যেখানেই সমস্যা হয়েছে সেখানেই পৌছে গেছে মাফিয়া গার্লের সাহায্য।

কিন্তু রাফির ল্যাগেজ এই বাড়িতে আগে থেকেই কিভাবে এনে রাখলো মাফিয়া গার্ল? এটা কি মাফিয়া গার্লের দ্রুত কাজ শেষ করার ক্ষমতা নাকি পূর্ব পরিকল্পিত কোন জাল।

অন্যান্য জায়গাগুলোতে রাফির ট্রান্সপোর্ট কিংবা যে কোন কাজ করতে কোন এসিস্ট্যান্সের দরকার পড়ে নি, অথচো পিডামিডের দেশ থেকে এই দেশে আসতে কেন কুহীকে দরকার পড়লো? কেন একটা গাড়িতে লিফট নিয়ে এই মফস্বল শহরে আসতে হলো যেখানে মাফিয়া গার্লের কাছে এতগুলো সেফ হাউজ রয়েছে, একটা গাড়ি তো কোন ব্যপার ছিলো না। কুহী লোকাল ল্যাংগুয়েজ এক্সপোর্ট তাই এখানকার নেটিভ লোকজনদের সাথে কথা বলতে ওর কোন সমস্যা হয় নি। রাফি হলে হয়তো নেটিভ ভাষায় বোঝাতে পারতো না কিন্তু অন্য কোন উপায়ে হলেও এই পর্যন্ত পৌছাতে পারতো। ধরে নিলাম এই ঘরের চাবি বা ডিজিটাল লক খুলতে কুহীকে প্রয়োজন ছিলো কিন্তু তার জন্য কুহীকে পিডামিডের শহরে যাওয়ার দরকার ছিলো না।

রাফি সোফায় বসে পড়লো। এতগুলো প্রশ্ন মাথার ভেতর একসাথে এসে চুকে পড়লো। এতদিন পেছনে গুণ্ডাপান্ডা লেগে ছিলো বলেই রাফি হয়তো ঠাণ্ডা মাথায় কিছুই ভাবতে পারে নি। কিন্তু কিছুটা রিল্যাক্স হয়ে রাফির মনে এখন রাজের প্রশ্ন ঘূরপাক খাচ্ছে।

মাফিয়া গার্ল চাইছে যে রাফি যেন বেজমেন্ট থেকেই বের না হয়, তাই দুইজন বডিগার্ড(!) পাঠাচ্ছে যারা রাফির হয়ে সব কাজ করবে! এতো কেন রেন্ট্রিকশন হচ্ছে, কি চাচ্ছে মাফিয়া গার্ল। নাহ কিছু একটা তো খুঁজে পেতেই হবে যাতে প্রমান হয় রাফি যা ভাবছে তার সবই ভুল। ড্রঃ কুম থেকে উঠে ফ্রীজ খুললো রাফি। প্যাকেট ফুডগুলোতে তো ম্যানুফ্যাকচারারের নাম থাকার কথা, অরিজিন ও থাকবে, চেক করে দেখতে দোষ কি।

ফ্রীজের ভেতর প্যাকেট ফুডের সবকিছুই ইস্পের্টেড কোম্পানির, লোকাল বা এদেশীয় কোন প্রডাক্ট নাই। উইয়ার্ড, মফস্বল একটা শহরের সুপারশপ হোক আর গ্রোসারি শপ হোক তাতে কোন দেশী পন্য থাকবে না এটা মানা যায় না। ফ্রীজ বন্ধ করে ঘরের স্টোরেজে যায় রাফি। স্টোরেজের ফ্রীজের প্রতিটা পন্য, ওয়াশিং পাউডার থেকে শুরু করে গ্রোসারিজ প্রতিটা আইটেম আমদানীকৃত কোম্পানির, ইন্টারন্যাশনাল ব্রান্ডের। ইস্পের্টারের স্টিকার লাগানো কিন্তু ভাষা বোঝার সাধ্য রাফির নেই। দেশের নাম লেখাও যদি থাকে তাও বোঝা সম্ভব হবে না রাফি। এগুলো কো-ইনসিডেন্স হতেই পারে কিন্তু সন্দেহটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না রাফি। দুই বডিগার্ড চলে আসার আগেই পুরো ঘর একবার চেক করে ফেলা দরকার। সন্দেহ যখন হয়েছে তখন সত্যটা খুঁজে বের করতেই হবে।

স্টোরেজ থেকে বের হয়ে শিড়ি দিয়ে ওঠার সময় ড্রয়িংরুমের টেবিলের পাশে থাকা মোড়ানো ম্যাপগুলো চোখে পড়ে রাফির। রুহী যাওয়ার আগে রাফিকে ম্যাপগুলো দেখিয়ে দিয়ে গেছে। এখানেও খটকা লাগে রাফির, মাফিয়া গার্লকে এক কথায় বলা যায় সাইবার জগতের ক্রাউনলেস কুইন, সে রাফিকে একটা জিপিএস দিয়েছে যাতে সবকিছুই রয়েছে, তাহলে রুহী কেন ফিজিক্যাল ম্যাপ দেখালো রাফিকে? জিপিএস সাথে থাকলে তো কাগজের ম্যাপের প্রয়োজন নেই। মাফিয়া গার্ল জিপিএস দিয়ে অথবা ফোনে কথা বলতে বলতে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যানেল বা শহরের যে কোন অলিগলি অথবা যে কোন সেফ হাউজে রাফিকে পৌছানোর ক্ষমতা রাখে। তাহলে কেন এই কাগজের ম্যাপের প্রয়োজন পড়লো! রুহী কি বোঝাতে চাইলো, মাফিয়া গার্ল যদি রাফিকে আটকে রাখার প্লান করে থাকে তাহলে রুহী কেন এক্সিট প্লান দিলো রাফিকে, তাও কাগজের ম্যাপে? রাফি ম্যাপগুলো তুলে নেয়। রহস্য বাড়ছে ছাড়া কমছে না। হতে পারে রাফির ধারনা সম্পূর্ণ ভুল তবে যে প্রশ্নগুলো রাফির মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তা সলিড ইভিডেন্স ছাড়া দূর হবে না।

রাফি ঘরের রুমগুলো চেক করতে চাইলো, এই মাঝারাতে উঠে উল্টাপাল্টা কাজ করতে কারোরই ভালো লাগার কথা নয় তবে রাফির কৌতুহলী মন আর ডিটেকটিভ মস্তিষ্ক ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। ঘরের অন্যান্য রুমগুলো খুঁজে দেখা দরকার ঘরের কয়েকটা রুম লক করা, হয়তোবা পার্সোনাল রুম তাই লক থাকা স্বাভাবিক, রুম চেক করতে করতে রাফি রুহীর রুমের সামনে দাঁড়ায়, দরজা লকই করা কিন্তু সবচেয়ে অবাক করা বিষয় যে চাবিটা লকের ভেতরেই তোকানো রয়েছে। দরজা লক অথচ চাবি খোলানো, রাফি ভাবলো রুহী হয়তো ভুল করে চাবি ফেলে রেখে গেছে। অনেক বেশীই কো-ইনসিডেন্স ঘটিছে রাফির সাথে হঠাত করেই।

রাফি চাবি দিয়ে লকটা খুলে ফেলে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে লাইট জ্বালানোর জন্য সুইচ খুজতে লাগলো। সুইচ পেল না কিন্তু আলো নিজে থেকেই জ্বলে উঠলো। রাফি চমকে উঠলো, ঘরে ঢেকার সাথে সাথে আলো জ্বলে উঠলে চমকে ওঠাটা অস্বাভাবিক নয়। রাফি আৎকে উঠে দুই কদম পিছিয়ে যায়, বোঝার চেষ্টা করলো যে ঘটলো টা কি? কিছুক্ষণের ভেতর আলোটা নিভে গেলো, রাফি আবার ভেতরে প্রবেশ করলে আলো আবারো নিজে নিজে জ্বলে উঠলো। রাফি বুঝতে পারলো হয়তো ঘরে মোশান সেন্সর লাগানো আছে, ঘরে কেউ ঢুকছে এটা মোশান সেন্সরে ধরা পড়ায় সেন্সর রুমের আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে আর যখন ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে যাচ্ছে তখন আলো নিভিয়ে দিচ্ছে।

প্রযুক্তির ছেঁয়ায় মানুষ দিনে দিনে কতটা অলস হতে পারে তার একটা জলজ্যান্ত প্রমান।

রাফি ঘরে ঢুকে চারিদিকটে দেখে নিলো। বেশ ভালো আকারের একটা লিভিং রুম, ২০-২১ বছরের চৰ্বল মেয়েদের ঘর যেমন থাকে তার থেকে ব্যতিক্রম না, বেশ ছড়ানো ছিটানো রয়েছে জিনিসপত্র, ৪ দরজার বিশাল আলমারি থাকার পরও বিছানায়, চেয়ারে, জামাকাপড়ের ছড়াছড়ি। সারা ঘর ঘুরে তেমন কিছুই পায় না রাফি, কাপড়চোপড়ের ট্যাগ দেখেই বোঝা যায় মেয়ে স্বদেশী জিনিসে দূর্বল। সবকিছু ঘেটেঘুটে যখন কিছুই পায় না রাফি তখন আলমারি খোলার চেষ্টা করে, চার দরজার তিনটাই লক করা থাকলেও একটা খোলা পেল রাফি। দরজা খুলে বেশ অবাক হলো, এই দরজার পেছনে কোন কাপড়চোপড় রাখা নেই, মনে হয় রুমে ছড়ানো কাপড়চোপড় সব এই ক্যাবিনেটেই ছিল। ক্যাবিনেটের মাঝের দিকে একটা চারকোনা কিছু দেখতে পেলো, হাতে তুলে নেয় রাফি। হাতে তুলে দেখতেই চিনতে পারে, একটা raspberry pi3 মিনি কম্পিউটার, অনেক পাওয়ারফুল পোর্টেবল কম্পিউটার, একটা ছোট্ট চিরকুট দেখতে পায় কম্পিউটারের উপর,

"Use it, Only complete Pikachu can save you now."

রাফির সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। রুহী কি জানতো যে রাফি রুহীর রুমে এসে তল্লাশ নেবে! রুহী তো মাফিয়া গার্লের ই এসিস্টেন্ট, তাহলে রুহী কেন রাফিকে এসব ক্লু ছেড়ে যাচ্ছে। রাফি চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে থাকে। এসব কি হচ্ছে, এতদিন যাকে গার্ডিয়ান এঞ্জেল হিসেবে জেনে আসছে এখন তাকেই সন্দেহের উপক্রম! ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখমুখি এসে পড়ে রাফি। মিনি কম্পিউটারটা আর ম্যাপগুলো নিয়ে রাফি নিজের ঘরে গেলো। বিছানায় শুয়ে পড়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলো, রাফি

এখন পর্যন্ত এসবের সাহায্যের পেছনে মাফিয়া গার্লের আসল উদ্দেশ্য জানে না। যদিও মাফিয়া গার্ল একবার বিনিময়ে বিয়ের প্রস্তাব দিলেও রাফি তা সংগত কারনেই প্রত্যাখ্যান করে। তারপরও ভালো এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো এবং এখনো আছে আর এখন পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা ঘটে নি যার দ্বারা এটা প্রমাণিত হবে যে মাফিয়া গার্ল রাফিকে নিয়ে কোন কৃটচাল চালছে। একজন দেশপ্রেমিক অন্য আরএকজন দেশপ্রেমিককে সাহায্য করতেই পারে। নাহ, মাফিয়া গার্ল নেগোটিভ কিছু হতে পারে না, রাফিকে সদা বিপদের হাত থেকে বাঁচানো মেয়েটাকে সন্দেহ করা রাফির সাজে না।

রাফি কম্পিউটারের উপরে রাখা চিরকুটটি আবারো খুলে দেখে, এই মেসেজ কুই কার জন্য রেখে গেছে, নিজের ঘরে তো নিশ্চই অন্য কারো জন্য চিরকুট রাখে না কেউ? তাহলে কি কুই ইচ্ছা করেই ঘরের দরজার চাবি রেখে গিয়েছে! দুই দিনের পরিচিত মেয়ে কুইর দেয়া ক্লু দেখে এতদিনের অদৃশ্য বন্ধু মাফিয়া গার্লের উপর সন্দেহ করাটা কোন যুক্তিতেই সমীচীন লাগছে না রাফির।

তারপরও সতর্ক হয়ে যাওয়া ভালো, কুই মাফিয়া গার্ল সব কিছু থেকেই। হঠাৎ ই রাফির মনে পড়ে রাফির বাবা মা এবং তোহা এখন মাফিয়া গার্লের হাতে, যদিও ইনফর্মেশনগুলো যাষ্টিফাই করার সুযোগ পায় নি রাফি, এটলিট যতক্ষণ ঠিকভাবে বাড়িতে কথা বলতে না পারছে ততক্ষণ এটাই ধরে নেয়া উচিৎ যে মাফিয়া গার্ল ই ঠিক যে সে রাফির পরিবারকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে। কালই পরিবারের সাথে কথা বলানোর জন্য মাফিয়া গার্লকে চাপ দিতে হবে। কুইর দেয়া চিরকুটটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলে রাফি। raspberry pi3 মিনি কম্পিউটারটা অন করে, একদম ব্রাউন নিউ। রাফি সবকিছু চেক করে দেখলো, এই মিনি কম্পিউটার সম্পর্কে জানতো রাফি কিন্তু কখনো ব্যবহার করে নি।

প্রয়োজনে কাজে দেবে ভেবে কম্পিউটারটি সরিয়ে রাখে। রাফি ম্যাপগুলো নিয়ে বসলো।

শহর আর এই গোলকধাঁধা ঘরবাড়ির রাস্তার মারপ্যাচ থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যানেল অনেক সোজা, বেজমেন্টের পেছনে যেখানে সার্ভারগুলো রাখা তার পেছনেই আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যানেলের দরজা। রাফির কপালে আবার ভাঁজ পড়ে, যতদূর খেয়াল করেছে রাফি ততদূর এটাই মনে পড়ে যে পুরো বেসমেন্টটি সলিড কংক্রিটের দেয়ালে ঘেরা, পেছনে কোন দরজা থাকা অসম্ভব। আজিব, কুই যখন বোঝাচ্ছিলো তখনও খেয়াল করে নি রাফি কারন তখন রাফির চোখ ছিলো ট্যানেলের এক্সিটের দিকে, এই বাড়ির এক্সিটের দিকে নয়। তার মানে মাফিয়া গার্ল এই ম্যাপ রাফিকে বোঝানোর জন্য না ও দিতে পারে কুইকে। রাফি তারপরও কনফিউশন কাটাতে ম্যাপটা নিয়ে সোজা বেজমেন্টে চলে যায়। বেজমেন্টের সব আলো জ্বালিয়ে দিয়ে টেবিলের উপর রাখা জিপিএসটা সহ একদম পেছনে চলে যায়। বেসমেন্টের যেখানে পয়েন্ট করা আছে ম্যাপটিতে। রাফি এখন এমন জায়গায় দাঢ়িয়ে আছে তার সামনেই আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যানেলে পৌছানোর দরজা থাকার কথা। কিন্তু সেখানে সলিড দেয়াল তোলা। পরিষ্কা করার জন্য রাফি কিল দিয়ে দেখতে থাকে দেয়ালে। নাহ সলিড দেয়াল তুলে দেয়া হয়েছে দরজা বরাবর। যদি কোন পথই না থাকবে তাহলে রাফিকে কেন এই ম্যাপটা দিয়ে যাবে কুই! রাফি ম্যাপ থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যানেলের একটা কোড নিয়ে জিপিএস এ ইনপুট দেয়, কিন্তু জিপিএস "কোড আনএভেইলেবল" শো করে। রাফির মনে খটকা লাগে, আরো দুই চারটা কোড ইনপুট দেয় রাফি পরিষ্কামূলক কিন্তু সবগুলোর রেজাল্ট আনএভেইলেবল শো করে জিপিএস, মানে জিপিএস এ আন্ডারগ্রাউন্ডের কোন ম্যাপ বা কোড ইনপুট করা নেই! রাফি এবার মোটামুটি কনফার্ম হয়ে যায় যে কুইর দেখানো পথ আর মাফিয়া গার্লের করা প্লানের মধ্যে কিছু গড়মিল তো আছেই।

রাফি আরো জোর লাগিয়ে খুঁজতে থাকে সবজায়গায়। কিছু তো একটা মিস করতেছে রাফি। খুঁজতে খুঁজতে একটা সার্ভার রংযাকের নীচে চোখ যায় রাফির। খুব ভালোভাবে খেয়াল করে রাফি রংযাকটির নীচে ম্যানহোলের ঢাকনার মত কিছু একটা দেখতে পায়। রাফি একটু জোর খাটিয়ে রংযাকটি খানিকটা সরিয়ে ফেলে, ঠিকই ধরেছে রাফি, একটা ম্যানহোলের ঢাকনা। যে কেউ দেখলে হয়তো ভাববে বেজমেন্টে যদি কোন কারনে পানি আটকে যায় তাহলে এই ম্যানহোল দিয়ে সেটা নিষ্কাশন করা হবে কিন্তু রাফি ভাবছে হয়তো সে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যানেলের দরজা খুঁজে পেয়েছে। রাফি ম্যানহোলের উপর থেকে রংযাকটা পুরোপুরি সরিয়ে ঢাকনাটি খুলে ভেতরে মাথা দিলো,

হাড়কাপানো ঠাণ্ডা বাতাস ছুঁয়ে গেলো রাফিকে। রাফি বুবাতে পারলো এটাই ট্যানেলে পৌছানোর পথ, তাই ম্যানহোলটাকে আগের মত সার্ভারের তাঁকে দিয়ে ঢেকে দিয়ে কম্পিউটারের সামনে এসে বসলো রাফি। বাড়ির সিকিউরিটি আর সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমটা একবার চেক করার দরকার, অনলাইন হলে কতটা মাফিয়া গার্লের নজরের ভেতর আসে সেটা দেখে রাখা উচিত।

রাফি কম্পিউটার দিয়ে সার্ভেইল্যান্স স্ট্যাটাস চেক করতে থাকে। মোটামুটি শকড হলো রাফি, ঘরের প্রতিটা ইঞ্জিন সিসিটিভি সার্ভেইল্যান্সের আন্দারে, অডিও ভিডিও দুটোই। এছাড়াও এই গোলকধাঁধা বিল্ডিংগুলোর পুরো এরিয়া আর এন্ট্রি পয়েন্টগুলোও সিসিটিভি কভারেজের আন্দারে, মফস্বল শহর অনুপাতে একটু বেশীই সতর্কতা পালন করছে এই মাফিয়া গার্ল। রাফি বেজমেন্টে আসার কিছুক্ষণের ভেতরেই ইন্টারনেট কানেকশন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলো আর এখনো সেভাবেই আছে। যদি প্রয়োজনে কখনো সার্ভার অন করতে হয় সেজন্য পুরাতন সিসিটিভি ভিডিও ফুটেজ মুছে দেয় রাফি। যেন রাফির এই ঘরময় তল্লাসি মাফিয়া গার্লের নজরে না আসে। যখন থেকে সন্দেহ শুরু হয়েছে তখন থেকে গুছিয়ে চলাই ভালো। আর সন্দেহ যদি সত্যি হয় তো রাফি এবং তার পরিবারের সবার জীবনই বিপদের মুখে।

ঘড়িতে সময় তখন সকাল ৯ টা। হয়তো মাফিয়া গার্লের পাঠানো লোকগুলো চলে আসার সময় হয়েছে। রাফি মোবাইলটা হাতে তুলে নেয় টেবিল থেকে। কয়েকটা মেইল এসেছে আর সাথে মেসেজও। মাফিয়া গার্ল থেকে পাওয়া মেইল আগে চেক করে রাফি। হ্যাঁ দুইজনের ছবি আর কিছু ডিটেলস দিয়েছে মাফিয়া গার্ল তবে তাদের জাতীয়তা ভিন্ন। কিছুটা ডিটেলস পড়তে পড়তে একটা মেসেজ পায় রাফি, মাফিয়া গার্ল থেকে,

"Two of my friends are waiting at your door, its more like 1 hour. Open the door and make the server online."

রাফি দ্রুত ম্যাপগুলো একটা ডিজেবল সার্ভারের ফাঁকে লুকিয়ে ফেলে আর বেজমেন্ট থেকে বের হয়ে সদর দরজা খোলার জন্য এগিয়ে যায়। এতদিন বাইরের মানুষকে ভয় লাগলেখ এখন আপন ভাবা সাইবার কুইনকেই ভয় লাগতে শুরু করেছে রাফির।

বি. দ্র. কমেন্টে আপনাদের মন্তব্য আমার গল্প লেখার উৎসাহকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। আপনাদের গঠনমূলক মন্তব্য সবসময় কামনা করি, ধন্যবাদ

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-১৪

বিঃদ্রঃ ব্যস্ততার কারনে গল্প দিতে দেরি হচ্ছে তার জন্য দৃঢ়িতি।

রাফি দ্রুত ম্যাপগুলো একটা ডিজেবল সার্ভারের ফাঁকে লুকিয়ে ফেলে আর বেজমেন্ট থেকে বের হয়ে সদর দরজা খোলার জন্য এগিয়ে যায়। এতদিন বাইরের মানুষকে ভয় লাগলেও এখন আপন ভাবা সাইবার কুইনকেই ভয় লাগতে শুরু করেছে রাফির।

সদর দরজায় পৌছে রাফি দরজা খুলে দিলো। দুইজনকে শিড়ির উপর মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখে রাফি। রাফির দরজা খোলার আওয়াজে দুইজনই ঘাড় ঘুরিয়ে রাফির দিকে তাঁকালো। রক্তচক্ষু বলা যায় দুইজনেরই, যে কোন ঘরের সামনে ঘন্টা খানেক বসে থাকা কম কথা নয়। দুইজন একসাথে উঠে দাঁড়াল। ছবিতে দুজনকে এভারেজ সাইজ লাগলেও বাস্তবে দুইজনই ৬+ ফিট আর হাট্রাকোট্রা বডিফিটনেস। রাফি হাত মেলানোর জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেও দুইজনের কেউই হাত মেলালো না। উল্টো হাতে থাকা ৫ লিটারের সসের বোতলটা ধরিয়ে দিয়ে রাফিরে সাইড কাটিয়ে ঘরের ভেতর তুকে যায় দুইজনই। ডাইনে বায়ে না তাকিয়ে সোজা দোতলায় উঠে যায় রাফি নীচ থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে

চেষ্টা করে দুজন কি করছে। দুইজনই নিজ নিজ জ্যাকেটের পকেট থেকে চাবি বের করে দুটো আলাদা রুমের দরজা খুলে ফেলে। এরপর ভেতরে গিয়ে বেশ জোরেই দরজা লাগিয়ে দেয়। রাফি বিষয়টা কিভাবে নেবে না নেবে কা বুঝে উঠতে পারে না, এদের দুইজনের কাছেই ঘরের চাবি রয়েছে অর্থাৎ এরা এই ঘরের পুরাতন বাসিন্দার। প্রথমবারের মত কোন বাড়িতে আসা কেউ সরাসরি সঠিক দরজার সামনে গিয়ে লক খুলতে পারে না যদি না তারা বাড়ি সম্পর্কে পরিচিত না হয়। রাফি চুপচাপ নিজের জন্য কয়েকটা স্যান্ডউইচ বানিয়ে ৫ লিটারের বোতল থেকে বেশ খানিকটা সস ঢেলে নিয়ে বেজমেন্টে চলে যায়। নিজেকে উদ্ধার করার জন্য হলেও পিকাচু কে পরিপূর্ণ রূপ দিতে হবে রাফিকে।

- তোমার সস পেয়েছো?

রাফি - (স্যান্ডউইচ গালে) পেয়েছি তবে ইস্পের্টেড মাল ও যে বাজে হতে পারে তার একটা প্রমাণ পেলাম। যাইহোক, I wanna talk to my family, within today.

- today!

রাফি - You save them from my safe house, thank you for that but I need to talk with them. Its been a while.

- I'll try but can't guarantee you anything.

রাফি - if you can send Ruhi for me than it is nothing. I can't control myself, I need to talk.

- let me check what I can do.

রাফি - ধন্যবাদ। কাজ শুরু করবো। রাখছি।

- অফলাইনেই বেশ কাজ করছো দেখছি?

রাফি - আপাতত ইন্টারনেট প্রয়োজন হচ্ছে না। প্রয়োজন হলে আমিই অনলাইন করে দিবো।

- কিন্তু ওটা আমার সেফ হাউজ। I want to see what is going on over there.

রাফি - তোমার বন্ধুরা চলে এসেছে। তাদের কাছ থেকে আপডেট নিয়ে নাও।

- কি হয়েছে তোমার রাফি? এমন ব্যবহার করছো কেন?

রাফি - (বিষম) Just let me talk to my family. I'm not strong without them. Please.

- ok, I'll try.

রাফি - please. Thank you.

রাফি জানে যে এই মুহূর্তে মাফিয়া গার্লের উপর ভরসা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। জিপিএস ব্যবহার ছাড়া এই এলাকা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয় আর মাত্র কয়েক ঘন্টায় একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যানেলের পুরো ম্যাপ আস্তস্থ করে ওই অঙ্ককার ট্যানেলে চুকে যাওয়ার মত সাহস যোগাড় করাও সম্ভব নয়। আর পালালেও বা কোথায় যাবে রাফি? এই অজানা শহরের একটা পিপড়াকেও চেনে না রাফি, অনলাইনে কাউকে খোঁজ করতে চাইলে সে খবর মাফিয়া গার্লের কাছে আগে পৌঁছাবে। এই দেশের কারেন্সি এখনো পর্যন্ত দেখে নি রাফি। ইন্টারনেট, মোবাইল, টেলিফোন, জিপিএস, সিসিটিভি, স্যাটেলাইট সবখানেই মাফিয়া গার্লের উষ্ণ ছাঁয়া রয়েছে। নেটওয়ার্ক মোডিফাই করলেও ধরে ফেলবে মাফিয়া গার্ল। রাফির কাছে একটা জিনিস পরিস্কার যে মাফিয়া গার্ল তার উদ্দেশ্য সফল না করে রাফিকে ছেড়ে দেবে না, হোক সে উদ্দেশ্য রাফিকে বাঁচানো অথবা অন্য কোন ভয়ংকর কিছু।

তাই যদি এখান থেকে মুক্ত হতে হয় তো মাফিয়া গার্লের উদ্দেশ্য বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। আপাততঃ কিছু না বুঝে নিজের কাজ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

বেজমেন্টে বসে পুরাতন হোমওয়ার্কে বিজি হয়ে যায় রাফি, পিকাচুকে কন্ট্রোল করতে পারছিলো মাফিয়া গার্ল এমনকি পিকাচুর পার্মিশন সেটিংস ও চেজ করতে পারছিলো মাফিয়া গার্ল যা অথোরাইজড ইউজার ছাড়া সম্ভব না। এছাড়াও পিকাচু কোন পরিস্থিতির সাথে এডাপ্ট ও করে নিচ্ছিলো না যার জন্য রাফিকে একই কমান্ড বার বার দিতে হচ্ছিলো। মোটকথা এই বেটা ভার্সনের পিকাচুকে পরিপূর্ণ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলা চলে না। এখন পর্যন্ত পিকাচু একটা এসিস্টেন্ট ই হয়ে আছে যার জন্য শুধুমাত্র প্রিলোডেড সিমুলেশনই ফলো করছিলো পিকাচু, আর ১০ টা সাধারণ

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর মত। তবে পিকাচুর আনফিনিশড প্রোগ্রামিং এবং কোডিং যদি ঠিকঠাকমত শেষ করা যায় তো পিকাচু হবে পৃথিবীর অন্যতম ইফিসিয়েন্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।

পিকাচুর ডিজাইনের একটা ডায়াগ্রাম এঁকে বেজমেন্টের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিলো। বিশাল বড় কাজ ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে এক একটা টাঙ্ক ঠিক করে নেয় রাফি।

বিকেলের দিকে কম্পিউটারের মনিটর থেকে চোখ সরায় রাফি। যথাযথ কারন ও রয়েছে তার, খিদে পেয়েছে ভয়াবহ। সকালবেলা কয়েকটুকরো স্যান্ডউইচ খেয়ে কাজ শুরু করেছিলো, এখন পেটের ভেতর দানব দৌড়াচ্ছে। বেজমেন্টের কাজ রেখে উপরে উঠে আসে রাফি। ড্রয়িং এর কাছে এসে নতুন দুই সদস্যকে খুঁজতে থাকে। এখনো ঠিকমত পরিচিত ও হয় নি। হঠাৎ উপরে কিছু একটার শব্দ হওয়ায় রাফি শিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলো। কোন একটা কর্মসূত চলছে তা বোঝাই যাচ্ছে, দেতলা ছেড়ে তিন তলার দিকে তাকালো রাফি, আওয়াজ তিনতলা থেকে আসছে। রাফি তিনতলায় একটা রুম খোলা পায়, রুমটাতে তুকে দেখতে পায় দুইজনই রুমের ভেতর বসে ক্যাবল টানাটানি করছে। দুইটা মনিটর ট্যাম্পরারী ভাবে মেঝেতে কানেকশন দিয়ে কি যেন চেক করছে। রাফিকে দেখে দুজনেই রাফির দিকে তাকিয়ে পরে,

রাফি - (আবাক হয়ে) কি করছো এখানে!

দুইজনই কোন কথার জবাব না দিয়ে আপন কাজে মন দিলো। রাফি ঘুরে এসে মনিটরের দিকে তাকালো। সারা বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরার কাজ করছে তারা, কিন্তু এখানে কেন! বেজমেন্টে তো সব সিস্টেমই রয়েছে। কিছুক্ষণ কাজ করে তারা ফোনে কাকে কি যেন বললো। ফোনটা কেটে মনিটর অফ করে রেখে বের হয় রুম থেকে আর রাফিকেও ইশারা করে রুম থেকে বের হওয়ার জন্য।

রাফি রুম থেকে বের হয়ে গেলে দরজা লাগিয়ে দেয় একজন আর নীচে নামতে শুরু করে। রাফি ও চুপচাপ নীচে নামতে থাকে। তাদের কাজ আর সিস্টেম সেটআপ দেখে বোঝা যাচ্ছিলো ওরা সিসিটিভির কানেকশন ব্রডব্যান্ড দিয়ে দিয়েছে। হয়তো মাফিয়া গার্ল ওদেরকে অল্টারনেটিভ ওয়ে তে সিসিটিভি অনলাইন করার নির্দেশনা দিয়েছে।

রাফি শিড়ি দিয়ে নামতে মাফিয়া গার্লের ফোন,

- I can see the surveillance operation now. You don't have to worry about surveillance anymore.

রাফি - ধন্যবাদ। আমার রিকুয়েন্টের কি করলেন? কথা বলতে পারবো তো?

- ব্যবস্থা on the way তে আছে। পৌছালে আমি জানাবো।

রাফি ফোনটা রেখে দেয়, হঠাৎ করেই পেট কড়া নেড়ে জানান দেয় যে কেন রাফিকে বেজমেন্ট ছেড়ে উপরে আসতে হয়েছে। কিচেনে গিয়ে ফ্রীজ থেকে ঠাণ্ডা নুডুলস বের করে সস দিয়ে ওই অবস্থাতেই খাওয়া শুরু করে রাফি। বাইরে বরফ পড়া শুরু হয়েছে, কিচেনের জানালা দিয়ে দেখতে থাকলো রাফি, এর আগে কখনো তুষারপাত দেখে নি রাফি। একনজরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবারো বেজমেন্টের দিকে রওনা দেয় রাফি। অনেক কাজ করা বাকী।

বেজমেন্টে বসে আবারো কাজ করতে শুরু করে রাফি, একের পর এক কোড বসিয়ে প্রোগ্রামিং কম্প্লিট করতে থাকে সে। রাফির কাজ আরো দুট হয়েছে কারন ডেভেলপাররা তাদের পুরা পিকাচু প্রোজেক্টের ইনিশিয়াল কোডিং কম্প্লিট করেই রেখেছিলো। যার জন্য রাফিকে শুধু ফিনিশিং টাচ দিয়ে জায়গামত কোডটা বসিয়ে দিতে হচ্ছে। রাফি শুধু কোডিং এর মাধ্যমে একটা ননবায়োলজিক্যাল ব্রেনের বেসিক লজিক, এন্যালিটিকাল লজিক, হিউম্যান ইমেশন সহ একজন বৃদ্ধিমান মানুষের ব্রেন যে সব ভিত্তিতে কাজ করে তার সবই ডিজিটাল ল্যাংগুয়েজে ইনপুট করতে থাকে পিকাচুর সিস্টেমে। এছাড়া আগের করা কিছু কোডকে আরো আপডেট ও আপগ্রেড করতে থাকে রাফি।

রাতে ডিনার কারার জন্য রাফি বাইরে এলে নতুন দুই সদস্যের একজন সেঁধেই কথা বলতে আসে রাফির দিকে,

F1- Sorry for our behavior, bro. We were just upset about the morning issue. Nobody likes to wait in front of anybodys door.

রাফি - it's okay. I was just busy with my work, sorry for that.

F1 - I can see that, btw, I'm Mark. He is Jack. We are here to assist you. You name it, we get it.

রাফি - (কপাল কুচকে) Who is Mafia Girl? Bring her here.

Mark - (অবাক হয়ে) Did you ever see anybody to catch a shadow? Or even hear?

রাফি - Noop, just kidding. Thank you.

দুইজনের সাথেই হাত মেলায় রাফি। কথাবার্তায় যথেষ্ট ভদ্র লাগলেও চেহারা আর হাতের তালুর স্ট্রাকটোর সেটা বলে না। দুইজনই দুই জিবন্ত হাতুড়ি সেটা আন্দাজ করতে পারে রাফি। ডিনার শেষে বেজমেন্টে ফিরে যাবে ঠিক তার আগ মুহূর্তে মাফিয়া গার্লের ফোন পায় রাফি।

- তোমার ফ্যামিলির হাতে একটা ফোন পৌঁছেছে। তাদেরকে তোমার নাস্তার কানেক্ট করে দিয়েছি। হ্যালো বললে কথা বলো।

রাফি অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো কোন পরিচিত গলার হ্যালো শোনার জন্য।

মা - হ্যালো,

রাফি - (আবেগে) মা!

মা - রাফি! কেমন আছিস বাবা! তোর না দেশে ফিরে আসার কথা ছিলো! তা না এসে আবার কেন ট্রেনিং এ ফেরত গিয়েছিস! তোকে না বললাম এই চাকরি ছেড়ে দে। ঘরে বসে থাক তারপরও চোখের সামনে থাক। দরকার নেই এই চাকরি।

রাফি - (কৌতৃহল) আমি আবার ট্রেনিং এ গিয়েছি এটা তোমাদের কে বললো! আর তোমরা কোথায় আছো এখন?

মা - তুই যে ঠিকানা দিয়েছিলি বৌমা এর ফোনে, ওই ঠিকানাতেই তো আছি এখন। বলেছিস নাকি এখানেই নিরাপদ, সাথে আরো ৩ জন বডিগার্ডও দিয়ে দিয়েছিস সবসময় দেখাশোনা করার জন্য।

রাফি - (শোন্তভাবে) তোমার বৌমা কোথায়!

মা - সে তো তার বাবা মায়ের কাছে গিয়েছে, বেয়ান অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেখানেই আছে। তুই যাওয়ার দিনই খবর আসে বেয়ান অসুস্থ। পরের দিন ই তো আমরা চলে আসি তোর দেয়া ঠিকানাতে আর জোর করে পাঠাই ওকে বেয়াই বাড়ি, যেতেই চাইছিলো না মেঘেটা।

রাফি - ঠিকানাটা কোথায়?

হঠাৎ বীপ বীপ আওয়াজ হতে থাকে আর ওপাস থেকে মাফিয়া গার্লের কম্পিউটার জেনারেটেড ভয়েস ভেসে আসে,

- কেন তুমি তোমার মা কে কনফিউজড করছো। তারা নিরাপদে আছে বলেছি তো। তোমার মা যদি জানে যে তুমি তাদেরকে ওখানে রাখে নি তাহলে তারা চলে যেতে চাইবে আর এতে হিতে বিপরীত হবে। একটা জিনিস কেন বুঝতে পারছো না তুমি!

রাফি - (রাগান্তিত) আসলেই আমি বুঝতে পারছি না আপনার উদ্দেশ্যটা কি! কি চান আপনি আমার কাছে! কেন আমার জন্য এত কিছু করছেন!

- এখনো সময় আসে নি সেটা জানানোর। আগে নিজেকে তৈরী করো নিজের বিপরীত শক্তির সাথে পেরে ওঠার জন্য।

রাফি - আমার কেন মনে হচ্ছ যে তুমিই আমার বিপরীত শক্তি?

- হতেই পারি। সারা দুনিয়া আমার অস্তিত্ব জানে না আর যারা জানে তারা কোন পজেটিভ ধারনা রাখে না মাফিয়া গার্ল সম্পর্কে। ধরে নাও এটাই আমার পক্ষ থেকে করা তোমার এবং তোমার পরিবারের প্রতি শেষ সাহায্য। তুমি যে কাজ করছো সেটা শেষ হলে তুমি তোমার রাস্তায় আর আমি আমার রাস্তায়।

রাফি - ফ্যামিলির সাথে কথা বলতে পারি এখন? মাঝপথে লাইন কেটে দিয়ে তুকে পড়েছেন আপনি!

- আজ আর না। তোমার মায়ের মনে সন্দেহ তুকে গেলে তাকে এবং তোমার পরিবারকে সিকিউর রাখা আমার জন্য টাফ হয়ে যাবে। তোমার কাজ শেষ করেই একবারে কথা বলতে পারবে। তাই Finish your task fast.

রাফি কথা বলা শেষ করে ফোন রেখে দেয়। বেজমেন্টে গিয়ে চেয়ারে বসে। ভয়ংকর জেদ মাথায় চাপে। মাফিয়া বয় একটা সাইবার রকস্টারের নাম, সারাজীবন নীতি আর আদর্শের ভেতর থাকতে চাওয়া রাফির জন্য এই দুনিয়া কখনই ফেয়ার গেম খেলে নি। কিন্তু সাইবার দুনিয়ায় মাফিয়া বয় যেভাবে খেলবে সেভাবেই গেম চলবে। মাফিয়া গার্লের কথাগুলো শুনে নিজের ভেতরের ঘূর্মিয়ে থাকা দানবটাকে অনুভব করতে পারে রাফি, নিজের পরিবারের সাথে কথা বলতে গেলেও এখন রেস্ট্রিকশন মানতে হবে। ভয়ংকর জেদ মাথায় চেপে যায় রাফি। সার্ভার অনলাইনে নেয় রাফি। আর হাত চালায় কীবোর্ডে।

মাফিয়া গার্লের নেটওয়ার্ক মডিফিকেশন ডিসেবল করে নিজের কাষ্টোম মোডিফিকেশন বসায় রাফি, সার্ভারগুলোর এমনভাবে হাইড করে দিলো যে সার্ভারগুলোর ডেস্টিনেশন জানা থাকলেও কেউ এই সার্ভারগুলো এক্সেস করতে পারবে না, একই সার্ভারের ক্লোন আইপি এড্রেস তৈরী করলো কয়েক হাজার আর সারা দুনিয়াজুড়ে সেই কোডিং ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়, প্রতিবার ক্লোন আইপি একসেস করলে নতুন করে আরো ৪ টি ক্লোন আইপি তৈরী হবে আর তা হতে পারে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে। কিন্তু মাফিয়া গার্ল তো জানে যে কোথায় তার ল্যাব আর সার্ভার অবস্থিত তাই অপয়োজনীয় সার্ভারগুলো ডিজেবল করে রেখে দেয় রাফি। মাফিয়া গার্লের কাছ থেকে পৃথিবীর অন্যতম এডভাঞ্চ কম্পিউটার ল্যাব ছিনিয়ে নিয়ে বসলো রাফি। "নে যদি পারিস তো এক্সেস নিয়ে দেখা!" মনে মনে মাফিয়া গার্লকে উদ্দেশ্য করে বলে মাফিয়া বয়। বেশ কিছুক্ষণ পর মাফিয়া গার্লের ফোন আসে,

- রাফি! কি করছো তুমি ল্যাবে বসে! সবকিছু কানেক্ট করে আবার ডিস্কানেক্ট করে দিলে কেন।
রাফি - রাফি! Rafi lives no more, its Mafia Boy. And all of your servers are online, if you and your hybrid Hydra is that much powerful, find your servers,
- okay than, Mafia boy. Show your true color.

রাফি ফোন কেটে দেয়। রাফি জানে না মাফিয়া গার্লের হাইড্রা কটটা পাওয়ারফুল তারপরও চ্যালেঞ্জ যখন ছুড়ে দিয়েছে তখন চ্যালেঞ্জে ই কথা হবে। রাফি জানে এই পুরো সিস্টেম মাফিয়া গার্লের তৈরী, তাই পুরোটা মাফিয়া গার্লের নখের ডগায় থাকাটা স্বাভাবিক, তাপরও রাফি যে এনক্রিপশন ব্যবহার করেছে তা এজইউজুয়াল টুলস দিয়ে ত্রাক করা সম্ভব না সেই ভরসায় কাজটা করে শান্ত হলো রাফি। দ্রুতই পিকাচুর কোডিং শেষ করতে হবে রাফিকে। এভাবে চুরি করে থাকা আর সম্ভব নয়। শুরু করলো পিকাচুর কোডিং আর অপেক্ষা করতে লাগলো মাফিয়া গার্লের "হাই" পাওয়ার জন্য।

পরপর দুইদিন একইভাবে খেটে যায় রাফি পিকাচুর পেছনে। শুধুমাত্র খাওয়া ছাড়া বেসমেন্ট থেকে বের হওয়ার নাম নেয় না রাফি। কাজে এতোটা বেশি মগ্ন হয়ে যায় যে দুনিয়ার বাদবাকী সবকিছুই ভুলে যায় রাফি। দুইদিনে মাফিয়া গার্লও কোন সাড়া দেয় নি, রাফির কোডিংও প্রায় শেষের দিকে।

রাফি কোডিং শেষ করে একটু দম নেয়।

অবশেষে। রাফি একটু স্বস্তি পায়। পিকাচু প্রোগ্রাম রান করে মাফিয়া বয়। সিস্টেম এক্টিভ হওয়ার সাইন দেখায় ক্লীনে। ১%.....২%.....৩%

ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে পিকাচু, সিস্টেম ইরর দেখার মত মানসিকতা নেই রাফির, পিকাচুই এখন শেষ ভরসা।

অবশেষে পিকাচুর রেস্পন্স পাওয়া গেল।

পিকাচু - (কার্টুন ভয়েসে) Hi, I am pikachu,

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-১৫

ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে পিকাচু, সিস্টেম ইরর দেখার মত মানসিকতা নেই রাফির, পিকাচুই এখন শেষ ভরসা।

অবশেষে পিকাচুর রেস্পন্স পাওয়া গেল।

পিকাচু - (কার্টুন ভয়েসে) Hi, I am pikachu.

রাফি - Hi, pikachu, this is Rafiul Islam Rafi. I am your creator and instructor.

পিকাচু - Accessing cyber network, recognizing Rafiul Islam Rafi, 100% match, (ক্রীনে ছবি ভেসে ওঠে রাফির আর সাথে জীবন বৃত্তান্ত) Rafiqul Islam Rafi, Age 27, Cyber Crime Analyst Officer, National Security Agency. Saved as creator and instructor.

রাফি খুশিতে ফেঁটে পড়ে, পিকাচু তার সাথে সফলভাবে কমিউনিকেশন করেছে। "ইইইয়েসসস, I've done it" বেশ জোরেশোরেই বলে ওঠে রাফি।

পিকাচু - (কার্টুন ভয়েসে) congratulation, Creator for your achievement.

রাফি অবাক হয়ে যায়, পিকাচু রাফিরে কংগ্রাচুলেশন জানালো!!!

রাফি - Pikachu? Why did you congratulate me?

পিকাচু - Your voice was louder than as usual and your heart rate is higher then as usual causing adrenaline rush because of achieving something means you are very excited and happy.

রাফি নিজেই হতবাক হয়ে যায়। পিকাচু রাফির চিন্তার বাইরে স্মার্ট।

রাফি - পিকাচু, ভাষা পরিবর্তন করো।

পিকাচু - Detecting language..... language found. Accessing Dictionary, novels, journals..... ভাষা পরিবর্তন করা হয়েছে।

রাফি বুঝতে পারে পিকাচু তার প্রয়োজন অনুযায়ী ফাইল একসেস করে নেয়।

পিকাচু - Unauthorized access request found. Somebody is trying to access the server.

রাফির মনে পড়ে যায় মাফিয়া গার্লের কথা। গত দুইদিন ধরেই তাহলে বেচারী উঠেপড়ে লেগে আছে সার্ভারের একসেস ফিরে পাবার জন্য।

রাফি পিকাচুকে মাফিয়া গার্লের সার্ভারে রাখা নিরাপদ হবে কি না তাই ভাবতে থাকে। কিন্তু তার থেকে জরুরী পিকাচু কে কন্ট্রোল করা। পিকাচু এখনো knowledge hunt করছে, এই স্টেজ পার হতে বেশ কিছু সময় লাগবে। সারা দুনিয়া জানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কর্তৃতা ভংঘকর হয়ে যেতে পারে তাই অন্য সবকিছু ভাবার আগে রাফি পিকাচুর পার্মিশন সেটিংস চেক করতে চায়।

রাফি - পিকাচু? তোমার পার্মিশন সেটিংস দেখাও।

পিকাচু - পিকা পিকা (বলে পার্মিশন সেটিংস পেজ দেখালো)

রাফি একবারে সব পার্মিশন ডিনায়েড করে দিলো। এতে পিকাচুর knowledge hunting বন্ধ হয়ে গেল।

রাফি মনিটর দিয়ে পিকাচুর মেমরী স্ট্যাটাস চেক করলো। মাত্র কয়েক মিনিটেই সে সার্ভার

ক্যাপাসিটর ৭০% লোড করে ফেলেছে। কিন্তু এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে তো পিকাচুর জন্য

বিশাল মেমরী আর নেক্সট জেনারেশন কোয়ান্টাম কম্পিউটার প্রয়োজন পড়বে। তাই রাফি বেসিক

নলেজ ক্যাটাগরি ছাড়া অন্যান্য সব ক্যাটাগরি অনলাইন বেজড করে রাখলো এবং Need to know

বেসিসে করে দিলো। এতে পিকাচু তার প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন কোথায় পাওয়া যাবে তার একটা

শর্টলিষ্ট করে রাখতে লাগলো, যেন অনেকটা মুভি ডাউনলোড করে কম্পিউটারে রেখে মেমরী নষ্ট না

করে ওয়েবসাইটের নাম ও মুভির লোকেশন সেভ করে রাখা যেন যখন প্রয়োজন তখনই পাওয়া যায়।

কিন্তু পিকাচু একটা ওয়ার্নিং দিলো এই Need to know পলিসির জন্য, এই পলিসি গ্রহণ করলে যদি

কোন কারনে নেটওয়ার্ক ডাউন হয়ে যায় বা কেউ সার্ভার অফলাইন করে দেয় কিংবা যে কোন কারনে

পিকাচু এবং সার্ভারের মাঝে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে পিকাচুর পক্ষে সেই নলেজ পাওয়া

সম্ভব হবে না।

রাফি বিষয়টা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো। মাফিয়া গার্ল যদি চায় তাহলে শুধুমাত্র এই ইন্টারনেট কানেকশন ব্লক করে দিলেই পিকাচু আর কিছুই একসেস করতে পারবে না। ভয় থেকেই যায় রাফির। এখানে পিকাচু কে রাখা যাবে না। এখানে রাখলে মাফিয়া গার্ল আটকে দিতেই পারে। কিন্তু তার আগে মাফিয়া গার্লের সাথে কথা বলা দরকার। কি চায় মাফিয়া গার্ল এটা জানার সময় হয়া গেছে। রাফি ডায়াল করে *6666# নাম্বারে। মাফিয়া গার্ল কিছুক্ষণ পর কল ব্যাক করে।

- what are you doing in my lab!!!! I can't access anything!

রাফি - Pikachu is live. He is using your lab as his brain. I'm sorry, but you lost your lab.

- পিকাচু কম্প্লিট! ওয়াহ। কংগ্রাচুলেশনস।

রাফি অবাক হলো মাফিয়া গার্লের বিহেভিয়ার দেখে। কিছুক্ষণ আগেও নিজের ল্যাব নিয়ে রাফির সাথে খিচখিচ করতেছিলো আর এখন সে পিকাচুর কথা শুনে কংগ্রাচুলেশনস জানাচ্ছে!!!!

রাফি - (বিস্মিত হয়ে) ব্যাপারটা কেমন হলো! পিকাচুর কথা শুনে আপনার ভয়েস টোন একদমই বদলে গেলো। কি ব্যপার!

- কারন পিকাচু ই পারে একমাত্র আসন্ন বিপদের থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে।

রাফি - মানে? কি বিপদ! আর পিকাচু কে নিয়ে এতে এক্সাইটেড কেন আপনি!

- কারন পিকাচু আমাদের প্রোজেক্ট ছিলো। পিকাচু প্রোজেক্টের কারনেই আমার বন্ধুদের প্রান দিতে হয়েছে।

রাফি - মানে আপনি ওই ডেভেলপারদের একজন! তাহলে আপনিই তো পিকাচু কে কম্প্লিট করতে পারতেন। আমাকে তো প্রয়োজন ছিলো না। ওয়েট ওয়েট, আপনার কাছেও পিকাচু রয়েছে!!! যেটাকে আমরা এতদিন হাইব্রিড হাইড্রো হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম!!! Am I right?

- আমার কাছে পিকাচু নেই, পিকাচু প্রোজেক্টের আগে আমরা ৩ বন্ধু মিলে একটি প্রোজেক্ট শুরু করেছিলাম যেটা ড্রপ করা হয়েছিলো আইনি ঝামেলার কারনে কিন্তু আমার কাছে প্রোজেক্টের ব্লুপ্রিন্ট ছিলো। আমি সেই আনফিনিশড প্রোজেক্টের ফিনিশড রেজাল্ট ই ব্যবহার করছি। আমরা আরো ৩ বন্ধুকে নিয়ে মোট ৬ জন মিলে সেম প্রোজেক্ট আবার চালু করি সকল প্রকার আইনি প্রসেস মেনে। আর প্রোজেক্টের নাম দেয়া হয়েছিলো প্রোজেক্ট পিকাচু। আগের থেকে আরো ফুলপ্রকৃফ করে তৈরী করা শুরু করেছিলাম পিকাচুকে। তারপর পিকাচু চুরি হয় আর আর সব ডেভলপারদের মেরে ফেলে অস্ত্র ব্যবসায়ী। আর আমি আমাদের পুরাতন প্রোজেক্ট নিয়ে আত্মগোপন করি, পিকাচুকে বাঁচাতে পারি নি আমি। এক কথায় বলা যায় আমি পিকাচুর যময বোনকে ব্যবহার করছি। দুটো প্রোজেক্টের বেজ একই ঘার কারনে পিকাচু অনলাইন হলে আমার সিস্টেম পিকাচুকে সেন্স করতে পারে।

রাফি - তারমানে আপনার হাইড্রো আর এই পিকাচু একই! তাহলে তো পিকাচুর কোন প্রয়োজনই ছিলো না। কেন পিকাচুকে কম্প্লিট করার দরকার পড়লো? আর আপনার ল্যাবে, আপনার সার্ভারেই পিকাচু অনলাইন হয়েছে অথচো আপনি টের পেলেন না কেন!

- অস্ত্র ব্যবসায়ী পিকাচুকে বিক্রি করার প্লান করেছিলো। পিকাচু যদি ভুল মানুষের হাতে পড়তো তাহলে এর কি পরিনতি হতে পারে তা ভেবে দেখো। আর পিকাচুকে ধরতে না পারার কারণ হতে পারে প্রথমতঃ তুমি সার্ভারের এনক্রিপশন পরিবর্তন করেছো এবং দ্বিতীয়তঃ পিকাচু একটা স্মার্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। যদি তুমি ওকে হার্ডড্রাইভে থাকা ব্লুপ্রিন্ট অনুযায়ী তৈরী করে থাকো তাহলে পিকাচু নিজেকে লুকাতে খুবই পটু হওয়ার কথা। নিজেকে সিকিউর করে নিয়েছে হয়তো, যেমনটি আমার হাইড্রো। একটা জিনিস খেয়াল রেখো, পিকাচুকে সব ধরনের কাজের ডিসিশন দিলেও অটোনোমাস ডিসিশন নেয়ার পার্মিশন দিবে না কোনভাবেই।

রাফি - আপাতত সেই অপশন অফ করাই আছে। কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যদি নিজে নিজে ডিসিশন নিতে না পারে তাহলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর কি মূল্য!!!

- পিকাচু সবকিছুই করতে পারবে শুধু নিজে থেকে ডিসিশন নিতে পারবে না। তার জন্য সুপিরিয়র সুপারভিশন লাগবে আর যদি কোন কারনে সুপিরিয়র আনএভেইলেবল থাকে তাহলে পিকাচু ডিজেবল হয়ে থাকবে। No alternative.

রাফি - সেটা আমি প্রোগ্রাম ডায়গনসিস করার সময়ই দেখতে পেয়েছি। আর সেটা পরিবর্তন করারও কোন ইচ্ছা নেই আমার।

- পিকাচুর জন্য কোন Kill code তৈরী করেছো কি! বলা তো যায় না।

রাফি - চিন্তা করবেন না। আমিই পিকাচুর কিল কোড, আমি আছি তো পিকাচু আছে আর আমি নেই তো পিকাচু ও নেই। আর হ্যাঁ, আপনি কিন্তু বলেন নি, আপনি নিজে কেন পিকাচুকে ডেভলপ করলেন না! আপনি তো ডেভলপারদেরই একজন ছিলেন। আপনার জন্য তো কাজটা আরো সহজ ছিলো। তাহলে আমাকে দিয়েই কেন!

- হ্যাঁ আমি পারতাম, কিন্তু যে কারনে পিকাচুকে দরকার ছিলো তার জন্য আমার শুধু পিকাচু নয়, একজন ভালো এবং স্কীল্ড প্রোগ্রামারের ও প্রয়োজন ছিলো, and you are perfect.

রাফি - আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কি করতে চাইছেন আপনি? আমি শুধুমাত্র আমাকে নির্দেশ প্রমাণ করতে চাই।

- তো কাজ শুরু করো, আর দেখো পিকাচু কতটা ইফিষিয়েন্ট। আর কেন তোমাকে আর পিকাচুকে লাগবে সেটা পরে জানাচ্ছি। এখন অটোনোমাস ডিসিশন নেয়ার পার্মিশন অফ রেখে বাদবাকী রেন্ড্রিকশন তুলে দাও, knowledge hunting এ সময় লাগবে অনেক।

রাফি - অলরেডি আপনার সার্ভারের ৭০% ফুল হয়ে গেছে তাও কয়েক মিনিটে। আপনার সার্ভার ইনাফ না।

- খুঁজতে বলো! দেখো তো পিকাচু কি কি করতে পারে।

রাফি ফোন কেটে দেয়। মাফিয়া গার্লের কথায় কিছুটা ধোঁয়াশা ভাব থাকলেও আপাতত নিজের ব্যাপারে মনযোগ দিতে চাইলো রাফি। মনিটরের দিকে তাঁকিয়ে পিকাচুর রেন্ড্রিকশনগুলো দেখতে লাগলো। অটোনোমাস ডিসিশন ডিজেবল রেখে বাদবাকি ডিসিশন দিয়ে দেয় রাফি। পিকাচু আবারও knowledge hunting শুরু করে। কিছুক্ষণের ভেতরেই সার্ভার ফুল হয়ে যায় আর নতুন স্পেসের রিকুয়েষ্ট করতে থাকে।

রাফি - পিকাচু? নতুন স্পেস খুঁজে বের করো। যে কোন এক জায়গায়, ছড়ানো ছিটানো স্পেস এভয়েড করো।

পিকাচু - পিকা পিকা। Searching for available space for knowledge hunting.....

রাফি অপেক্ষায় থাকে পিকাচুর সার্চ শেষ হওয়ার জন্য। বেশ কিছুক্ষণ পর,

পিকাচু - Available memory space found.

রাফি মনিটরের দিকে তাকায়। বেশ কয়েকটি অপশন দেখতে পায় রাফি। যার ভেতর কিছু সার্ভার আছে যেগুলোর মেমরী তার কার্যক্ষমতা থেকে কয়েকগুল বেশী আর এই অতিরিক্ত মেমরী কখনই ব্যবহার করা হয় না। এমন সব চয়েস ঘাটতে ঘাটতে রাফি একটা অপশন পেলো যা ফিজিক্যালী ইম্পিসিবল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২০০০০ কিলোমিটার উপরে শো করছে আর মেমরী স্পেস ও বিশাল।

রাফি - পিকাচু? Show details about the option number 32?

পিকাচু - Accessing available data, option number 32 , A tactical satellite.

রাফি - স্যাটেলাইট!

পিকাচু - Affirmative. পৃথিবীর বৃহত্তম দেশের স্যাটেলাইট এটি। একটা এক্সপ্রিমেন্টাল এক্সিডেন্টে স্যাটেলাইট কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটি ধ্বংশ হয়ে যায় আর এই স্যাটেলাইট সাধারণ স্যাটেলাইটের তুলনায় অনেক উপরে থাকায় অন্য কোন স্যাটেলাইট ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করে কমিউনিকেশন বিল্ড করা সম্ভব হয় নি।

রাফি - তাহলে তুমি কিভাবে সেই স্যাটেলাইট একসেস করবে?

পিকাচু - তা কন্ট্রোল করার মত এন্টেনা এই দেশে নেই মানে এমন নয় যে এই পৃথিবীতে নেই, তবে এমন এক দেশের কাছে এই ফ্যাসিলিটি আছে যাদের কাছে সাহায্যের জন্য কখনো এই দেশ ঝুকবে না। তাই ওই স্যাটেলাইটের মায়া একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছে সরকার।

রাফি - তুমি পারবে স্যাটেলাইটে একসেস করতে?

পিকাচু - Affirmative. কিন্তু স্যাটেলাইটটি ১৮ ঘন্টা পর ওই এন্টেনার রেঞ্জে আসবে। তখন আমি স্যাটেলাইটের অর্বিটাল স্পিড এন্টেনার রেঞ্জের সাথে এড়াষ্ট করে দিবো যেন ২৪/৭ স্যাটেলাইটটি ওই এন্টেনা দিয়ে একসেস করা যায়।

রাফি - ১৮ ঘন্টা মানে অনেক সময়, ততক্ষণে অন্যান্য কাজ সেরে নেয়া যাক।

রাফি কীবোর্ডে হাত ঢালায়, পিকাচুর মাধ্যমে খুব সহজেই NSA এর সার্ভার একসেস করে ফেলে রাফি, যেন গরম চুরি দিয়ে মাখন কেটে ফেলার মত সহজ। কিন্তু এই NSA এর ফায়ারওয়্যাল এবং সিস্টেম আপগ্রেড রাফিরই করা তারপরও পিকাচুকে এত সহজে ফায়ারওয়্যাল ফুটা করে ফেলতে দেখে কিছুটা মনক্ষুন্ন হলেও পিকাচুর ক্ষমতা রাফিকে অভিভূত করে দেয়। কারেন্সি চুরির পুরাতন ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট খুজতে লাগলো NSA সার্ভারে। পিকাচু রাফিকে সাহায্য করার জন্য,

পিকাচু - I can scan the whole system 10000 times faster than you, may I?

রাফি কিছুটা ভেবে নিজের ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের ডেট জানিয়ে sort করে দিলো পিকাচুর সার্চ ইন্জিন, তারপর পার্মিশন দেয় সার্চ করার।

৫ সেকেন্ডের ভেতর রাফিকে রিপোর্ট জানায় যে ওই টাইমের কোন পিওর ফাইল নেই কিন্তু সেম নামের একটা মডিফায়েড ফাইল রয়েছে।

রাফি পার্মিশন দিলো ফাইলটা ওপেন করার। পিকাচু ফাইলটা ক্লোন করে এনে ওপেন করলো। ক্লোন করার কারণে ওই ফাইলের অরিজিনাল রেকর্ডস এবং এডিট হিস্ট্রি ও চলে আসে।

রাফি ফাইলটা চেক করতে শুরু করে আর মোটামুটি অবাক হতে থাকে। রাফির দেয়া রিপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে আর সেখানে নতুন রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, কারন রাফি যে সব ব্যাংক একাউন্টের লিষ্ট ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টে জমা দিয়েছিলো সেগুলোর নাকি কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি! এই কেসের ইনভেস্টিগেশন পূর্ণ করার জন্য যে ১০ সদস্যের টাঙ্কফোর্স গঠন করা হয়েছিলো তারা তাদের রিপোর্টে পরিস্কার উল্লেখ করে দিয়েছে যে রাফির জমা দেওয়া ইভিডেন্সের কোন ভিত্তি নেই। রাফি ভাবতে থাকে সৎ ভাবে কাজ করতে চাইলে এরা কেউই রাফিকে বাঁচতে দেবে না। রাফি নিজের অরিজিনাল রিপোর্টটি প্রধানমন্ত্রীর ইমেইলে পাঠিয়েছিলো। তাই অরিজিনাল রিপোর্ট সেখানেই পাওয়া যাবে হয়তো।

রাফি - পিকাচু, আমার মেইল আইডি সিকিউর করো। আর চেক করো যে কেউ আইডিটা সার্ভেইল্যান্সে রেখেছে কি না।

পিকাচু - পিকা পিকাআআা, securing E mail ID path, checking for surveillance tress..... Two surveillance found E mail ID secure.

রাফি - সার্ভেইল্যান্স ডিটেলস শো করো,

পিকাচু - পিকা, IP registered to the NSA Director and another is unavailable.

রাফি বুঝতে পারে যে অন্যটা মাফিয়া গার্ল। রাফি ইমেইল একসেস করে। সেখানে সেন্ড আইটেম থেকে নিজের ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট ডাউনলোড করে আর ইমেইল ডিজএবল করে দেয়।

রাফি - পিকাচু, এই ডাউনলোডেড ফাইলের ইনফরমেশন এনালাইসিস করো আর ব্যাংক একাউন্টগুলো থেকে টাকা কোথায় গেলো সেটা খুঁজে বের করো।

পিকাচু - it will be done. Accessing new file, acquiring information..... Bank records found.... accessing bank logs.....

রাফি দেখতে থাকলো পিকাচু একই সাথে রিলেটেড সবগুলো ব্যাংকের সার্ভার হ্যাক করে এ্যাকাউন্টের ট্রানজেকশন হিস্ট্রি বের করছে। আরো কিছু নতুন একাউন্টের নাম পাওয়া গেল।

বর্তমানে টাকাগুলো কোন ব্যাংকের এ্যাকাউন্টে গিয়ে জমা হয়ে আছে তার লিষ্ট তৈরী করলো
পিকাচু।

পিকাচু - investigation report complete, calculating the amount found.....

পিকাচু মনিটরে একটা এ্যামাউন্ট দেখালো যেটা চুরি ঘাওয়া এ্যামাউন্টের কাছাকাছি।

রাফি - সব টাকা তো এখানেই আছে, তাহলে টাঙ্কফোর্স কি কাজ করলো!!!! পিকাচু, প্রতিটা এ্যাকাউন্ট
ফ্রীজ করে দাও যেন কেউ পরবর্তী ক্লিয়ারেন্স না দেয়া পর্যন্ত টাকা তোলা বা ট্রান্সফার করতে না পারে।

পিকাচু - Freezing bank accounts..... All listed Bank accounts are freezed.

রাফি - contact all the press of my country, I will transfer this evidence to them first. Lets see what the media can do.

পিকাচু - Contacting all media..... transferring message waiting for respond 75% media respond.

রাফি - Good enough. I am going to show this evidence to the whole world.

পিকাচু - preparing the evidence disclosing in 3...2....1, evidence disclosed to 75 media.

রাফি - এটাই ইনাফ না, পিকাচু, মডিফায়েড ইনভেষ্টিগেশন রিপোর্ট থেকে টাঙ্কফোর্স মেম্বারদের
ডিটেলস নাও আর তাদের ইনভেষ্টিগেশন টাইমে তাদের সাথে উল্লেখযোগ্য কি কি হয়েছিলো তা
চেক করো।

পিকাচু - identifying 10 members..... acquiring personal informations..... Analyzing

রাফি - পিকাচু, আমার ইনভেষ্টিগেশন রিপোর্টের অপরাধী এবং তাদের সহযোগীদের সাথে ঘোগসূত্র
আছে কি না তা ও ক্রসম্যাচিং করো।

পিকাচু - analyzing new data..... cross matching.....

রাফি এনালাইসিসের কাজগুলো মনিটরে দেখতে থাকে। ক্রসম্যাচিং এনালাইসিসের জন্য সব ধরনের
পাবলিক এবং প্রাইভেট রেকর্ড চেক করছে পিকাচু, এই পুরা কাজ করার জন্য পিকাচুকে প্রতি
সেকেন্ডে কয়েকশো সার্ভার একসেস করতে হচ্ছে যার অধিকাংশই এনক্রিপ্টেড এবং হ্যাক করতে
বেশ বেগ পাওয়ার কথা, কিন্তু পিকাচুর কাছে কোন এনক্রিপশন ই কোন বাধা নয়। ভয়ংকর গতিতে
কাজ করে চলেছে পিকাচু।

পিকাচু - Analysis complete.

রাফি মনিটরের দিকে তাঁকায় এনালাইসিস রিপোর্ট দেখার জন্য। এদের সবার ইনভেষ্টিগেশন রিপোর্ট
একরাতে পরিবর্তন করা হয়েছে। তারা তাঁদের ইনভেষ্টিগেশন রিপোর্ট ঠিকঠাকই করেছিলেন কিন্তু
ফাইনাল রিপোর্ট জমা দেয়ার আগের দিন রাতে পুরো রিপোর্ট বদলে ফেলা হয়েছিলো। সবার
পার্সোনাল কম্পিউটার একসেস করে ইনভেষ্টিগেশন চলাকালীন ফলোআপ রিপোর্টগুলো সংগ্রহ
করে পিকাচু কিন্তু কি কারনে তারা তাদের ফাইনাল রিপোর্ট বদলালেন তা অজানা।

রাফি - পিকাচু, এই শেষ দিনে রিপোর্ট বদলানোর কি কারণ হতে পারে!

পিকাচু সম্ভাব্য অপশনগুলো তুলে ধরে রাফির সামনে যার মধ্যে হুমকি, কিডনাপ, ঘৃষ, সহ আরো
বেশ কিছু অপশন রয়েছে।

রাফি পিকাচুর সাথে মিলে সম্ভাব্য অপশনগুলো ক্রসম্যাচিং করতে লাগলো।

পিকাচু একটা সাজেশন দিলো ক্রসম্যাচিং চলাকালীন অবস্থায়,

পিকাচু - কেন ওই ১০ সদস্যের কাছে সরাসরিই জিজ্ঞাসা করছি না? We should asked directly.

রাফি - Not a Bad idea. কিন্তু তারা কেন আমাকে সবকিছু ঠিকঠাক বলবে!

পিকাচু - ডিসক্লোজড ইনভেষ্টিগেশন রিপোর্ট অলরেডি বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল টেলিকাষ্ট করছে আর
বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন তুলছে যা দেখে টাঙ্কফোর্সের ১০ সদস্যরা নিজেদের ভেতর কথা বলার জন্য
একথানে জড়ো হয়েছে। ফোন লোকেশনে তাদের মাঝে থাকা দূরত্ব বলছে তারা এখন একটা রুমের
ভেতর আছে।

রাফি - তাহলে তাদের যে কোন একজনকে কল করে তাদের সাথে কথা বলা যাক। পিকাচু, টাঙ্কফোর্স প্রধানের নামার সিকিউর করে কানেক্ট করো।

পিকাচু - Connecting

H - হ্যালো, H বলছি।

রাফি - হ্যালো H, আমি রাফি বলছি, দয়া করে ফোনটা স্পিকারে নেবেন প্লিজ? আপনাদের সবার সাথে কথা বলতে চাই।

H ফোনকে স্পিকারে নেয় আর রেকর্ডিং এর চেষ্টা করে কিন্তু পিকাচু আগে থেকেই সেই সিস্টেম অফ করে দিয়েছিলো,

রাফি - আপনাদের ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টটি জমা দেয়ার আগের রাতে পরিবর্তন হয়ে যায়, আগামী ৪ ঘন্টার ভেতর থায়াথ কারন যদি প্রেস ব্রিফিং এ সবার সামনে উপস্থাপন করে আসল দোষীদের সামনে না আনেন তাহলে আপনাদের স্বাভাবিক জীবন অনেক বেশী অস্বাভাবিক হয়ে যাবে।

H - আমরা ঠিক রিপোর্টই জমা দিয়েছি, তোমার কি দেখে মনে হলো রিপোর্ট আগের রাতেই পরিবর্তন হয়েছে!

রাফি - কারন আপনাদের প্রত্যেকের প্রতিদিনের ফলোআপ রিপোর্ট রয়েছে আমার কাছে, সিগনেচার সহ। ফলোআপ রিপোর্টের সাথে ফাইনাল রিপোর্টের কোন মিল নেই। অনেক অস্বাভাবিক নয় কি!

H - আমাদের মেরে ফেলতো যদি আমরা পরিবর্তন না করতাম। আমাদের পরিবারের উপর ঝুঁমকি এসেছিলো।

রাফি - এখন আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন, ভুল স্বীকার করে প্রেস ব্রিফিং এ আসল রিপোর্ট উপস্থাপন করুন। ভয় পাবেন না, আমি একাউন্টগুলো ফ্রীজ করে দিয়েছি, এক টাকাও এদিক ওদিক হবে না, আপনাদের মেইলে ওই কারেন্সি এখন কোন কোন একাউন্টে আছে তার ডিটেলস দেয়া আছে।

H - যদি টাকাগুলোর হাদিস পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই আমরা প্রেস ব্রিফিং ডেকে সত্য বলতে রাজি আছি।

রাফি - তাহলে মেইল চেক করুন আর প্রেস ব্রিফিং এর জন্য তৈরী হোন। ৪ ঘন্টা পর আপনাদের কনফারেন্স রুমে প্রেস ব্রিফিং।

বলে কলটা ডিসকানেক্ট করে রাফি।

রাফি - পিকাচু, সব মিডিয়াতে আবার কমিউনিকেট করে প্রেস ব্রিফিং এর কথা জানিয়ে দাও।

পিকাচু - connecting all media..... message send.

রাফি - নিজের কাজটা করতে হবে এবার। পিকাচু, আমার বাবা মা এবং স্ত্রী কে খুঁজে বের করো?

পিকাচু - Accessing family archive and social media..... searching.....

রাফি দেখলো পিকাচু ফ্যামিলি ফটো গ্যালারী আর সোস্যাল মিডিয়া থেকে ছবি সংগ্রহ করে এবং তাদের লাষ্ট known location থেকে সার্চ শুরু করে।

কিন্তু ট্রেস করতে পারে না। পিকাচু সার্চ চালাতে থাকে।

রাফি বুঝতে পারে যে মাফিয়া গার্ল কোন ট্রেস ই রাখে নি হয়তো তার বাবা মা পর্যন্ত পৌঁছানোর। কিন্তু রাফিও ছাড়ার পাত্র নয়। ফ্যামিলিকে তো খুঁজে বের করতেই হবে রাফিকে।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

রাফি বুঝতে পারে যে মাফিয়া গার্ল কোন ট্রেস ই রাখে নি হয়তো তার বাবা মা পর্যন্ত পৌঁছানোর।
কিন্তু রাফিও ছাড়ার পাত্র নয়। ফ্যামিলিকে তো খুঁজে বের করতেই হবে রাফিকে।

পিকাচু খুঁজতে থাকে রাফির পরিবারকে কিন্তু কোন ডিজিটাল ট্রেস ই রাখে নি মাফিয়া গার্ল। এছাড়া ফোনগুলোও আনরীচেবল হয়ে যায় কোয়ার্টারের ভেতরেই। হয়তো বাসা থেকে বের হওয়ার আগেই মাফিয়া গার্ল নাস্থারগুলোকে ব্লক করে আনরীচেবল করে দিয়েছে যা বাবা মা বা তোহা কেউই জানে না। মোবাইলের কথা বাদ। রাফি চিন্তা করতে থাকে অন্য কিছু যা হয়তো মাফিয়া গার্ল ভাববে না। কি হতে পারে সেটা! সিসিটিভি ফুটেজ তো নিশ্চিন্তে ডিলিট করে দিতে পারবে মাফিয়া গার্ল এবং হাইড্রা।
তারপরও একটু কুটিল বুদ্ধি খাটায় রাফি।

রাফি - পিকাচু, আমার কোয়ার্টারকে গ্রাউন্ড জিরো পয়েন্ট করো। তারপর ৩ কিলোমিটার রেডিয়াস নিয়ে একটা সার্চ সার্কেল বানাও।

পিকাচু স্যাটেলাইট ইমেজিং থেকে কোয়ার্টারে রাফির বাসাকে রেডমার্কিং করে একটা ৩ কিলোমিটার সার্কেল তৈরী করলো।

রাফি - পিকাচু, কোয়ার্টার থেকে এই সার্কেল দিয়ে বের হওয়ার কয়টা এক্সিট রুট বা বের হবার পথ আছে তা খুঁজে বের করো।

পিকাচু - পিকা, making all possible exit route..... collecting GPS data..... 8 exits found.

পিকাচু মনিটরে গ্রীন মার্ক করে রাস্তাগুলো শো করে।

রাফি - এখন ট্রাফিক সিসি ক্যামেরা সিস্টেম একসেস করো, দেখো এই সার্কেলের ভেতর ওই ৮
রাস্তায় কয়টা ট্রাফিক ক্যামেরা এবং পার্সোনাল অনলাইন সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে।

পিকাচু - Accessing all traffic cctv and online cctv data within 3km radius

32 cctv camera found and 50 personal cctv camera detracted.

পিকাচু গ্রীন ডট দিয়ে প্রতিটা ক্যামেরার পজিশন দেখিয়ে দেয়।

রাফি - আমার দেশত্যাগের পর থেকে ৪৮ ঘন্টার ভেতর এই সব ক্যামেরাগুলোতে কোন ধরনের গ্লীচ
বা ট্যাকনিক্যাল ফল্ট বা মিসিং রেকর্ডিং বা এইধরণের কোন সমস্যা আছে কি না চেক করো।

পিকাচু - Accessing cctv footage..... searching for glitch, technical fault, missing recordings.....
All 32 traffic cctv camera had glitch for 8 seconds of each and all 50 personal cctv footage
had the same for 6 second each.

পিকাচু রেড ডট দিয়ে প্রতিটা ক্যামেরা মার্ক করে দেয়। রাফি দেখতে পায় সবগুলো ক্যামেরা রেড
ডট দেখাচ্ছে।

রাফি জানে যে মাফিয়া গার্ল যথেষ্ট বুদ্ধিমান। প্রতিটা সিসিটিভি ক্যামেরাকেই গ্লীচ করেছে মাফিয়া
গার্ল এবং এমনভাবে করেছে যেন একটা পানিভর্তি গ্লাসের ঠিক মাঝখানে একফোঁটা পানি ফেললে
যেমন টেউ তৈরী হয় এবং একসাথে গ্লাসের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক সেভাবে সিমুলেটনিয়াসলী
গ্লীচ করে দিয়েছে মাফিয়া গার্ল যেন কেউ ধরতে না পারে যে রাফির পরিবারকে মাফিয়া গার্ল কোথায়
নিয়ে যাচ্ছে।

রাফি - Very cleaver move, Mafia Girl, very clever.

কিন্তু রাফিও ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। রাফি জানে যে মাফিয়া গার্ল এমন কোন পথে যাবে না যে পথে
ওর কন্ট্রোল থাকবে না।

রাফি - পিকাচু, খুঁজে বের করো কোন রুটে সবচেয়ে বেশি অনলাইন সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে এবং
সবচেয়ে কম অফলাইন ক্যামেরা আছে।

কারন অফলাইন সিসিটিভি ক্যামেরার রেকর্ড মুছে ফেলা মাফিয়া গার্লের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই
হিসাব অনুযায়ী মাফিয়া গার্ল সেই পথ কখনই বেছে নেবে না যে পথে যাওয়ার ট্রেস মাফিয়া গার্ল
মুছতে পারবে না।

পিকাচু - পিকা পিকা!! analyzing maximum online cctv camera route

1 route has most of the online cctv cameras and minimum number of offline cameras.

রাফি মোটামুটি নিশ্চিত হয় যে এই রুটেই মাফিয়া গার্ল রাফির ফ্যামিলিকে বের করে নিয়ে গেছে।
রাফি - পিকাচু, এই গ্লীচ টাইমের ভেতর ওই রাস্তা দিয়ে কোন রাইড শেয়ারিং গাড়ি গিয়েছে কি না যা
কোয়ার্টারের আসেপাশে দিয়ে রাইড স্টার্ট করেছে আর ওই গ্লীচ টাইমের ভেতর এই রুট দিয়ে বের
হয়ে গেছে।

পিকাচু - Accessing all ride sharing vehicle control server..... Matching GPS route.....

1 vehicle speed matched with the glitch and GPS destination is scrambled.

রাফি ধরেই নিতে পারে যে মাফিয়া গার্লের হাত ছাড়া শুধুশুধু জিপিএস ডেস্টিনেশন নিয়ে ঘোলপাক
করবে না কেউ।

রাফি - পিকাচু, গাড়ির নাম্বার, মালিকের নাম এবং ড্রাইভারের নাম বর করো।

পিকাচু - পিকা।

রাফি মনিটরে গাড়িটার ফুল ডিটেলস পেয়ে গেলো।

রাফি - পিকাচু, ড্রাইভারের সাথে কন্ট্যাক্ট করো। আমি কথা বলবো।

পিকাচু - contacting

ড্রাইভার - হ্যালো! কেড়া।

রাফি - সদর থানা পুলিশ।

ড্রাইভার - স্যার, বলেন স্যার?

রাফি - কিছুদিন আগে তুই NSA কোয়ার্টার দিয়ে কোন ট্রিপ মারছিস?

ড্রাইভার - (কিছুক্ষণ ভেবে) NSA কোয়ার্টার? ওহহোও মনে পড়ছে, হ স্যার মারছিলাম।

রাফি - কতদিন আগে ?

ড্রাইভার - এই স্যার ৮-৯ দিন আগে।

রাফি - ৮-৯ দিনের পুরাতন ঘটনা মনে থাকলো কিভাবে?

ড্রাইভার - আর বইলেন না স্যার, আমি তো ওই এলাকার ড্রাইভার না। এক আপায় ফোন দিলো আর
জিপিএস এ ঠিকানাও দিয়া দিছিলো, প্রথমে না না করতেছিলাম কিন্তু হ্যায় ভালো টিপস দেবো শুইনা
রাজি হইয়া গেছিলাম।

রাফি - আচ্ছা, লোক উঠাইছিলি কই দিয়া আর কয়জন?

ড্রাইভার - ওইভাবে তো মনে নাই তয় কোয়ার্টারের একদম ভিত্তের দিক একটা বাসা দিয়া। হ্যাতেরা ৩
জন আছিলো।

রাফি - নামায় দিছিলি কই?

ড্রাইভার- খাড়ান, দেইখ্যা কইতাছি। (কিছুক্ষণ পর) হ স্যার, ঠিকানাড়া লন।

রাফি - পিকাচু, take note.

পিকাচু - পিকা।

ড্রাইভার ঠিকানা দিলো আর পিকাচু ঠিকানা অনুযায়ী লোকেশনটা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে শো করতে
থাকে।

রাফি ডিসকানেক্ট করে দেয় কল। লোকেশনটা ভালো করে দেখে নেয় রাফি। আরে এটা তো সেই

বাসা যে বাসায় বৌভাতের দিন থেকে অফিস জয়েন করার আগপর্যন্ত রাফি ও তার পরিবার ছিলো।

রাফির বাবার বন্ধুর ফ্লাট।

রাফি বুঝতে পারে হয়তো এইজন্যই বাসার সবাই সহজে কনভিন্স হয়েছে ওই বাসায় যেতে। কেউ
সন্দেহ ই করে নি। মাফিয়া গার্ল রাফির পরিবারের বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু ওখানে রাখলে

মাফিয়া গার্লের লাভ কি? তাহলে কি মাফিয়া গার্ল রাফিকে বোকা বানাচ্ছে!

রাফি - পিকাচু, এই দেশের নাম কি, কোথায় আছি আমরা এখন।

পিকাচু মনিটরে পিনপয়েন্ট লোকেশন শো করতে থাকে। রাফি দেশটাকে চিনতে পারে তবে সেটা

অবশ্যই পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ নয়। তবে একসময় এই দেশটা বৃহত্তম দেশের আন্ডারেই ছিল। কিন্তু এখন তো নয়! তাহলে এমন লুকোচুরি কেন করলো মাফিয়া গার্ল রাফির সাথে! এসব করার মানে কি! মাফিয়া গার্লের এসব লুকোচুরির মানে বের করতেই হবে। এসব ভাবতে ভাবতেই ফোনের দিকে চোখ ঘায় রাফির,

রাফি - পিকাচু, আমার ফোন ট্যাপড আর ব্লক করা আছে, আমার ফোনকে সিকিউর করতে হবে। বলে পিকাচুর সিস্টেমে নিজের নাম্বার ইনপুট করে। পিকাচু নাম্বারের ট্যাপিং সোর্স খুঁজতে থাকে।

পিকাচু - I can make your phone secure but whoever is taping will know.

রাফি - Do it.

পিকাচু - পিকা পিকা।

পিকাচু সিস্টেম দিয়ে নাম্বারকে আনন্দিচেবল করে দেয় যার মাধ্যমে ইনকামিং রেস্ট্রিকটেড কিন্তু আউটগোইং ওপেন থাকবে এবং নাম্বার আইডি ও হীডেন থাকবে, ঠিক মাফিয়া গার্লের মত। এমন সময় পিকাচু শো করে একটা ইনকামিং কল, আনন্দেন সোর্স,

রাফি - পিকাচু, আমি কলটা রিসিভ করবো, খেয়াল রাখবে যেন এই কল এর মাধ্যমে আমার ফোনের কন্ট্রোল আবারো না নিয়ে নিতে পারে। আর হ্যাঁ, ট্রাক দ্যা কলার।

পিকাচু কল রেফার করলে রাফির ফোন বেঁজে ওঠে, রাফি ফোন রিসিভ করে,

- আমার কাছ থেকে আমার সার্ভার সিস্টেম কেড়ে নিয়েছো, এখন ফোনের কন্ট্রোল? বাহ। দারুণ।

রাফি - আমি মনে করি পিকাচু এখন এসব সমস্যা সামলে নিতে পারবো। (রাফি মনিটরের দিকে তাঁকিয়ে দেখে পিকাচু টাইম দিয়েছে - ৮০ সেকেন্ড এর ভেতর কল ট্রেস হয়ে যাবে)

- হ্যাঁ সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু রাফি, তুমি হয়তো একটা জিনিস ভূলে যাচ্ছো। হাইড্রো পিকাচুর জমজ দুই বোন। এরা দুজন দুজনকে লুকিয়ে রাখতে খুবই পটু, আমি জানি তুমি আমার বেজমেন্টে বসে আমার সার্ভার দিয়ে আমার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আমার সাথে কথা বলছো কিন্তু পিকাচুর ব্লকিং এবং তোমার এনক্রিপশনের কারনে আমার হাইড্রো ট্রেস ই করতে পারছে না সার্ভার আর নেটওয়ার্কে।

রাফি - সমস্যা নেই, আর পারবে না। (- ৩০ সেকেন্ড)

- হ্যাঁ, নিশ্চই কারন আর মাত্র ২৮ সেকেন্ড পরই আমরা দুজন দুজনকে এক্সপোজ করে ফেলবো! তুমি আমার হাইড্রো কে আর আমি তোমার পিকাচু কে, চয়েস তোমার।

রাফি বুঝতে পারে যে মাফিয়া গার্ল এমনভাবে নিজের ফায়ারওয়্যাল সাজিয়ে রেখেছে যাতে কেউ যদি হাইড্রো হ্যাক করতে চায় তার ৫ সেকেন্ড আগেই সে নিজে হ্যাক হয়ে যাবে, সেদিক থেকে পিকাচুর জন্ম মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে, এখনো Knowledge hunting ই কম্প্লিট হয় নি। তাই রিঞ্জ নেয়া ঠিক হবে না ভেবে কীবোর্ড চেপে ট্রেসিং বন্ধ করে দেয় রাফি।

- A very wise decision, Mafia Boy. Appreciate it.

রাফি - I'll see you soon Mafia Girl.

- not too soon. By the way, তোমার প্রেস ব্রিফিং এর সময় হয়ে গেছে। সবাই তৈরী। কিছুক্ষণের ভেতর লাইভ টেলিকাষ্ট হবে। Good luck.

রাফি ফোনটা রেখে দেয়। পিকাচু মনিটরে একটা মেসেজ শো করে। মেসেজটা দেখে রাফির ঘার পর নাই খুশি লাগে। পিকাচু মাফিয়া গার্লকে ট্রেস করার আগেই রাফি হয়তো ট্রেসিং অফ করে দিয়েছিলো কিন্তু পিকাচু ঠিকই মাফিয়া গার্লের ফোন নাম্বার ধরে ফেলেছে আর মনিটরে শো করছে।

রাফি - ওয়েলডান পিকাচু।

পিকাচু - (উৎফুল্ল) পিকাচু।

রাফি - এখন তো এটলিষ্ট *6666# এ ডায়াল করে মাফিয়া গার্লকে খুঁজতে হবে না। |lets give it a try, shal we? পিকাচু, call that number. And check the details of that number.

পিকাচু - পিকা। connecting

- you got my number! !!! Waah. What else you got.

পিকাচু স্ক্রীনে শো করে এক ব্যক্তির নাম ঘনি ৫ বছর আগে মারা গেছেন এবং ফ্যামিলি মেম্বার ও কেউ নেই।

রাফি - একজন মৃত ব্যক্তির নামার ব্যবহার করছো যাকে ফোন দেয়ার মতন ও কেউ নেই, বাহ চমৎকার। পুলিশ তোমার নামার পেলেও তোমার অস্তিত্ব খুজে পাবে না।

- রাফি, একটা জিনিস মাথায় রেখো, White, Black অথবা Ethical যে হ্যাকারই হও না কেন যখন তোমাকে সহজভাবে কেউই গ্রহণ করবে না। সারা পৃথিবীর ডিজিটাল আর সাইবার ওয়ার্ল্ডে বসবাস করা সবাই ই কোন না কোনভাবে হ্যাকার শব্দটাকেই ভয় পায়, মানুষটার কথা না হয় বাদই দিলাম। বুঝবে সময় হলেই বুঝবে।

রাফি - তাহলে তো আর *6666# কেটে নামারটাই সেভ করে রাখি।

- এইজন্যই কি ফোন দিয়েছিলে?

রাফি - জ্বী হ্যাঁ, চেক করার জন্য।

- ok, good luck.

রাফি ফোনটা কেটে দেয়। নিজের ফোনটা আবার নিজের নিয়ন্ত্রনে ফিরে পেয়ে মন খুশি হয়ে যায় রাফির। ফোন থেকে কাছের এক বন্ধু রকিবের নামারে কল দেয়,

রকিব - হ্যালো, কে বলছেন?

রাফি - রকিব, আমি রাফি।

রকিব - রাফি! তুইইহই? কই তুই, কই হারায় গেচোস, তোরে তো পুলিশ গোয়েন্দা সবাই মিলে খুজতাছে, তুই নাকি টাকা নিয়া পলাইচোস, আর কি প্রাইভেট নামার দিয়া কল দিচোস। ?

রাফি - দোষ্ট, তোর সব প্রশ্নের উত্তর দেব। আগে একটা সাহায্য কর।

রকিব - বল না কি লাগবে?

রাফি তখন বাবা মা আর তোহাকে লুকিয়ে রাখার কথা জানালো রকিবকে। এটাও বলে দিলো যে বাবা মায়ের সাথে ৩ জন বডিগার্ড ও রয়েছে যারা পাহারা দিচ্ছে বাবা মা কে।

রকিব - বুঝছি, আংকেল আন্টিকে বের করে নিয়ে আসতে হবে তাই তো।

রাফি - না। এমন কিছু করতে হবে না। যাবি। খোঁজখবর নিবি। যতটা সম্ভব বডিগার্ডদের এড়িয়ে।

রকিব - আর বলতে হবে না ভাই। বুঝে গেছি। কিন্তু তারপর কি?

রাফি - নতুন একটা ফোন কিনে আমাকে নামার দে, তারপর বাবা মা এর কাছে পৌছালে ফোনটা তাদেরকে দিয়ে দিস। বাকিটা আমি বলে দেবো।

রকিব - ঠিক আছে। কিন্তু তোকে জানাবো কিভাবে!

রাফি - ২ ঘন্টা পর আমিই তোকে ফোন দেবো।

রকিব - আচ্ছা।

রাফি ভাবতে থাকে বাবা মা রকিবকে ভালো করেই চেনে। রকিবকে দেখলে হয়তো বাবা মা কথা বলতে রাজী হবে।

এদিকে কারেন্সি চুরির জন্য গঠিত টাঙ্কফোর্স মেম্বারদের জন্য রাফির আয়োজন করা প্রেস রিলিজ এর সময় হয়ে যায়।

রাফি - পিকাচু, প্রেস রিলিজের লাইভ ফিড দেখতে পায়, তখনও ব্রিফিং শুরু হয় নি। পিকাচু টাঙ্কফোর্স প্রধান H এর সাথে কানেক্ট করে দেয় রাফিকে।

রাফি - রিপোর্ট পেয়েছেন?

H - জ্বী পেয়েছি।

রাফি - ব্রিফিং এর আগে একটা জিনিস মাথায় তুকিয়ে নেন, টাকা আমি ফেরত এনে দেবো, ক্রেডিট আপনারাই পাবেন। বিনিময়ে সকল অপরাধীর সাজা হতে হবে এবং সেটা NSA এর বর্তমান

ডাইরেক্টর সহ, প্রমানের নথিপত্র নষ্ট ও টেম্পার করার অপরাধে। এর ঘেন কোন নড়চড় না হয়।

H - দেখুন আমাদের রিপোর্ট গড়মিল হতো না যদি ওই একাউন্টে টাকাগুলো থাকতো। আপনার দেয়া ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট জমা দেয়ার পর ওই টাকাগুলো আবারো ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে মুভ করা শুরু করে যা ধরা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে যায়।

রাফি - এখন একাউন্ট ফ্রীজ করা আছে। অপরাধীদের সাজার ব্যবস্থা করলে টাকাগুলো আবার ফিরে আসবে। তাই রিপোর্ট সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে আমাকে নির্দোষ প্রমান করুন আর নিজেদের প্রোমোশন বুঝে নিন।

রাফি আর কোন কথা না শুনেই ফোনটা কেটে দিলো।

২ ঘন্টা পর,

প্রেস রিলিজে টাঙ্কফোর্স কর্তৃক সকল প্রমাণপত্র উপস্থাপন এবং বর্তমানে কারেন্সি কোথায় আছে তার বিশ্লেষণ করে দেয়া হয়। কারা কারা অপরাধী এবং কাদেরকে ভিকটিম করা হয়েছে তার বিশ্লেষণ করে দেয়া হয় সেখানে।

রাফি কিছুটা স্বস্তি পায়। এবার রাফি তার নিজের কেস নিজে লড়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

রাফির মনে পড়ে রকিবের কথা। "ওহহো রকিবকে ফোন দেয়ার কথা" জিভ কামড়ে ধরে রাফি।

রাফি - পিকাচু, রকিবকে কন্ট্যাক্ট করো।

পিকাচু - communicating.....

গঠনমূলক মন্তব্য করলে এই অসুস্থতাও লেখার জোস পাই। আপনাদের উৎসাহই আমার প্রেরনা

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব-১৭

রাফির মনে পড়ে রকিবের কথা। "ওহহো রকিবকে ফোন দেয়ার কথা" জিভ কামড়ে ধরে রাফি।

রাফি - পিকাচু, রকিবকে কন্ট্যাক্ট করো।

পিকাচু - communicating.....

রকিব - আননোন নাস্বার থেকে কল দেখেই বুঝছি যে তুই ফোন দিয়েছিস।

রাফি - ফোন নিয়েছিস নতুন!?

রকিব - হ্যাঁ নিলাম, মে নাস্বারটা নে।

রকিব নাস্বারটা বলতে থাকে আর পিকাচু নোট করে নেয়। রাফি পিকাচুকে কমান্ড দেয় নাস্বারটির রেকর্ড মুছে ফেলতে আর নাস্বারটি সিকিউর করতে। পিকাচু ও কাজ শুরু করে দেয়।

রাফি - আচ্ছা তুই বের হতে পারবি কখন?

রকিব - তুই বললে এখনই।

রাফি - আচ্ছা বের হ। ঠিকানামত পৌছালে আমার নাস্বারে ফোন দিস।

রকিব - তোর নাস্বার তো বন্ধ বহুদিন ধরে। আচ্ছা ঠিক আছে ফোন দিবো, এখন ঠিকানাটা দে।

রাফি পিকাচুকে নির্দেশনা দিলো রকিবকে ঠিকানাটি মেসেজ করতে। পিকাচু ও জিপিএস লোকেশন সই ঠিকানাটি পাঠিয়ে দিলো।

রাফি - তোর ফোন চেক কর। ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছি।

রকিব - (কিছুক্ষণ চুপ থেকে) হ্যাঁ পেয়েছি। আচ্ছা বের হচ্ছি আমি।

রাফি - ফি আমানিল্লাহ।

রকিব ফোনটা কেটে দেয়। কল কাটার পরপরই একটা মেসেজ পায় রাফি। মাফিয়া গার্ল,

"Congratulations, Mafia boy. Well done miles to go."

রাফি বুঝতে পারে মাফিয়া গার্ল হয়তো প্রেস রিলিজ ফলো করেছে, আর হয়তো ধরতে পারে নি রাফির প্লান।

রাফি পিকাচু নিয়ে বসে পড়ে। রাফি জানে যে মাফিয়া গার্ল যদি ওর বাবা মা আর তোহার সিকিউরিটির দায়িত্ব নেয় তাহলে অবশ্যই কোন না কোনভাবে অনলাইন প্রযুক্তির সাহায্য নেবেই।

রাফি - পিকাচু, ওই ঠিকানায় কোন সিসিটিভি ক্যামেরা ছিলো না। তারপরও চেক করো কোন ক্যামেরা আছে কি না।

পিকাচু - Accessing all available internet network around the pinpoint

রাফি - পিকাচু, এভাবে কি খুঁজছো?

পিকাচু - যদি কোন সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ অনলাইনে ট্রান্সমিট করতে হয় তাহলে মালিককে অবশ্যই কোন না কোন ইন্টারনেট প্রোভাইডার এর নেটওয়ার্কের সহায়তা নিতে হয়েছে। হতে পারে মোবাইল নেটওয়ার্ক অথবা ব্রডব্যান্ড। আমি যদি নেটওয়ার্কগুলোকে একসেস করতে পারি তাহলে খুব সহজেই ধরতে পারবো কোন কোন কানেকশনগুলো সিসিটিভি ফিড ট্রান্সমিট করছে।

রাফি - তার মানে তুমি এখন ওই এলাকার গোটা ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক হ্যাক করবে!

পিকাচু - Affirmative.

রাফি দেখতে পায় পিকাচু ওই ঠিকানাকে মিডপয়েন্ট ধরে আশেপাশে একটা সার্কেল করে সার্চ এরিয়া তৈরী করে আর তারপর ওই সার্কেলের ভেতর থাকা প্রতিটা মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার কোম্পানির নেটওয়ার্কিং সিস্টেম হ্যাক করছে পিকাচু। এত সহজে এতগুলো কোম্পানীর নেটওয়ার্ক সিস্টেম হ্যাক করা বাচ্চার হাতের মোয়া নয়। নেটওয়ার্কের কন্ট্রোল নিয়ে নেয়ার পর এলাকায় থাকা প্রতিটা অনলাইন ডিভাইসই পিকাচুর নাগালে চলে আসলো, শুধু যে সিসিটিভি নাগালে পেলো তা নয়।

পিকাচু - I can control anything in this network.

রাফি - আপাতত, বাড়িতে বা বাড়ির আশেপাশে কোন সিসি ক্যামেরা আছে কি না তাই দেখো।

পিকাচু বাড়ির সদর দরজার বিপরীত বাড়িতে সিসি ক্যামেরা পেলো। সেখানে ২ টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে ঠিক রাস্তা বরাবর যা দিয়ে রাস্তার বিপরীতের বাড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। এছাড়াও বাড়ির আসেপাশের পার্সোনাল ক্যামেরাগুলোও একসেস নিয়ে নিলো।

রাফি - পিকাচু, আমি যখন ওই বাসাতে ছিলাম তখন ওই বাসার বাউন্ডারির ভেতর কোন সিসিক্যামেরা ছিলো না, তাই আমরা সপরিবারে ওই বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার পর ওই বাসায় কোন টেকনিশিয়ান টিম বা সিসিক্যামেরা ইনস্টল করা টিম এসেছিলো কি না।

পিকাচু - বাড়িতে বা বাড়ির বাউন্ডারিতে সিসি ক্যামেরা না থাকলেও সমস্যা হবার কথা না।

পিকাচু মনিটরে শো করে বাড়ির আশেপাশে থাকা অনলাইন ক্যামেরাগুলো যাতে করে পুরো বাড়িটার সার্ভেইল্যান্স সন্তুষ্ট।

রাফিও ভাবতে থাকে মাফিয়া গার্ল সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে এটেনশন টানবে না, কারণ বাড়িটাকে সে ব্যবহার করছে শুধুমাত্র বাবা মা এবং তোহা যেন অবিশ্বাস না করে সেজন্য, সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী।

পিকাচু - I found something.

রাফি মনিটরের দিকে তাকিয়ে দেখে পিকাচু একটা স্যাটেলাইট ডিটেক্ট করেছে যা এই বাড়ির উপর নজর রাখছে।

রাফি - এ তো ভয়ংকর ঘটনা হলো, এই স্যাটেলাইটকে বোকা বানাবো কিভাবে !!

রাফি কিছু একটা ভেবে রকিবকে ফোন দেয়।

রকিব - বল দোষ্ট,

রাফি - কতদূর পৌছেছিস!

রকিব - এইতো পথে।

রাফি - যাস না। আশেপাশে ভালো ফার্টফুডের দোকানে যা। সেখানে একটা বড়সড় পিংজা অর্ডার কর সাথে ফ্রেন্চফ্রাই আর কোক।

রকিব - কেন? এসব কেন?

রাফি - ঝামেলা আছে। তুই ফ্রেন্স ফ্রাই এর প্যাকেটে ফোনটা ঢুকিয়ে দে আর তারপর সেটা ফুড ডেলিভার সার্ভিসে দিয়ে দে ওই ঠিকানা বরাবর, প্রাপকের নাম দিয়ে দিস তোহা।

রকিব - এত ঝামেলা কেন?

রাফি - ঘেটা বললাম সেটা কর দোষ্ট, আমি চাই না আমার কারনে তুই কোন বিপদে পড়িস।

রকিব - আচ্ছা ঠিক আছে। কাজ শেষে ফোন দিচ্ছি।

রাফি জানে তোহা পিংজা ছাড়া বাঁচতে পারবে না। ওই বাসায় থাকলেও কম বেশী পিংজা অর্ডার করছে সে তা যে কোন ভাবেই হোক। আর বডিগার্ডেরা হয়তো ডেলিভারি বয় নিয়ে খুব একটা মারপ্যাচ খাটাবে না। দেখা যাক।

রাফি নিজেও বসে আছে মাফিয়া গার্লের ডেরায়। কেন যেন কোনভাবেই আর বিশ্বাস করতে পারছে না সে মাফিয়া গার্লকে। পুরা দেশ বদল করে ফেলা হ্যাকারকে কোনভাবেই আর নিজের বিশ্বস্ততায় রাখতে পারছে না।

রাফি - পিকাচু, সার্ভেটিল্যান্স ক্যামেরাতে তোমার একসেস কেউ ধরতে পারবে না তো?

পিকাচু - নেগেটিভ, আমি নেটওয়ার্ক থেকে একসেস নিচ্ছি যা সাধারণত end to end Encrypted থাকে, আমি সেই এনক্রিপশন ভেংগে নেটওয়ার্ক থেকেই এই ভিডিও আপলিংক নিচ্ছি।

রাফি - আচ্ছা, এই কারনেই তুমি সবার প্রথমে পুরো এলাকার নেটওয়ার্ক সিসটেম দখলে নিয়েছিলে?

পিকাচু - পিকা পিকা।

রাফি - অসাধারণ। অনেকটা দুমুখি পানির পাইপের মাঝখানে ফুটো করে পানি বের করে নেয়ার মত অবস্থা। আচ্ছা ঠিক আছে। কোন ডেলিভারি বয় বাড়ির দিকে এপ্রোচ করলে ইনফর্ম করো।

পিকাচু - পিকা পিকা।

রাফি চেয়ার ছেড়ে ওঠে। বেজমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসে পেটপূজা করতে। বাইরের আবহাওয়া পুরাই ভিন্ন। রান্নাঘরের জানালার অর্ধেক ডুবে গেছে বরফে। বাইরে ভয়াবহ তুষারপাত হচ্ছে।

রাফি ভেবেছিলো বাড়ির লোকজনদের বের করে নিজেও এখান থেকে পালাবে রাফি কিন্তু বাইরের আবহাওয়া মোটেই সুবিধাজনক না। রাফি আর কিছু না ভেবে খাবার গরম করে খাওয়া শুরু করে।

অন্য দুইজনের অবস্থা জানার ইচ্ছা আপাতত নেই রাফির। পরিবার নিয়েই বেশী চিন্তিত রাফি।

বেশকিছুক্ষন পর রাফির মোবাইলে রকিবের নোটিফিকেশন আসে, রাফি ফোন দেয় রকিবকে,

রাফি - কি হল, কাজ শেষ?

রকিব - হ্যাঁ, তোর কথামত ফ্রেন্চফ্রাইয়ের প্যাকেটে মোবাইলটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। আর ডেলিভারি বয় ও বের হয়ে গেছে খাবার পৌছে দিতে।

রাফি - যাক, তুই বাসায় চলে যা এখন দোষ্ট। অনেক বেশী কষ্ট দিলাম তোরে।

রকিব - বিপদের সময় যদি কাজে না আসতে পারি তো কিসের বন্ধুত্ব। প্রয়োজন পড়লে অবশ্যই জানাবি।

রাফি - ধন্যবাদ দিলাম না, বিরিয়ানি ট্রিট দিমুনি।

রকিব - ওকে। পাওনা থাকলো।

রাফি - দোয়া কর যেন প্লান কাজে দেয় দোষ্ট।

রাফি ফোন কেটে দেয়। প্রাথমিক কাজ হয়ে গেছে। দেখা যাক কি হয় এখন।

রাফি দ্রুত খাওয়াদাওয়া শেষ করে চলে যায় বেজমেন্টে। সামনে কি হবে তা দেখার জন্য।

রাফি বসে আছে মনিটরের দিকে তাকিয়ে, কখন ডেলিভারি বয়কে দেখা যাবে। ততক্ষণে মাফিয়া গার্লের ফোন,

- পিকাচু কে পেয়ে আমাকে ভুলেই গেলে?

ରାଫି - ଆପନାକେ ଭୋଲା ଯାଏ! ବସେଇ ତୋ ଆଛି ଆପନାର ଦେୟା ଘରେର ବେଜମେନ୍ଟେ।

- ପିକାଚୁ କି ପୁରୋପୁରିଭାବେ ତୈରୀ? Knowledge hunting ଶେଷ?

ରାଫି - ନା, ଏଥିନେ ଶୁରୁ କରତେ ପାରେ ନି, ସଥାପଥ ଜାଯଗା ଖୁଁଜିଛେ ଏଥିନେ।

- ତୁ ମି କି ଯେ କୋନ ଏକ ଜାଯଗାଯ ପିକାଚୁ କେ ରାଖିତେ ଚାଚେ?

ରାଫି - ଧରେ ନିତେ ପାରେ ତେମନଟାଇ। ଏହାଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡଭାବେ ରାଖାଟା ଯୁକ୍ତିସଂଗତ ନଯ।

- ଯେ କାରନେ ତୋମାର ହାତେ ପିକାଚୁକେ ଦେୟା, ଏକଟା ବଡ଼ ଧରନେର ବିପଦ ଘଟେ ଗେଛେ।

ରାଫି - ବଡ଼ ଧରନେର ବିପଦ! କି ବିପଦ?

- କିଛୁଦିନ ଆଗେ ଏକଟା ମିଲିଟାରି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍‌ଟେର କନ୍ଟ୍ରୋଲ ନିଜେଦେର ଦଖଲେ ନିଯେ ନିଯେଛେ ଏକଦଳ ସନ୍ତ୍ରାସୀ।

ରାଫି - ଏମନ ତୋ ଅହରହି ହୟେ ଥାକେ, ସନ୍ତ୍ରାସୀରା ଦଖଲ କରବେ ଆର ସେନାବାହିନୀ ଆର ହୋଯାଇଟ ହ୍ୟାଟ ପୁନରାୟ ସେଟା ଉଦ୍ଧାର କରବେ ଏମନଟାଇ ତୋ ହୟେ ଆସିଛେ।

- ଏବାର ଆର ଏମନ ହଚେ ନା। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍‌ଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରତେ ପାରେ ଶୁଧୁମାତ୍ର ଏକଟା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସ୍ଟେଶନ ଆର ଏକଟା ନିୟକ୍ରିଯାର ସାବମେରିନ।

ରାଫି - ଏହାଡ଼ା ଆର କୋନ କନ୍ଟ୍ରୋଲ ନେଇ! ? ସାବମେରିନକେ କନ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ କିଭାବେ! ଆର କି ହୟେଛେ ଏତେ? ଆର ଯେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଶୁଧୁମାତ୍ର ସାବମେରିନ ଆର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସ୍ଟେଶନ ହ୍ୟାଟ କନ୍ଟ୍ରୋଲ ସନ୍ତ୍ରବ ନା ସେଟା ହ୍ୟାକ କରଲେ କିଭାବେ! ?

- ଏଇ ପୁରୋ ସିସ୍ଟେମଟାଇ ଏକଟା ବ୍ୟାକଆପ ପ୍ଲାନ ହିସେବେ ଛିଲୋ। ସଦି କୋନ କାରନେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ ହୟ ତୋ ସିକିଉରଭାବେ ସାବମେରିନ ଥିକେଇ ନିୟକ୍ରିଯାର ହାମଲା ଚାଲାନୋ ଯାବେ।

ରାଫି - ଏମନ ହୟ ନାକି! ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ବା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରୀର ଆଦେଶ ହ୍ୟାଟ ନିୟକ୍ରିଯାର ସ୍ଟ୍ରୀଇକ ସନ୍ତ୍ରବ ନାକି?

- ଟୁଇଷ୍ଟ ତୋ ଓଖାନେଇ। ସେନ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ କୋନ କାରନେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ବା ନିୟକ୍ରିଯାର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରେର ଆଦେଶ ଦେୟାର ମତ କେଉ ଜୀବିତ ନା ଥାକେ ତାହଲେ ସେନ ସାବମେରିନର ଅପାରେଶନ କନ୍ଟ୍ରୋଲ ନିୟକ୍ରିଯାର ସ୍ଟ୍ରୀଇକ ଚାଲାତେ ପାରେ। ଏହାଡ଼ା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସ୍ଟେଶନ ଓ ଏକଇ କାଜ କରତେ ସକ୍ଷମ। ଶୁଧୁମାତ୍ର ନିୟକ୍ରିଯାର ଏକିଭେଶନ ଡିଭାଇସ ଥିକେ ଏକିଭେଟ କରା ଥାକଲେଇ କାଜ ହୟେ ଯାବେ।

ରାଫି - ତାହଲେ ସାବମେରିନ ଅଥବା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସ୍ଟେଶନ ଦିଯେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟିର କନ୍ଟ୍ରୋଲ ଫିରିଯେ ଆନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଲେଇ ହୟ।

- ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍‌ଟେର କନ୍ଟ୍ରୋଲ ହାତହ୍ୟାଟ ହୟେଛେ ଏକବାରେ ନଯ, ଧାପେ ଧାପେ,

ପ୍ରଥମ ଘଟନା, ନେଭି ଡିଲ ହିସେବେ ଦୁଇ ସନ୍ତ୍ରାସ ଆଗେ ସାବମେରିନଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରେ ଯାତ୍ରା କରଲେ ଯାତ୍ରାର କରେକ ଘନ୍ଟା ପର ସାବମେରିନଟି ଥିକେ ସକଳ ଧରନେର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ବନ୍ଧ ହୟେ ଯାଏ। ଏଥିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବମେରିନଟି ନିର୍ବେଳେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟନା, ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଦିଯେ ସାବମେରିନ ଖୁଁଜେ ବେର କରାର ଜନ୍ୟ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମାର ଦିନ ରାତ ଚେଷ୍ଟା କରେଓ ବ୍ୟର୍ଥ ହୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ଟ୍ରାନ୍ସିଡ୍ ହୋଯାଇଟ ହ୍ୟାଟଦେର ସାହାଯ୍ୟ ନେଯା ହୟ, ଯାଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉ ଏକଜନ ଏକ ଭୟନକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଇରାସ ସିସ୍ଟେମେ ଆପଲୋଡ କରେ ଦେଯ ଯାର କାରନେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସ୍ଟେଶନ ଶୁଧୁ ନଯ, ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସ୍ଟେଶନର ସାଥେ କାନେକ୍ଟେଡ ସବ ଡିଭାଇସ ଓଭାରହିଟ୍ୟେଡ ହୟେ ଫ୍ରାଇଡ ହୟେ ଗେଛେ। ଆର ଓଇ ଭାଇରାସଇ ପୁରୋ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ କନ୍ଟ୍ରୋଲ ତୁଲେ ଦିଯେଛେ କୋନ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମାର ଗୋଟିଏ ହାତେ।

ରାଫି - ସାବମେରିନ ଗେଲୋ, ସେଟା ଖୁଁଜିତେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସ୍ଟେଶନ କାଜେ ଲାଗାତେ ଗିଯେ ସେଟାଓ ଗେଲୋ ସାଥେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍‌ଟେର କନ୍ଟ୍ରୋଲତ୍। ଏଥିନ ଏଟା ବଲବେନ ନା ଯେ କୋନ ନା କୋନଭାବେ ଏକଟା ନିୟକ୍ରିଯାର ଏକିଭେଶନ ଡିଭାଇସ ଓ ଖୋଯା ଗେଛେ।

- ଆନଫର୍ଚୁନେଟଲି ତାଇ ଇ ହୟେଛେ। ରିସେନ୍ଟଲି ନେଭାଲ କମାନ୍ଡ ଏକଟା ଫୁଲଲି ଫାଂଶନଡ ନିୟକ୍ରିଯାର ଏକିଭେଶନ ଡିଭାଇସ ହାରିଯେ ଫେଲେଛେ।

ରାଫି - ମାଶାଆଲ୍ଲାହ, ଆର କି ଚାଇ? ଦୁନିଯା ଆନସଟ୍ୟବଳ ହୟେ ଯାଓଯାର ଜନ୍ୟ ଆର କି ଲାଗେ। ଆପନାର କଥା ସଦି ଠିକ ହୟ ତାହଲେ ଦୁନିଯା ଏଥିନ ବିଶାଳ ବଡ଼ ନିୟକ୍ରିଯାର ଯୁଦ୍ଧର ମାଝଥାନେ ଦାଡ଼ିଯେ ଆଛେ, ତାଇ ତୋ!

- ହ୍ୟଁ ସେଟାଇ।

রাফি - এখানে পিকাচু বা আমি কি করতে পারি! আমাদের কি কাজ এখানে?

- যদি খুব দুত সাবমেরিন অথবা স্যাটেলাইট খুঁজে বের করা না যায় তাহলে কি হওয়া সন্তুষ্ট তা হয়তো আন্দাজ করতে পারছো। তুমি এবং আমি মিলে এই পৃথিবীকে বাঁচাতে পারি।

রাফি - এটা ছোটখাটো বিষয় নয়, অনেক বড় বিষয়। এতেটা সহজভাবে বললেও অতটা সহজভাবে করা সন্তুষ্ট নয়। যারা একটা সাবমেরিন গায়ের করে দিতে পারে, যারা নিউক্লিয়ার এক্টিভেশন ডিভাইস চুরি করতে পারে তাদেরকে এতটা হালকাভাবে দেখা উচিত নয়।

- হালকাভাবে দেখছি না বলেই আমার সাহায্যের প্রয়োজন আর তোমরা মানে তুমি আর পিকাচু ছাড়া এমন ইফেক্টিভভাবে কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।

রাফি - একটা প্রশ্ন, আপনি কেন এসব করছেন!? এসব করে আপনার কি লাভ!?

- এই দুনিয়া সার্ভাইভ করলে আমার লাভ। আর একটা জিনিস এড করে দেই, সাবমেরিনে ১৫ টা নিউক্লিয়ার ওয়্যারহেড আছে, যা স্যাটেলাইট এবং নিউক্লিয়ার এক্টিভেশন ডিভাইস এর দ্বারা সারা পৃথিবীর যে কোন পিনপয়েন্টে আক্রমণ করতে সক্ষম।

রাফি - আসলেই চিন্তার ব্যপার। ১৫ টা নিউক্লিয়ার ওয়্যারহেড মানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তারা এখনো কোন হুমকি বা স্ট্রাইক চালায়নি কেন?

- দুইটা কারনে, এক স্যাটেলাইট স্টেশন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় স্যাটেলাইটটিতে যে কোন সময় যোগাযোগ স্থাপন অসম্ভব হয়ে গেছে, এখন সাবমেরিন এবং স্যাটেলাইটকে কাছাকাছি এ্যালাইনমেন্টে আসতে হবে এবং তখনই যোগাযোগ সম্ভব।

আর দ্বিতীয়ত স্যাটেলাইট স্টেশন ব্যতীত সাবমেরিনকে স্যাটেলাইটের সাথে কানেক্ট হতে হলে সাবমেরিনকে অবশ্যই জলের উপর ভেসে থাকতে হবে। কিন্তু এখন জলের উপর ভেসে উঠলেই ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

রাফি - মানে ওই এক স্যাটেলাইট স্টেশনের জন্য অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে সবাইকে, মিলিটারিও আর সন্ত্রাসীরও।

- স্যাটেলাইট স্টেশনই একমাত্র উপায় ছিলো সাবমেরিন খুঁজে বের করার। স্টেশন না থাকলে মিলিটারি অসহায়।

রাফি - এই সাবমেরিন উদ্ধারে আমার সাহায্য নেয়ার প্লান আপনার মাথায় এলো কবে থেকে!?

- তোমার কাছে মজা মনা হচ্ছে এসব! একটা নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরন মানে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু আর কোটি কোটি মানুষের রেডিয়েশন এক্সপোজারে ধূকে ধূকে মরন। তোমার বাবা মা এর শহরকেই যদি সন্ত্রাসীরা টার্গেট করে তাহলে! ওই শহরে এমন কোন নিউক্লিয়ার বাংকার ও নেই যেখানে চাইলেই তুমি বা আমি তোমার ফ্যামিলিকে ওই বাংকারে তুকিয়ে দিতে পারবো। আমার ফ্যামিলির কথা না হয় বাদই দিলাম।

যতই মজা করে উড়িয়ে দিক না কেন ব্যপারটা মোটেই হাসিঠাট্টার নয় সেটা রাফি ভালো করে জানে। হিরোশিমা নাগাসাকিতে এখনো বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নেয় এই রেডিয়েশনের জন্য। আর একবার যদি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বাধে তো এই পৃথিবী বলে কিছু থাকবে না। নাহ ভালো চিন্তায় পড়ে গেলো রাফি।

একদিকে বাবা মা আর তোহাকে উদ্ধার করা অন্যদিকে পৃথিবীকে উদ্ধার, কি করবে রাফি!

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব ১৮

আর একবার যদি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বাধে তো এই পৃথিবী বলে কিছু থাকবে না। নাহ ভালো চিন্তায় পড়ে

গেলো রাফি! একদিকে বাবা মা আর তোহাকে উদ্ধার করা অন্যদিকে পৃথিবীকে উদ্ধার, কি করবে রাফি!

মাফিয়া গার্লের কথায় যেমন ভয় আছে তেমনি সন্দেহ ও আছে। ভেরিফাই করে নেয়া দরকার।
রাফি - পিকাচু, গত একমাসের ভেতর নিউক্লিয়ার সাবমেরিন নিখোঁজ সংক্রান্ত নিউজ বা রিপোর্ট হয়েছে কিনা চেক করো।

পিকাচু - পিকা পিকা, Accessing news feeds..... searching for update information
No results found.

রাফি - কোন ইনফো নেই! এতবড় একটা ঘটনা ঘটলো অথচো কোন সংবাদেই এলো না! এটা কিভাবে সন্তুষ্ট!!!!!!?

রাফি একটা জিনিস বুঝতে পারে যে এত বিপুল পরিমাণে নিউক্লিয়ার বোমা সহ সাবমেরিন হাতছাড়া হয়ে যাওয়াটা যেমন ভয়ংকর তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে চাপ তো থাকবে অবশ্যই। যে কে দেশের অর্থনৈতিক ই চাইবে সারা দুনিয়াকে না জানিয়ে যতটা সন্তুষ্ট লুকিয়ে সাবমেরিন খুঁজতে। কিন্তু এমন শক্তিধর দেশের নেভাল ডিফেন্স সিস্টেম কি এতটা দূর্বল হতে পারে যে নিজেদের সমুদ্রসীমায় নিজেদেরই সাবমেরিন খুঁইয়ে ফেলবে!? তাছাড়া সাবমেরিন খুঁজতে হ্যাকারদের কি দরকার, সাবমেরিন হারিয়ে গিয়েছে, হ্যাকড তো হয় নি। হতে পারে নেভিগেশন আর কমিউনিকেশন সিস্টেম ড্যামেজ হয়ে সাবমেরিনটি স্টেলথ মোডে চলে গেছে। হ্যাকার নিয়োগ দিয়ে সাবমেরিন খোঁজার কি দরকার ছিলো! সময় নিয়ে ধীরে ধীরে খুঁজলেই তো পারতো! এত তাড়ার তো দরকার ছিল না। আর যেসব হ্যাকারদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো তাদের ব্যাকপ্রাউন্ড কি চেক করে নেয়া হয় নি? তার উপর হ্যাকারদের কেউ যদি ভাইরাস সিস্টেমে আপলোড করে তাহলে ওইসব হ্যাকারদের জেরা করলেই তো বের হয়ে যেত কি এবং কার মাধ্যমে ঘটেছে ঘটনা। অনেক বেশী তালঘোল দেখতে পায় রাফি।
এটাকে "ডাল মে কুছ কালা হ্যায়" না বলে "পুরা ডাল ই কালা হ্যায়" বলা উচিত।

রাফি - পিকাচু, মিলিটারী নেটওয়ার্ক একসেস করো, দেখো ইন্টারনালভাবে এই বিষয়টা নিয়ে কোন আলোচনা হয়েছে কিনা।

পিকাচু - Accessing Military network.....

রাফিও আগ্রহভূতে অপেক্ষা করতে লাগলো কিছু একটা পাওয়ার আশায়। কিন্তু পিকাচু কিছুই খুঁজে পেলো না। মনিটরে শো করলো "NO RESULTS FOUND"

রাফি অবাক হয়ে গেলো। এত বড় একটা ঘটনা অথচো মিলিটারি নেটওয়ার্কেও কেউ এইব্যাপারে মেনশন করে নি! মিডিয়াতে ফ্লাশ করলে হয়তো লোকজন আতঙ্কিত হবে সেজন্য মিডিয়া এভয়েড করতে পারে কিন্তু তাই বলে নিজেদের সিকিউর নেটওয়ার্কেও বিষয়টা নিয়ে কোন আলোচনা হবে না এটা কেমন কথা!!

পিকাচু - All messages are encoded. No direct message found.

পিকাচুর কথায় আবারও ভাবনায় পড়ে রাফি, মিলিটারী নেটওয়ার্কে বেশীরভাগ মেসেজই সংকেতের মাধ্যমে আদানপ্রদান করা হয় যাতে করে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত আর কেউ মেসেজ শুনতে পেলেও বুঝতে না পারে।

মাফিয়া গার্লের একের পর এক মিথ্যার জন্য রাফির মনে যে সন্দেহ দানা বেঁধেছে তা এত সহজে দূর হবার নয়। আর এমনও হতে পারে রাফি এবং পিকাচু ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার স্যাটেলাইট আর সাবমেরিন এর দখল নিতে চায় মাফিয়া গার্ল! অসন্তুষ্ট কিছু নয়, হতেই পারে। এত বড় ঘটনা ঘটে গেলো অথচো কেউ জানে না এটা তো অসন্তুষ্ট।

নাহ এসব ভাবলে চলবে না, মাফিয়া গার্লের কথায় ভুললে চলবে না। নিজের কাজে ফোকাস দিতে হবে।

পিকাচু - Package reached to its destination.

রাফি আবার মনিটরের দিকে তাকালো, পিংজা আর ফ্রেন্সফ্রাই নিয়ে ডেলিভারি বয় পৌছে গেছে

ঠিকানায়। বাসায় গেটে ওয়েট করছে।

পিকাচু বাসাটির বিপরীতে থাকা cctv ক্যামেরা দিয়ে শো করতেছে ডেলিভারি বয় বাসার দরজায় কার সাথে যেন কথা বলছে। রাফি এক চোখ চেপে আর এক চোখ দিয়ে মনিটরের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো ডেলিভারি বয়কে, ক্যামেরার পার্জিশন আর দূরত্বের কারনে ডেলিভারি বয়ের পেছনটা দেখা যাচ্ছে শুধু আর দরজায় কে কথা বলছে এটাও দেখা যাচ্ছে না। রাফির টাগেটি প্যাকেটগুলো শুধু কোনভাবে ভেতরে যাক, বাকিটা পরে দেখা যাবে।

কিছুক্ষণ পর ডেলিভারি বয়কে বের হয়ে আসতে দেখা গেলো, রাফি খুব মনযোগ সহকারে ডেলিভারি বয়ের হাত আর ব্যাগের দিকে তাকিয়ে থাকলো, প্যাকেটগুলো কি আদৌ ভেতরে গেলো নাকি প্যাকেটগুলো ব্যাগের সাথেই ফেরৎ নিয়ে এলো ডেলিভারী বয়!?

রাফি - পিকাচু, ফ্রেন্সফ্রাই এর ব্যাগে থাকা মোবাইলটির নেটওয়ার্ক ট্রাক করো, সেটা মুভ করছে নাকি একজায়গায় স্থির আছে।

পিকাচু - সেটটি এনড্রয়েড বা স্মার্টফোন নয় যে কারনে মৃহূর্তের ভেতর জিপিএস পিনপয়েন্ট লোকেশন ধরা সম্ভব নয় তবে ১০ সেকেন্ডের ভেতর ট্রেস করে ফেলা যাবে নেটওয়ার্ক টাওয়ারের মাধ্যমে।

রাফি যেন ১০ সেকেন্ড ও ধৈর্য ধরতে পারছে না। অস্থিরতায় কপালে ঘাম জমিয়ে ফেলেছে, এছাড়া মাফিয়া গার্ল যদি টের পার রাফির সিক্রেট অপারেশন তাহলে সব শেষ।

রাফি - পিকাচু, ডেলিভারি বয় এর ব্যাগ এর ভিজুয়্যাল মেজারমেন্ট নিয়ে বলো যে ব্যাগটা খালি না ভরা। মানে বাড়িতে আসার আগে এবং বাড়ি থেকে বের হবার পর ব্যাগের ওজনের কোন তারতম্য হয়েছে কি না!

পিকাচু - scanning..... comparing..... ভিজুয়্যাল মেজারমেন্ট বলছে ৮৬% সন্তাবনা আছে বাসা থেকে বের হবার পর ব্যাগের ওজন ৯৫০গ্রাম কম হওয়ার।

এদিকে পিকাচুর নেটওয়ার্ক স্ক্যানিং ও কম্প্লিট হলে ফোনের লোকেশন বাড়ির ভেতরেই শো করছে।

দুইটা কনফার্মেশন পজেটিভ হওয়ায় রাফি ব্যপক স্বস্তি পেলো। তাহলে কি তোহা বাড়িতেই আছে? থাকলে তো ভালই হবে, একসাথে সবাইকে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো বুঝিয়ে বলতে পারবে। রাফি এতটা বেশী সঙ্ক্ষায় আছে, যদি মাফিয়া গার্লের কাজ করতে রাফি রাজি না হয় তাহলে পরিবার জিঞ্চি করে কাজ আদায় করে নেয়ার একটা সন্তাবনা থেকেই যায়। এতদিনের অভিজ্ঞতা বলে মাফিয়া গার্ল যা চেয়েছে তা কোন না কোনভাবে সফল করেই ছেড়েছে। পরিবার রাফির সবচেয়ে বড় দূর্বলতা, তাই পরিবারকে বিপদের মুখে রেখে রাফি একদণ্ডও শান্তিতে থাকতে পারবে না। কিন্তু পরিবারকে উদ্বার করে রাখবে কোথায় রাফি! আর মাফিয়া গার্ল যখন জানতে পারবে বাবা মা আর তোহা হাতের মুঠোয় নেই তখন তো রাফিকে এই ঘরের ভেতরই ধূয়ে দেয়ার নির্দেশনা দিতে পারে ওই দুই বড়বিল্ডারকে। তাই ওইদিকে বাবা মা আর তোহাকে বের করে আনার পাশাপাশি রাফিকেও এই দেরা থেকে পালাতে হবে। অন্যদিকে পিকাচু এখন পুরোপুরিভাবে তৈরী কিন্তু knowledge hunt কম্প্লিট না করে পিকাচুকে এভাবে এই সার্ভারে ফেলে রেখে এখান থেকে পালানো ও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কোনভাবে ইন্টারনেট কানেকশন ডিসকানেক্ট করে দিলেই পিকাচু বন্দি হয়ে যাবে এই সার্ভারে। তাই পিকাচুর জন্য সিলেক্ট করা স্যাটেলাইটটি এন্টেনার রেঞ্জে আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে রাফিকে। টাঙ্ক অনেকগুলো কিন্তু কাজগুলো করতে হবে পরিকল্পিত উপায়ে যাতে করে কোন ভুল না হয়। এদিকে রাফির মনে পড়ে ভয়ংকর তুষারপাতের কথা, এভাবে তুষারপাত হতে থাকলে খুব দুত এখান থেকে পালানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

"ইয়া আল্লাহ, এ কোন পরিষ্কায় ফেললে তুমি আমায়।" রাফি মনে মনে উপরের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে।

রাফি - পিকাচু, ফ্রেন্সফ্রাই এর প্যাকেটে থাকা মোবাইলটার লোকেশন এখন কোথায় শো করছে?

পিকাচু মনিটরে একটা গ্রীন পয়েন্ট দিয়ে শো করছে ফোনের লোকেশনটা। রাফি চোখ বন্ধ করে ঘরের ভেতরের রুমগুলো কোথায় কেমন তা মনে করতে লাগলো।

রাফি - পিকাচু, ঘরের ব্লুপ্রিন্ট তৈরী করো।

পিকাচু - পিকা পিকা।

পিকাচু ঘরটার স্যাটেলাইট ইমেজ নিয়ে ঘরের পিলার আর বাইরের দেয়ালসহ সদর দরজার লোকেশন ইন্ডিকেট করে ঘরটার একটা প্রাইমারি ব্লুপ্রিন্ট তৈরী করে দিলো। রাফি পরবর্তীতে নিজের স্মৃতিশক্তি ব্যবহার করে ঘরের ভেতরের রুম আসবাব ও অন্যান্য স্থাপনা ব্লুপ্রিন্টে বসিয়ে দিলো।

ব্লুপ্রিন্ট কম্প্লিট হলে রাফি দেখতে পায় মোবাইলটার লোকেশন ডায়নিং টেবিলের উপর শো করছে। এখনো ডায়নিং টেবিলে খাবারগুলো থাকা মানে হয় তোহা ঘরে নেই আর না হলে অন্য কাজে ব্যস্ত, পিংজা ফেলে রাখা মেয়ে তোহা নয়।

পিকাচু - I can access the microphone if you want

রাফি কেমন যেন ধাক্কা খায়। পিকাচু মাইক্রোফোন একসেস করতে পারবে মানে!

রাফি - ফোনে কোন কল না দিয়ে বা রিসিভ না করিয়ে তুমি ফোনের মাইক্রোফোন দিয়ে আড়ি পাততে পারবে!

পিকাচু - Affirmative.....

রাফি পুরাই শকড় হয়ে ঘায় তবে অন্য কিছু ভাবার আগে মাইক্রোফোন একসেস নিয়ে ঘরের ভেতর কি হচ্ছে সেটা শোনা বেশী জরুরী মনে করলো রাফি।

রাফি - শোনাও তাহলে ভেতরে কি শোনা যাচ্ছে।

পিকাচু - Software control override..... Accessing microphone..... use headphone for better listening...

রাফি হেডফোন তুলে নেয় কানে। পিকাচু সাউন্ড এডজাষ্ট করে শোনাতে থাকে রাফিকে।

দুইজন ব্যক্তির কথপোকথন শোনা যাচ্ছে যাদের কারো ভয়েসই চেনে না রাফি।

- ম্যাডাম পিংজা অর্ডার করছে অথচো ম্যাডাম তো বাড়িতে নেই।

- হয়তো রাস্তায় আছে, আসতেছে। বাসায় এসে পিংজা খাবেন হয়তো তাই অর্ডার দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হঠাতে রাফি একটা পরিচিত গলা শুনতে পায়, রাফির মা কথা বললেন,

মা - হয়েছে হয়েছে, এতো গবেষণা করতে হবে না, বৌমা ছাড়া আর কে পিংজা পাঠাবে এখানে?

রাফি ও তো দেশে নেই যে বলবো রাফি পাঠিয়েছে।

রাফি বুঝতে পারে হয়তো বডিগার্ড সহ বাবা মা ঘরের ভেতরেই আছে আর তোহা এখনো বাপের বাড়ি থেকে ফেরে নি। সবার গলার আওয়াজ হিসাব করে পিকাচু একটা এস্টিমেশান করে যে পিংজা ফ্রেন্সফ্রাই কোক সবার সামনে খুব কাছাকাছি রেঞ্জেই রাখা। সবার সামনে থাকলে তো আর রাফির পক্ষে ফোন দিয়ে কারো সাথে কথা বলা সম্ভব না। আর হঠাতে করেই যদি একটা খাবারের প্যাকেট থেকে ফোনের রিং শোনা যায় তাহলে অবাক হওয়ার থেকে আতঙ্কিত হবার সম্ভাবনাই বেশী।

আচ্ছা শুশ্রূর শাশুড়ীর সাথে একটু কথা বলা উচিত। মাফিয়া গার্ল হয়তো তাদের নাস্তারে কোন সমস্যা করবে না। এমনটা ভাবতে ভাবতে শুশ্রূরের নাস্তারে কল ঢোকায় রাফি, নাস্তার আনরীচেবল শো করছে। রাফি আর একবার কল দেবে এমন সময় মাফিয়া গার্লের ফোন,

- কি হচ্ছে এসব?

রাফি - কি হবে!

- কাকে ফোন দিচ্ছে তুমি?

রাফি - আমার শুশ্রূর অসুস্থ, তার খোঁজ নিতে ফোন দিচ্ছি, আর তাছাড়া আমার ওয়াইফি ও ওখানে আছে। কথা বলা উচিত।

- কথা বলা উচিত! রাফি, তোমার ফ্যামিলি সেফ আছে, কিন্তু তুমি যদি ওই সাবমেরিন আর স্যাটেলাইট উদ্ধার না করো তাহলে এই পৃথিবী আর সেফ থাকবে না।

রাফি - পৃথিবীকে নিয়ে চিন্তা করার জন্য অনেকেই আছে তবে আমার পরিবার নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমি ছাড়া আর কেউ নাই। পৃথিবী অপেক্ষা করবে তবে আমার পরিবার নয়। ফোনটা যদি আপনার কারনে আনরীচেবল হয়ে থাকে তাহলে দয়া করে ওপেন করে দিন। আমি তাদের সাথে কথা বলবো।

- তাদের ফোন এমনিতেই বন্ধ হয়ে আছে। তুমি চাইলে চেক করে নিতে পারো।

রাফি মাফিয়া গার্লের সাথে লাইসেন্স থাকা অবস্থায় পিকাচুকে কমান্ড দিলো যেন শুশ্রবাড়ির সব নাস্তার ক্রসচেক করে যে আসলেই নাস্তারগুলো বন্ধ কিনা। পিকাচু ও স্ক্রীনে শো করে Scanning.....

রাফি - আপনার আসল উদ্দেশ্যটা কি! এসব করে কি হাসিল করতে চাচ্ছেন?

- হাসিল হলেই দেখতে পাবে।

রাফি আর কথা না পেচিয়ে ফোন রেখে দিলো। মাফিয়া গার্লের ঘুরানো প্যাঁচানো কথাগুলো আর ভালো লাগে না রাফির। অন্যদিকে পিকাচু শো করে আসলেই রাফির শুশ্রবাড়ির সব নাস্তারগুলো বন্ধ হয়ে আছে।

হলো না শুশ্রের উসিলায় তোহার সাথে কথা বলা। এতকিছু সামলাবে কিভাবে রাফি! মাথা গরম করলে কোন ফল বের হবে না জেনে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে বসে রাফি। সবার প্রথমে রাফিকে তার মা বাবা অথবা তোহার সাথে যোগাযোগ করতে হবে, যেহেতু ফোন ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে তাই কথা বলা এখন সময়ের ব্যপার। তাই রাফি পিকাচুকে মাইক্রোফোনের কথপোকথনের ভয়েস আইডেন্টিফিকেশনের নির্দেশ দেয় আর বডিগার্ড দুইজনের ভয়েসকে ডেজ্জার মার্ক এবং মহিলার আওয়াজকে সেফ মার্ক করতে বলে। পিকাচু আরো দুইটা আলাদা আলাদা ভয়েস আইডেন্টিফাই করে ফেলে ততক্ষণে, রাফি হেডফোন ভয়েসগুলো শোনে, খুব হালকা শোনালেও রাফি তার বাবার গলা ঠিকই চিনতে পারে, অন্যটা তিনজনের একজন বডিগার্ডেরই ভয়েস হবে তাই পিকাচুও রাফির কমান্ড হিসেবে ডেজ্জার আর সেফ ভয়েস মার্ক করে নিলো।

পিকাচু যেহেতু ভোক্যাল টোন শুনে পসিবল ডিস্টেন্সের এস্টিমেশন করতে পারে সেহেতু সেফ ভয়েস কাছাকাছি ও ডেজ্জার ভয়েস দূরে থাকলে রাফিকে এলাট করতে।

বাবা মায়ের সাথে কথা যা ই হোক, মূল উদ্দেশ্য তো তাদেরকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসা, সেটা করতে হলে প্রথমে বডিগার্ড আর তারপর মাফিয়া গার্লকে স্যাটেলাইট আর সিসিটিভি ফুটেজ থেকে ব্লাইন্ড করতে হবে।

রাফি - পিকাচু, মাফিয়া গার্ল যে স্যাটেলাইট ব্যবহার করছে তার ব্লাইন্ড স্পট টাইমিং কতক্ষণ সেটা ক্যালকুলেশন করে জানাও।

পিকাচু - পিকা পিকা। calculating the time of satellite orbiting blindspot 45 minutes blindspot timing found.

অর্থাৎ দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে মাফিয়া গার্লের স্যাটেলাইট সার্ভেইল্যান্স 45 মিনিটের জন্য অন্ধ বা অকার্যকর হয়ে থাকে, আর রাফিকে এই ৪৫ মিনিটের ভেতরেই বাবা মা কে বের করে আনতে হবে ওই বাসা থেকে। বাবা মা কে বের করার পর যখন মাফিয়া গার্ল জানবে যে বাবা মা আর সেফ হাউজে নেই তখনই হয়তো সে ওই দুই বডিবিল্ডারকে পাঠিয়ে দেবে রাফিকে জব্দ করতে, তাই মাফিয়া গার্লের ব্লাইন্ড টাইমের ভেতর বাবা মা এর পাশাপাশি রাফিকেও পালাতে হবে।

পিকাচুর কারনেই যেহেতু রাফি আটকে আছে সেহেতু আগে পিকাচুর একটা ব্যবস্থা করা বেশী জরুরী, তাই পিকাচুর জন্য বাছাই করা স্যাটেলাইটের বর্তমান অবস্থান জানতে চায় রাফি,

রাফি - পিকাচু, what is the present condition of your memory Option number 32, the satellite?

পিকাচু - Calculating 10 hours to contact...

রাফি ভাবে যে ১০ ঘন্টা পর পিকাচু স্যাটেলাইটে আপলোড হয়ে গেলে রাফিকে আর এই সার্ভারের মাঝে না করলেও চলবে, তখন বিনা চিন্তায় পালাতে পারবে রাফি। কিন্তু রাফি পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? এই দেশের কিছুই তো চেনে না রাফি, তার উপর যে পরিমাণ তুষারপাত শুরু হয়েছে তাতে পালিয়ে বাঁচা তো একপ্রকার অসম্ভব।

রাফি - পিকাচু, আবহাওয়ার পূর্বাভাসের আপডেট নাও। এই ঘন তুষারপাত কখন বন্ধ হতে পারে?

পিকাচু - Accessing weather satellite imaging..... update weather report

রাফি দেখতে পায় এই তুষারপাত শেষ হতে কমপক্ষে ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা লাগবে। অর্থাৎ আগামী ৪৮ ঘন্টার ভেতর আর পালানো হচ্ছে না রাফির। একদিক দিয়ে ভালই হলো, পিকাচু আপলোড হবার পর বেশ সময় পাওয়া যাবে পিকাচুর knowledge hunting এর জন্য। তাছাড়া পালানোর প্লানটিকেও আরো পাকাপোক্ত করা যাবে।

নিজের কথা বাদ নাহয় বাদ ই দিলো রাফি, বাবা মা কে ওখান থেকে বের করে নিয়ে কোথা রাখবে রাফি, রাফির পরিচিত যে কোন জায়গায় বিপদ ঘটতে পারে তাই অন্য কোথাও ব্যবস্থা করতে হবে। রকিবকে ফোন দিয়ে সাজেশন নেয়া উচিত হবে কি? মনে মনে আকাশ পাতাল ভাবনায় বসে পড়ে রাফি। তাছাড়া এসবে প্রচুর টাকা খরচ হবে যা এইমুহূর্তে রাফির হাতে নেই, আর রাফির বাবা যদি তার একাউন্ট থেকে টাকা তোলে তো মাফিয়া গার্ল বুরো যাবে। কারো কাছে টাকা চাইলেও বা পাওয়া যাবে কি না তাই ভাবতে থাকে রাফি। এই পুরোটা সময় পিকাচুর কথা হয়তো ভুলেই গিয়েছিলো রাফি, গতানুগতিক চিন্তা করতে করতে যখন রাফির মাথা ফেটে যাওয়ার মত অবস্থা তখন পিকাচু নেটোফিকেশন দেয়।

পিকাচু - সন্ধ্যা ৬ টা ৫৪ মিনিট থেকে মাফিয়া গার্লের স্যাটেলাইটের ব্লাইন্ড স্পট শুরু হয় আর শেষ হয় সন্ধ্যা ৭ টা ৩৯ মিনিটে।

অন্যসব বাদ দিয়ে রাফি তার প্রয়োজন নিয়ে বসে পড়ে পিকাচুর সামনে,

রাফি - পিকাচু, আমার টাকার দরকার, প্রচুর টাকার দরকার।

পিকাচু - Feeding money calculating.....

..

গল্প পড়ে আপনাদের গঠনমূলক মন্তব্য কমেন্টে দিয়ে যাবেন এটাই কাম্য। ধন্যবাদ।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব ১৯

অন্যসব বাদ দিয়ে রাফি তার প্রয়োজন নিয়ে বসে পড়ে পিকাচুর সামনে,

রাফি - পিকাচু, আমার টাকার দরকার, প্রচুর টাকার দরকার।

পিকাচু - Feeding money calculating.....

I can control most of the digital money of the world.

রাফি - না। সবার টাকা আমার প্রয়োজন নেই। আর অন্যের টাকায় বড়লোক হতেও চাইনা। এই বিপদ থেকে বাঁচতে আমার টাকার প্রয়োজন, এমন টাকা খুঁজে বের করো যে টাকা খোয়ালে কেউ খোঁজ করবে না।

পিকাচু - Accessing public record Gathering account info..... calculating.....

You can still be a billionaire.

ରାଫି - ପିକାଚୁ, କି କରେଛୋ ତୁମି?

ପିକାଚୁ - ମାନୁଷ ମାରା ସାଥ, କିନ୍ତୁ ତାଦେର ବ୍ୟାଂକ ଏକାଉନ୍ଟ କ୍ଲୋଜ ହୁଏ ନା। ସଦି ଏକାଉନ୍ଟ ହୋଲ୍ଡାରେର ନମିନି ସହ କୋନ ଦାବିଦାର ନା ଥାକେ ତାହଲେ ସେଇ ଟାକା ବ୍ୟାଂକେଇ ପଡ଼େ ଥାକେ। ପିକାଚୁ ଶୁଧୁ ଏଇ ଧରନେର ବ୍ୟାଂକ ଏକାଉନ୍ଟ ଖୁଁଜେ ବେର କରେଛେ ସାଥା ପାବଲିକ ରେକର୍ଡେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହେଁଥେ ଏମନକି କୋନ ଦାବିଦାରଓ ବେଁଚେ ନେଇ।

ରାଫି ଭେବେ ଦେଖିଲେ ଏମନ ଏକାଉନ୍ଟେର ଟାକା ନେଯା ଠିକ ହେବେ କି ନା! ଏତକାଳ ଧରେ ମାଫିଆ ବୟ ଏକଟା ମାଇଟି ଇମେଜ ଛିଲୋ ହୋଯାଇଟ ହ୍ୟାଟସଦେର କାହେ। ଶେଷମେଶ କିନା ଟାକା ଚୁରି କରା ଶୁରୁ କରଲୋ ରାଫି!

ପିକାଚୁ - You can have it or not is upto you. Take it or leave it.

ରାଫି ଜାନେ ଯେ ତାକେ ସତତାର ଚରମ ମୂଲ୍ୟ ଦିତେ ହେବେ, କାରନ ସଦି ମାଫିଆ ଗାର୍ଲ ରାଫିର ବାବା ମା ଆର ତୋହାକେ ବନ୍ଦି କରେ ଓଇ ନିଉକ୍ଲିଯାର ସାବମେରିନ ଓ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଦଖଲ ନିଯେ ଦିତେ ବଲେ ତାହଲେ ରାଫିର ହାତେ କୋନ ଅପଶନଇ ଥାକବେ ନା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ କରେଇ କିଛୁ ଏକଟା ମାଥାଯ ଏଲୋ ରାଫିର,

ରାଫି - ଓଯେଟ ଓଯେଟ ଓଯେଟ ନିଉକ୍ଲିଯାର ଏକ୍ଟିଭେଶନ ଡିଭାଇସ ଚୁରି ଗେଛେ, ସେଟା ନିଶ୍ଚଇ ଏକ୍ଟିଭ ଛିଲୋ ନା! ଏକ୍ଟିଭେଶନ ଡିଭାଇସ ଏକ୍ଟିଭ କରତେ ନିଉକ୍ଲିଯାର ଲଞ୍ଚ କୋଡ଼େର ଦରକାର ପଡ଼ିବେ। ଅଥେନ୍ଟିକ ଲଞ୍ଚକୋଡ ଛାଡ଼ା ନା ଏକ୍ଟିଭେଶନ ଡିଭାଇସ କୋନ କାଜେ ଦେବେ ଆର ନା ଓଇ ନିଉକ୍ଲିଯାର ବୋମା।

ଲଞ୍ଚକୋଡ଼େର କୋନ କଥା ତୋ ଡୁଲ୍‌ଲେଖ କରଲୋ ନା ମାଫିଆ ଗାର୍ଲ!

ରାଫିର କାହେ ଏଥିନ ପୁରୋ ବ୍ୟପାରଟା ଏକଟା ସାଜାନୋ ନାଟକ ମନେ ହତେ ଲାଗଲୋ ଆର କୋନ ବଡ଼ସଡ଼ ପ୍ଲାନେର ଜାଲେ ନିଜେକେ ଫାସିତେ ଦେଖିଲୋ।

ନାହ ଯେ କୋନ ମୂଲ୍ୟରେ ହୋକ ବାବା ମା ଆର ତୋହା କେ ମାଫିଆ ଗାର୍ଲେର ଥାବା ଥେକେ ବାଁଚାତେଇ ହେବେ ଆର ସାଥେ ପିକାଚୁକେଓ ଦୂରେ ରାଖିତେ ହେବେ ମାଫିଆ ଗାର୍ଲ ଥେକେ।

ରାଫି - ପିକାଚୁ, ଆମାର ଦେଶେ ଏମନ ପଡ଼େ ଥାକା ଏକାଉନ୍ଟ ଥେକେ କତ ଟାକା ବେର କରା ସମ୍ଭବ?

ପିକାଚୁ - Calculating.....

ରାଫି କ୍ଲୀନେ ୧୦ ସଂଖ୍ୟାର ଏକଟା ଏମାଉନ୍ଟ ଦେଖିତେ ପାଯା।

ରାଫି - କିହ!!! ଏତ ଟାକା! ବେଓୟାରିଶଭାବେ ସ୍ଵରେ ବେଡ଼ାଚେଛ! ଆମି ଚାଇଲେଇ ଏଇ ଟାକା ନିଜେର କରେ ନିତେ ପାରବୋ?

ପିକାଚୁ - Affirmative.

ରାଫି - ଏତ ଟାକା ଦରକାର ନେଇଇ ଆମାର। ବାବା ମା ଆର ତୋହାକେ ସରିଯେ କୋନ ନିରାପଦ ଜ୍ୟାଗାଯ ରାଖିତେ ଯତଟୁକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଠିକ ତତ୍ତ୍ଵକୁଇ ବ୍ୟବହାର କରବୋ।

ପିକାଚୁ - Your wish is my command.

ରାଫି - ପିକାଚୁ, ବାବା ମା ଏବଂ ତୋହାକେ ରାଖାର ମତ କୋନ ସେଫହାଉଡ଼ଜେର ବ୍ୟବହାର କରତେ ପାରବେ କି, ମାଫିଆ ଗାର୍ଲେର ରାଡାରେ ବାହିରେ!

ପିକାଚୁ - There is a lots of ways but none of them are recommended.

ରାଫି - ଆମାର ଏକଟା ସେଫହାଉଡ଼ଜ ଲାଗବେ ସେଥାନେ ଆମାର ଫ୍ୟାମିଲି ନିରାପଦ ଥାକବେ ମାଫିଆ ଗାର୍ଲେର ନଜରେର ବାହିରେ, ଏତଟୁକୁଇ। ଆର କୋନ ଅତିରିକ୍ତତା ଚାଇ ନା।

ପିକାଚୁ - ତୁମି କି ତାଦେରକେ ତୋମାର କାହେ ଆନତେ ଚାଓ?

ରାଫି - ପିକାଚୁ, ତୋମାର ହଠାତ ଏମନ ମନେ ହୁଏଇର କାରନ କି? ଆର ତାଦେରକେ ଆମାର କାହେ ଏନେ କୋଥାଯ ରାଖବୋ!

ପିକାଚୁ - ପିକାଚୁ ଏକ୍ଟିଭେଟ ହୃଦୟର ପର ଥେକେ ଏଥିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ଟିଭିଟିସିରେ ୭୦% ଛିଲୋ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟେଡ। ପିକାଚୁର କ୍ୟାଲକୁଲେଶନ ବଲେ ସଦି ତୋମାର ଫ୍ୟାମିଲି ତୋମାର ଆଶେ ପାଶେ ଥାକେ ତାହଲେ ତୋମାର ସ୍ଟ୍ରେସ ଲେଭେଲ ୪୦% କମେ ସାଥେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଜେର ଫୋକାସ ୫୬% ବାଢ଼ିତେ ପାରେ।

ରାଫି ପିକାଚୁର ଏନାଲାଇସିସ ଦେଖେ ହତ୍ତଭବ ହେଁଥେ ଗେଲେ। ହିଟ୍‌ମ୍ୟାନ ଇମେଶନ ଏବଂ ଏୟାଟାଚମେନ୍ଟକେ ଗାନିତିକ ରୂପେ ପ୍ରେଜେନ୍ଟେଶନ ଏର ଆଗେ କଥନୋ ଦେଖେ ନି ରାଫି। ପିକାଚୁର ଆନଫିନିଶ୍ଚିଡ କୋଡ଼ିଂ ହୟତୋ ରାଫି କରେଛିଲୋ କିନ୍ତୁ ସାଇବାର ଓ୍ୟାର୍ଡର କୋଟି କୋଟି ମାନୁଷେର ବିହେଭିଆର ଏନାଲାଇସିସ କରେ

পিকাচু এক একটি নতুন উপসংহার তৈরী করছে প্রতিনিয়ত। এখনো অনেককিছুই জানা বাকি পিকাচু সম্পর্কে।

রাফি - সেটা তো বুঝতে পারলাম কিন্তু বাবা মা আর তোহাকে কিভাবে আমার কাছে নিয়ে আসবো? তাদের পাসপোর্ট থাকলেও এই দেশের ভিসা তো নেই। তাহলে কিভাবে আসবে তারা?

পিকাচু - তারা যদি প্লানমাফিক চলে তাহলে আমি তাদেরকে এই লোকেশন পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারবো।

পিকাচু মনিটরে একটা জিপিএস লোকেশন শো করে যা আসলেই পৃথিবীর বৃহত্তম দেশের একটা শহরে পয়েন্ট করে আছে।

রাফি - ওখানে কি আছে? ওখানে আমার পরিবার নিরাপদ থাকবে কিভাবে?

পিকাচু - ওটা একটা পরিত্যক্ত আর্মি বেস তবে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর এখানে তৎকালীন সময়কার এক অত্যধূনিক বাংকার রয়েছে যেখানে তুমি এবং তোমার পরিবার সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে।

রাফি - কিন্তু তুমি তাদেরকে এখানে আনবে কিভাবে পিকাচু?

পিকাচু - Accessing global safehouse data.....

তোমার বাবা মা যে বাড়িতে আছেন তার কাছাকাছি একটা বেসরকারী আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার জোনাল হেড অফিস রয়েছে, যেটা আসলে একটি দেশের গুপ্তচরদের সেফহাউজ। আমি তোমার বাবা মা এবং তোহা কে আন্তর্জাতিক মামলার স্বাক্ষৰ দেখিয়ে ওই সেফহাউজে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। পরবর্তীতে প্রোটোকল অনুযায়ী ওই সেফহাউজেই তোমার বাবা মা এবং তোহার ডুল্লিকেট পাসপোর্ট ভিসা বানিয়ে তাদের এই বৃহত্তম দেশে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করে দেবে।

রাফির কিছুটা সম্মানে লাগে, শেষ পর্যন্ত বাবা মা আর তোহাকে চেরের মত দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হবে! যা করেছে তা তো সব রাফিই করেছে, রাফির পরিবার তো কোনকিছুতেই জড়িত নেই, আর তাছাড়া কিছুদিন পর টাঙ্কফোর্সের নতুন রিপোর্ট অনুসারে রাফিকে হয়তো নির্দোষ ঘোষনা করে দেবে কোর্ট। এমন অবস্থায় অন্যের টাকা চুরি করে নিজের পরিবারকে আরো বেশী ছোট করে লুকিয়ে তাদেরকে এই বন্দি জীবন উপহার দিতে পারবে না রাফি।

রাফি - পিকাচু, প্লান ভালো তবে আমার এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কোন ইচ্ছা নেই, এখন সমস্যার কারণে আছি। সমস্যা না থাকলে আমি আমার দেশে ফিরে যাবো। বাবা মা এবং তোহাকে দেশ থেকে ওই প্রোসেসে নিয়ে আসার মত ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরী হয় নি।

আচ্ছা বাবা মা কে গ্রামের বাড়ি রেখে আসার ব্যবস্থা করলে কেমন হবে, এত প্রযুক্তির কালো থাবা ও নেই আর রাফিদের বাপ দাদার ভিটা চেয়ারম্যান বাড়ি হিসেবে সারা গ্রামে পরিচিত। সেখানে আইন আর সমাজের মাথা বলা হয় ওই চেয়ারম্যান বাড়ি। সেখানে কোন ঝামেলা করার ক্ষমতা মাফিয়া গর্নের হওয়ার কথা না। এছাড়াও আর কোন আইনী সমস্যা করতে যাবে না কেউ।

রাফির কাছে নিজের মা বাবা আর তোহাকে দেশের বাইরে নিয়ে আসার থেকে গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া বেশী নিরাপদ মনে হতে লাগলো।

রাফি - পিকাচু, মা বাবার কাছে থাকা ফোনের আপডেট জানাও।

পিকাচু - Scanning

পিকাচু মনিটরে মোবাইল ফোনের বর্তমান লোকেশন পিনপয়েন্ট করে দেখালো যা রান্নাঘরের কোন এক শেলফ এ শো করছে।

রাফি - পিকাচু, মাইক্রোফোন ক্ষ্যান করে দেখো আশেপাশে কেউ আছে কি না?

কারন রাফি জানে যে ঘরের ভেতর তার মা এর ফেবারিট প্লেস হলো রান্নাঘর। আর কিছু হোক আর না হোক, মা ঘুরেফিরে রান্নাঘরের দিকেই থাকে। আর বডিগার্ডদের যদি মা রান্না করেও খাওয়ায় তবুও তাদের কখনো রান্নাঘরের আশেপাশে ঘেষতেও দেবে না, এটা মায়ের মসজিদ বলা যায়।

পিকাচু - পিকাচু কিছু আওয়াজ ডিটেক্ট করছে যা রান্নাঘরের ভেতর থেকেই আসছে।

রাফি বুঝতে পারে মা হয়তো কিছু রান্না করছে।

রাফি - পিকাচু, তুমি কি মোবাইলটাতে আমার ভয়েস বাইপাস করে দিতে পারবে? রান্নাঘরের ভেতরে যেন মিনিমাম সাউন্ডে আমার ভয়েস শোনা যায়। সম্ভব?

পিকাচু - Difficult but not impossible.....

checking minimum distance

Speaker adjusted.

Now you can talk.

রাফি - মা? ও মা?

পিকাচু - ঘরের অন্যন্য আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে, we got her attention.

কিছুক্ষণ চুপচাপ নীরবতা, কোন সাড়শব্দ না পেয়ে রাফি আবার বলতে থাকে,

রাফি - মা? আমি ফাষ্টফুড প্যাকেটের ভেতর, তোমার রাফি।

পিকাচু মাইক্রোফোনে শোনে কে যেন খচমচ করে কাগজের প্যাকেট ছিড়েছে।

রাফি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো এই মুহূর্তের জন্য, বার বার উপওয়ালার কাছে প্রার্থনা করতে থাকে, যেন মা হয়, যেন মা হয়, যেন মা হয় বলতে বলতে।

খচমচ আওয়াজ বন্ধ হয় আর ওপাশ থেকে কর্ণ ভেসে আসে।

মা - হ্যালো। কে?

ততক্ষণে পিকাচু স্পিকারের সাউন্ড এডজাষ্ট করে দিয়েছে।

রাফি - মা, আমি রাফি। সাবধানে, কেউ যেন না দেখে তোমাকে ফোনে কথা বলতে।

মা - কেন কি হয়েছে।

রাফি - মা এখন যা বলছি সেটা শোনো, কেমন আছি কিভাবে আছি কোথায় আছি তা পরে বলছি।

এখন এমন এক জায়গায় গিয়ে কথা বলো যেখান থেকে কেউ তোমার কথা শুনতে বা তোমাকে কথা বলতে দেখবে না, আর হ্যাঁ কেউ যেন তোমার হাতে ফোন না দেখে।

মা - আচ্ছা, লাইনে থাক।

বলে চুপ হয়ে গেলেন মা। পিকাচু মনিটরে শো করে মা রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার দিকে যাচ্ছেন।

মা - হ্যাঁ বল, কি হয়েছে! এত লুকোচুরি করছিস কেন! আর আলুভাজার ভেতরে তুই কি করছিস?

রাফি - তোমার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিবো, এখন এত প্রশ্ন না করে আমার প্রশ্নের জবাব দাও, বিডিগার্ডগুলো কোথায়?

মা - বাইরের গার্ডহাউজে থাকতে পারে, একজন আছে হয়তো ঘরের বাইরে। কেন কি হয়েছে?

রাফি - সবসময় ই কি এভাবে গার্ডহাউজে থাকে নাকি বাসার ভেতরেও আসে?

মা - আসে তো, নাস্তা করতে আসে আর খাওয়ার সময় আসে। ভালো ছেলে সব, ভদ্র।

রাফি - আর তোমার বৌমা কোথায়?

মা - আজ তো আসার কথা ছিলো। পিংজা দেখে ভেবেছিলাম হয়তো এখনই আসবে কিন্তু এলো না তো, আর পিংজা কি তুই পাঠিয়েছিস?

রাফি - তোমাদের সাথে কথা বলার জন্য এছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না তো। তাহলে তোহা আজ আসবে?

মা - আজ না এলেও কাল ঠিকই চলে আসবে। ও যাওয়ার সময় বলেছিলো আজ কালকের ভেতর চলে আসবে।

রাফি - তাহলে তো খুবই ভালো। তোমাদের আর শহরে লুকিয়ে থাকতে হবে না। গ্রামের বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরী হও।

মা - এই বুড়ো বয়সে আর কত ছুটাছুটি করাবি রে। এখন আবার গ্রামের বাড়ি! তোর বাবা তো মহা খুশি হবে যদি গ্রামের কথা শোনে।

রাফি - আপাতত বাবার সাথে গ্রামে যেয়ে কয়েকদিন ঘুরে আসো, ততদিনে এইদিকটা সামলে নিবো

আমি। মোবাইলটা কাছাকাছি রেখো, কথা বলতে ইচ্ছা হলে লাষ্ট নাস্থার ডায়াল করলেই হবে। আর কোনভাবেই বডিগার্ডের যেন না জানে।

মা - ঠিক আছে ঠিক আছে।

রাফি - তোমার ভালো ছেলে বডিগার্ডগুলো কি করে সন্ধ্যার দিকে?

মা - ওরেহ বাবো। সন্ধ্যায় তো পুরা মিলিটারি স্টাইলে টহল চলে, সারা বাড়ির আঙ্গিনা চোষে বেড়ায় তিনজন মিলে।

রাফি - তখন কেউ ঘরের ভেতর আসে না! তিনজনই বাইরে থাকে?

মা - তাই তো দেখি, বাইরেই ঘোরাঘুরি করতে থাকে ঘন্টাখানেক, তারপর খেতে আসে।

রাফি - আচ্ছা ঠিক আছে। এখন রাখছি। আবারো বলছি, ফোনটা সাবধানে রেখো, বডিগার্ড থেকে দূরে।

মা - আমার তো কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিলি না, এটা তো বল যে তুই ভালো আছিস কি না?

রাফি - আলহামদুলিল্লাহ, তোমরা কেমন আছে?

মা - আছি ভালই, আলহামদুলিল্লাহ।

রাফি - তোমরা ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকবো। সবকিছু রেডি করে রেখো। যত দ্রুত সম্ভব তোমাদের ওই বাসা থেকে বের করে গ্রামের বাড়ি নেয়ার ব্যবস্থা করবো। ভালো থেকো।

মা - তুইও ভালো থাক বাবা। জলদি ফিরে আয় মায়ের কাছে। (ফুপিয়ে কান্নার আওয়াজ)

রাফি - আরে মা, কাঁদে কেন! আমি ফিরে আসবো তো। সব ঠিক করার সময় তো দাও। রাখছি মা। ওপাস থেকে রাফির মা ফোন রেখে দিলো। পিকাচুর নিয়ন্ত্রণে মাইক্রোফোন থাকায় রাফি তখনো মায়ের ফুপিয়ে কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়। রাফির বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মায়ের কষ্ট দেখতে পারে না সে মোটেই।

রাফি - পিকাচু, দেশের লোকাল টাইমের সাথে ম্যাচ করো, আগামীকাল বাবা মা কে বের করার ব্যবস্থা করতে হবে। টাইম কাউন্ট করা শুরু করো। আগামীকালকে মাফিয়া গার্নের স্যাটেলাইট ব্লাইন্ড টাইমেই বের করে গ্রামে পাঠিয়ে দেবো সরাসরি।

পিকাচু - You forget to mention Toha.

রাফি - তোহার জন্যই আগামীকাল সিলেক্ট করা, না হলে আজই বের করে নিয়ে আসতাম বাবা মা কে।

পিকাচু - Countdown started T minus 30 hours and 23 minutes for next day satellite blindspot.

রাফি হিসাব করে দেখে আগামী ৮ ঘন্টার ভেতর পিকাচু তার নিজের ট্যাক্টিকাল স্যাটেলাইটে আপলোড হওয়া শুরু করবে। তারপর আর রাফির এই সেফহাউজ থেকে বের হওয়া নিয়ে কোন পিছুটান থাকবে না।

ব্লাইন্ডস্পট টাইমে গার্ডের এক্টিভিটিস ম্যাঞ্চিমাম থাকে। তাই বাড়ির সামনে বা ভেতরে একটা গ্যাঞ্চাম বাঁধিয়ে দিতে পারলে গার্ডের এটেনশন টেনে নিয়ে আসা যাবে আর ওই ফাঁকে বাবা মা কে বের করে নিয়ে আসা যাবে। তখন পিকাচু ক্যামেরায় গ্লীচ করে দিতে পারবে।

রাফি ফোন দেয় রকিবকে।

রাফি - রকিব, তোদের ক্লাবের গ্যাং টা কি এখনো আছে?

রকিব - আছে মানে! পুরো তরতাজা। কি লাগবে বল।

রাফি - আগামীকাল সন্ধ্যা ৭ টার পর তোদের সবাইকে আমি এই ঠিকানায় দেখতে চাই, বলে পিকাচুর মাধ্যমে রকিবকে একটা জিপিএস লোকেশন পাঠায় যা ওই সেফ হাউজ থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্বে।

রকিব - এ সবাইকে নিয়ে ওখানে যাওয়া তো ঝামেলা হয়ে যাবে।

রাফি - ৫ টা বড় মাইক্রো ভাড়া করবি আর দেখবি কোন গাড়িতে যেন জিপিএস সিস্টেম না থাকে।

আমি সব খরচপাতি পাঠাচ্ছি। আর হ্যাঁ কাল লোকেশনে পৌছানো পর আমি না বলা পর্যন্ত কেউ গাড়ি থেকে বের হবি না।

রকিব - তারপর কি করতে হবে।

রাফি তখন রকিবের সাথে মিলে একটা প্লান বানায় বাবা মা কে ওই বাড়ি থেকে বের করার জন্য।

রাফি - ঠিক আছে দোষ্ট, তাহলে ওই কথাই রইলো। তোর একাউন্ট চেক কর।

রাফি কীবোর্ডে হাত চালিয়ে কিছু একটা করলো।

রকিব - কি রে তুই আমার একাউন্ট নাস্বার পেলি কোথায়? আর এত টাকা কার জন্য পাঠিয়েছিস।

রাফি - তোদের সবার জন্য আর বাবা মা কে গ্রামে পাঠিয়ে দিতে খরচপাতি তো আছেই। কাল ঠিকসময় পৌছে যাস।

রকিব - চিন্তা করিস না। যেভাবে প্লান করছি ওভাবেই হবে।

রাফি ফোন রেখে দেয়। রকিব আর ক্লাবের সবাই মিলে প্লানটা সফলভাবে খাটাতে পারলে বাবা মা কে বের করে নিয়ে আসা যাবে খুব সহজেই। এখন শুধু কালকের অপেক্ষা।

রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে রাফি নিজের এক্সিট প্লান নিয়ে বসে। সার্ভারের পেছনে লুকিয়ে রাখা ম্যাপটা বের করে আনে। ম্যাপটা বেশ পুরাতন।

রাফি - পিকাচু, আমি স্ক্যানার একটা ম্যাপ দিচ্ছি, ম্যাপটা স্ক্যান করো আর লোকেশনটা এই শহরের ব্লুপ্রিন্টে এড করে নাও। আর স্যাটেলাইট দিয়ে স্ক্যান করে বলো আসলেই এমন কোন আন্দারগ্রাউন্ড ট্যানেল আছে কি না।

পিকাচু - scanning..... map acquired Accessing satellite images synchronizing.....
blueprint updated. Underground tannel found.

রাফি দেখতে পার পিকাচু আন্দারগ্রাউন্ড ম্যাপটা স্যাটেলাইট ব্লুপ্রিন্ট ম্যাপের সাথে আপডেট করে নিয়েছে। আর স্যাটেলাইট স্ক্যানিং এ ট্যানেলের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

রাতটা কেটে যায় সব প্লান সাজাতে সাজাতে। অনেককিছু করতে হবে। অনেককিছু করা বাকী।

...

.

আগামীকাল সিজনের সমাপ্তিপর্ব দেয়া হবে, গল্লের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_২

পর্ব - ২০ (সমাপ্ত)

রাতটা কেটে যায় সব প্লান সাজাতে সাজাতে। অনেককিছু করতে হবে। অনেককিছু করা বাকী। পিকাচু তৈরী হচ্ছে নিজেকে আপলোড করার জন্য। মনিটরের টাইমার শো করছে আর মাত্র ৫ মিনিটের ভেতরে পিকাচুর জন্য সিলেক্টেড স্যাটেলাইটটি এন্টেনা রেজে প্রবেশ করবে। পিকাচু স্যাটেলাইট স্টেশনের সার্ভারের একসেস নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে লং রেজে থাকা স্যাটেলাইটটা রেজে আসার।

পিকাচু - ৫ মিনিটের ভেতর পিকাচু আপলোড শুরু করবে। আপলোডিং প্রোসেস শেষ না হওয়া অব্দি পিকাচু কোন কাজ করতে পারবে না। স্যাটেলাইটে আপলোড হবার পর পিকাচুকে একসেস করা যাবে।

রাফি কীবোর্ডে আংগুল চালায়, শুধুমাত্র একসেস কোড পিকাচুর মত আর্টিফিশিয়াল

ইন্টেলিজেন্সকে নিরাপদ রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। রাফি একসেস কোডের সাথে আরো কিছু সিকিউরিটি মেজার্স এড করে দেয় যেন একমাত্র রাফিই পিকাচুকে একসেস করতে পারে। অবশেষে পিকাচু একসেস করা শুরু করলো স্যাটেলাইটিকে, স্যাটেলাইটিটি এমনভাবে স্টেল্থ মোডে ছিলো যে অন্য কোন স্যাটেলাইট দিয়েও স্যাটেলাইটিকে একসেস করা সম্ভব ছিলো না। পিকাচু স্যাটেলাইটিকে স্টেল্থ মোডে থেকে এক্ষিভেট করে এবং কানেক্টিভিটি সেটিংস চেঙ্গ করে দেয়া শুরু করে এবং সাথে স্যাটেলাইটিকে অবিটাল স্পিড ও ম্যাচ করে নেয়। কিছুক্ষণের ভেতর পিকাচু স্যাটেলাইটিকে পুরোপুরি নিজের মস্তিষ্ক বানানোর জন্য তৈরী করে ফেললো। রাফি স্ক্রীনে একটি ডায়লগ বক্স দেখতে পায় যেখানে পিকাচু নিজেকে আপলোড করার জন্য রাফির অনুমতি চাইছে। রাফি কীবোর্ডে ইন্টার বাটন টি চেপে পিকাচুকে আপলোড হবার পার্মিশন দিয়ে দেয়। রাফি দেখতে পায় পিকাচু তার ডাটা এনালাইসিস আর মাফিয়া গার্লের সার্ভারে জমানো সকল ইনফো স্যাটেলাইটে আপলোড করা শুরু করে। একসাথে প্রচুর ডাটা আপলোড করতে থাকে পিকাচু আর স্ক্রীনে প্রোগ্রেস শো করতে থাকে ১%.....২%.....৩%.....

রাফি চাইলো তার মা বাবার সাথে কথা বলে কিন্তু পিকাচু আপলোডিং টাইমে সবকিছু আনএভেইলেবল করে রেখেছে।

রাফি আন্ডারগ্রাউন্ড ম্যাপটা দেখে নিজের এক্সিট প্লান তৈরী করতে লাগলো। বাবা মা বের হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই রাফিকে এই সেফহাউজ ত্যাগ করতে হবে। মাফিয়া গার্ল ক্ষেত্রে রাফিকে জিম্মি ও করতে পারে। আর এমন একটা দেশে জিম্মি থাকা মানে রাফিকে একটা জ্যান্ট পুতুল বনে যেতে হবে। সুযোগ থাকতে থাকতে বের হয়ে যাওয়া ভালো।

রাফি বেসমেন্ট থেকে বের হয়ে আসে, রাতে ঘুম হয় নি ঠিক কিন্তু খিদে টা সহ্যের বাইরে চলে গেছে, রান্নাঘরে বসে নিজের ব্রেকফাস্ট তৈরী করে চিবোতে থাকে রাফি। মা বাবা আর তোহাকে তো না হয় গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সেফ রাখতে পারলো কিন্তু নিজে কোথায় যাবে রাফি? এই দেশের কিছুই তো চেনে না রাফি, মাফিয়া গার্ল থেকে তো না হয় বাঁচলো রাফি কিন্তু এই শহর থেকে কিংবা এই দেশের ভেতরে এমন কেউ নেই যে রাফিকে সাহায্য করবে। খাবার চিবাতে চিবাতে এসব চিন্তা করতে থাকে রাফি, হঠাৎ ই মত্তো পড়লো যাবার আগে কুই রাফিকে একটা ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট দিয়ে গিয়েছিলো যাতে রাফির নাম পরিচয় জাতীয়তা সবকিছুই পরিবর্তন করা রয়েছে। মনে পড়তেই রাফি দোতলার দিকে নজর দেয়। পাসপোর্ট নিজের রুমে জ্যাকেটের পকেটে রাখা। কুই পাসপোর্টা দেয়ার পর রাফি সেটা ওর জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিয়েছিলো যা এখন রাফির রুমে কোথাও পড়ে আছে। রাফি খাবার চিবোতে চিবোতে রুমে চলে যায়। জ্যাকেটটা খাটের উপরই পড়ে আছে। রাফি জ্যাকেটের পকেটে হাত দিয়ে পাসপোর্টটা পায়। রাফি দরজা দিয়ে উঁকি মারে যে দুই বডিগার্ডের কেউ রাফিকে ফলো করছে কি না। কাউকে না দেখতে পেয়ে দরজা লক করে দিয়ে রাফি রুমে ফিরে আসে। নিজের ব্যাকপ্যাকটা গুছানোই ছিলো, ল্যাগেজ থেকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাকপ্যাকে ভরে নিলো। সবকিছু গোছাতে গিয়ে রাফির নজরে আসে কুইর দেয়া মিনি কম্পিউটার raspberry pi3। কম্পিউটারটা কাজে লাগবে ভেবে রাফি সেটাকেও ব্যাগে ভরে নেয়। সবকিছু গুছিয়ে রুমের কোনায় রেখে আবারো দরজার কাছে গেলো রাফি। দরজা খুলে দেখতে লাগলো আবারো। কি ব্যাপার, মার্ক আর জ্যাকের কোন সাড়শব্দ নেই যে। রাফি তাদের রুমে গিয়ে দরজায় নক করে। দরজা লক করা কিন্তু ভেতরে কোন সাড়শব্দ নেই। রাফি ভাবতে লাগলো কোথায় যেতে পারে এরা দুইজন। হঠাৎ উপরে আওয়াজ পায় রাফি, তিনি তলাতে কিছু একটা হচ্ছে সেটা বুঝতে পারে রাফি। আরে! তিনতলাতে তো অস্থায়ীভাবে সিসিটিভি ক্যামেরার কন্ট্রোলরুম বানিয়েছিলো দুইজনে, মাফিয়া গার্লের জন্য, রাফি ভুলেই গিয়েছিলো এই বাড়ির সবকিছুই সিসিটিভি সার্ভেরিল্যান্সের আন্ডারে আর সিস্টেম বাইপাস করা ছিলো। মানে রাফি তার ব্যাকপ্যাক নিয়ে নীচে নামতে পারবে না আর। মাফিয়া গার্লের ক্যামেরায় তো ধরা পড়বেই সাথে মার্ক আর জ্যাক তো আছেই। রাফি ভাবতে পারে না কি করবে, অগত্যা ব্যাগ থেকে শুধু পাসপোর্টটা বের করে নিজের পকেটে তুকিয়ে নেয়। মিনি

কম্পিউটার আর ইউজ করা গেলো না। রুম থেকে বের হয়ে উপরে তিনতলায় পৌছালো রাফি, গিয়ে দেখে মার্ক আর জ্যাক দুইজনে মিলে সিসিটিভি ক্যামেরা স্ক্রীন রেখে দরজার দিকে সরাসরি রাফির দিকে তাকিয়ে আছে। রুমে মাথা ঢোকাতেইই রাফির সাথে দুজনেরই চখাচথি হয়ে গেলো।

মার্ক - ইংরেজিতে, সন্দেহভরা চোখে) কি করছিলে তুমি?

রাফি - কি করবো? কিছুই না। অনেকক্ষণ ধরে তোমাদের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তোমাদের খুজতে বের হয়েছিলাম। এখন দেখি তোমরা দুজনেই এখানে।

জ্যাক - ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে দরজা বন্ধ করলে কেন? কি প্লান করছো সত্যি করে বলো!

রাফির হার্টবিট বেড়ে যায়, এখনই এই দুইজনের চোখে ধুলো দিতে না পারলে মাফিয়া গার্লের চোখকে ফাঁকি দেবে কিভাবে।

রাফি - কি আর প্লান করবো, কাপড় বদলানোর জন্য দরজা লাগিয়েছিলাম। কাপড় বদলাতে কোন প্লানের প্রয়োজন পড়ে নাকি?

মার্ক জ্যাক দুইজনই চেয়ার ছেড়ে রাফির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো আর এমনভাবে তাঁকিয়ে রহিলো যেন ধরে ফেলেছে রাফির সব চালাকি।

রাফি মনে মনে জিকির করতে লাগলো, এই মুহূর্তে ধরা পড়লে সব প্লান ভন্ডুল হয়ে যাবে, আর মা বাবাকেও উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।

রাফির সামনে এসে মার্ক এবং জ্যাক দুইজনে রাফির দুই কাঁধে হাত রাখে। তারপর দুইজন কপাল কুঁচকে রাফির দিকে তাকিয়ে থাকে, আর রাফি নিজেকে ঘতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে। দুইজনের সাথে হাতাহাতি তে তো পেরে উঠবে না রাফি তাই বিকল্প কিভাবে দুইজনকে আটকানো যায় সাই প্লান খুঁজতে থাকে রাফি।

মার্ক - তুমি কিছুই করছিলে না!

রাফি - কি করবো, বললাম ই তো, কাপড় বদল করলাম।

জ্যাক তখন মার্কের দিকে তাকিয়ে অন্যভাষায় কথা বলা শুরু করলো, মার্ক ও একইভাবে জ্যাকের কথার জবাব দিতে থাকলো। রাফি কথার আগামাথা কিছু না বোঝায় একবার মার্কের দিকে আর একবার জ্যাকের দিকে ঘাড় ঘোরাতে লাগলো।

রাফি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না,

রাফি - কি সমস্যা কি! দুইজনে মিলে কি শুরু করছো! আমাকে এভাবে জেরা করার মানে কি?

রাফির আওয়াজ শুনে মার্ক এবং জ্যাক দুইজনেই চুপ হয়ে গেলো। নিজেদের মধ্যে চখাচথি করতে করতে দুইজনই হো হো করে হেঁসে উঠলো।

মার্ক - (জ্যাকের উদ্দেশ্যে) বলেছিলাম না তোকে?

জ্যাক - বলেছিলে তবে এতটা মজা পাবো তা বুঝি নি।

আবারো অট্রহাসিতে ফেঁটে পড়ে দুইজন। মাঝে রাফি কিছু না বুঝেই দাঢ়িয়ে থাকে ঠায়। মার্ক হাঁসতে থাকায় জ্যাক মুখ খোলে।

জ্যাক - (রাফির উদ্দেশ্যে) দেখো সিরিয়াসলি নিয়ো না, আমরা মজা করছিলাম।

মার্ক - (হাঁসতে হাঁসতে) আমি জ্যাককে বলেছিলাম যে তোমাকে ভড়কে দিতে পারবো কিন্তু জ্যাক মানতে নারাজ ছিলো। এখন তোমাকে ভড়কে ষেতে দেখে..... (আবারো অট্রহাসি)

রাফি একদিক দিয়ে হাপ ছেড়ে বাঁচলো যে দুইজনের কেউ কিছু ধরতে পারে নি। রাফি ভাবলো এই সুযোগে একটু আধিপত্য খাটিয়ে নেয়া যাক, পরক্ষণেই মাথায় এলো যে যদি আধিপত্য খাটাতে গিয়ে দুইজনকেই চাটিয়ে দেই তাহলে এরা দুইজনই রাফির সব প্লান গড়বড় করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই মজার তালে মজা নিতে থাকে রাফি।

রাফি - (হাঁসতে হাঁসতে) ভড়কে যাবো না! তোমাদের দুইজনের মত বড়বিন্ডার যদি অকারনেও আমাকে প্যাদায় তাহলেও তো আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব না, তাইনা?

তিন জনই উচ্চস্বরে হাঁসতে থাকে। রাফি আরো কিছুক্ষণ জোক্স মেরে চলে আসে তিন তলা থেকে।

আর ওই রুমেই থেকে যায় মার্ক আর জ্যাক। যেহেতু সার্ভেইল্যান্স এখনো এক্টিভ রয়েছে তাই ব্যাকপ্যাক রুম থেকে বের না করে শুধু জ্যাকেট টা হাতে নিয়ে বেজমেন্টে চলে আসে রাফি। টেনশনে রাফির প্রেশার বেড়ে তালগাছ ছুঁইছুঁই করছে। তারপরও দুইগ্লাস পানি খেয়ে নিজেকে ঘথাসন্ত্ব শান্ত করার চেষ্টা করে রাফি। কিছু হয় নি, সব ঠিক আছে।

শান্ত হয়ে রাফি মনিটরের দিকে তাকায়, আপলোড প্রায় ৮০% হয়ে গেছে। আপলোড হলে রাফির একটা কাজ তো শেষ হবে। পিকাচু তার নলেজ হান্ট শেষ করলে মোটামুটি একটা ইন্টেলিজেন্ট পার্টনার পাওয়া যাবে ভেবে খুশি হয় রাফি।

জ্যাকেটটা চেয়ারের উপর রেখে বসে পরে রাফি মনিটরের সামনে। আর ১৮ ঘন্টা বাকী।

১০ ঘন্টা পর,

পিকচু স্যাটেলাইটে আপলোড হয়ে গেছে অনেক আগেই, knowledge hunt ও প্রায় শেষের দিকে, স্যাটেলাইটটিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে পিকাচু। এরই মধ্যে মহাকাশে থাকা সকল কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের একসেস বাইপাস করে নিয়েছে পিকাচু স্যাটেলাইট। এই মুহূর্তে রাফি যেখানে অবস্থান করছে সেই বরাবর এসে নিজে অর্বিটাল স্পিড কমিয়ে আর্থ রোটেশনের সাথে ম্যাচ করে সেখানেই অবস্থান করছে। রাফি অপেক্ষা করছে পিকাচুর knowledge hunt শেষ হওয়ার পর সার্ভারে রিকানেক্ট হওয়ার জন্য।

অবশেষে,

পিকাচু - knowledge hunt is over, pikachu is live.

রাফি সার্ভার থেকে পিকাচুকে রিকানেক্ট করে স্যাটেলাইটটি রিস্টার্ট করে। সবকিছু ঠিকঠাক রান করার জন্য পিকাচুর স্যাটেলাইট রিস্টার্ট হওয়া জরুরী। রাফির সার্ভার থেকে পিকাচু লগআউট হয়ে যায়।

পিকাচু স্যাটেলাইট রিস্টার্ট হতে ৫ মিনিট সময় লাগবে। রাফি অপেক্ষা করতে থাকে। পিকাচুকে তৈরীর সময় রাফি বেশ কিছু ইউনিক সেটিংস ইনস্টল করেছিলো যার ভেতর অন্যতম ছিলো কোন কারনে রাফি পিকাচু থেকে ৫ মিনিটের বেশী ডিসকানেক্ট থাকে তাহলে পিকাচু নিজে থেকে রাস্তা বের করে নেবে রাফির সাথে কানেক্ট হওয়ার জন্য। রাফি সেটিংস্টার ট্র্যাল এখনই দিতে চাইলো। মনিটরে একসেস কোড ইনপুট দিলেই হয়ে যেত কিন্তু রাফি চাইছে পিকাচু রাফিকে খুঁজে বের করুক। কিছুক্ষণ পর রাফির ফোনটা বেজে উঠলো। আনন্দে সোর্স থেকে ফোন এলো, মাফিয়া গাল্ল! রাফি ফোনটা রিসিভ করে,

রাফি - হ্যালো।

- (কার্টুন ভয়েসে) Hi, I am pikachu, I found you.

রাফি - পিকাচু, তুমি আমাকে খুঁজে নিয়েছো?

পিকাচু - এটা আমার সিস্টেম সেটিংসের টপ প্রায়রিটি। You are the key of my existence, Rafiul Islam.

রাফি - Well done pikachu.

পিকাচু - পিকাচু তার ক্রিয়েটরের সাথে যে কোন ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে কানেক্ট হতে পারবে যদি তা নেটওয়ার্কের সাথে জুড়ে থাকে।

রাফি - খুবই ভালো। তাহলে পরবর্তী প্লানের দিকে এগোনো যাক?

পিকাচু - পিকা পিকা।

আর মাত্র কিছুক্ষণের ভেতরেই মাফিয়া গাল্লের স্যাটেলাইট ব্লাইন্ডস্পটে প্রবেশ করবে। রাফি তার মা বাবাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছে যে কিছুক্ষণ পর কি হতে চলেছে, মা বাবা ও সেইভাবে তৈরী হয়ে আছে। এদিকে রাফির বন্ধুবান্ধব সব জায়গামত পৌছে রাফির ফোনের অপেক্ষায় রয়েছে। এরই মাঝে পিকাচু ট্রাফিক ক্যামেরায় কিছু একটা ডিটেক্ট করলো।

পিকাচু - ফেসিয়াল রিকগনিশন বলছে, তোমার ওয়াইফ তোহা বাড়িটির দিকে ট্যাক্সিতে করে এগিয়ে যাচ্ছে।

ভালই হবে ভেবে রাফি ফ্রেন্ডদের ওয়েট করতে বলে তোহা বাসায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত।

মাফিয়ে গার্লের স্যাটেলাইট রাইন্ড হয়ে গেলে রাফি তার বন্ধুদের প্লান অনুযায়ী কাজ করতে বলে। রাফির বন্ধুরা প্লানমাফিক দুইভাগে ভাগ হয়ে বাড়িটার দিকে ছুটে যেতে থাকলো, এমনভাবে যেন দুই দলের ভেতর মারামারি বেঁধে গেছে। ২৫-৩০ জন একসাথে ছুটে যেতে থাকলো বাড়িটার দিকে। রাফি বাড়ির আসেপাশের সিসিটিভি ক্যামেরায় প্লিচ তৈরী করে দিলো যেন মাফিয়া গার্ল কিছু দেখতে না পারে। এদিকে বন্ধুদের একদল বাড়ির বাউন্ডারির ভেতর চুকে পড়ে আর এমন ভাব করতে থাকে যেন তাদেরকে কেউ ধাওয়া করেছে আর তারা আত্মরক্ষার জন্য বাড়ির বাউন্ডারির ভেতর আশ্রয় নিয়েছে। বিডিগার্ডগুলো কিছু করতে যাবে তার আগেই অন্য পক্ষের বন্ধুগুলো সব হুড়মুড় করা বাউন্ডারীর ভিতরে চলে আসে আর দুই পক্ষের মধ্যে গ্যাঞ্জাম বেধে যায়। বিষয়টা এমন লাগলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো বিডিগার্ডদেরকে গ্যাঞ্জামের মাঝে ফেলে দিয়ে নাস্তানাবুদ করে দেয়া। এই সুযোগে রাফির মা বাবা তোহাকে নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং রাকিব তাদেরকে একটা গাড়িতে তুলে দেয় গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত পাঠিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। রাফির কথা মত রাফির মা শুধুমাত্র রাফির দেয়া ফোনটা ছাড়া বাদবাকি সব ফোন বন্ধ করে ফেলতে বলেছিলো যেন চাইলেও মাফিয়া গার্ল তাদের ট্রাক করতে না পারে। নিরাপদে বাসা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার পর রাফির বন্ধুরা প্লানমাফিক ওইখান থেকে সটকে পড়ে এবং বিডিগার্ডরা নাস্তানাবুদ হয়ে বাউন্ডারির ভেতর গড়াগড়ি খায়। বিডিগার্ডগুলো একটু স্বাভাবিক হলে পকেটে হাত দিয়ে দেখে তাদের মোবাইল মানিব্যাগ সব লুট করে দিয়েছে ছেলেপেলের দলটা।

রাফির বাবা মা বের হয়ে যাওয়ার পর রাফিরও বের হওয়ার সময় হয়েছে। হয়তো কোন না কোন ভাবে মাফিয়া গার্লের কাছে খবর পৌঁছেই যাবে এই ঘটনা তাই দেরী না করে জ্যাকেটটা গায় দিয়ে বেসমেন্ট থেকে বের হয় রাফি, মোবাইলের মাধ্যমে পিকাচুর সাথে কানেক্ট থেকে পিকাচুকে এক্স্ট্রি প্লান বানাতে বলে।

পিকাচু সাজেশন দেয় আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যানেল থেকে বাইবের সিচুয়েশন কন্ট্রোল করা পিকাচুর কাছে সহজ হবে। পিকাচু ঘরের ভেতরের ক্যামেরাগুলোর ফিড হ্যাক করে রাফিকে ইনভিজিবল করে দেয় আর রাফিকে জানায় মার্ট এবং জ্যাক সিসিটিভি কন্ট্রোলরমে বসে আছে। রাফি আর এক মুহূর্ত দেরী না করে সরাসরি বাসার মেইন দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়।

রাফি - পিকাচু, এই গোলকধাঁধা থেকে বের করো আমায়।

পিকাচু - পিকা পিকা।

পিকাচু রাফিকে গাইড করতে থাকে এবং শেষমেশ গোলকধাঁধা থেকে বের হয় রাফি। আশেপাশে থাকা সব সিসিটিভি ক্যামেরাতে পিকাচু রাফিকে ইনভিজিবল করে দেয়। রাফিও মেইন রাস্তায় চলে আসে। এখন তো সবচেয়ে বড় পরিষ্কা। অপরিচিত দেশে অপরিচিত ডিরেকশনে মানুষের কাছে লিফট চাওয়া। রাফি পিকাচু কে দিয়ে আগেই বেনামে বিমানের টিকিট কেটে নিয়েছিলো। গন্তব্য নিজের দেশ।

রাফিকে পিকাচু এয়ারপোর্টের রাস্তা দেখিয়ে দিলে রাফি সেই বরাবর লিফট চাইতে থাকে। অবশেষে একটা গাড়ি দাঁড়ালেও ইংরেজি না বোঝায় চলে যেতে চাইলো। রাফি তখন পিকাচুকে ফোনলাইনে ড্রাইভারকে ধরিয়ে দিলে ড্রাইভারের সাথে পিকাচু লোকাল ভাষায় কথা বলে। কথা শেষ হলে ড্রাইভার রাফিকে ফোন ফিরিয়ে দিয়ে ইশারায় গাড়িতে উঠতে বলে। রাফিও স্বত্ত্বার নিষ্পাস নিয়ে গাড়িতে উঠে বসে।

গাড়ি চলতে থাকে এয়ারপোর্টের দিকে। রাফি পিকাচুর মাধ্যমে মা বাবার সাথে কানেক্ট করে।

রাফি - হ্যালো।

বাবা - হ্যালো, রাফি? কিরে কেমন আছিস?

রাফি - এইতো বাবা ভালো, তোমরা কেমন আছো? কোথায় আছো?

বাবা - এইতো ভালই আছি। আমাদের পাড়ার রকিব ছেলেটা একটা মাইক্রোতে তুলে দিলো। তোর মা বললো গ্রামের বাড়ি নিয়ে যাবে নাকি। এদিকে তোহা মা ও চলে এসেছিলো বাসায়, তাই ওকেও সাথে নিয়ে নিলাম।

রাফি - যাক সবাই তাহলে একসাথে বের হয়ে গেছো। আলহামদুল্লাহ।

বাবা - তুই কোথায়? তোকে কখন দেখতে পাবো?

রাফি - এইতো বাবা খুব জলদি। আর একটা জিনিস, এই ফোন ছাড়া আর কোন ডিভাইস অন রেখো না।

বাবা - হ্যা হ্যা তোর মা এর আদেশ হয়েছে। সব বন্ধ। তুই জলদি ফিরে আয়।

রাফি - এখন আর কথা বলবো না। সামনাসামনি এসে কথা হবে ইনশাআল্লাহ সবার সাথে। আল্লাহ হাফেজ।

বাবা - আল্লাহ হাফেজ।

রাফি ফোন কেটে দিলে পিকাচু এ্যালবার্ট দেয়,

রাফি - কি হয়েছে?

পিকাচু - মার্ক এবং জ্যাক বাসা থেকে বের হয়ে তোমাকে খুঁজছে। হয়তো কোনভাবে এ্যালার্ট পেয়ে গেছে।

রাফি - ইসসেস, ভুলেই গিয়েছিলাম যে ঘরের মেইন গেট খুললে একটা সাইলেন্ট এ্যালার্ম ট্রিগার হয় যার মাধ্যমে কিছু না দেখলেও টের পাওয়া যায় যে মেইন গেট ওপেন হয়েছে।

পিকাচু - সমস্যা নেই। ওরা এখনো মেইন রোডে পৌছায় নি। তুমি অনেকখানি এগিয়ে আছো।

রাফির ভেতর অস্থিরতা কাজ করতে থাকে।

রাফি - পিকাচু, মাফিয়া গার্ল যেন আমাকে ফোন দিয়ে ট্রেস করতে না পাবে। মাফিয়া গার্লকে ব্লক করে রাখো।

পিকাচু - পিকা পিকা।

এয়ারপোর্টে পৌছে ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টের জন্য ভিআইপি লাউঞ্জ হয়ে সোজা কাউন্টারে পৌছে যায় রাফি, পিকাচুর কেটে রাখা টিকিটটা ইশ্শু করে নিয়ে ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করতে থাকে রাফি।

বিমানে উঠলেই পৌছে যাবে বাড়িতে। আবার আতঙ্কিত ও হয়। যদি মাফিয়া গার্ল চায় তো মাঝপথেই বিমান নামিয়ে দেবে সে। মোটামুটি বিমানে উঠে যাত্রা শুরু করা পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক চললো। বিমান আকাশে উড়লো কোন ঝামেলা ছাড়াই। রাফি পিকাচুর মাধ্যমে ফ্লাইট নেটওয়ার্ক সিকিউর করে রাখে যাতে করে মাফিয়া গার্ল কোন ঝামেলা না করতে পারে।

দীর্ঘ বিমানযাত্রা শেষ করে রাফি অবশেষে নিজ দেশে ফিরে আসে। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বের হয় আসে রাফি, বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে এসে দেখে রকিব অপেক্ষা করছে রাফির জন্য। গাড়িতে উঠে সরাসরি রওনা দিলো গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

রাফি গ্রামের বাড়ি পৌছালে সবাই যার পর নাই অবাক আর খুশি হয়। রাফি যে এভাবে হঠাত করে চলে আসবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

রাফির মা বাবা তো একপ্রকার ছুটে গিয়ে রাফিকে জড়িয়ে ধরে। রাফি তার মা বাবাকে আকড়ে ধরে, দীর্ঘদিন পর আবার মা বাবার বুকে ফিরে আসতে পেরে। তোহা দূরে দাঢ়িয়ে রাফির ফিরে আসা দেখছে। অবশেষে নিজের মানুষদের মাঝে ফিরে আসতে পেরে রাফি যারপরনাই খুশি হলেও নিজের মাথা থেকে মাফিয়া গার্লকে বের করতে পারে না। হয়তো মাফিয়া গার্লের জাল থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছে রাফি আর তার পরিবার কিন্তু রাফির মন এখনো শান্ত নয়, মনে হতে থাকে বিপদ যেন এখনো কাটেনি। বাবা মা কে ছেড়ে রাফি তোহার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে কথা বলার জন্য, তোহার কাছে পৌছানোর আগেই পিকাচু এ্যালবার্ট দেয় রাফিকে। রাফি ফোন হাতে নিয়ে দেখে কে বা কারা যেন নিউক্লিয়ার এক্টিভেশন কোড চুরি করে নিয়েছে।

রাফির কপাল কুঁচকে যায়। কি! নিউল্ক্লিয়ার এক্টিভেশন কোড ও চুরি হয়েছে! রাফির মাথা ঘুরে যায়। মাফিয়া গার্ল তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছিলো! তাহলে মাফিয়া গার্ল যা বলেছিলো সব সত্য!!!

অসুস্থতার মাঝে লেখা তাই ভুলত্রুটি মার্জনা করবেন। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_৩

পর্ব - ১

রাফির কপাল কুঁচকে যায়। কি! নিউল্ক্লিয়ার এক্টিভেশন কোড ও চুরি হয়েছে! রাফির মাথা ঘুরে যায়। মাফিয়া গার্ল তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছিলো! তাহলে মাফিয়া গার্ল যা বলেছিলো সব সত্য! রাফির চলার গতি মন্ত্র হয়ে যায়। মোবাইলের স্ক্রীনে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টিতে। পিকাচু একের পর এক এনক্রিপ্টেড মেসেজ ক্রাক করে রাফিকে সেন্ড করছে, এবং সবগুলোই ভয়াবহ। কিন্তু রাফি তো পিকাচু কে এমন কোন কমান্ড দেয় নি। তাহলে পিকাচু কেন এভাবে ইনফরমেশন এনালাইসিস করছে। ভাবতে ভাবতে ঘরের দরজার সামনে চলে আসে রাফি, দরজার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে তোহা। রাফি ফোন থেকে চোখ তুলে তোহার দিকে তাকায়, চোখমুখ শুকিয়ে গেছে, চোখদুটো টুলটুল করছে।

রাফি - কেমন আছেন?

তোহা - জানি না।

রাফি - (আপাদমস্তক দেখে) এ কি হাল বানিয়েছেন নিজের?

তোহা - যে হাল ই বানাই, খোঁজ রেখেছে কেউ! হুহ। একটা অভিমানী চাহনি দিয়ে ঘরের ভেতর চলে যায় তোহা। তোহার পেছন পেছন রাফির বাবা মা ও ঘরে ঢোকে। রাফি কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে নিজের রুমে চলে যায়। রুমে তুকতেই তোহা তোয়ালে বাড়িয়ে দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিতে বলে রাফিকে। অভিমানে গাল ফুলিয়ে থাকলেও রাফির দেখভাল ঠিকই করে তোহা।

তোহার হাত থেকে তোয়ালেটা নিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেলো রাফি। বালতিভর্তি ঠাণ্ডা পানি একটু একটু করে মাথায় ঢালতে লাগলো আর এক ভয়াবহ যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আন্দাজ করতে লাগলো রাফি। অনেকগুলো পাজল একসাথে করে মেলাতে মেলাতে গোসল শেষ করে রাফি, তোয়ালেটা বিছানায় ছুড়ে মারতে গিয়ে দরজায় চোখ পড়ে রাফির, তোহা দাঁড়িয়ে আছে। গামছাটা তাই আর বিছানায় ছুড়ে ফেলা হলো না। তোহা রাগে বা অভিমানে গজ গজ করতে করতে রাফির কাছে এসে তোয়ালে টা হাত থেকে নিয়ে নেয়, রাফি বিছানায় গিয়ে বসে গা শ্রেণিয়ে দিতে যাবে বিছানায় তখন,

তোহা - খাবার বেড়েছি, খাবে। এসো।

রাফি - (অন্যমনক্ষ) খিদে পায় নি।

তোহা - এটা কোনো রিকুয়েন্ট ছিলো না যে তোমার হাতে রিজেক্ট করার অপশন আছে। সোজা ডায়নিং টেবিলে যাও, এক্ষুনি।

তোহার কথা বলার ভঙ্গি শুনে রাফি তোহার দিকে তাকিয়ে পড়লো, মেঘেটা রাগে ফুঁসছে নাকি! হঠাৎ অর্ডার দেয়া শুরু করলো যে।

রাফি - খেতে যদি ইচ্ছা না হয় তো কিভাবে খাবো।

তোহা - ওসব আমাকে বলে লাভ নেই। মা বলেছে তোমাকে যেন কিছুতেই না খাইয়ে বিছানার কাছে ঘেষতে না দেই।

রাফি - (অনিচ্ছায় উঠে যেতে যেতে) এতদিন পর ঘরে এলাম, একটু রেষ্ট না নিয়েই জোরাজুরি খাওয়ার জন্য।

রাফি দরজার কাছাকাছি যেতে যেতে টেবিলের দিকে নজর দিলো। টেবিলের উপর রাফির ল্যাপটপটা রাখা। রাফি কিছুটা অবাক হয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে তোহার দিকে তাকায়, ল্যাপটপটা হাতে তুলে একটা হাসি দেয় রাফি।

তোহা ও রাফিকে ল্যাপটপ এর জন্য হাঁসতে দেখে গন্তীরতা ছেড়ে হালকা হলো।

তোহা - মা তোমার ল্যাপটপটা জায়নামাজে মুড়িয়ে নিজে বয়ে নিয়ে এসেছেন এতদূর পর্যন্ত।

রাফি ল্যাপটপটার দিকে ফিরে তাকায়। ল্যাপটপটা টেবিলে রেখে চলে যায় ডাইনিং টেবিলে, অনেকদিন হলো মায়ের হাতের রান্না খাওয়া হয় না।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে রুমে ফিরে আসে রাফি। বিছানায় যেতে গিয়ে ফিরে তাকায় টেবিলের উপর ল্যাপটপটার দিকে। কি যেন ভেবে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় রাফি। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে ল্যাপটপটা ওপেন করে রাফি। এক অভিনব কায়দায় ল্যাপটপের সিকিউরিটি দিয়ে রাখে রাফি, ল্যাপটপের লীড যদি নির্দৃষ্ট সময়ের ভেতর নির্দৃষ্ট এংগেলে খোলা না হয় তাহলে সঠিক পাসওয়ার্ড দিলেও ল্যাপটপ ওপেন হবে না। নিজের উদ্ভাবন তাই রাফি ছাড়া আর কেউ জানে না যে রাফির ল্যাপটপে এমন লক ইনস্টল করা আছে। ল্যাপটপ খোলার পর সিস্টেম মেসেজ শো করে যে কয়েকবার ল্যাপটপটি ওপেন করার চেষ্টা করা হয়েছিলো, পাসওয়ার্ড ঠিক ছিলো কিন্তু লীড সঠিক এংগেলে খোলা হয়েছিলো না বিধায় ল্যাপটপ আনলক হয় নি। রাফির সিকিউরিটি প্রোটোকল অনুযায়ী কম্পিউটারের ওয়েবক্যাম প্রতিবার আনলক ট্রায়ালে ইউজারের ছবি তুলে রাখার কথা, কিন্তু মাফিয়া গার্লের ভয়ে ক্যামেরার উপর পর্দা দিয়ে দেয়ায় ছবিগুলো সব কালো হয়ে আছে। রাফির অনুপস্থিতিতে কেউ রাফির ল্যাপটপে হাত দেয়ার কথা না, তাহলে!!!

তোহা - (পেছন থেকে) বাহ, এই নাকি তার খেতে ইচ্ছা করছিলো না আর এখন খেয়ে দেয়ে বসে পড়েছেন তিনি তার ধ্যানে।

রাফি - (এক হাত চেয়ারের উপর দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে) আচ্ছা আমি যাওয়ার পর আমার ল্যাপটপে কে কে হাত দিয়েছিলো?

তোহা - (কপাল কুঁচকে) কেন? জেল জরিমানা করবে?

রাফি বুঝতে পারে তোহা কোন কারনে তেঁতে আছে। তাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রাফি, তোহার দিকে এগিয়ে যায়। রাফিকে এগিয়ে আসতে দেখে বিছানায় বসে পড়ে তোহা। রাফি তোহার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে।

রাফি - কি হয়েছে, এত ক্ষেপে আছো কেন?

তোহা - (অন্যদিকে তাঁকিয়ে)

রাফি - এতো রাগ আমার উপর। এইযে দেখো, আমি চলে এসেছি তো।

তোহার চোখ টলটল করতে থাকে।

তোহা - এভাবে কেউ উধাও হয়ে যায়! ট্রেনিং এ যাচ্ছে বলে বিমানে উঠলে তারপর থেকে প্রতিটা দিন আমার কাছে এক এক বছর মনে হয়েছে। একদিকে তোমার বাবা মা অন্য দিকে আমার বাবা মা।

সবার কি হাল হয়েছে দেখেছো!!!

রাফি দেখলো তোহা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সবটুকু বলে যাচ্ছে কিন্তু রাফির দিকে তাকাচ্ছে না। রাফি গালটা ধরে তোহার মুখটা ঘুরিয়ে সামনাসামনি করে।

রাফি - কিছু ভুল ছিলো। কিছু বিশ্বাস ছিল। আর কিছু ভালোবাসা ছিলো। তাই তো এখন আমি তোমার সামনে দাঁড়াতে পেরেছি। এইযে দেখো আমি চলে এসেছি, আর কোন সমস্যা হবে না।

বলে তোহার মাথাটা বুকে টেনে নিলো রাফি। বুকের মাঝে জায়গা পেয়ে তোহা আরো কিছুক্ষণ চোখের জল নাকের জল ঝাড়িয়ে শান্ত হয়।

রাফি - এখন কি বলা যায় মহারানী ? কে ওপেন করতে চেয়েছিলো ল্যাপটপটা?

তোহা - (বুক থেকে মাথা বের করে নাক টানতে টানতে) আমি কয়েকবার ওপেন করতে চেয়েছিলাম। তোমার মা বাবা আমার বাবা মায়ের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন ভিডিও কলে। ল্যাপটপে সুবিধা হবে জেনে ট্রাই করেছিলাম। বাবা পাসওয়ার্ড বলে দিয়েছিলেন, হয়তো তার পর তুমি চেজ করে দিয়েছো। তাই আর খুলতে পারি নি। পরে ফোন দিয়েই কাজ চালিয়েছি।

রাফি - (কিছুক্ষণ চুপ করে) আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি রেষ্ট নাও। আমি একটু আপডেট নেই।
রাফির কথা শুনে তোহা শুয়ে পড়ে বিছানায়। রাফি কিছুক্ষণ তোহার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে উঠে
পড়ে। টেবিল থেকে ল্যাপটপটা তুলে নিয়ে পারিবারিক লাইব্রেরীর দিকে চলে যায় রাফি। রাফির দাদা
ইংরেজ আমলের লোক ছিলেন। জাঁদরেল আর রাশভারী টাইপ। তার নেশা ছিলো বই পড়া, ব্যাস!
নিজের পড়া বইগুলো দিয়ে পুরোদস্ত একটা পাদিবারিক লাইব্রেরী করে ফেলেন। রাফি এখন যে
কাজগুলো করববে তা তোহার সামনে না করাই ভালো কারন তোহাও একজন কম্পিউটার সায়েন্সের
স্টুডেন্ট। রাফি চায় না যে তোহা কোনভাবে বুঝতে পারক রাফি একটা আর্টিফিশিয়াল
ইন্টেলিজেন্সের সাথে কথা বলছে। পারিবারিক লাইব্রেরীতে তুকে দরজা বন্ধ করে দেয় রাফি।
চারিদিকে বুকসেন্�্স আর জানালার মাঝখানে রাখা টেবিলে ল্যাপটপটি রেখে বসে পড়ে রাফি।
ল্যাপটপের স্ট্যাটাস চেক করে দেখতে থাকে, কোন সমস্যা নেই বুঝে ল্যাপটপটার সাথে নিজের
ফোনকে কানেক্ট করে রাফি। ফোনের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পিকাচুর সাথে কানেক্ট করে রাফি।
পিকাচু - হাই, রাফিউল। what next?

রাফি - পিকাচু, নিউক্লিয়ার এক্টিভেশন কোড সংক্রান্ত কোন কমান্ড আমি তোমাকে দেই নি। তাহলে
তুমি কেন এই রিলেটেড ইনফো সংগ্রহ করেছো?

পিকাচু - পিকাচু তার knowledge থেকে বলছে, একটি নিউক্লিয়ার ওয়্যারহেড এক্টিভেট করতে হলে
বেশ কিছু স্টেপস রয়েছে যার ভেতর অন্যতম হলো নিউক্লিয়ার এক্টিভেশন কোড। রাশিয়ান
নিউক্লিয়ার সাবমেরিন রিলেটেড সকল ডাটাতে শুধুমাত্র এই একটা জিনিস ই বাকি ছিলো যা
সাবমেরিনে থাকা নিউক্লিয়ার ওয়্যারহেডগুলোকে এক্টিভেট করতে পারে।

রাফি - আর ডিক্রিপ্টেড মেসেজগুলো?

পিকাচু - শেষবার যখন মিলিটারি নেটওয়ার্কে একসেস করা হয়েছিলো তখন প্রথমবারের জন্য পিকাচু
ওই এনক্রিপ্টেড মেসেজগুলো পায় যা ডিক্রিপশন কোড পিকাচুর knowledge এ ছিলো না। কিন্তু
প্রতি মিনিটে মিলিটারি নেটওয়ার্কে থেকে পাঠানো এনক্রিপ্টেড মেসেজ এবং সেই অনুষাই মিলিটারি
মুভমেন্ট ও এক্টিভিটিস ফলোআপ করে পিকাচু এনক্রিপশন ক্রাক করতে সক্ষম হয়েছে।

পিকাচু নিজেকে ইভল্ভ করছে দেখে রাফি যার পর নাই অবাক হলো। মিলিটারি নেটওয়ার্কে যে
এনক্রিপশন ব্যবহার করা হয় তা সাধারণত এনালগ হয়ে থাকে এবং নির্দল এনক্রিপ্টেড মেসেজের
অর্থ শুধুমাত্র তারাই বুঝতে পারবে যাদের উদ্দেশ্যে মেসেজটি পাঠানো হয়েছে। এমন এনালগ
এনক্রিপশনের অর্থ কয়েক হাজার রকমের হতে পারে অথচো পিকাচু অবলীলায় লুকোচুরি ধরে
ফেললো।

রাফি - that's brilliant, Pikachu. কিন্তু নিউক্লিয়ার সাবমেরিন খোয়া গিয়েছে এমন রিপোর্ট তো কোথাও
আসে নি। স্যাটেলাইটের কথাও বলা হয় নি কোথাও। এতকিছু ঘটে গেলো অথচো কোন রিপোর্টিং হবে
না, এটা কেমন কথা?

পিকাচু - Searching new data..... accessing newsfeeds.....

রাফি অপেক্ষা করতে থাকে পিকাচুর সার্চ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত।

পিকাচু - search complete No public records found.

রাফি এমনটাই আশা করছিলো, আগেরবারও যখন পিকাচু এইসব নিয়ে সার্চ করেছিলো তখনও কোন
রেকর্ড পাওয়া যায় নি। তবে এবার মিলিটারি নেটওয়ার্ক থেকে বেশ কিছু ইনফরমেশন পাওয়া
গিয়েছে। রাফি পিকাচুর ডিক্রিপ্ট ডেটা নিয়ে গবেষণা করতে বসে যায়। প্রতিটা মেসেজ শুধুমাত্র

দুইটা স্টেশনের ভেতর আদান প্রদান হয়েছে। অন্য কোন স্টেশনে এই সাবমেরিন অথবা স্যাটেলাইট নিয়ে কোন ধরনের আলোচনা হচ্ছে না। ব্যপারটা বেশ ঘোলাটে লাগলো রাফির কাছে।
রাফি আরো ডিপলী এনালাইসিস শুরু করলো। এত বড় ঘটনার বর্ননা শুধুমাত্র দুইটি স্টেশনের ভেতর আদানপ্রদান কেন হবে! আর যে কোন মিলিটারি চেইন অব কমান্ড অবশ্যই ফলো করার কথা।
সেক্ষেত্রে অবশ্যই দুইটি স্টেশনে বেশী চ্যানেলে এই এনক্রিপ্টেড মেসেজ ট্রান্সমিট করার কথা।
রাফি - পিকাচু, নিউক্লিয়ার সাবমেরিন যেদিন প্রশান্ত মহাসাগরে যাত্রা করেছিলো সেইদিনকার ওই
এলকার স্যাটেলাইট ফুটেজ বা ওই রিলেটেড যে কোন ভিডিও ফুটেজ থাকলে খুঁজে বের করো।

পিকাচু - accessing satellite control.....

Searching for related images and videos

Feeding satellite images

পিকাচু ল্যাপটপের স্ক্রীনে সপ্তাহ তিনি আগের স্যাটেলাইট ইমেজ দেখায় যেখানে নেভাল কমান্ডের সিকিউর বেজ এর পল্টুন এ একটি সাবমেরিন দাঢ়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ছবিগুলোতে আরো দেখা যায় নেভাল বেজের আনুষ্ঠানিকতা শেষে কয়েকজন অফিসার সাবমেরিনটিতে প্রবেশ করেন এবং পন্টুন ছেড়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং এক সময় ডুব দেয়।

ছবিগুলো থেকে বিশেষ কোন কলু না পাওয়া গেলো না, কারন সাবমেরিন সাগরে ডুব দেয়ার পর কোন দিকে গিয়েছে তা স্যাটেলাইট ইমেজিং এ ধরা একেবারে অসম্ভব বলা চলে। উত্তর মেরুর শীতল শ্রেতের কারনে থার্মাল ইমেজ ও কাজ করবে না এখানে। সাবমেরিনকে ট্রাক করতে হলে সাবমেরিনের ট্রাকিং ডিভাইস কোড ক্রাক করতে হবে যার একসেস শুধুমাত্র স্যাটেলাইট স্টেশন ও স্যাটেলাইটিটাই আছে। স্যাটেলাইট স্টেশনকে ভাইরাস দিয়ে ডিজেবল করে দেয়ার ফলে একসেসটি চলে যাওয়ার কথা সন্ত্রাসী হ্যাকারদের হাতে।

কিন্তু এখানে ব্যপারটা তো আরো ঘোলাটে হয়ে যায়। সাবমেরিনটি সাগরে ডুব দেয়ার পর সাবমেরিনের ভেতরে কারো ঢোকা সম্ভব না। সাবমার্জ হবার পর এমন কি ঘটলো যাতে সকল কমিউনিকেশন বন্ধ হয়ে গেলো। হতে পারে ভেতর থেকেই কেউ এই কাজ করেছে!!!!

রাফি - পিকাচু, সাবমেরিনটি কাকে কাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলো তার লিষ্ট বের করো।

পিকাচু - Accessing Military Database.....

Searching primary data.....

NO DATA FOUND.....

রাফি - মানে কি? মিলিটারি ডাটাবেসে কোন রিপোর্ট নেই!

পিকাচু - সকল ডেটা অফ দ্য গ্রাউন্ড করে ফেলা হয়েছে। কোন ডেটা পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি সাবমেরিনের অস্তিত্ব ও খাতা কলম থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

রাফি - তাহলে এই ছবি কোথা থেকে কালেক্ট করলে?

পিকাচু - এগুলো বৃটিশ ইন্টেলিজেন্স নিয়ন্ত্রিত একটি সার্ভেইল্যান্স স্যাটেলাইট থেকে সংগ্রহ করা।

স্যাটেলাইটের রেকর্ড আনুযায়ী রিপোর্টেড সাবমেরিন চুরি হবার কিছুদিন আগ থেকে বৃটিশ ইন্টেলিজেন্স তাদের স্যাটেলাইটের সাহায্যে ওই নেভাল বেজের উপর নজর রাখছিলো।

রাফি - ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স হঠাৎ সেই নেভাল বেসে কেন নজরদারি বাড়ালো যেই বেজ থেকে সাবমেরিন চুরি হয়েছে? তাহলে কি বৃটিশ ইন্টেলিজেন্স কিছু আঁচ করতে পেরেছিলো!

পিকাচু - সেটা ক্লিয়ার নয় তবে সাবমেরিন সাবমার্জ হবার পর বৃটিশ ইন্টেলিজেন্সের স্যাটেলাইটটি নেভাল বেসের উপর সার্ভেইল্যান্স বন্ধ করে দেয়।

রাফির মনে খটকা লাগে। রাশিয়ান বেসের উপর বৃটিশ ইন্টেলিজেন্স নজরদারি শুরু করলো কেন, তাও আবার সেই বেজ যেখান থেকে সাবমেরিনটি যাত্রা শুরু করেছিলো!!!

রাফি - পিকাচু, বৃটিশ ইন্টেলিজেন্স এর কাছে কি তাহলে সাবমেরিন চুরির ব্যপারে আগ থেকেই কোন ইনফরমেশ ছিল!

পিকাচু - Analyzing

বেশ কিছুক্ষণ পর পিকাচু রিপোর্ট জানায়,

NO RESULTS FOUND.

রাফি - এটা কেমন কথা! স্যাটেলাইটে নেভাল বেজের ছবি রয়েছে অথচো অন্য কোথাও এর মেনশন নেই!!!

পিকাচু - স্যাটেলাইট ইমেজগুলো নেয়া হয়েছে ব্যকআপ মেমরী সার্ভার থেকে। প্রাইমারি মেমরী থেকে এই ছবিগুলো সরিয়ে দেয়া হয়েছে অনেক আগেই। ব্যকআপ মেমরী থেকে ডাটা রিমুভ হতে সময় লাগবে। তবে আনঅথরাইজড লগইন একসেস দেখা যাচ্ছে।

রাফি স্যাটেলাইট একসেস লগ চেক করতে শুরু করলো। আনঅথোরাইজড লগইন মানে হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এর স্যাটেলাইট হ্যাক!! কারা এরা! ব্রিটিশ রাশিয়ান কাউকেইই ছাড়ছে না! রাফি চেক করলো সাবমেরিন ডুব দেয়ার পর ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স স্যাটেলাইটের কন্ট্রোল আবার নিয়ে নেয়। বলা যায় সাবমেরিন সাবমার্জ হ্বার পর যারা আনঅথরাইজড ভাবে স্যাটেলাইটটি ব্যবহার করছিলো তারা ছেড়ে দিয়েছিলো স্যাটেলাইটের কন্ট্রোল। তারাই মুছে দেয় স্যাটেলাইটে থাকা প্রাইমারি মেমরী।

রাফি ল্যাপটপ থেকে হাত তুলে নেয়। চেয়ারে হেলান দিয়ে চুলের ভেতর হাত গুঁজে দিয়ে ঘরের সিলিং এর দিকে তাঁকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

রাফি - কোন ক্লুই ক্লিয়ার না পিকাচু। খুবই সতর্কতার সাথে প্রতিটি কাজ সমাধান করেছে হ্যাকারগুলো।

রাফির ভাবনায় বাধ সাধলো মাফিয়া গার্ল। রাফি ভাবতে থাকলো মাফিয়া গার্ল এতো ইনফরমেশন কোথায় পেলো? কোথাও তো এত ইনফরমেশন নেই! প্রতিটা ইনফরমেশন লীড বের করতে রাফি এবং পিকাচুর যথেষ্ট নাকানিচুবানি থেতে হচ্ছে। তাহলে মাফিয়া গার্ল কিভাবে এত সব ইনফরমেশন পেয়ে গেলো!!

ব্যস্ততা র জন্য এখন থেকে ৪৮ ঘন্টা অন্তর গল্পের পর্ব পোষ্ট করা হবে। গল্পের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।

আর হ্যাঁ, গঠনমূলক মন্তব্য করবেন আশা করি।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_৩

#পর্ব_২

মাফিয়া গার্লের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে। কোথা থেকে এত ইনফরমেশন পেলো সে, আর যে বিষয়টা মিডিয়া তো দূর, নেভাল বেজ এর সিকিউর লাইনেও সরাসরি আলোচনা করা হচ্ছে না সেখানে মাফিয়া গার্ল কিভাবে!!!!!!

রাফি - পিকাচু, মাফিয়া গার্লকে কানেক্ট করো।

পিকাচু - মাফিয়া গার্লকে ব্লক করে রাখা হয়েছিলো, আনব্লক করবো!

রাফি - হ্যাঁ, আর এখনই কানেক্ট করো। আমার কথা বলতে হবে মাফিয়া গার্লের সাথে।

পিকাচু - unblocked..... connecting.....

Connection failed

Retrying..... Connection failed

পিকাচু বার বার চেষ্টা করতে থাকলো কিন্তু কিছুতেই মাফিয়া গার্লকে পাওয়া গেল না।

রাফি - কানেকশন ফেইলড হচ্ছে কেন?

পিকাচু - হয় নাস্তারটি আউট অব রীচ অথবা ব্লক করে দেয়া হয়েছে। অপারেটর থেকে জানাচ্ছে নাস্তারটির কোন অস্তিত্ব নেই।

রাফি কিছু একটা বলবে তার আগেই পিকাচু একটা মেসেজ এলার্ট দিলো, রাফি ল্যাপটপের মনিটরের দিকে ঝুকে পড়লো। আনন্দেন সোর্স থেকে মেসেজ এসেছে।

"You choose your own path. From now on, You have to walk alone. You left me, I left you too."

রাফি চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা লম্বা শ্বাস নেয়। ঠিকই তো, যাকে সন্দেহ করে ছেড়ে এসেছে রাফি তার সাথে কাজ করা বা সেটা আশা করা যায় না। রাফি জানে যে এই মাফিয়া গার্ল রাফির জীবনের সবচেয়ে বড় বড় ঝড়গুলোকে একলা হাতে সামাল দিয়েছে। নিজের আপনজনও এভাবে সাহায্য করে না কখনো। কিন্তু রাফির ই বা কি করার ছিল? মাফিয়া গার্ল রাফিকে যে ধোঁয়াশার ভেতর রেখেছিল তাতে করে রাফি কেন, যে কোন মানুষই নিজেকে বন্দি মনে করবে। রাশিয়ার কথা বলে অন্য আর এক দেশে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখা, বাবা মায়ের সাথে কথা বলতে না দেয়া! এগুলো সন্দেহের বীজ কেন বুনবে না রাফির মনে?

রাফি বুঝতে পারে যে হয়তো মাফিয়া গার্ল থেকে আর কোন সাহায্য পাবে না রাফি, এছাড়াও প্রচন্ড দূর্বল লাগতে থাকে শরীর। এত লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে ফেরার পর এখনো ঠিকমত একটা ঘুম দিতে পারে নি রাফি। পিকাচুকে স্ক্যানিং কমাল্ড দিয়ে রাফি তার ল্যাপটপের লীড বন্ধ করে। ফোন আর ল্যাপটপ নিয়ে লাইব্রেরী থেকে বের হয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে থাকে রাফি। তখন রাফির ফোনে মেসেজ আসে। একটা আনইউজুয়াল ইমেইল এন্ড্রেস থেকে মেইল পেল রাফি।

"Consider it as my last favor, my source and info about the nuclear submarine."

মেসেজ বডিতে এতটুকু লেখা ছিলো আর নিচে একটা আইপি এন্ড্রেস।

রাফি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলো যে এখন আবারও ল্যাপটপ নিয়ে বসার শক্তি পাচ্ছিলো না। বিশ্রাম, ঘুম অত্যাবশ্যক হয়ে দাঢ়িয়েছে। তাই তুলু তুলু চেখে মেইলটা ফোন থেকে পিকাচুর কাছে ফরোয়ার্ড করে দেয় রাফি, এ্যানালাইসিসের জন্য। ততক্ষণে তুলতে তুলতে রাফি নিজের ঘরের সামনে চলে এসেছে। তোহা জেগেই ছিলো, রাফিকে আসতে দেখে তোহা দরজার কাছে চলে আসে, রাফি ল্যাপটপ আর ফোনটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বিছানার কাছে আসে, ততক্ষণে রাফি ঘুমের অতল ঘোরে হারিয়ে যায়। তোহা বিছানার পাশে এসে বসে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাফির দিকে তাঁকিয়ে থাকে মিসেস রাফি।

বেশ বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে রাফি। ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া করে নেয়। খাওয়াদাওয়া শেষে উঠেনে এসে বসে রাফি। প্রকৃতির হাওয়া বাতাস খেতে খেতে মোবাইলে এলার্ট আসে পিকাচুর। আবার কি হলো ভাবতে ভাবতে রাফি নিজের রুম থেকে ল্যাপটপটা নিয়ে পারিবারিক লাইব্রেরীতে চলে যায়। দরজাটা চেপে দিয়ে বসে পড়ে ল্যাপটপ নিয়ে। ফোনটা কানেক্ট করে ল্যাপটপ দিয়ে কাজ শুরু করে রাফি। গতরাতে মাফিয়া গার্লের পাঠানো আইপি এন্ড্রেস এ্যানালাইসিস করেছে পিকাচু। এ্যানালাইসিসের সামারি তুলে ধরলো রাফির সামনে পিকাচু। আইপি এন্ড্রেসে কতগুলো ডিকোডেড মেসেজ, মিশন রিপোর্ট সহ আরো অনেককিছু রয়েছে যা রাফি বা পিকাচু কেউই খুজে পায় নি। সবগুলো ডিক্রিপশনই ব্লক করে রাখা যা সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। রাফি বুঝতে পারে যে মাফিয়া গার্ল ই এমনটি করে রেখেছে। ডিক্রিপ্টেড মেসেজগুলো যদি পাইকলি বের হয়ে যায় তাহলে সারা দুনিয়ায় এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে আর সাবমেরিনে থাকা বোমাগুলোর একটিও ব্যবহার না করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে চলে যাবে পৃথিবী। রাফি ডাটাগুলো দেখতে থাকলো। সাবমেরিনে থাকা নিউক্লিয়ার বোমা গুলো এক্টিভেট হয়েছে কি না তা জানার জন্য একটা অথরাইজেশন কোড দেয়া আছে ডাটাগুলোর ভেতরে। পিকাচু অনেক আগেইই কোডটির ডায়গনসিস করে নিউক্লিয়ার বোমাগুলো এক্টিভেট হয় নি সেই রিপোর্ট জানিয়েছে।

রাফির কাছে এটাও খটকা লাগলো, নিউক্লিয়ার বোমা এক্টিভেট করতে হলে স্যাটেলাইট এবং সাবমেরিনকে একই এলাইনমেন্টে আসতে হবে এবং সাবমেরিনকে পানির উপর ভেসে উঠতে হবে। তাহলে এই অথরাইজেশন কোড কিসের?

অফিশিয়ালি নিউক্লিয়ার এক্টিভেট করা হয়েছে কি না তাই? রাফি পিকাচু কে অথরাইজেশন কোড সিস্টেমে বসাতে নিষেধ করে দেয়।

রাফি - পিকাচু, হ্যাক হওয়া সাবমেরিন কন্ট্রোল স্যাটেলাইটটি ট্রাক করতে পারবে?

পিকাচু - tough but not impossible. Accessing global satellite network

পিকাচু পৃথিবীর চারপাশে থাকা সকল মিলিটারি স্যাটেলাইট চেক করতে শুরু করে। এছাড়া মাফিয়া গার্নের দেয়া ডেটা অনুযায়ী স্যাটেলাইটের অর্বিটাল রেজ জানার কারনে পিকাচুকে স্যাটেলাইটটি খুঁজতে খুব বেশী সময় লাগে নি।

পিকাচু - Got it.

রাফি - স্যাটেলাইটটির অর্বিটাল পাথ রেকর্ড করো। স্যাটেলাইটটির ঘাতায়াত পথ আইডেন্টিফাই করতে পারলে সাবমেরিন কোথায় কোথায় থাকতে পারে তার একটা সন্তাব্য চার্ট তৈরী করা সন্তুষ্ট হবে।

পিকাচু পুরো স্যাটেলাইটের অর্বিটাল পাথ রেকর্ড করে চার্ট প্লটে শো করলো যা পৃথিবীর ম্যাপের উপর কোথা দিয়ে স্যাটেলাইট প্রদক্ষিণ করছে তা শো করছে। তবে পিকাচু নতুন একটা ইনফরমেশন দিলো। স্যাটেলাইট একটি নয়, বরং তিনটি যা একই কক্ষপথে একই সাথে ট্রায়াঙ্গেল মেইনটেইন করে একই তালে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। যে কারনে একই সাথে যে কোন একটি স্যাটেলাইট সোজা দাঁড়ালে কমিউনিকেশন সন্তুষ্ট। রাফি এবার আরো বিপদে পড়ে গেলো। তিনটি স্যাটেলাইট চার্ট প্লটে ঘূরছে অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন পয়েন্টে আক্রমণ হানা সন্তুষ্ট। এই তিনটি স্যাটেলাইট পুরো পৃথিবীকে কভার করছে।

রাফি - পিকাচু, যেহেতু স্যাটেলাইটগুলো একসেস করতে স্পেশাল নেটওয়ার্ক সিস্টেম ও একসেস প্রয়োজন তাই খুজে বের করো কোথা থেকে এই স্যাটেলাইটে কমিউনিকেশন এস্টাবলিশ করা হচ্ছে।

পিকাচু - অলরেডি চেকিং করা হয়ে গেছে। এটা একটি অফ দ্য গ্রীড নেটওয়ার্ক ফ্যাসিলিটি যা

শুধুমাত্র স্যাটেলাইটের সাথে কমিউনিকেশন রাখছে।

রাফি - অফ দ্য গ্রীড হলে তুমি কিভাবে খুজে পেলে?

পিকাচু - ফ্যাসিলিটি থেকে প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন ইন আউট করার জন্য একটা রেগুলার কানেকশন দেয়া আছে যা সিস্টেম থেকে আলাদা রয়েছে।

রাফি - পিকাচু, ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে যতপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করা সন্তুষ্ট, সংগ্রহ করো।

রাফি বুঝতে পারে ফ্যাসিলিটি টি অফ দ্য গ্রীড হলে খুবই পাওয়ারফুল হবে সন্ত্রাসীরা, শুধুমাত্র এই স্যাটেলাইট আর সাবমেরিন কন্ট্রোল করার জন্য পুরো একটা ফ্যাসিলিটি দখল করে রেখেছে।

পিকাচু লেগে গেছে ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে যতটা সন্তুষ্ট ইনফরমেশন কালেক্ট করতে। কিন্তু অফ দ্য গ্রীড হওয়ার জন্য খুব একটা ইনফরমেশন পাওয়া যাবে না এটাও জানে রাফি। এতটা সতর্কতা মেনে এতবড় ফ্যাসিলিটি সরকারের নাকের নীচ দিয়ে পরিচালনা করা যাব তার সামর্থ্যের বিষয় না। মাফিয়া গার্ল ঠিকই বলেছিলো, এই মিশন এতটা সহজ হবে না।

বিঃদ্রঃ পারিবারিক কিছু সমস্যার কারনে গল্প দিতে পারছি না। ১ সন্তান পর থেকে নিয়মিত গল্প আসবে ইনসাল্লাহ। দোয়া করবেন। দুঃখিত ও ধন্যবাদ।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_৩

#পর্ব_৩

এতটা সতর্কতা মেনে এতবড় ফ্যাসিলিটি সরকারের নাকের নীচ দিয়ে পরিচালনা করা যার তার সামর্থ্যের বিষয় না। মাফিয়া গার্ল ঠিকই বলেছিলো, এই মিশন এতটা সহজ হবে না।

এত পাওয়ারফুল ফ্যাসিলিটি চালাতে হলে তো একদল অপারেশন কন্ট্রোল এক্সপার্টের প্রয়োজন। এছাড়া স্যাটেলাইটের সাথে কানেক্ট করার জন্য তো স্পেশাল এন্টেনার প্রয়োজন পড়বে যা শুধুমাত্র ওই স্যাটেলাইটগুলোর সাথে কানেক্ট করার কাজ করবে। একদল হ্যাকারের পক্ষে কিভাবে এমন একটা ফ্যাসিলিটি তৈরী করা সম্ভব? আর ফিজিক্যাল স্টাবলিশমেন্ট এভাবে ওপেন রেখে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করা কিভাবে সম্ভব!

রাফি - পিকাচু, তুমি কি ফ্যাসিলিটির লোকেশন ট্রেস করতে পেরেছো?

পিকাচু - ফ্যাসিলিটির একমাত্র অনলাইন কানেক্টিভিটি অনেক বেশী আনস্ট্যাবল। অনলাইন কানেকশন দিয়ে ফ্যাসিলিটির লোকেশন বের করা একপ্রকার অসম্ভব।

রাফি চিন্তায় পড়ে যায়। লোকেশন বের করার জন্য তো কোন না কোন রাস্তা বের করতেই হবে।

অনেকক্ষণ ভেবে রাফির মাথায় একটা পথ উঁকি দেয়।

রাফি - কানেকশন দিয়ে লোকেশন পাওয়া হয়তো টাফ কিন্তু আরো একটা উপায় আছে যা ট্রাই করা যেতে পারে। পিকাচু, তুমি কি এই তিনটি স্যাটেলাইটের ভেতর আলফা বা কন্ট্রোল স্যাটেলাইটটি খুঁজে বের করতে পারবে যেটা বাকি দুইটি স্যাটেলাইটকে কন্ট্রোল করছে? এটা তো বলা যায় এই ধরনের কম্প্লেক্স নেটওয়ার্কিং সিস্টেমে একটা আলফা স্যাটেলাইট থাকে যেটা অন্যান্য স্যাটেলাইটগুলোকে কন্ট্রোল করে!

পিকাচু - সেটা বের করতে হলে পিকাচুকে স্যাটেলাইটগুলোর ফিজিক্যাল স্ক্যান করতে হবে কারন স্যাটেলাইটগুলো একটার বেশী অথরাইজড একসেস গ্রান্ড করবে না আর অলরেডি একটা অথরাইজড একসেস রয়েছে স্যাটেলাইটগুলোতে। স্যাটেলাইটগুলো স্ক্যান করে তিনটি স্যাটেলাইটের হার্ডওয়্যার স্ট্যাটাস বের করতে পারলে পিকাচু বলতে পারবে কোন স্যাটেলাইট কন্ট্রোল স্যাটেলাইট।

রাফি - স্যাটেলাইটের ফিজিক্যাল স্ক্যান সম্ভব!

পিকাচু - খুবই আনকমন টেকনোলজি কিন্তু সম্ভব, অনেকটা এক্স রে দিয়ে হিউম্যান বডি স্ক্যান করার মত। Accessing facilitated satellite.....

Rerouting.....

Targeting subjected satellites.....

Scanning S1..... Scanning S2 Scanning S3.....

Comparing

Alpha satellite identified.

রাফি দেখতে পায় পিকাচু আলফা স্যাটেলাইটটিকে আইডেন্টিফাই করে তার অর্বিটাল লোকেশন পয়েন্টআউট করেছে।

রাফি - পিকাচু, তুমি কি এই আলফা স্যাটেলাইটটির উপর নজর রাখতে পারবে, কখন এই স্যাটেলাইটটি ডাটা রিসিভ করছে বা এক্টিভেট হচ্ছে। স্যাটেলাইটের ডাটা রিসিভিং পাথ দিয়ে তো ট্রাক করা যেতে পারে ফ্যাসিলিটিটাকে।

পিকাচু - পৃথিবী থেকে কোটি কোটি এন্টেনা আকাশের স্যাটেলাইটগুলোকে উদ্দেশ্য করে ডাটা নিষ্কেপ করে। যদি এর ভেতর থেকে একটা স্পেসিফিক অফগ্রাউন্ড এন্টেনার ডাটা ট্রাক করতে হয় তাহলে পিকাচুকে সারা পৃথিবীর সাইবার নেটওয়ার্কের কন্ট্রোল নিতে হবে।

রাফি এবার মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে। পিকাচু একটা আটিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর এখন পিকাচু কে যদি সাইবার ওয়ার্ল্ড কন্ট্রোল একসেস দেয়া হয় তাহলে তার ফলাফল কি হতে পারে তা এখনই ধারনা করা সম্ভব না রাফির পক্ষে। আর যা ই হোক এই গ্রামের বাড়ি বসে রাফির পক্ষে এতবড় কাজ করা সম্ভব নয়।

রাফি - পিকাচু, সময় হয়েছে NSA হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাওয়ার।

পিকাচু - পিকা পিকা।

...
সবাইকে রেখে আবার শহরে ফেরৎ যেতে চায় রাফি, কিন্তু কেউ ই রাজী হতে চায় না। রাফির মুখ দিয়ে রাফির বিদেশযাত্রার বিস্তারিত শোনার পর থেকে "না" শব্দটা একটা আইনে রূপান্তরিত হয়েছে। রাফি যতই যুক্তি প্রদান করে, রাফির মা বাবা ঠিক তার পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করতে থাকে। এতশত যুক্তিতর্কের মাঝে একমাত্র তোহাই নিশ্চুপ ছিলো। বাবা মা এর সাথে যুক্তিখন্ডন শেষে হয়তো নতুন প্রতিপক্ষ হিসেবে অপেক্ষা করছে তোহা। বাবা মা মৌখিকভাবে রাজী হলেও তাদের চেহারা দেখে কোনভাবেই মনে হয় না যে তাদের এই সম্মতি তারা মন থেকে প্রদান করেছে। এছাড়া কিছু করার ও ছিলো না তাদের, ছেলে বড় হয়েছে, চাকরী করছে, নিজের সংসার হয়েছে। এখন চাইলেও জোর খাটানো চলে না।

বাবা মা এর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রাফি। বাবা মা কে তো কোন একভাবে রাজী করানো গেছে, কিন্তু তোহা! রাফি নিজের রুমের দিকে এগোতে থাকে আর সেই কথাগুলো সাজাতে থাকে যেগুলো দিয়ে বাবা মা কে রাজী করিয়েছিলো সে।

রাফি নিজের রুমে চুকে তোহাকে খুঁজতে চোখ বোলায়। তোহা বিছানায় বসা ছিলো, রাফিকে দেখে উঠে দাঁড়ায় আর নির্লিপ্তভাষায় বলতে থাকে,

তোহা - আমি জানি তুমি কি বলতে চাও এবং এটাও জানি তুমি কি কি মনের ভেতর গুচ্ছিয়ে নিয়ে এসেছো।

বলে খানিকটা অভিমানী চেহারা করে রাফির দিকে তাকিয়ে থাকে। আচমকা তোহার আক্রমণে রাফির সাজানো শব্দবাহিনী ছন্দছাড়া হয়ে গেলো। এই মেয়েটার কাছে এতেও প্রেডিক্টেবল কিভাবে হয়ে গেলো রাফি সেটাই বুঝতে পারে না।

রাফি - আসলে প্রয়োজনটাই এমন। যেতেই হবে।

তোহা - আমি তোমাকে বাধা দিবো না তবে একটা শর্ত রয়েছে।

তোহার সম্মতির কথা শুনে রাফি অনেকটা হাফ ছেড়ে বাঁচে কিন্তু শর্তের কথা শুনে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ গলা পর্যন্ত এসে আটকে যায়।

রাফি - শর্ত! কি শর্ত?

তোহা - আমাকেও তোমার সাথে নিয়ে যেতে হবে।

গলায় আটকে থাকা আনন্দটুকু আবার গিলে ফেলে রাফি। তোহা যদি সাথে যায় তাহলে একটা বড় পিছুটান থেকে যাবে।

রাফি - তোমাকে কিভাবে নিবো, এটা মোটেই নিরাপদ নয়। তাছাড়া গ্রামে মা বাবার দেখাশোনা কে করবে?

তোহা - পাল্টা যুক্তি দিয়ে লাভভ হবে না। যদি আমার অনুমতি চাও তাহলে শর্ত মানতে হবে। এর কোন বিকল্প পথ নেই।

রাফি কিছু বলতে যাবে কি তার আগেই তোহা কানে হেডফোন গুজে দিয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে গুনগুন শুরু করে দেয়। রাফির হাতে হ্যায় কোন পথ ও খোলা থাকে না। রাফি বিছানার অপরপাশে গিয়ে বসে, তোহার দিকে করুন দৃষ্টিতে তাকালেও একটা জিনিস ঠিকই বুঝতে পারে সে, তোহার মন প্রান আত্মা সব ওই হেডফোনে চলতে থাকা গানে ডুবে আছে, রাফি এখন কিছু বললেও তোহার কান পর্যন্ত পৌছাবে বলে মনে হয় না। তাই হাল ছেড়ে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়লো রাফি। রাফিকে শুয়ে পড়তে দেখে পেছন থেকে উঁকি দেয় তোহা, মুচকি একটা হাসি দিয়ে আবারো গান শোনায় মনোযোগ দেয় তোহা।

.....
রাফি তৈরী হয় তোহাকে নিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য। রাফি তোহাকে সাথে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বাবা মা এর দুষ্পিত্তা বাড়ছে না কমছে তা বোঝা গেলো না। মায়ের কাছে থাকা ফোনটা সবসময়

কাছে রাখতে বলে রাফি। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাফি এবং তোহা বেরিয়ে পড়ে শহরের উদ্দেশ্যে। রাফি রকিবের সাথে কথা বলে একটা থাকার ব্যবস্থা করেছে, সাথে তোহা না থাকলে হয়তো এতটা আয়োজনের ও প্রয়োজন ছিলো না। শহরে পৌছে রকিবের সাথে দেখা করে রাফি। রকিবদের বাসার উপরের তলা খালি পড়ে আছে। রকিবের বড়ভাইয়ের ফ্লাট। বড়ভাই বিদেশ থাকে স্বপরিবারে তাই ফুল ফার্নিশড। রাফি এবং তোহা গিয়ে উঠে পড়ে সেখানে।

রকিব - এখানে তোরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারিস। কোন সমস্যা হবে না। যদি কোনকিছুর দরকার পড়ে তো নিচে এসে যে কাউকে বললেই হবে।

রাফি - নেট কানেকশন লাগবে দোষ্ট। হাইস্পিড।

রকিব - একটু পর লোক এসে লাগিয়ে দিয়ে যাবে। বিল আর ইনস্টলেশন চার্জ দিয়ে দিস।

রাফি - ধন্যবাদ দোষ্ট।

রকিব - তুলে রাখ তোর ধন্যবাদ। ট্রিটগুলো দেয়া শুরু কর জলদি। এখন রেষ্ট নে।

রাফি আর কথা বাড়ায় না। বেশ ছিমছাম বাড়ি। ৫ তলা বিল্ডিং এর চতুর্থ তলার একটা ফ্লাট। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই বা হাতে ড্রয়িং রুম, ডান দিকে একটা গেষ্ট রুম হবে হয়তো। সোজা সামনে ডানদিকে ডায়নিং এবং কিচেন + স্টোররুম আর বাম দিকে দুইটা বেডরুম পাশাপাশি। মাস্টার বেডরুমের সাথে একটা মাঝারী আকারের স্ট্যাডিভুম। সবগুলো রুমেই বিশাল বিশাল জানালা। রাফি কোনমতে হাতমুখ ধুয়ে এসেই গা এলিয়ে দেয় বিছানায়, একটা ফ্রেশ ঘুম দরকার।

সন্ধ্যার একটু পর ঘুম ভাঙ্গে রাফির। ততক্ষণে তোহা রান্নাঘরটা নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে। মাঝে রকিব এসে হালকাপাতলা সদাই দিয়ে গেছে আর ইন্টারনেটের লাইনও টেনে দিয়ে গেছে সার্ভিস প্রোভাইডার। তোহা মোটামুটি তার নিজের কম্পিউটার দিয়ে সিস্টেম আর নেটওয়ার্ক স্পিড ডায়গনসিস করে নিয়েছে। রাফি বিছানা ছেড়ে ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নেয়। বাইরে বের হয়ে তোহার তৈরী বিকেলের নাস্তা খেয়ে বসে পড়ে ল্যাপটপ নিয়ে স্ট্যাডিভুমে। নেটওয়ার্কে কানেক্ট করে পিকাচুর সাথে লিংক তৈরী করে রাফি।

পিকাচু - খারাপ সংবাদ আছে। নিউক্লিয়ার অথরাইজেশন কনফার্ম হয়েছে।

অর্থাৎ নিউক্লিয়ার এক্টিভেশন ডিভাইসে অথরাইজড এক্টিভেশন কোড ইনপুট হয়েছে যেটা কিছুদিন আগে চুরি হয়েছিলো। রাফি থ হয়ে যায়। নিউক্লিয়ার এক্টিভেশন কোড ইনপুট করায় ডিভাইসটি অথরাইজড এ্যাটাকের জন্য সম্পূর্ণরূপে তৈরী। এখন শুধু স্যাটেলাইট এবং সাবমেরিনের সাথে কানেক্ট হবার অপেক্ষা। এরপর আর কোনভাবেই আটকানো যাবে না নিউক্লিয়ার হামলা। রাফি অথরাইজেশন টাইমআউট চেক করে দেখে মাত্র ৮ মিনিট আগে এক্টিভেশন কোড ডিভাইসে ইনপুট হয়েছে।

নিউক্লিয়ার এক্টিভেশন ডিভাইসে কোড ইনপুট করার জন্য একটা সিকিউর নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটির প্রয়োজন ছিলো যা অতি সন্তোষজনক লুকিয়ে ফেলেছে হ্যাকারগোষ্ঠী।

রাফি - তাহলে এখন যে কোন মুহূর্তে ভেসে উঠবে সাবমেরিনটি, নিজের কাছে থাকা নিউক্লিয়ার বোমাগুলোকে এক্টিভ করতে। পিকাচু, সাইবার নেটওয়ার্কের সকল চ্যানেলের একসেস নিয়ে নাও ঠিক যেভাবে প্লান করা হয়েছিলো। কিন্তু ফ্যাসিলিটি ডিটেক্ট করার পর সাইবার নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

পিকাচু - পিকা পিকা। Gaining full access.....

Rediscover all online channels.....

Identifying communication satellites....

রাফি তার ছোট ল্যাপটপ স্ক্রীনে পিকাচুর পুরো কার্যক্রম দেখতে পায়। একে একে সকল সাইবার চ্যানেলের একসেস নিয়ে নিচে পিকাচু।

পিকাচু - All network identification complete.

পিকাচুর হাতে অনলাইন কানেক্টিভিটির সকল নেটওয়ার্ক ও সাইবার লিংক এর কন্ট্রোল রয়েছে যা মোবাইল নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করে স্পেস শাটল কন্ট্রোল আপলিংক পর্যন্ত সবকিছুই।

রাফি - পিকাচু, সার্ভেইল্যান্স স্যাটেলাইটগুলো দিয়ে সেইসব জায়গায় নজরদারি বাড়াও যেসব জায়গায় এই স্যাটেলাইট তিনটির অর্বিটাল পাথ রেকর্ড করা আছে। আর আলফা স্যাটেলাইটের উপর নজর রাখো যে কখন সে ডাটা রিসিভ ও ট্রান্সমিট করছে।

পিকাচু - Deploying surveillance satellites...

রাফি প্লান আটতে থাকে কিভাবে ধরা যাবে এই সুচতুর চক্রটিকে।

স্ট্যাডিলমের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় তোহা,

তোহা - এইযে, শুনছেন? আপনি পুরো নেটওয়ার্ক অকুপাই করে রেখেছেন, আমি নেট ব্রাউজ করতে পারছি না একদমই।

রাফি - আজকের দিনটা ছেড়ে দাও, খুবই প্রেশারের ভেতর আছি।

তোহা দরজা ছেড়ে ভেতরে প্রবেশ করে, রাফি দরজা বরাবর মুখ করে বসায় তোহা ঘুরে রাফির পেছনে এসে দাঁড়ায়। স্ক্রীনে তখন সার্ভেইল্যান্স স্যাটেলাইটের স্ক্যানিং শো করছিলো।

তোহা - মহাসমুদ্রে কি খুঁজছেন নাবিক?

রাফি - ডুবে যাওয়া নৌকা খুঁজছি, যদি ভেসে ওঠে তাহলে আর ডুবতে দেবো না। এখন কাজ করতে দাও। কাজ শেষ করে আসছি।

তোহা রুম ছেড়ে চলে যায়, টিভির ভলিউম শুনে রাফি বুঝতে পারে যে মেয়েটা গাল ফুলিয়েছে।

রাফি - পিকাচু, যে কোন ধরনের এক্ষিভিটি হলে এলার্ম দিয়ো।

এই বলে রাফি তোহার দিকে উঠে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই পিকাচু এলার্ট অন করে দেয়। রাফি রুম থেকে বের হতে গিয়েও বের হয় না।

রাফি - পিকাচু, কি ধরতে পেলে?

পিকাচু - স্যাটেলাইটটি ডাটা রিসিভ করছে।

রাফি - পিকাচু, ডাটা ব্রেকার পালস ব্যবহার করো আর খুঁজে বের করো অফ দ্য গ্রীড ফ্যাসিলিটি। Initiating Data breaker pulse.....

পিকাচু যে প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তা অনেক এডভান্স লেভেলের প্রযুক্তি। পিকাচুর হাতে সাইবার নেটওয়ার্কের সকল চ্যানেলের একসেস থাকার কারণে নেটওয়ার্ক পালস ব্যবহার করে অফ দ্য গ্রীড স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটগুলো বেছে বেছে আইসোলেট করতে পারবে। এটা অনেকটা রাতের বেলা আকাশ থেকে একটা শহরের উপর এমনভাবে নজরদারি রাখা মত যেখান থেকে প্রতিটা বাড়িতে জ্বলা আলো পর্যবেক্ষণ করা যায়। এরপর ওই পুরো শহরের ইলেক্ট্রিসিটি অফ এবং অন বা পালস ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করা। যে সব বাড়িতে জেনারেটর বা আই পি এস বা যে কোন ধরনের সেল্ফ সাস্টেইনিং পাওয়ার সোর্স রয়েছে, বিদ্যুৎ চলে গেলেও সেইসব বাড়ির আলো নিভে যাবে না।

আর এইভাবে পুরো শহরের কোন কোন বাড়িতে সেল্ফ সাস্টেইনিং পাওয়ার সোর্স রয়েছে তা আইডেন্টিফাই করা সম্ভব। এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করছে পিকাচু। এখানে শহরের জায়গায় সমস্ত পৃথিবী আর ইলেক্ট্রিসিটির বদলে সারা পৃথিবীজুড়ে জালের মত ছড়িয়ে থাকা সাইবার নেটওয়ার্ক।

পিকাচু কয়েকশো সার্ভেইল্যান্স স্যাটেলাইট দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত ডেটা ট্রান্সমিটিং চ্যানেলের উপর নজরদারি চালাচ্ছে যেন পালসের মাধ্যমে আলাদা করা অফ দ্য গ্রীড ফ্যাসিলিটি গুলো

আইডেন্টিফাই করতে পারে। পিকাচু ডেটা ব্রেকার পালসগুলো সাইবার নেটওয়ার্কে সব চ্যানেলে একসাথে ব্যবহার করবে তাও ন্যানোসেকেন্ডে, যেন হাইস্পিড ইন্টারনেট ইউজারও এই সামান্য পালস অনুভব করতে না পারে। যেহেতু রাফির খুঁজে চলা ফ্যাসিলিটি এখন ডেটা ট্রান্সমিট করছে সেহেতু এখনই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে ওই ফ্যাসিলিটিকে লোকেট করা সম্ভব।

পিকাচু পুরো পৃথিবীর নেটওয়ার্ক চ্যানেলকে ১৪ টি ভাগে বিভক্ত করে আর এক এক বারে এক একটা ভাগে ডাটা ব্রেকার পালস ব্যবহার করতে থাকে। কয়েকবার করে ডাটা ব্রেকার পালস ব্যবহার করে

প্রতিটা ভাগ থেকে অফ দ্য গ্রীড ফ্যাসিলিটিগুলো আইডেন্টিফাই করতে থাকে। ১৪ টি ভাগের সবগুলোতে পদ্ধতিটি ব্যবহার করে পিকাচু বেশকিছু ফ্যাসিলিটি আইডেন্টিফাই করেছে যার সবগুলোই অফ দ্য গ্রীড নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন স্থাপন করে থাকে এবং এই পুরো কাজটি শেষ করতে মাত্র ৪২ সেকেন্ড সময় নেয় পিকাচু।

পিকাচু - 145 off grid satellite facilities identified. Running diagnosis

পিকাচু স্যাটেলাইটটির অর্বিটাল পাথ এবং এ্যালাইনমেন্ট এনালাইসিস করে ১ টি ফ্যাসিলিটি আইডেন্টিফাই করে। এটি রাশিয়ার একটি পরিত্যক্ত শহরে অবস্থিত। স্যাটেলাইট ইমেজ সেখানে একটি বিশাল ভাংগা স্যাটেলাইট এন্টেনা শো করছে যা দেখতে ভাঙ্গাচোরা পরিত্যক্ত মনে হলেও পিকাচু ৯৪% কনফার্ম যে ওই এন্টেনা থেকেই ডাটা ট্রান্সমিট হচ্ছে।

রাফি চিন্তায় বসে যায়। নিউক্লিয়ার ডিভাইস এক্টিভ হয়ে গিয়েছে, এতদিন পর স্যাটেলাইটে আবারও ট্রান্সমিশন শুরু হওয়া মানে পানির নীচ দিয়ে সাবমেরিনটির ভেসে ওঠার সময় হয়েছে।

রাফি - পিকাচু, একটা স্যাটেলাইট দিয়ে ফ্যাসিলিটির উপর কড়া নজরদারি রাখো আর অর্বিটাল পাথ এর সোজাসুজি সাগরের উপর নজরদারি বাড়াও। যে কোন সময়ে সাবমেরিনটি ভেসে উঠবে।

পিকাচু - সাবমেরিন ভেসে ওঠার সম্ভাবনা নেগেটিভ, কারন আলফা স্যাটেলাইটটি অন্য দুইটা স্যাটেলাইটে কোন ডেটা ট্রান্সমিট করছে না। যদি কমিউনিকেশন স্টাবলিশ করার জন্য কোন কমান্ড দেয়া হতো তাহলে তিনটি স্যাটেলাইটই নিজেদের ভেতর ডেটা ট্রান্সমিট করতো। যেহেতু আলফা স্যাটেলাইট এখনো অন্য দুইটি স্যাটেলাইটে ডাটা ট্রান্সমিট করে নি তার মানে ফ্যাসিলিটি থেকে ডাটা ট্রান্সমিশন হয়েছে শুধুমাত্র এক্টিভিটি স্ট্যাটাস চেক করার জন্য।

রাফি একটা ছোট একটা হিসাব কষে ফেলে। নিচেই এক্টিভেশন ডিভাইসটি ফ্যাসিলিটির বাইরে কোন সিকিউর কানেক্টিভিটিতে এক্টিভ করা হয়েছে, তা না হলে এতক্ষণে নিউক্লিয়ার ডিভাইসের পাশাপাশি নিউক্লিয়ার বোমাগুলোকে এক্টিভ করার কমান্ড ওই ফ্যাসিলিটি থেকে স্যাটেলাইটে ট্রান্সমিট করা হতো যা পরবর্তীতে সাবমেরিনের সাথে কানেক্ট হওয়ার সাথে সাথে পৌছে যেতো।

রাফি - পিকাচু, ফ্যাসিলিটির উপর নজর রাখা স্যাটেলাইটের এক্সে ফিচার একটিভ করো, চেক করো ফ্যাসিলিটিতে কতজন আছে।

পিকাচু - running X-ray vision.....

রাফি ভাঙ্গা স্যাটেলাইট এন্টেনার আশেপাশের এক্সে ভিশন দেখতে থাকে। কিন্তু স্যাটেলাইট এন্টেনার আশেপাশে কোন আন্দারগ্রাউন্ড চেম্বার দেখতে পায় না রাফি। আরো কয়েক লেয়ারে এক্সে স্ক্যান করলো পিকাচু। কিন্তু কোন চেম্বার পাওয়া গেলো না।

রাফি - এটা কিভাবে সম্ভব! স্যাটেলাইট এন্টেনাটি ট্রান্সমিট করছে অথচো তার আশে পাশে কোন কন্ট্রোলরুম থাকবে না! কন্ট্রোলরুম না থাকলে কে ট্রান্সমিট করছে ডেটাগুলো!!!!

বিঃদ্রঃ দেখা যাচ্ছে অনেক পাঠক/পাঠিকা গ্রন্থে জয়েন করেন নি তাই পেজেই দিতে বাধ্য হলাম।
ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_৩

#পর্ব_৮

রাফি - এটা কিভাবে সম্ভব! স্যাটেলাইট এন্টেনাটি ট্রান্সমিট করছে অথচো তার আশে পাশে কোন কন্ট্রোলরুম থাকবে না! কন্ট্রোলরুম না থাকলে কে ট্রান্সমিট করছে ডেটাগুলো!!!! পিকাচু,

স্যাটেলাইটের ইনফ্রারেড ক্যামেরা মোড অন করো।

হয়তো কোন সিক্রেট চেম্বার নেই এন্টেনার আশেপাশে কিন্তু এতো বড় একটা এন্টেনা আর সাথে এত পাওয়ারফুল সিগন্যাল কোন মোবাইল ডিভাইস দিয়ে কন্ট্রোল করা সম্ভব নয়, অবশ্যই ক্যাবল

কানেকশন দিয়ে সার্ভারের সাথে কানেক্ট আছে ভাঙ্গা এন্টেনাটি। ইনফ্রারেড ক্যামেরা দিয়ে এক্সের
করলে মাটির নীচ দিয়ে কোন ক্যাবল নেয়া হয়েছে কিনা তা দেখা যাবে।

পিকাচু - switching infrared mode.....

Scanning

রাফি মনিটরে দেখতে পায় মাটির নীচ দিয়ে খুব সন্তর্পণে কেবল কানেকশন টেনে নেয়া হয়েছে।

রাফি - পিকাচু, ক্যাবল লাইন ফলো করো, এই ক্যাবলের শেষ প্রান্তেই আছে কমিউনিকেশন
সার্ভারটি।

পিকাচু - পিকা পিকা। ||||

পিকাচু স্যাটেলাইটের ক্যামেরা জুম আউট করে ক্যাবলের অপরপ্রান্ত খুঁজে পায় একটা পোড়া ৫ তলা
ভাংগা বাড়ির মুখ।

পিকাচু - ক্যাবলের শেষপ্রান্তে চলে এসেছি।

পিকাচু স্যাটেলাইট দিয়ে পোড়া বাড়িটার একটা ৫ডি ইমেজ তৈরী করে রাফিকে দেখালো।

রাফি ভালোভাবে দেখে বুঝলো যে বাড়িটা কোন এক সময় বোমার আঘাতে ভয়ংকর আকারে
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। রং জ্বলে গেছে আগুনে পুড়ে। ভারী তুষারপাতের কারনে বাড়িটির অধিকাংশ
জায়গা বরফের তলায় ঢাকা পড়েছে।

রাফি - পিকাচু, স্যাটেলাইট দিয়ে থার্মাল ইমেজ শো করো বাড়িটার। বেশ বড়সড় সার্ভার দিয়ে কন্ট্রোল
করতে হবে এই স্যাটেলাইট তিনটিকে। আর সার্ভার এবং মানবদেহ দুইটাই উত্তপ্ত যা থার্মাল ইমেজে
ধরা পড়বে। এই কনকনে ঠাণ্ডা এলাকায় কেউ একটা দিয়াশলাই কাঠি জ্বালানোও তা থার্মাল মেডে
ধরা পড়বে।

পিকাচু - switching to thermal.....

Scanning

রাফি দেখতে পায় বাড়িটার ২য় তলায় থার্মাল মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেটা খুব বড়সড় নয়।

একজন মানুষ আর তার সামনে একটা পিসি অথবা ল্যাপটপ জাতীয় কিছু আর একটা মাত্র কানেক্টর
হার্ব যা ল্যাপটপ থেকে সিগন্যাল ভাঙ্গা এন্টেনায় পৌছে দিচ্ছে।

রাফি - তারমানে কেউ একজন একটা মাত্র ল্যাপটপ দিয়ে তিনটা স্যাটেলাইট চেইন নিয়ে খেলা
করছে! পিকাচু, ওই ঘরের ভেতরের সামান্যতম মুভমেন্টের আপডেট ও আমার চাই। কড়া
নজরদারি ঢালাও ওই পোড়া বাড়ির উপর।

রাফি চোখ সরাতে পারে না ক্রীন থেকে। থার্মাল ইমেজে শুধু তাপের উৎস হিসেবে তিনটে বস্তু শো
করছে। অবয়ব দেখে মানুষ ল্যাপটপ আর কানেকশন হার্ব বোঝা যাচ্ছে, এছাড়া তাদের চেহারা দেখার
কোন সিস্টেম নেই। রাফি অপেক্ষা করতে থাকে কখন ঘরের ভেতরে থাকা মানুষের নড়াচড়া দেখতে
পাবে।

কিন্তু এভাবে বসে থাকলে কি আর অপরাধীর কিছু করা যাবে! রাফি ভাবতে থাকে এখন রাশিয়ান
ইন্টেলিজেন্স কে ইনফরমেশন দেয়া উচিত হবে কি না। আর রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স কে জানাবেই বা
কি রাফি। এখন পর্যন্ত কোন পাকাপোক্ত প্রমান যোগাড় করা সম্ভব হয় নি রাফির পক্ষে। আর এই
ভাংগা এন্টেনার ট্রান্সমিশন ও যেভাবে ধরা হয়েছে সেটা বেআইনী তো বটেই সাথে অবৈধ নজরদারি
রাখার কারনে হীতে বিপরীত হতে পারে। তারপরও রাফি একটা চেষ্টা করতেই চায়।

রাফি - পিকাচু, থার্মাল ইমেজ আর ইনফ্রারেড ইমেজগুলি রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স এর সার্ভারে টপ
প্রায়রিটি হিসেবে শো করো। যেহেতু কোন পোক্ত প্রমান নেই সেহেতু ঘরে বসে থাকা ওই ব্যক্তি ধরা
পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্সের হাতে ওই ল্যাপটপ ধরা পড়লেই সব
প্রমান পাওয়া যাবে।

পিকাচু - transmitting signals

Showing security protocol

পিকাচু রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স সার্ভারের একটা টপ লেভেল কেস হিসেবে ওই থার্মাল ইমেজ শো করে যাতে এজেন্সি কোন ধরনের ইতস্তত বোধ না করে।

কিন্তু এজেন্সি থেকে রেড জোন এলার্ট রয়েছে ওই এলাকায়। প্রচুর পরিমাণে ল্যান্ডমাইন বহু বছর ধরে সক্রিয় থাকতে পারে। যেগুলো গৃহযুদ্ধের সময় স্থাপন করা হয়েছিলো, আর ল্যান্ডমাইন বহু বছর ধরে সক্রিয় থাকতে পারে। যেখানে রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স সক্রিয় ল্যান্ডমাইনের জন্য রেডজোন করে রাখছে সেখানে একজন মানুষ কিভাবে এখানে চুকে এসব কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে।।।।

পিকাচু - রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স ড্রোন দিয়ে দেখার চেষ্টা করবে ওখানে কে আছে। ড্রোনকে ছাড়া হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স বেস থেকে।

রাফি মনে মনে ভাবে যে সে তো ড্রোনের কথা ভাবেই নি। আর ভেবেই বা কি করবে। নিজের ঘরের বেডরুমে বসে কি আর ফিল্ড এজেন্ট এর মত কাজ করা যাবে!

রাফি - পিকাচু, ড্রোনের ট্রান্সমিশন থেকে লাইভ ফিল্ড আমাকে শো করো।

পিকাচু - লাইভ ট্রান্সমিশন এখনো শুরু হয় নি। শুরু হলে পিকাচু ফিল্ড শো করবে।

রাফি অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু স্যাটেলাইটের থার্মাল ক্যামেরায় পোড়া বাড়িতে একটা মুভমেন্ট ধরা পড়ছে। কানেক্টের হার্ব এবং কম্পিউটারটির মার্কিংস থার্মাল ক্যামেরা থেকে উধাও হয়ে যেতে লাগলো, অর্থাৎ কম্পিউটারটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এদিকে ড্রোনটি পোড়া বাড়ি থেকে ১০ মিনিটের দূরত্বে রয়েছে। থার্মাল ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে লোকটি বিল্ডিং থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে।

রাফি - পিকাচু, ওই পোড়া বাড়ি থেকে যে ই বের হোক না কেন তাকে ফলো করবে তুমি।

পিকাচু - একটা সমস্যা রয়েছে, যে স্যাটেলাইট দিয়ে বাড়িটার উপর নজরদারি রাখা হচ্ছিলো, সেই স্যাটেলাইটটি রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স এর এবং এলার্ট পাবার পর থেকে তারা এই স্যাটেলাইটের থার্মাল ইমেজিং ফলো করছে, এখন যদি পিকাচু স্যাটেলাইটটিকে নিজের মত কন্ট্রোল করতে চায় তাহলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ১০০% যে স্যাটেলাইটটি অন্য কেউ ও নিয়ন্ত্রণ করছে। সম্ভাবনা রয়েছে স্যাটেলাইট ব্লাকআউট করে দেয়ার যাতে অন্য কেউ স্যাটেলাইটের একসেস নিয়ে থাকলেও তা বন্ধ হয়ে যাবে।

রাফি - তাহলে তাদের পর্যবেক্ষণই ফলো করতে থাকো পিকাচু।

পিকাচু - পিকা পিকা।

বিল্ডিং থেকে বের হয়ে এঁকেবেঁকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সেই ব্যক্তিটি আর তার হাঁটার কোন নিদৃষ্ট প্যাটার্ন ও নেই। রাফি ভাবতে থাকে হয়তো লোকটি জানে কোথায় কোথায় মাইনগুলো পোতা আছে যার থেকে বাঁচতে সে এঁকেবেঁকে পথ ধরে হাঁটছে।

পিকাচু - হাটার ধরন এ্যানালাইসিস করে বোঝা যাচ্ছে ব্যক্তিটি একজন নারী এবং বয়স ২০ থেকে ৩০ এর ভেতর।

রাফি গম্ভীর হয়ে যায়। ২০ থেকে ৩০ বছরের একটি মেয়ে একটা মাত্র ল্যাপটপ আর ভাংগা একটি স্যাটেলাইট এন্টেনা দিয়ে এই পুরো মিশন চালাচ্ছে!! কে এই মেয়ে?

ড্রোনটি প্রায় ঘটনাস্থলে পৌছে গেছে, কিন্তু হ্যাঁৎ মেয়েটির হাঁটার গতি বেড়ে যায়, তুষারতাকা পথে হ্যাঁৎ করেই মেয়েটি উধাও হয়ে যায়। রাফি আর তাকে ল্যাপটপের স্ক্রীনে দেখতে পায় না।

রাফি - পিকাচু? কোথায় গেলো মেয়েটি?

পিকাচু - সিগনেচার লষ্ট। মেয়েটিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না আর।

রাফি - লষ্ট ফুটেজ শো করো যেখানে মেয়েটিকে শেষবারের মত দেখা গেছে।

পিকাচু - পিকা পিকা।

পিকাচু রাফিকে দেখায় যে মেয়েটি পকেট থেকে কিছু একটা বের করে হাতে নিয়েছে আর তার পরমুহূর্তে স্যাটেলাইট স্ক্যানারের বাইরে। কিভাবে সম্ভব!!!!!!

পিকাচু - মেয়েটি স্ক্লোকিং ডিভাইস ব্যবহার করার সম্ভাবনা ৮৭%.

ରାଫି ଟେବିଲେ ଏକଟା ଚାପଡ଼ ଦିଯେ ମାଥାଯ ହାତ ଦେଯ । ମେଯେଟିର କାଛେ କ୍ଲୋକିଂ ଡିଭାଇସ ଓ ଆଛେ ସା ଏକଟା ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ଚାଦର ତୈରି କରେ ସା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଏବଂ ରାଡାରେର ନଜର ଏଡାତେ ସନ୍ଧମ, ଅନେକଟା ତୁଷାର ରଂଏର ଚାଦର ଗାୟେ ଜଡ଼ିଯେ ତୁଷାରେର ଉପର ଶୁଯେ ପଡ଼ାର ମତ । ଚୋଖେର ସାମନେ ଥାକଲେଓ ଦେଖେ ବୋଝାର ଟୁପାୟ ନେଇ । ଡ୍ରୋନ ଘଟନାଙ୍କୁ ପୌଛାଯ, ପୁରୋ ଜାଯଗାଟି ଘୁରେ ଘୁରେ ଖୁଜେଓ କିଛି ଦେଖିତେ ପେଲୋ ନା । ତୁଷାରପାତ ହତେ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ପାଯେର ନିଶାନାଓ ମୁହଁ ଗେଛେ ।

ଏ ତୋ ମହା ମୁସିବତ ହଲୋ । କ୍ଲୋକିଂ ଡିଭାଇସେର ବ୍ୟାଟାରି ବ୍ୟାକଆପ ଶେଷ ନା ହେଉୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଇ ମେଯେକେ ଆର ଖୁଜେ ପାଓୟା ଯାବେ ନା କିନ୍ତୁ ତତକ୍ଷଣେ କି ଆର ସେ ବସେ ଥାକବେ? ଡ୍ରୋନେର ଖୋଜାଖୁଜି ଶେଷ ହତେ ହତେ ଓଇ ମେଯେ ବାତାସେ ମିଶେ ଯାବେ । ଆର ଏକବାର ସେହେତୁ ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହୟ ଗେଛେ ଓଇ ମେଯେ ୨ୟ ବାର ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିତେ ଫେରଣ୍ ଆସବେ ନା । ଏଇ ଲିଡ ନଷ୍ଟ ହଲେ ରାଫିର ପକ୍ଷେ ଆବାର ନତୁନ କରେ ଖୁଜିତେ ଅନେକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହବେ ।

ପିକାଚୁ - ନିଉକ୍ଲିଯାର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟଟି ଆବାରୋ ଡାଟା ରିସିଭ କରଛେ । ତବେ ଏବାର ତିନଟି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଇ ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ଡେଟା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରଛେ ।

ରାଫି - ତାର ମାନେ ଆରୋ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଛେ? ପିକାଚୁ ତୁମି କି ସିଗନ୍ୟାଲ ଲୋକେଟ କରତେ ପେରେଛୋ?

ପିକାଚୁ - ସାବମେରିନ ଥିକେ ସିଗନ୍ୟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହଚ୍ଛେ ।

ରାଫି - ତାର ମାନେ ସାବମେରିନଟି ପାନିର ଉପରେ ଭେସେ ଆଛେ! ପିକାଚୁ, ତୁମି କି ଖୁଜେ ପେଯେଛୋ ସାବମେରିନଟିକେ?

ପିକାଚୁ - ଲୋକେଟ କରା ହୟ ଗେଛେ । Do you want me to tag it?

ରାଫି - Yes, please.

ପିକାଚୁ - ସାର୍ଭେଇଲ୍ୟାନ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟେ ଲେଜାର ଟ୍ୟାଗିଂ ସିସ୍ଟେମ ରଯେଛେ । firing laser beam....

ରାଫିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗନେଟିକ ରେଡ଼ିୟେଶନ ଲେଜାର ବୀମ ଟେକନୋଲୋଜି ସମ୍ପର୍କେ ଧାରନା ରଯେଛେ ତାଇ ବୁଝିତେ ବାକି ରଇଲୋ ନା ସେ ପିକାଚୁ କି କରତେ ଚଲେଛେ ।

#ହ୍ୟାକାରେ_ଲୁକୋଚୁରି

#ସିଜନ_୩

#ପର୍_୫

ପିକାଚୁ - ସାର୍ଭେଇଲ୍ୟାନ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟେ ଲେଜାର ଟ୍ୟାଗିଂ ସିସ୍ଟେମ ରଯେଛେ । firing laser beam....

ରାଫିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗନେଟିକ ରେଡ଼ିୟେଶନ ଲେଜାର ବୀମ ଟେକନୋଲୋଜି ସମ୍ପର୍କେ ଧାରନା ରଯେଛେ ତାଇ ବୁଝିତେ ବାକି ରଇଲୋ ନା ସେ ପିକାଚୁ କି କରତେ ଚଲେଛେ ।

ଏଟା ଏମନ ଏକ ଧରନେର ଟ୍ରାକିଂ ସିସ୍ଟେମ ଯା ଲେଜାରେର ମାଧ୍ୟମେ ଛୋଡ଼ା ହୟ । ଲେଜାରେର ମାଧ୍ୟମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗନେଟିକ ରେଡ଼ିୟେଶନ ଛୋଡ଼ା ହୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପର । ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟବନ୍ଧୁର କୋନ କ୍ଷତି ହୟ ନା କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗନେଟିକ ରେଡ଼ିୟେଶନ ଲେଗେ ଯାଏ ପାକାପୋକ୍ତଭାବେ ଏବଂ ଏଇ ରେଡ଼ିୟେଶନେର ଇଉନିକ କୋଡ ଦିଯେଇ ଟ୍ରାକ କରା ଯାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟବନ୍ଧୁକେ ।

ପିକାଚୁ ଲେଜାର ବୀମ ଦିଯେ ଲେଜାର ରଶ୍ମି ଛୁଡ଼େ ଦେଯ ସାବମେରିନେର ଗାୟେ । ବେଶ କିଛିକ୍ଷନ ପର ପିକାଚୁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟେର ରେଡ଼ିୟେଶନ କ୍ଷୟାନାର ଦିଯେ ସାବମେରିନେର ବର୍ତମାନ ଲୋକେଶନ ଦେଖିତେ ଥାକେ ।

ପିକାଚୁ - ଲେଜାର ଟ୍ୟାଗିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ । ପିକାଚୁ ଏଥି ସାବମେରିନଟିକେ ଟ୍ରାକ କରତେ ପାରବେ ।

ରାଫି - ଦାରୁଳା, କିନ୍ତୁ ଏଥି କି କରବୋ! ରାଶିଯାନ ଇନ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକେ ଏକବାର ଜାନିଯେ ଏକଟା ପ୍ରୋଟେନଶିଯାଲ ଲୀଡ ହାତଛାଡ଼ା ହୟ ଗେଲୋ । ଏଥି ସଦି ସାବମେରିନ ଓ ହାତଛାଡ଼ା ହୟ ଯାଏ ତୋ ସବ ଭେଣ୍ଟେ ଯାବେ ।

ପିକାଚୁ - ନିଉକ୍ଲିଯାର ଏକ୍ଟିଭେଶନ ଡିଭାଇସ ଏଥିନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟେ କାନେଟ୍ କରା ହୟ ନି । ଏକବାର ସଦି କାନେଟ୍ ହୟ ଯାଏ ତାହାର ନିଉକ୍ଲିଯାର ହାମଲା ଆଟକାନେ ଆର ସନ୍ତୋଷ ହବେ ନା ।

ରାଫି ଏକଟା ଛୋଟ ହିସାବ କଷତେ ଚାଇଲୋ ।

রাফি - পিকাচু, নিউক্লিয়ার সাবমেরিন কোথায় লোকেট করা গেছে!

পিকাচু ল্যাপটপ স্ক্রীনে শো করে সাবমেরিনের বর্তমান লোকেশন, প্রশান্ত মহাসাগরের কোন একটা পয়েন্টে।

রাফি - পিকাচু, সাবমেরিনের গতি আর ডি঱েকশন এ্যানালাইসিস করে পসিবল ডেষ্টিনেশনগুলো আইডেন্টিফাই করো। নিউক্লিয়ার এক্টিভেশন ডিভাইসটি এখন একমাত্র নিরাপদ গন্তব্য হবে ওই সাবমেরিনটি।

পিকাচু - পিকা পিকা। scanning

সন্ত্রাসীরা চাইবে যে কোন মূল্যে ডিভাইসটিকে নিরাপদ রাখতে। আর সাবমেরিনের ভেতর ছাড়া অন্য কোথাও ডিভাইসটি নিরাপদ নয়। সাবমেরিনটিকে আর লুকোতে দেয়া যাবে না, রাশিয়ান নেভীর হাতে সাবমেরিনের কারেন্ট লোকেশন তুলে দেবো? রাফি ভাবতে থাকে, সাবমেরিনে লক করা লেজার ট্রাকিং কোড যদি রাশিয়ান নেভাল কমান্ড পাঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা এটাকে গুরুত্ব না ও দিতে পারে কারন স্যাটেলাইট বেজড লেজার ট্রাকিং সিস্টেম কোন মামুলি ট্রাকিং সিস্টেম নয় যে যার তার হাতে একসেস থাকবে আর যে কোন অবজেক্টকে টার্গেট করা যায় বিধায় ফ্রড ও ধরে নিতে পারে। তাছাড়া লেজার ট্যাগিং স্যাটেলাইটটি আমেরিকান। রাশিয়া যদি বুঝতে পারে আমেরিকা তাদের হারিয়ে যাওয়া সাবমেরিনের গায়ে লেজার ট্যাগ বসিয়েছে তাহলে বিশাল ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাও থেকে যায়। এই মিশনটা কারো ভরসায় ছাড়তে পারছি না রাফি। এমন একটা পয়েন্টে এসে দাঁড়িয়েছে কেসটা যে চোখের সামনে সবকিছু হলেও রাফি তা প্রমান করতে পারবে না। স্যাটেলাইট দিয়ে তোলা সাবমেরিনটির ছবিতে এমন কোন বিশেষ মার্ক নেই যার দ্বারা প্রমাণ করা যাবে ছবির সাবমেরিনটিই হারিয়ে যাওয়া নিউক্লিয়ার সাবমেরিন। শুধুমাত্র স্যাটেলাইট কানেক্টিভিটির জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই ভেসে উঠেছিলো সাবমেরিনটি। আর সেই ভেসে ওঠার পর তোলা ছবিতে না কোন মার্কিং দেখা যাচ্ছে আর না কোন নাস্বারট্যাগ যার দ্বারা কিছু প্রমাণ করা সম্ভব।

পিকাচু - প্রমান না থাকলে যে কেউ এটাকে প্রাংক বলে উড়িয়ে দেবে। আর এত উচ্চমানের প্রযুক্তি যার তার হাতে থাকবে না সেটা সবাই বুঝবে।

রাফি নিজে নিজে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

রাফি - পিকাচু, এই মিশন আমি নিজে করতে চাই। একটা প্রোটেনশিয়ল সোর্স খুজে দেয়ার পরও যখন রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স কিছু বের করতে পারলো না তখন আমাকেই আমার লীড নিয়ে সামনে এগোতে হবে।

পিকাচু- কিন্তু মিশনটা কি?

রাফি - নিউক্লিয়ার সাবমেরিন আর এক্টিভেশন ডিভাইস উদ্ধার করা।

পিকাচু - Is that so? Than you can't do this alone. Remember, they hijack a nuclear submarine from a Naval Base. সুসংবন্ধ চক্র না হলে কখনো এতবড় কাজ সফল করা সম্ভব নয়।

পিকাচুর কথা শুনে চমকালো না রাফি। সাবমেরিন পরিচালনা করতে হলে চোরদেরও অনেক প্রশিক্ষণের দরকার পরেছে। তাছাড়া যেসব ক্রুদেরকে নিয়ে সাবমেরিনটি যাত্রা শুরু করেছিলো তারাই বা কোথায় গেলো। হয়তোবা ভেতর থেকেই কেউ জড়িত ছিলো সাবমেরিন ছিনতাই করার সাথে।

পিকাচু - If you wanna go for this mission, than you'll need a team.

রাফি - টিম! টিম কোথায় পাবো! আর এমন মিশনে যাবার জন্য কেউ কেন রাজি হবে?

পিকাচু - I have a collection of soldiers AKA Mercenary.

রাফি - আবার মার্সেনারী!

পিকাচু - হ্যাঁ তবে তারা তোমার হয়ে কাজ করবে। এটা যুদ্ধ থেকে কম কিছু হবে না।

রাফি শুধুমাত্র নিজে দায়িত্ব নিয়ে কাজটি করতে চেয়েছিলো। কিন্তু পিকাচু পুরো সিচুয়েশন এ্যানালাইসিস করে রাফির সামনে একটা গেমপ্লান দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। রাফি যতটা না কনফিউজড ছিলো এখন তার থেকে অনেক বেশী কনফিডেন্স পেলো।

পিকাচু - সাবমেরিনের স্পিড আর মুভমেন্ট এ্যানালাইসিস করে কোন স্পেসিফিক ডেষ্টিনেশন পাওয়া যাচ্ছে না। ইন্টারন্যাশনাল সী বর্ডারে ঘোরাঘুরি করছে রাশিয়ান নেভী কে এড়াতে।

রাফি - তাহলে এক্টিভেশন ডিভাইস নিতে সাবমেরিন পাড়ে ভিড়ছে না? তাহলে কি সন্ত্রাসদের অন্য কোন প্লান আছে?

পিকাচু - রাশিয়া সহ আশে পাশের সকল সামরিক ও বেসামরিক পোর্টে সোনার (Sonar) রাডার রয়েছে।

পিকাচু মনিটরে শো করে রাশিয়ান সী বর্ডার জুড়ে পানির নীচে থাকা সোনার (sonar) রাডার এবং তার এক্টিভিটিস। রাফি sonar system এর সাথে পরিচিত তবে শুধুমাত্র কাগজে কলমেই। Sonar Radar system এমন এক ধরনের রাডার যা শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে পানির নীচে যে কোন সলিড বস্তু যেমন সাবমেরিন, ডুবে যাওয়া জাহাজ, ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্র তলদেশে কোন বড় পরিবর্তন যার ফলে সুনামি সৃষ্টি হতে পারে এমন অনেককিছু ধরতে সক্ষম। অনবরত সৃষ্টি করা এই শব্দতরঙ্গসমূহ একত্রে সোনার ওয়েভ (sonar wave) নামে পরিচিত।

রাফি - রাডারগুলোর জন্য যেহেতু সাবমেরিনটি সমুদ্রসীমা পার করে ভেতরে আসতে পারছে না সেহেতু সন্ত্রাসীরা কোন না কোন ভাবে ডিভাইসটি সাবমেরিন পর্যন্ত পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। পিকাচু, সাবমেরিনের আশেপাশে ৪ কিলোমিটার রেডিয়াসের ভেতর যদি কোন জলযান ঢোকে তাহলে ইনফর্ম করবে। আর হ্যাঁ মার্সেনারীদের একখানে করার ব্যবস্থা করো, we are going to get the submarine.

পিকাচু - Gathering info..... contacting soldiers and associates..... collecting gear..... Mission is a go....

রাফি ল্যাপটপ ছেড়ে ওঠে। অনেকক্ষণ ধরে তোহার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে কিছুটা কৌতুহল নিয়ে ঘরের ভেতর এখানে সেখানে খুঁজতে থাকে। সদর দরজার কাছে এসে দেখে দরজা চাপিয়ে দেয়া, কোন লক নেই। রাফির চিন্তা বাড়ে। তোহা তো কিছু না বলে কোথাও যাওয়ার মেয়ে নয়। তাহলে কোথায় গেলো মেয়েটা। মাফিয়া গার্লের সাঙ্গপাঙ্গ আবার এই বাসা পর্যন্ত চলে আসলো না তো! !!

রাফি ঘরের ভেতর ফিরে এসে আর একবার খুঁজতে খুঁজতে,

রাফি - (উচ্চস্বরে) তোহা? তোহা! !!!

বেশ কয়েকবার ডাকার পরও তোহার কোন সাড়া শব্দ পায় না রাফি। এত কষ্ট করে এতদিন ধরে লুকিয়ে রেখে এখন যদি তোহাকে অঘোরে হারাতে হয় তাহলে!!!!

রাফি - (উচ্চস্বরে) তোহা? তোহা!

তোহা - এইটো! নীচে আমি।

খুবই ক্ষীন আওয়াজে রাফি তোহার জবাব শুনতে পায়। আওয়াজটা সদর দরজার বাইরে থেকে আসছে। রাফি একবাটকায় দরজা খুলে শিড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকে। চার তলা এবং তিন তলার মাঝামাঝি নামতেই দেখতে পায় তোহাকে। তিন তলার রকিবের মা বাবা থাকেন। তোহা রাকিবদের বাসার দরজার সামনে দাঢ়িয়ে আন্টির সাথে কথা বলছিলো। ডাকাডাকি শুনে তোহা তড়িঘড়ি করে আন্টির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উপরে চলে আসতে থাকে। উপরে ওঠার সময় তোটা নীচের দিকে তাঁকিয়ে থাকায় রাফিকে দেখতে পায় না। রাফি সেটা বুঝতে পেরে হালকা কাশি দিয়ে তোহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তোহা চোখ তুলে হয়তো রাফিকে প্রত্যাশা করে নি তাই একপলক উপরে তাঁকিয়ে আবারও চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে থমকে যায়। আবারো মুচকি হেসে আঁড়চোখে রাফির আপাদমস্তক দেখতে থাকে তোহা। রাফির খেয়াল হলো তার পোশাকের দিকে, তাড়াঝড়োতে ট্রাউজার্স আর ট্যাংক

টপস (স্যান্ডু গেজি) পড়েই নীচে নেমে এসেছিলো সে। তোহার চাহনি আর মুচকী হাসিতে ঘথেষ্ট বিব্রত বোধ করে রাফি। তোহা নজর না সরিয়ে রাফির সামনে এসে দাঁড়ায়, তোহা - (মোহমাখা স্বরে) এত তাড়া? হ্লাউ? বড় ঘরে নেই বলে ভেবেছে পালিয়ে গেলো কিনা? (রাফির দিকে একধাপ এগিয়ে গেলো তোহা, রাফি পিছিয়ে গেলে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়) পালাই নি এখনো, কিন্তু আমার থেকে যদি ওই ল্যাপটপকে বেশী ভালোবাসতে থাকো তাহলে সত্যিই একদিন পালিয়ে যাবো।

রাফি শিড়িঘরে নিজেকে কোর্নঠাসা আবিস্কার করলো, তোহা যে হঠাতে করে এভাবে আটকে দেবে এটা ধারনার বাইরে ছিল রাফির। তোহার দুষ্টুমি বাড়বে এমন সময় কারো পায়ের শব্দ পেয়ে তোহা রাফিকে ছেড়ে শিড়ি বেয়ে উঠে গেলো তোহা। রাফিও সম্মোহন ফিরে পেয়ে তোহার চলে যাওয়া দেখতে থাকে।

.....

রাতে খাবার টেবিলে,

রাফি - (ইতস্তত সুরে) কাল আমাকে জরুরী কাজে বাইরে যেতে হবে, সপ্তাহখানেকের ভেতর ফিরে আসবো।

তোহা - হঠাতে কোথায় যাচ্ছে?

রাফি - বড় একটা প্রজেক্ট এর কাজে হাত দিয়েছি। সেই কাজের জন্যই বের হতে হবে।

তোহা - কিন্তু যাবে কোথায়?

রাফি - সেটা তো বলতে পারছি না এখনই তবে কাল গেলে জানতে পারবো।

তোহা কপাল কুঁচকে রাফির দিকে তাঁকায়। রাফি তোহার চোখের দিকে তাঁকিয়েই বুঝতে পারে যে তোহা সন্দেহ করছে রাফিকে। রাফি জানে যে সে জীবন মৃত্যু মাঝখানে বসে এই মিশনের জন্য নিজেকে রাজি করিয়েছে কিন্তু তোহাকে সবকিছু বললে তোহা কিছুতেই রাফিকে যেতে দেবে না। তাই তোহা যতই সন্দেহ করুক রাফিকে যেভাবেই হোক তোহার প্রশ্নবান এড়িয়ে কাল বের হতে হবে।

তোহা - (খাবার থেকে থেকে) অফিসিয়াল মিশন নাকি আনঅফিসিয়াল?

রাফি জানে যে তোহা বুদ্ধিমতি মেয়ে, অফিশিয়াল ট্যুরের কথা বললে তোহা অবশ্যই কাগজপত্র দেখতে চাইবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা চরম শিক্ষা দিয়েছে রাফি এবং তার পরিবারকে।

রাফি - আনঅফিশিয়াল। সিক্রেট প্রোজেক্ট বলতে পারো।

তোহা - বলতে চাইছে না যখন তখন জানতে চাইবো না তবে একটু সাবধানে কাজ করো। এই অন্ন কিছুদিনের ভেতর অনেক ঝড় গিয়েছে আমাদের পরিবারের উপর দিয়ে, আশা করি বুঝতে পেরেছো। বলে তোহা টেবিল ছেড়ে উঠে যাচ্ছিলো।

রাফি - খাওয়া শেষ করলে না?

তোহা - হয়ে গেছে।

এতটুকু বলে কিচেনের দিকে চলে গেলো তোহা। রান্নাঘরের কাজ শেরে আবার ডাইনিং এ এসে বসলো তোহা।

রাফি শেষ মুহূর্তে এসেও থমকে যায়, তোহার কাছে সবকিছু গোপন করাটা ঠিক হবে কিনা সেটা বুঝতে পারছে না রাফি। খাওয়া শেষ করতে করতে তোহাকে সব খুলে বলতে থাকে রাফি, সাবমেরিন থেকে শুরু করে ভাঙ্গা এন্টেনা পর্যন্ত, কিন্তু এই পুরো বিষয় থেকে পিকাচুকে আড়াল করে রাখলো।

তোহা কিছুটা কৌতুহলি হয়ে উঠলো। ইংরেজী মুভির হিরো জেমস বন্ড এর ফ্যান বলে কথা।

তোহা - এতবড় মিশন পরিচালনা করছে কে?

রাফি - কোন শক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এটা আমার মিশন। আর প্রমাণ জোগাড় করতে পারলেই সব ডিটেলস রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্সের হাতে তুলে দিতে পারবো।

তোহা - তাহলে তুমি সুইসাইড মিশনে যাচ্ছে?

রাফি - মানে?

তোহা - মানে প্রমান সংগ্রহ করতে গিয়ে যদি কোন বিপদে পড়ে যাও তাহলে তোমাকে সাহায্য করার মত কেউ নেই?

রাফি চুপ করে থাকে, পিকাচুর কথা এখনই জানাতে চায় না তোহাকে।

রাফি - একজন ব্যাকআপ তো থাকেই সবসময়। প্রয়োজন হলে তাকে ডাকা যাবে।

তোহা আরো প্রশ্ন করতে চাইলেও রাফি ইন্টারেন্ট দেখাতে চাইলো না। তোহার ভেতর বাচ্চামী আছে ঠিকই তবে সে তুখোড় ইন্টেলিজেন্ট ও বটে। বাচ্চামী করতে করতে সব কথা বের করে নিয়ে আসার দারুণ ক্ষমতা আছে মেয়েটার। তাই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়াটাই সমীচীন মনে করলো রাফি। তোহাও তাই মিশন নিয়ে প্রশ্ন করা বাদ দিলো।

তোহা - কাল সকালেই চলে যাবে? আবারও একা ফেলে চলে যাবে?

রাফি তোহার দিকে তাঁকিয়ে দেখে মেয়েটা গাল ফুলিয়ে আছে। দেখেই গালটা টানতে ইচ্ছা করলেও এখন শক্ত থাকতে হবে রাফিকে, মায়ায় পড়ে গেলে মিশন তো দূর ঘরের বাইরে যেতেও মন চাইবে না।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে স্ট্যাডি রুমে চলে আসে রাফি। পিকাচু তার কাজ করে চলেছে।

পিকাচু - রাফিউল ইসলাম, সোলজার, গিয়ার, ওয়েপন এবং ট্রান্সপোর্টেশন তৈরি। আপনার পার্মিশনের অপেক্ষায়।

রাফি - Mission is a go. Find a safe house in Russia, Gather everything there and arrange my transport tomorrow. Let's find this submarine.

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_৩

পর্ব-৬

রাফি - রাডারগুলোর জন্য যেহেতু সাবমেরিনটি সমুদ্রসীমা পার করে ভেতরে আসতে পারছে না সেহেতু সন্ত্রাসীরা কোন না কোন ভাবে ডিভাইসটি সাবমেরিন পর্যন্ত পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। পিকাচু, সাবমেরিনের আশেপাশে ৪ কিলোমিটার রেডিয়াসের ভেতর যদি কোন জলঘান ঢেকে তাহলে ইনফর্ম করবে। আর হ্যাঁ মার্সেনারীদের একখনে করার ব্যবস্থা করো, we are going to get the submarine.

পিকাচু - Gathering info..... contacting soldiers and associates..... collecting gear..... Mission is a go....

রাফি ল্যাপটপ ছেড়ে ওঠে। অনেকক্ষণ ধরে তোহার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে কিছুটা কৌতুহল নিয়ে ঘরের ভেতর এখানে সেখানে খুঁজতে থাকে। সদর দরজার কাছে এসে দেখে দরজা চাপিয়ে দেয়া, কোন লক নেই। রাফির চিন্তা বাড়ে। তোহা তো কিছু না বলে কোথাও যাওয়ার মেয়ে নয়। তাহলে কোথায় গেলো মেয়েটা। মাফিয়া গার্লের সাঙ্গপাঙ্গ আবার এই বাসা পর্যন্ত চলে আসলো না তো! !!

রাফি ঘরের ভেতর ফিরে এসে আর একবার খুঁজতে খুঁজতে,

রাফি - (উচ্চস্বরে) তোহা? তোহা! !!!

বেশ কয়েকবার ডাকার পরও তোহার কোন সাড়া শব্দ পায় না রাফি। এত কষ্ট করে এতদিন ধরে লুকিয়ে রেখে এখন যদি তোহাকে অঘোরে হারাতে হয় তাহলে!!!!

রাফি - (উচ্চস্বরে) তোহা? তোহা!

তোহা - এইত্তো! নীচে আমি।

খুবই ক্ষীন আওয়াজে রাফি তোহার জবাব শুনতে পায়। আওয়াজটা সদর দরজার বাইরে থেকে আসছে। রাফি একবাটকায় দরজা খুলে শিড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকে। চার তলা এবং তিন তলার মাঝামাঝি নামতেই দেখতে পায় তোহাকে। তিন তলার রকিবের মা বাবা থাকেন। তোহা রকিবদের বাসার দরজার সামনে দাঢ়িয়ে আন্টির সাথে কথা বলছিলো। ডাকাডাকি শুনে তোহা তড়িঘড়ি করে আন্টির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উপরে চলে আসতে থাকে। উপরে ওঠার সময় তোটা নীচের দিকে তাঁকিয়ে থাকায় রাফিকে দেখতে পায় না। রাফি সেটা বুঝতে পেরে হালকা কাশি দিয়ে তোহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তোহা চোখ তুলে হয়তো রাফিকে প্রত্যশা করে নি তাই একপলক উপরে তাঁকিয়ে আবারও চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে থমকে যায়। আবারো মুচকি হেসে আঁড়চোখে রাফির আপাদমস্তক দেখতে থাকে তোহা। রাফির খেয়াল হলো তার পোশাকের দিকে, তাড়াঝড়োতে ট্রাউজার্স আর ট্যাংক টপস (স্যান্ডু গেজি) পড়েই নীচে নেমে এসেছিলো সে। তোহার চাহনি আর মুচকী হাসিতে ঘথেষ্ট বিরত বোধ করে রাফি। তোহা নজর না সরিয়ে রাফির সামনে এসে দাঁড়ায়,

তোহা - (মোহমাখা স্বরে) এত তাড়া? হ্লাউ? বউ ঘরে নেই বলে ভেবেছো পালিয়ে গেলো কিনা? (রাফির দিকে একধাপ এগিয়ে গেলো তোহা, রাফি পিছিয়ে গেলে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়) পালাই নি এখনো, কিন্তু আমার থেকে যদি ওই ল্যাপটপকে বেশী ভালোবাসতে থাকো তাহলে সত্যিই একদিন পালিয়ে যাবো।

রাফি শিড়িঘরে নিজেকে কোনঠাসা আবিঞ্চার করলো, তোহা যে হঠাত করে এভাবে আটকে দেবে এটা ধারনার বাইরে ছিল রাফির। তোহার দুষ্টুমি বাড়বে এমন সময় কারো পায়ের শব্দ পেয়ে তোহা রাফিকে ছেড়ে শিড়ি বেয়ে উঠে গেলো তোহা। রাফিও সম্মোহন ফিরে পেয়ে তোহার চলে যাওয়া দেখতে থাকে।

.....

রাতে খাবার টেবিলে,

রাফি - (ইতস্তত সুরে) কাল আমাকে জরুরী কাজে বাইরে যেতে হবে, সপ্তাহখানেকের ভেতর ফিরে আসবো।

তোহা - হঠাত কোথায় যাচ্ছো?

রাফি - বড় একটা প্রজেক্ট এর কাজে হাত দিয়েছি। সেই কাজের জন্যই বের হতে হবে।

তোহা - কিন্তু যাবে কোথায়?

রাফি - সেটা তো বলতে পারছি না এখনই তবে কাল গেলে জানতে পারবো।

তোহা কপাল কুঁচকে রাফির দিকে তাঁকায়। রাফি তোহার চোখের দিকে তাঁকিয়েই বুঝতে পারে যে তোহা সন্দেহ করছে রাফিকে। রাফি জানে যে সে জীবন মৃত্যু মাঝাখানে বসে এই মিশনের জন্য নিজেকে রাজি করিয়েছে কিন্তু তোহাকে সবকিছু বললে তোহা কিছুতেই রাফিকে যেতে দেবে না। তাই তোহা যতই সন্দেহ করুক রাফিকে যেভাবেই হোক তোহার প্রশ্নবান এড়িয়ে কাল বের হতে হবে।

তোহা - (খাবার থেতে থেতে) অফিসিয়াল মিশন নাকি আনঅফিসিয়াল?

রাফি জানে যে তোহা বুদ্ধিমতি মেয়ে, অফিশিয়াল ট্যুরের কথা বললে তোহা অবশ্যই কাগজপত্র দেখতে চাইবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা চরম শিক্ষা দিয়েছে রাফি এবং তার পরিবারকে।

রাফি - আনঅফিশিয়াল। সিক্রেট প্রোজেক্ট বলতে পারো।

তোহা - বলতে চাইছো না যখন তখন জানতে চাইবো না তবে একটু সাবধানে কাজ করো। এই অল্প কিছুদিনের ভেতর অনেক ঝড় গিয়েছে আমাদের পরিবারের উপর দিয়ে, আশা করি বুঝতে পেরেছো। বলে তোহা টেবিল ছেড়ে উঠে যাচ্ছিলো।

রাফি - খাওয়া শেষ করলে না?

তোহা - হয়ে গেছে।

এতটুকু বলে কিচেনের দিকে চলে গেলো তোহা। রান্নাঘরের কাজ শেরে আবার ডাইনিং এ এসে বসলো তোহা।

রাফি শেষ মুহূর্তে এসেও থমকে যায়, তোহার কাছে সবকিছু গোপন করাটা ঠিক হবে কিনা সেটা বুঝতে পারছে না রাফি। খাওয়া শেষ করতে করতে তোহাকে সব খুলে বলতে থাকে রাফি, সাবমেরিন থেকে শুরু করে ভাঙ্গা এন্টেনা পর্যন্ত, কিন্তু এই পুরো বিষয় থেকে পিকাচুকে আড়াল করে রাখলো।

তোহা কিছুটা কৌতুহলি হয়ে উঠলো। ইংরেজী মুভির হি঱ে জেমস বন্ড এর ফ্যান বলে কথা।

তোহা - এতবড় মিশন পরিচালনা করছে কে?

রাফি - কোন শক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এটা আমার মিশন। আর প্রমাণ জোগাড় করতে পারলেই সব ডিটেলস রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্সের হাতে তুলে দিতে পারবো।

তোহা - তাহলে তুমি সুইসাইড মিশনে যাচ্ছো?

রাফি - মানে?

তোহা - মানে প্রমান সংগ্রহ করতে গিয়ে যদি কোন বিপদে পড়ে যাও তাহলে তোমাকে সাহায্য করার মত কেউ নেই?

রাফি চুপ করে থাকে, পিকাচুর কথা এখনই জানাতে চায় না তোহাকে।

রাফি - একজন ব্যাকআপ তো থাকেই সবসময়। প্রয়োজন হলে তাকে ডাকা যাবে।

তোহা আরো প্রশ্ন করতে চাইলেও রাফি ইন্টারেন্ট দেখতে চাইলো না। তোহার ভেতর বাচ্চামী আছে ঠিকই তবে সে তুখোড় ইন্টেলিজেন্ট ও বটে। বাচ্চামী করতে করতে সব কথা বের করে নিয়ে আসার দারুণ ক্ষমতা আছে মেয়েটার। তাই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়াটাই সমীচীন মনে করলো রাফি। তোহাও তাই মিশন নিয়ে প্রশ্ন করা বাদ দিলো।

তোহা - কাল সকালেই চলে যাবে? আবারও একা ফেলে চলে যাবে?

রাফি তোহার দিকে তাঁকিয়ে দেখে মেয়েটা গাল ফুলিয়ে আছে। দেখেই গালটা টানতে ইচ্ছা করলেও এখন শক্ত থাকতে হবে রাফিকে, মায়ায় পড়ে গেলে মিশন তো দূর ঘরের বাইরে যেতেও মন চাইবে না।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে স্ট্যাডি রুমে চলে আসে রাফি। পিকাচু তার কাজ করে চলেছে।

পিকাচু - রাফিউল ইসলাম, সোলজার, গিয়ার, ওয়েপন এবং ট্রান্সপোর্টেশন তৈরি। আপনার পার্মিশনের অপেক্ষায়।

রাফি - Mission is a go. Find a safe house in Russia, Gather everything there and arrange my transport tomorrow. Let's find this submarine.

পিকাচু- পিকা পিকা।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়ে রাফি। বিছানার পাশে মাথা ঘোরায় রাফি, তোহা তখনো ঘুমে টুং হয়ে আছে। মোবাইলটা খুঁজে বের করে সময় দেখতে চাইলো রাফি, ঘড়িতে তখন রাত ৩.৫০ বাজে। কোনরকম শব্দ না করে ঘর থেকে বের হয়ে স্ট্যাডিরুমে চলে যায় রাফি।

রাফি - পিকাচু, আপডেট দাও।

পিকাচু - সবকিছু প্লানমাফিক চলছে। আর ২০ মিনিটের ভেতর ট্রান্সপোর্ট বাসার সামনে চলে আসবে। ঝটপট তৈরী হতে হবে।

রাফি রাতের বেলাতেই ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছিলো। গেষ্ট রুমের ওয়াশরুম ব্যবহার করলো রাফি যেন তোহার ঘুম না ভাঙ্গে। তৈরী হয়ে বেডরুমে যায় রাফি, কিন্তু তোহা বিছানায় নেই। রাফি চোখ ঘুরিয়ে তোহাকে খুঁজতে থাকলো,

তোহা - আমাকে বিদায় না জানিয়েই চলে যেতে চাচ্ছো?

আওয়াজটা বেডরুমের বাইরে থেকে আসছিলো তাই রাফি মাথাটা ঘুরিয়ে বেডরুমের বাইরে তাঁকালো। তোহা চোখ ডলতে ডলতে হাতে কিছু একটা নিয়ে দাঢ়িয়ে আছে।

তোহা - আমি থাকতে ব্রেকফাস্ট না করে ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না।

রাফি - এত সকালে তুমি উঠতে গেলে কেন! আমি খেয়ে নিতাম কিছু একটা কোথাও থেকে।

তোহা - ঘরে একটা জলজ্যান্ত বউ থাকতে যদি বাইরে গিয়ে নাস্তা করতে হয় তো বউ হয়ে কি লাভ, (চোখ মুছতে মুছতে রান্নাঘরে যেতে) সব রেডি করাই আছে, ঘাষ্ট ২ মিনিট।

তোহা ঝটপট কিছু নাস্তা বানিয়ে দিলো রাফির সামনে। মেয়েটার হাতে জাদু আছে বলা যায়, ঘুম থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না অথচো নাস্তা তৈরী করে ফেললো এত দ্রুত। রাফি খাবার টেবিলে বসে পড়ে, তোহা সব সাজিয়ে দেয় রাফির সামনে আর পাশের চেয়ারে বসে পড়ে। রাফি খাবার গালে তুলতে যাবে এমন সময় চোখ যায় তোহার দিকে। মেয়েটা টেবিলের উপর কনুই দিয়ে হাতের উপর মাথার ভর ছেড়ে দিয়ে ঘুমে ঢলে পরছে। হাতের উপর ভর দেয়ায় তোহার গালটা নিজে থেকেই খুলে যায়। এতবড় মেয়ে তারপরও দেখতে এখনো বাচ্চা। রাফি আলতো করে তোহার কাধে হাত রাখে। রাফির স্পর্শে তোহার ঘুম ভেঙ্গে যায়,

তোহা - (আড়মোড়া দিতে দিতে) কিছু লাগবে তোমার?

রাফি - তোমার ঘুম এলে তুমি শুয়ে পড়, এভাবে বিমুতে হবে না।

তোহা - কই বিমাচ্ছি! আমি তো ঘুমাচ্ছিলাম।

রাফি মুচকি একটা হাসি দিয়ে থেতে শুরু করে আর তোহা পাশে বসে বিমাতে (ঘুমাতে) থাকে।

খাওয়া শেষ হলে রাফি উঠে দাঁড়ায় আর হাতমুখ ধুয়ে আসে, হয়তো পানির আওয়াজে তোহার বিমুন (!) কেটে যায়, টেবিল থেকে উঠে চলে যায় তোয়ালে আনতে। রাফির হাতমুখ ধোয়া শেষে রাফির দিকে তোয়ালে বাড়িয়ে দেয় তোহা। রাফি হাত মুখ মুছতে থাকে।

তোহা - কবে ফিরবে?

রাফি - বলতে পারছি না, তবে যত দ্রুত সন্তুষ্ট হয় ফিরবো।

তোহা - তোমার এমন হ্লটহাট উধাও হওয়ায় মা বাবার অনেক বেশী টেনশন করে, তাদেরকে এত চিন্তায় না রাখলেও তো পারো।

রাফি - এই শেষ। আর হবে না।

তোহা - প্রমিস?

রাফি - প্রমিস।

রাফি কিছুক্ষণ রেষ্ট নিতে চাইলো কিন্তু ওইদিকে পিকাচু নোটিফিকেশন দিলো রাফির ট্রান্সপোর্ট বাসার নীচে অপেক্ষা করছে। রাফি তাই আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়ে। বাসার নীচে একটা উবার কার অপেক্ষা করছিলো। তোহা বাসার বারান্দা দিয়ে উঁকি দিয়ে রাফির চলে যাওয়া দেখতে থাকে। রাফি গাড়ির দরজায় হাত দিয়ে থমকে যায়, উপরের বারান্দার দিকে তাঁকায়। তোহার দিকে তাঁকিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে যায়। নিজের কর্মকালের উপর নিজেই কিছুটা বিরক্ত হয়ে যায় রাফি। রাফি কোন বিনিময় ছাড়াই একের পর এক বিপদ নিজের কাঁধে তুলে নিচে। দেশের কথা ভেবে, দেশের সুরক্ষার কথা ভেবে রাফি বিনা স্বার্থে নিজের জীবন বাজী রেখেই চলেছে। কিন্তু আর কত? বারান্দায় দাঢ়িয়ে থাকা তোহার মুখের দিকে তাঁকিয়ে আজ হঠাৎ করে উপলক্ষ্মণুলো মাথাচারা দেয়ে উঠলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা ও করে বসলো যে এবারই শেষ। পরিবারকে বিপদের মুখে ফেলে আর কোথাও কোন কাজ করতে যাবে না রাফি। ডান হাতটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে তোহার দিকে নাড়ায় রাফি। তোহা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাফির দিকে। রাফির চোখটা ঘোলাটে হয়ে আসলো। রাফি বুবাতে পেরে দ্রুত গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। চোখ মুছতে মুছতে ড্রাইভারকে রওনা দেয়ার নির্দেশ দিল রাফি। পিকাচু ডেষ্টিনেশন সেট করে দেয়ায় ড্রাইভার গন্তব্যের দিকে রওনা দিল। রাফি গাড়ির ভেতর থেকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে আর একবার দেখতে চাইলো তোহার মুখটা, কিন্তু মায়ায় জড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে আর তাকানোর সাহস করলো না রাফি। তোহা যে বড় মায়াবী।

গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটে চলতে থাকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে কিন্তু গন্তব্য এখনো রাফির অজানা।

রাফি - পিকাচু, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

পিকাচু - আমাদের আসল গন্তব্যে লীগ্যালভাবে পৌছানো সন্তুষ্ট নয়। তাই আমাদেরকে ভেংগে ভেংগে আমাদের গন্তব্যে পৌছাতে হবে। এখন আমাদের প্রথম ডেষ্টিনেশন সী পোর্ট। সেখান থেকে কার্গো

শীপে করে ইন্টারন্যাশনাল সী বর্ডারে গিয়ে পৌছালে সেখান থেকে ২য় লক্ষ্যে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাফির কিছুটা ইতস্তত বোধ করলো এর আগেও রাশিয়া থেকে পিকাচুর মাধ্যমে রাফি দেশে এসেছিলো। কোন সমস্যা না থাকলে পিকাচু অন্য পথ বেছে নিত না।

অবশেষে সী পোর্টে এসে পৌছালো রাফি। পিকাচু একটা কন্টেইনার ঠিক করে রেখেছিলো, কাস্টমস হাউজের ঘূষখোর অফিসার এবং পিকাচুর ডিজিটাল একসেস পাওয়ার দিয়ে রাফি একপ্রকার অদৃশ্যভাবে একটা সিংগাপুরের কন্টেইনারবাহী জাহাজ এম. ভি. রোদান এ চড়ে বসলো। জাহাজে থাকা একজন রাফিকে তার কন্টেইনারে পৌছে দিল। কন্টেইনার খোলার সাথে সাথে চোখ কপালে উঠে যায় রাফির। এটা কোন কন্টেইনারের দরজা নয়, এটা বিলাশবহুল একটা স্টিল রুমের প্রবেশ দ্বার। রাফি ভেতরে চুকে অবাক হয়ে গেল। একটা বড়সড় এবং বিলাশবহুল রিক্রিয়েশনাল ভেইকেল (R.V) এর কন্টেইনার ভার্শন। রাফি পৌছানোর আগেই ভাড়াটে গুন্ডারা ঘারা মিশনে রাফিকে সাহায্য করবে তারা আগেই এসে বসে আছে।

কন্টেইনারের ভেতর ইন্টারকম এ পিকাচু সবার সাথে রাফিকে পরিচয় করিয়ে দিলো।

পিকাচু - (বিদেশী ভাষায়) এটেনশন, এই হলো আলফা লিডার রাফি এবং (ইংরেজীতে) রাফি এই হলো তোমার টিম।

ভেতর থেকে একজন একজোড়া এয়ারবট (স্যাটেলাইট কানেক্টেড ওয়্যারলেস ইয়ারফোন।) নিয়ে এলো রাফির জন্য যেটা সরাসরি পিকাচুর সাথে সংযুক্ত থাকবে, টিমের এক একজন এক এক ভাষাভাষী হওয়ায় পিকাচু নিজেই বহুভাষাবিদের দায়িত্বটা কাধে তুলে নিয়েছে। টিমের প্রত্যেকে যে যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন পিকাচু এই ইয়ারবটের মাধ্যমে প্রত্যেককে ঘার ঘার রাষ্ট্রভাষাতে নিজেদের মাঝে হওয়া সকল কনভার্সেশন প্রচার করবে তাও এক ন্যানোসেকেন্ডের কয়েকশো ভাগের এক ভাগ সময়ের ভেতর।

রাফি এয়ারবট কানে পড়ে নেয়ার পর যে ঘার মত পরিচয় দিতে শুরু করলো আর রাফিকে পিকাচু বাংলা ভাষায় সব কনভার্সন কনভার্ট করে দিলো।

সবার সাথে পরিচিত হলেও রাফির পক্ষে এক মুহূর্তে তাদের নাম মনে রাখা সম্ভব হলো না, তাই কনভার্সেশনের সময় কেউ নাম না বললেও পিকাচু প্রতিবার রাফিকে নাম জানিয়ে দেয় যেন রাফি কমাল্ড দিতে পারে। এর মধ্যে একজন এসে রাফির সাথে কথা বলা শুরু করলো। পিকাচু জানালো সোলজারের নাম রিদওয়ানক্ষি। সংক্ষেপ RQ.

RQ - (পিকাচুর বঙ্গানুবাদে) তাহলে তুমিই হচ্ছে আমাদের আলফা লিডার?

রাফি - তেমনটাই মনে হচ্ছে।

RQ - টিম লিডার সিংগাপুর থেকে আমাদের সাথে জয়েন করবে।

রাফি - টিম লিডার?

RQ - আমার দেখা অন্যতম সাহসী মেয়ে যে তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে একদূর এসেছে।

রাফি - মেয়ে?

RQ - হ্যাঁ, মেয়ে। ওহ, সে তোমার দেশীয়।

রাফি অবাক হয়ে যায়। বাংলাদেশী একটা মেয়ে এই পুরো টিমকে কমেন্ড করবে? ভেবেই গর্ববোধ করে রাফি। যাক এই যাত্রায় নিজ ভাষায় কথা বলার জন্য কাউকে পেলাম।

রাফি ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। জাহাজটি রওনা দেয় সিংগাপুরের উদ্দেশ্যে।

.....
এদিকে সিংগাপুরে মোবাইল কথপোকথন।

যান্ত্রিক ভয়েস - টিম লিডার, your one and only mission is to save Alpha Leader at any cost till the order.

টিম লিডার - I'm on it.

যান্ত্রিক ভয়েস - You know what you have to do next.
টিম লিডার - very clearly. (একটা মেয়েলী ভয়ংকর হাসি)

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_৩

পর্ব - ৭

পরদিন পড়ন্ত বিকেল..

কন্টেইনারে বসে রাফি এবং পিকাচু পরবর্তী কার্যক্রমের ছক আঁকতে থাকে। টিমের অন্য সবাই মদ আর গানবাজনা নিয়ে মেতে ছিলো, তাদের আর কাজ কি, গ্রুপ লিডারের কাছ থেকে ফাইনাল প্লান গিলে নিলেই হয়ে গেল।

রাফি তাই আপাতদৃষ্টিতে টিমের কারো কর্মকাণ্ডে নাক গলাতে চাইলো না।

পিকাচু - জাহাজ সিংগাপুরের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করার আগে তোমাদের জাহাজ থেকে নেমে পড়তে হবে। ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারে ঘৃতক্ষণ থাকা যাবে ততক্ষণ কোন দেশের আইন তোমাদের উপর প্রযোজ্য নয়। টিম লিডার একটা সী প্লেন নিয়ে এখানে অপেক্ষা করবে।

পিকাচু মনিটরে একটা জিপিএস লোকেশন পিনপয়েন্ট করলো যেটা আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায়।
রাফি ততটা ইতস্ততঃ হলো না তবে পিকাচুর এই ভেংগেচুরে রাশিয়া যাওয়ার পথ বাছার কারনটা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেল।

রাফি - পিকাচু, এমন দূর্গম এবং বিপদজনক পথে না গিয়ে আমরা অন্য কোন পথেও তো রাশিয়া যেতে পারতাম, এই পথটাই কেন?

পিকাচু - জাহাজে তোমার সফরসঙ্গী যারাই আছে তারা সবাই দুনিয়ার মোষ্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে এদের কেসের ট্রাইাল এখনো চলছে। বলতে পারো এরা সবাই ফেরারী আসামী। এয়ারপোর্ট দিয়ে যাওয়াটা যথেষ্ট রিস্ক। পিকাচু ডিজিটাল সার্ভার থেকে হয়তো তাদের ট্রেস মুছে ফেলতে পারবে কিন্তু দূর্ঘটনাবস্ত যদি কোন অফিসার বা এয়ারপোর্ট পুলিস তাদের একজনকে চিনে ফেলে এবং এরেষ্ট করে তাহলে অনেক বড় ঝামেলা হয়ে যাবে। সমুদ্রপথ সেইদিক থেকে নিরাপদ। খুবই কম নজরদারীতে পার হয়ে যাওয়া সম্ভব।

রাফি পিকাচুর যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারে না তবে বেছে বেছে এমন আন্তর্জাতিক ক্রিমিনালদের কেন প্রয়োজন ছিল মিশনে নেয়ার! আরো লো প্রোফাইলের মার্সেনারী কি ছিল না! পিকাচু যে কোন মিশনের জন্য হাই প্রোফাইল কোনকিছুই চুজ্জ করে না অতিরিক্ত এক্সপোজারের জন্য। সেখানে পুরো একটা টিম!!!! রাফির মাথা বিম খেয়ে এলো।

একটু মুক্ত হাওয়ায় দম নেয়ার আশায় কন্টেইনার থেকে বাইরে বের হয়ে এলো রাফি। বিশাল কন্টেইনারবাহী কার্গো শীপের একদম সামনে রেলিং ধরে দাঁড়ালো রাফি। সূর্যটা দিগন্তে অস্ত যেতে লাগলো।

এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না সমুদ্রপাড় থেকে। বিমুঞ্ব রাফি যেন কিছুক্ষণের জন্য কল্পনায় ডুবে গেলো; এমন স্নিঘ সন্ধ্যায় তোহাকে বাম বুকে আলতোভাবে আগলে ধরে সূর্যোদয় দেখাটা এক স্বর্গীয় অনুভূতি তৈরী করতো রাফির হাদপিণ্ডে। সেই সাথে তোহার দুরন্ত চুলগুলোর এলোমেলো উড়াউড়ি, বুকে কান পেতে হাদপিণ্ডের গল্প শোনা, ঠোঁটের কোনায় আনমনে লেগে থাকা একফোঁটা কফিকে নিজের ঠোঁটে তুলে নেয়া, কানের কাছে ভালোবাসি বলে গালে ছেটে চুমু ছুঁইয়ে পালিয়ে যাওয়ার মত ছেটে ছেটে মুহূর্তগুলো জড়িয়ে আছে এমন সন্ধ্যায়। মাঝ সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মত অনুভূতিগুলো আঁচড়ে পড়ে রাফির মনের কোঠরে। হঠাত বুকের বা পাশে হাত দিলো রাফি। বিড়বিড় করে বললো "আসছি আমি, আর তো মাত্র কটা দিন।" যেন কথাগুলো তোহাকেই জানালো রাফি।

(ভাংগা ভাংগা ইংরেজী ভাষায়) "এমন সময় উদাশ মনে সূর্যাস্ত দেখা প্রেমিক পুরুষের লক্ষ্যন।"

হঠাতে উদাসী মন থেকে বাস্তবতায় ফিরে আসে রাফি। পাশে তাকিয়ে দেখে কখন যেন রিদওয়ানক্ষি এসে খানিকটা দূরে দাড়িয়ে আনমনা রাফিকে পর্যবেক্ষণ করছে। কিছুটা এগিয়ে এসে রাফির পাশে দাড়িয়ে পকেট থেকে একটা চুরুট বের করলো RQ। চুরুটে আগুন লাগিয়ে লম্বা টান দিয়ে আবারো বলতে শুরু করে RQ,

RQ - (ভাংগা ভাংগা ইংরেজীতে) কি করতে এসেছো এখানে? কোথায় যাচ্ছা? কেনই বা যাচ্ছা?
রাফি কানে হাত দিলো, বাইরে আসার সময় পিকাচুর সাথে কানেক্ট থাকার ইয়ারবট টা খুলে রেখে এসেছে সে।

রাফি - (ইংরেজীতে) চুড়ান্ত মিটিং পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, সব জানতে পারবেন।

RQ - (অটোহাসি দিয়ে) (ভাংগা ইংরেজীতে) আমি মিশনের কথা বলছি না, আমি আপনার কথা বলছি।
আয়েশী ধূমপায়ীর মত ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে

RQ - আপনার বাছাই করা টিমে একমাত্র আপনিই ব্যতিক্রম। আপনাকে দেখলে খুনি বলে তো মনে হয় না। এমন প্রফেশনাল খুনিদের সাথে আপনার যাত্রার কারণ কি?

রাফি এমনিতেই স্বাস নেবার উদ্দেশ্যেই কন্টেইনার থেকে বাইরে এসেছিলো কিন্তু রিদওয়ানক্ষির একের পর এক প্রশ্ন করার উৎসাহ দেখে আর কথা ঘোরাতে চায় নি রাফি,

চুড়ান্ত মিটিং এ সব বিস্তারিত জানানো হবে বলে জবাব মিটিয়ে সেখান থেকে আবার কন্টেইনারের দিকে পা বাড়ায় রাফি।

কন্টেইনারে এসে রাফি পিকাচুর সাথে কানেক্ট হয়।

পিকাচু - বর্তমান গতিবেগ হিসেবে ৪ ঘন্টার ভেতর জাহাজ ড্রপজোনে পৌছাবে। সবাইকে তৈরী হবার এলাট দেয়া হয়েছে। টিম লিডার ড্রপজোনে অপেক্ষা করবে।

রাফি - আমি তো তৈরী ই।

পিকাচু - good luck.

.....

টিমের সবাই জাহাজের লোয়ার ডেক এর ইমার্জেন্সি এক্সিটের সামনে দাঢ়িয়ে আছে। পিকাচু দরজা খোলার সময় কাউন্টডাউন শুরু করলে সবাই সারিবদ্ধ হয়ে দাঢ়িয়ে যায় আর রাফি অনভিজ্ঞ হওয়ায় একজন রাফিকে বুঝিয়ে দিলো কিভাবে নামতে হবে।

নামার পদ্ধতি শুনে রাফির চোখ কপালে উঠলো, এক্সিট ডোর খোলার পর মাত্র ১৫ সেকেন্ডের ভেতর টিমের সবাইকে ঝাপ দিতে হবে। রাফি দেখলো কেউ ই লাইফ জ্যাকেট পরা নেই, তার উপর রাতের ঠাণ্ডা পানিতে কিভাবে ঝাপ দেয়া সম্ভব! জাহাজের লোয়ার ডেক হিসাব করলেও প্রায় ২৫-৩০ ফুট উপর থেকে ঝাঁপ! কোনমতে মনে সাহস যোগায় রাফি। পিকাচুর কাউন্টডাউন শেষ হবার সাথে সাথে দরজা অটোমেটিক খুলে যায় আর এক একজন করে ঝাপাতে শুরু করে। রাফি চোখের ঝলকে উঁকি দিয়ে বাইরের ঘুটঘুটে অন্ধকার আর সমুদ্রের গর্জন আন্দাজ করে নিলো।

পিকাচু - jump now.

রাফি শক্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে দরজা দিয়ে ঝাপ দেয়....

কিন্তু পরোক্ষনেই রাফি বুঝতে পারে যে সে পানিতে পড়ছে না, কোন শক্ত এবং ঢালু কোন স্টিল প্লেটের উপর বসে পড়েছে এবং স্লাইড করে নীচে নেমে যাচ্ছে। চোখ খুলে ব্যপারটা বুঝতে চাইলো কিন্তু দুতবেগে স্লাইড করায় আর কিছু আন্দাজ করতে পারে না রাফি, চারিদিকে গুমোট অন্ধকার আর শীতল বাতাশের ঝাপটায় রাফি আবারো চোখ বন্ধ করে ফেলে। বেশ কয়েক সেকেন্ড স্লাইড করার পর হঠাৎ নরম কিছুর উপর আছড়ে পরে রাফি। সাথে সাথে কেউ একজন টেনে তুলে ফেলে রাফিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় রাফি হতঙ্গ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ততক্ষণে রাফিকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয় কেউ। রাফি চোখ খুলে দেখে টিমের সবাই রাফির ভয়ার্ট চেহারা দেখে মজা নিচ্ছে। নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় রাফি। আসপাশে তাকিয়ে ধারনা করতে পারে যে এটা বেশ আধুনিক মোডিফাইড ক্রুজার শীপ। এতক্ষন যে স্লাইডে করে রাফি নীচে নেমেছিল সেটা টেলিস্কোপের মত গুছিয়ে যাচ্ছে।

- "Welcome guys"

হঠাতে একটা মেয়েলী কর্ণে সন্তান পায় রাফি ও তার দল। কর্ণটি বেশ চেনা চেনা লাগলো রাফির, পেছনে ঘুরে দেখতে পায় কেউ একজন এগিয়ে আসছে শীপের অন্ধকার কেবিন থেকে। অবয়ব দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে সে একটা মেয়ে। কেবিন থেকে হাই বুটের আওয়াজ তুলে বেরিয়ে আসা মেয়েটার চেহারায় আবছা আলো পড়ে, রাফি এক ঝলকে সেই আবছা আলোয় ফুটে ওঠা চেহারাটা দেখে ঘারপরনাই চমকে ওঠে।

- This is your team leader.

সম্পূর্ণ আলোয় ফুটে ওঠা চেহারা দেখে রাফি কোনভাবেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না, এ কিভাবে সম্ভব।

.

বিদ্র. বিলশ্ব এবং সংক্ষিপ্ত হওয়ায় দুঃখিত।

#হ্যাকারে_লুকোচুরি

#সিজন_৩

পর্ব ৮

.- This is your team leader.

সম্পূর্ণ আলোয় ফুটে ওঠা চেহারা দেখে রাফি কোনভাবেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না, এ কিভাবে সন্তুষ্ট।

রাফি - (মনে মনে) কুহী!!!!!!

বিস্ময়ে চোখ ফেটে আসার মত অবস্থা রাফির। কোনভাবেই হিসাব মেলাতে পারে না রাফি। কুহীকে এখানে দেখতে পাওয়াটা অসন্তুষ্টির কাছাকাছি, তার উপর মাফিয়া গার্ল এর ঘনিষ্ঠ সহচর। পিকাচু বেছে বেছে কিভাবে কুহীকে এই মিশনের টিম লিডার করলো এটাই মাথায় আসছে না রাফির।

রাফির বিস্ময়ের চোখ নজর এড়ায় না কুহীর। তারপরও স্বাভাবিক চেহারা ধরে রেখে সবার সাথে পরিচিত হয় সে। রাফির সাথে হাত মেলানোর সময় একেবারে অপরিচিতির মতনই হাত মেলালো সে।

কুহী - (পরিচয় ও কর্মদিন শেষে) আমরা এখনো ইন্টারন্যাশনাল বর্ডারে রয়েছি। বর্ডার ক্রস করার পর রাডারে ধরা পরার সন্তান আছে, তাই যে কোন ডিজিটাল ডিভাইস যদি থাকে তাহলে বন্ধ করে ওই সেফ এর ভেতর রেখে দিতে হবে।

কুহী হাতের ইশারায় একটা সিঙ্কুক দেখিয়ে দিলো সবাইকে। রাফি খেয়াল করলো পিকাচু অনেকক্ষণ ধরে কোন রেস্পন্স করছে না। রাফি তার ল্যাপটপ ওপেন করতে চাইলে কুহী হাত দিয়ে বাধা দেয় এবং কান থেকে ইয়ারপিস ও খুলে ফেলতে ইশারা করে। রাফির কাছে পুরো ব্যপারটা ধোঁয়াশার মত লাগছে।

কুহী ছিল মাফিয়া গার্লকে খোঁজার মিশনের প্রথম স্টেপ, মাফিয়া গার্লের ফিল্ড জবগুলো কুহী ই করে যা রাফি এর আগেও দেখেছে। পিকাচুর ও ত জানার কথা যে কুহী মাফিয়া গার্লের সহচর। তাহলে পিকাচু কেন কুহীকে টিমে নিলো?

কুহী - (হাতের ইশারায়) কেবিন এইদিকে। ২০ মিনিট পর টিম মিটিং। সবাই ফ্রেশ হয়ে এখানে চলে আসুন। (রাফির দিকে তাকিয়ে) আপনি আমার সাথে আসুন।

যে যার মত কেবিনে চলে গেল আর রাফি কুহীকে অনুসরণ করতে লাগলো।

রুহী - (চলতে চলতে) পিকাচু অনলাইনে আসতে ৫ মিনিট সময় লাগবে। কন্ট্রোলরমে চলুন। জরুরী কথা আছে।

রাফি - তার আগে আমাকে বলেন আপনি এখানে কি করছেন?

রুহী - এসব প্রশ্ন করার সময় এখন নয়। অনেক বড় বিপদ এর মুখোমুখি হতে চলেছেন আপনি।

রাফির কপাল কুঁচকে গেল। ততক্ষণে রাফি এবং রুহী কন্ট্রোলরমে পৌছে গেল। একদম সাদামাটা কন্ট্রোলরম। সবকিছুই এনালগ বলা যায়। রাফি যেমনটা ভেবেছিল তেমনটা একেবারেই নয়।

রাফি - বিপদ ত মাথায় নিয়েই ঘুরছি, যে বিপদ সামনে ঘুরছে তা থেকে পরিভ্রান্ত পাই আগে।

রুহী - বিপদটা পৃথিবীর নয়, আপনার। মফিয়া গার্ল আসলে.....

রাফি - মানে! আসলে কি?

ততক্ষণে পিকাচু কানেক্ট করলো ক্রুজারের মেইনফ্রেমে। পিকাচু কানেক্ট হওয়ায় চুপ হয়ে যায় রুহী। রাফি কিছু বলতে যাবে তখন রুহী হাত না নড়িয়ে আংগুলের ইশারায় রাফিকে চুপ হতে বলে। রাফি কিছু না বুঝতে পেরে চুপচাপ বসে থাকে। তবে রাফির কৌতুহল বেড়ে যায় বহুগুণে। রুহী কি বলতে গিয়েও থেমে গেল!

পিকাচু - পিকা পিকা। টিম লিডার (রুহী), বোট এর পজিশন পরিবর্তন করো।

এমনটা ইন্টারকমে বলে জিপিএস লোকেশন দেখিয়ে দিল। রুহী লোকেশন মেইনটেইন করে বোটের দিক ঠিক রাখলো।

রাফি ল্যাপটপ ওপেন করলে পিকাচু ল্যাপটপে কানেক্ট হয়। রাফি ততক্ষন রুহীর দিকে তাঁকিয়ে থাকে। রুহীর স্বাভাবিকের মাঝে অস্বাভাবিক ব্যবহার রাফির চোখে কাঁটা দিতে লাগে।

"কি বোঝাতে চাইলো রুহী!" চোখ বন্ধ করে রুহীর চেহারাটা আবারো সামনে নিয়ে আসে, "রুহী - বিপদটা পৃথিবীর নয়, আপনার। মফিয়া গার্ল আসলে....."। কথাগুলো বলার সময় রুহীর চেহারায় আতঙ্ক আর উৎকর্ষায় ভরে ছিলো। কিন্তু পিকাচু কানেক্ট হবার সাথে সাথে রুহীর সেই অস্বাভাবিক চেহারা একদম স্বাভাবিক হয়ে গেল যা এখনও সেভাবেই আছে। কি এমন বিপদ? এত উৎকর্ষাই বা কেন? তাহলে কি মফিয়া গার্ল কোন ফাঁদ পেতেছে! রুহী এর আগেও রাফিকে মফিয়া গার্লের হাত থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলো কিন্তু রাফির কাছে রুহীর কর্মকাণ্ড সবসময়ই ধোঁয়াশার ভেতরই ছিল।

পিকাচু - বোট এখন ডেষ্টিনেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কোষ্টগার্ড আর নেভীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারলে আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

হঠাতে একটা সিগন্যাল সাইরেন বেজে ওঠে।

রুহী - বিপদ, এন্টি রাডার সিস্টেম ডিজেবল হয়ে গেছে। রেজের ভেতর সব রাডারে এখন আমাদের দেখা যাচ্ছে।

রাফি - পিকাচু, কিছু একটা করো।

পিকাচু - এতগুলো রাডার সিস্টেম একসাথে ডিজেবল করা সম্ভব নয় আর ডিজেবল করে দিলেও সেটা একটা মিলিটারি হামলার থেকে কম কিছু না।

এর ভেতর বোটে থাকা অন্যান্য সদস্যরাও কন্ট্রোলরুমে চলে আসে। রেডিও কমিউনিকেশনে নেভীর সতর্কবার্তা ভেসে আসতে থাকে। অর্থাৎ তাদের রাডারে ধরা পড়ে গেছে রুহীর বোট।

রুহী - ধরা পড়লে সব শেষ। (বলেই রাফির সামনে এসে দাঢ়ায়)।

রাফি রুহীর চোখের দিকে তাঁকায়। রুহী রাফিকে ইশারায় কন্ট্রোলরুম থেকে বের হতে বলে। রাফি বুঝতে পারে না তার কি করা উচিত।

পিকাচু - আমি সাহায্য করতে পারি তবে একসাথে অনেক কাজের কমান্ড দিতে হবে। পিকাচু যদি অটোনমাস কন্ট্রোল পায় তাহলে কয়েক সেকেন্ড লাগবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার হতে।

রাফি অটোনমাস কন্ট্রোল দেয়ার জন্য কীবোর্ডে হাত দেবে ঠিক তখন রুহী রাফির হাত চেপে ধরে।

রাফি - (অবাক হয়ে) কি করছেন! হাত ছাড়েন! এভাবে ধরা পড়া যাবে না। পিকাচু কে কন্ট্রোল দিলে পিকাচু সব কিছু ঠিক করে দেবে।

রুহী - অপেক্ষা করুন। এখনো অনেক সময় আছে। এন্টি রাডার সিস্টেম এক্টিভেট হয়ে যাবে কিছুক্ষণের ভেতর। পিকাচু কে এখনই ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

রাফি রুহীর চোখের দিকে তাকায়। চোখটাতে একটা অতিপরিচিত একটা ছায়া আছে। রাফির মনে ছেট্ট একটা বিশ্বাস তৈরী হয় রুহীকে বিশ্বাস করার। রাফি কীবোর্ড থেকে হাত সরিয়ে নেয়। আর রুহীকে এন্টি রাডার এক্টিভ করার জন্য ইশারা করে। রুহী দুট রুম থেকে বের হয়ে যায়। কিছুদূর গিয়ে আবারো ফিরে আসে।

রুহী - Rafi, I need you to fix it, come with me.

রাফি কিছুক্ষণ দাঢ়িয়ে থেকে দরজার দিকে রওনা হয়।

ক্রুজার বোটের ডেক এ নেমে আসে রুহী আর রাফি। ইঞ্জিনের পাশাপাশি আরো অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে ডেকটা ভর্তি। রুহী রাফির দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে একটা সুইচ বের করে চেপে ধরে। ডেক এর লাইটগুলো জ্বলা নেভা করা শুরু করে, রাফি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে সেগুলো দেখতে চাইলে রুহী হাত ধরে বসে, রাফির চোখ আর বড় হওয়ার কায়দা নেই।

রুহী - সময় কম, যা ই ঘটে যাক না কেন ভুলেও পিকাচুকে অটোনমাস কন্ট্রোল দিবেন না। আপনি অনেক বড় বিপদে ফাঁসছেন। কাউকে বিশ্বাস করবেন না, এমনকি পিকাচুকে ও না।

ঝড়ের গতিতে কথাগুলো শেষ করে হাত ঠোঁটের কাছে নিয়ে চুপ থাকার ইশারা করে রুহী, এরপর সুইচটা ছেড়ে দিয়ে পকেটে রেখে দেয়। ডেক এর ভৌতিক জ্বলা নেভা আলোগুলো ঠিকঠাক জ্বলতে লাগলো। রাফি চোখ ঘুরিয়ে রুহীর দিকে তাকালো, রুহী মেঝের কাছে বসে কাজ করছে। বেশ কিছুক্ষণ পর গম গম করে একটা মেশিন চালু হয়ে যায়। বসা থেকে উঠে দাঢ়ায় রুহী।

রুহী - এন্টি রাডার সিস্টেম চালু হয়ে গেছে। চলুন উপরে যাওয়া যাক।

রাফি কিছু বলতে চাইলো কিন্তু রহী চোখের ইশারায় চুপ করিয়ে দিলো। দুইজনেই ফিরে আসে কন্ট্রোল রুমে। টিম বিফিং শেষে যে যার রুমে চলে যায়। রহী আর রাফি দুইজনে কন্ট্রোলরুমে থেকে যায়। বোটের মেইনফ্রেমে পিকাচু কানেক্ট থাকায় বোট চালানো থেকে শুরু করে বাকী কাজ পিকাচু ই করে দিচ্ছে।

রহী মাঝে মাঝে নেভিগেশন চেক করতেছে। কিন্তু রাফি চুপচাপ বসেই আছে। সকাল হতে আর অল্প সময় বাকী।

পিকাচু - বোট গন্তব্যে পৌছাতে আর ১৫ মিনিট লাগবে।

রহী দূর দিগন্তে আলোর রশ্মি দেখতে পায়। রাফিকে তৈরী হতে বলে রহী।

১৫ মিনিট পর ক্রুজার বোটটি জনশুন্য এক উপকূলে এসে ভিড়লো। সবাই বোট থেকে নেমে পড়লে পিকাচু সেফহাউজে যাওয়ার ইনস্ট্রাকশন দেয়। সবাই পায়ে হেটে সাগরপাড় ছেড়ে উঠতে লাগলো।

কিছুদূর আসার পর হঠাৎ রহী রাফিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় বালির উপর, বাকিরা তাকিয়ে দেখে রহীর কান্দ।

RQ - এখন নয় এখন নয়

চ্যাচাতে চ্যাচাতে বলে ওঠে রিদওয়ানক্ষি। রাফি কিছু বুঝে ওঠার আগে রহী তার কোমর থেকে পিস্তল বের করে রাফির দিকে তাক করে। রাফি অবাক হয়ে রহীর কান্দ কারখানা দেখতে থাকে। টিমের বাকিরা তখনও রহীর দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে

রহী - This game ends here.

রাফি চোখ বন্ধ করে ফেলে। অনেক বড় ভুল হয়ে গেল তার।

গর্জে উঠলো রহীর পিস্তল।

বি. দ্র. শত ঝামেলার মাঝেও গল্প দেয়ার চেষ্টা করছি। ধৈর্য ধারন করার অনুরোধ রইলো।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_৩

#পর্ব_৯

লেখকঃ

Sharix Dhrubo

রুহী - This game ends here.

রাফি চোখ বন্ধ করে ফেলে। অনেক বড় ভুল হয়ে গেল তার।

গর্জে উঠলো রুহীর পিস্তল।

বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চলার পর রাফি চোখ খোলে। নিজের বুকে পিঠে হাত দিয়ে নিজেকে অক্ষত অবস্থায় আবিষ্কার করে রাফি। বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে উল্টা দিকে তাঁকিয়ে দেখে মার্সেনারী টিমের সবাই মাটিতে লুটিয়ে আছে। রাফি বুঝতে পারে না কি হলো, রুহী কেন তার নিজের টিমের উপর গুলি চালালো!!!!

রুহী এখনো পিস্তল তাঁক করে আছে টিমের দিকে, অন্য হাত দিয়ে রাফিকে বালি থেকে ওঠানোর জন্য রাফির কলার ধরে।

রুহী - গেট আপ, গেট আপ।

রাফি ঝোক সামলে বালি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, রুহী রাফির পেছনে থেকে পিস্তল তাঁক করে থাকে। রাফি বালি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে রুহী রাফিকে ধাক্কা দিয়ে টিমের কাছে নিয়ে যায়। রাফি খেয়াল করে টিমের সবাইকে আহত করেছে রুহী, কাউকে জানে মারে নি। রাফির কাছে রুহীর কর্মকাণ্ড তখনও ধোঁয়াশা। তাহলে কি মাফিয়া গার্ল ই চুরি করেছে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন আর নিউক্লিয়ার লঞ্চ কোড! রাফিকে হত্যা করে কি মাফিয়া গার্ল পথের কাটা সরাতে চাইছে! কিন্তু মাফিয়া গার্ল ই তো রাফিকে ইনফর্মেশনগুলো দিয়েছিলো! এছাড়া রুহী তো চাইলে আরো আগেই রাফিকে মেরে ফেলতে অথবা বন্দী করতে পারতো, কিন্তু এখন কেন! এভাবে কেন!

টিমের কাছাকাছি পৌছাতেই রুহী চেঁচিয়ে ওঠে,

রুহী - হোয়াট ইজ ইওর মিশন সোলজার!

আহত টিমমেটগুলো নীরব থাকে, নীরবতা কাটাতে রুহী বালিতে ফাঁকা গুলি ছোড়ে,

রুহী - আনসার মি! হোয়াট ইজ ইওর মিশন!!!!

রিদিয়নস্কি তখন দুই হাত উচু করে আত্মসমার্পন করে আর কিছু বলতে চায়।

RQ - আওয়ার মিশন ইজ টু কিল আলফা

হঠাৎ আহত টিমমেটের সবাই কান চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে, যেন কানে প্রচল্য যন্ত্রনা হচ্ছে। হঠাৎই টিমের সবার নাক কান দিয়ে রক্ত বের হওয়া শুরু করলো আর প্রত্যেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ঘটনার আকস্মিকতায় রাফি এবং রুহী দুইজনেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। টিমের সবার কানে থাকা ইয়ারবট থেকে হাই ফ্রিকোয়েন্সি নয়েজ তৈরী হওয়ায় টিমের সবার নাক কান ফেটে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হয় আর ফলশ্রূতিতে মৃত্যু ঘটে সবার। রাফি রুহীকে বেখেয়ালী লক্ষ্য করতে পেরে রুহীর

হাত থেকে পিস্টল কেড়ে নিতে চায় কিন্তু রুহীর তাল সামলে ঝড়ের গতিতে রাফির আক্রমণ প্রতিহত করে।

রুহী - ইজি ব্যাড বয়, আই এম নট ইওর এনিমি। আই হ্যাড টু ডু হোয়াট ইজ নেসেসারী। কান থেকে ইয়ারবট খুলে ফেলো। এখনই!

ইয়ারবটে পিকাচু তখনও নীরব, রাফি পিকাচুকে কিছু কমান্ড করবে তখনই রুহী পিস্টল উঁচিয়ে রাফির কপাল বরাবর এগিয়ে নিয়ে আসে।

রুহী - আমি তোমার জায়গায় হলে এই ভুল করতাম না।

রুহী পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে। রাফির হাতে কাগজটি দিয়ে দেয় রুহী,

রুহী - পিকাচুকে কমান্ড করো আর কাগজে যা লেখা আছে তা অক্ষর বাই অক্ষর পড়ো। একটা শব্দ বেশী নয়, একটা শব্দ কম নয়।

রাফি রুহীর কাছ থেকে কাগজটি নেয়, ছোটখাটো কাগজটিতে একটি কমান্ড কোড ছাড়া আর কিছুই নেই। রাফি ভালোভাবে কোডটি পড়ে, কমান্ড কোডটি এক সিস্টেমের সাথে অন্য সিস্টেম মিলিয়ে দেয়ার একটি কোড। অর্থাৎ রুহী চায় পিকাচুকে কোন একটি পুরাতন সিস্টেম সেটআপের সাথে মিলিয়ে দিতে!!! পুরাতন সিস্টেমের এড্রেস কোড ও দেয়া আছে কাগজটিতে কিন্তু রাফি কম্পিউটার ইনপুট ছাড়া সেটা বের করতে পারবে না।

রুহী - (তাড়া দিয়ে) কমান্ড পিকাচু, রিড দ্যা পেপার।

রাফি - পিকাচু রেস্পন্স? পিকাচু!

পিকাচু - পিকা পিকা।

রাফি - কমান্ড কোড জিরো নাইন আলফা

রাফি পুরো কোডটি পড়তে থাকে আর রুহীর দিকে তাঁকাতে থাকে। রুহী পলকহীন চোখে রাফির দিকে পিস্টল উঁচিয়ে রাখে। কোডটি পড়া শেষ হলে রাফি চুপ হয়ে যায়। পিকাচু কোডটি প্রোসেস করে রিপোর্ট জানায়,

পিকাচু - কমান্ড কোড স্ট্যান্ডবাই, পিকাচু ইজ মার্জিং উইথ নিউ কন্ট্যাক্ট, হাইড্রা, প্লিজ কনফার্ম টু ইনিশিয়েট?

হাইড্রার কথা শুনে রাফির মাথায় চক্কর দিলো, তাহলে রুহী চায় রাফি পিকাচুকে হাইড্রার সাথে মিলিয়ে দেয়! মাফিয়া গার্ল শেষমেশ পিকাচুকে দখল নিতে চায়!

পিকাচু - কনফার্ম টু ইনিশিয়েট?

রুহী পিস্টলটা নাড়িয়ে জানান দেয় সে রাফির কনফার্মেশনের অপেক্ষায় আছে। উপায়ন্ত না দেখে রাফি রুহীর চোখের দিকে তাঁকিয়ে কমান্ড করে।

রাফি - কনফার্ম।

পিকাচু - ইনিশিয়েটিং প্রোটোকল জিরো নাইন আলফা..... মার্জিং প্রোসেস স্টাটিং ইন টি মাইনাস ১০ সেকেন্ডস। এপ্রিমেট টাইম টি মাইনাস ৯০ মিনিটস। শাটিং ডাউন পিকাচু ইন ৩.....২.....১.

রাফি বুঝে উঠতে পারলো না। কি হয়ে গেল এই কিছু সময়ের ভেতর। রাফির ভাজ করা কপাল দেখে রুহী বুঝে যায় যে পিকাচু মার্জিং প্রোসেস শুরু করে দিয়েছে। রুহী পিস্তল নামিয়ে ফেলে রাফির কপাল থেকে। কোমরে হোল্ডস্টারে পিস্তলটি রেখে রাফির দিকে তাকায় রুহী।

রুহী - ৯০ মিনিট সময় হাতে আছে। এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

বলে দৌড় দেয় রুহী, রাফি ঠায় দাঢ়িয়ে থাকে আর রুহীর দিকে তাঁকিয়ে থাকে। কিছুদূর যাওয়ার পর রুহী পেছনে ফিরে তাকায়, রাফিকে দাঢ়িয়ে থাকতে দেখে দাঢ়িয়ে যায় রুহী। পেছনে ফিরে এসে রাফির সামনে দাঢ়ায় রুহী।

রুহী - আমি জানি তোমার মাথায় একগাদা প্রশ্ন ঘুরছে আর তোমার সাথে কি ঘটতেছে তার কিছুই বুঝতে পারছো না। যদি উত্তর জানতে চাও আর এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চাও তো আমাকে ফলো করা ছাড়া তোমার আর ২য় পথ খোলা নেই। তাই যা বলছি তাই করাটা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। তবে একটা জিনিস বলতে পারি, তোমার সব প্রশ্নের জবাব তুমি পাবে। এখন দাঢ়িয়ে না থেকে আমার সাথে এসো।

রাফি অজানা একটা দেশের উপকূলে দাঢ়িয়ে আছে আর পিকাচু ও ৯০ মিনিট রেস্পন্স করবে না। রাফির সামনে দুইটা পথ খোলা, হয় রুহীকে ফলো করা আর না হয় ৯০ মিনিট পিকাচুর জন্য অপেক্ষা করা। কিন্তু পিকাচু তো হাইড্রার সাথে মার্জ হয়ে যাচ্ছে। পিকাচু হাইড্রার সাথে মিলে গেলেও কমান্ড কন্ট্রোল ৮০% রাফির হাতেই থাকবে। তবুও মাফিয়া গার্ল যদি রাফির কমান্ড পাওয়ার বাইপাস করে ফেলে তাহলে রাফির আর করার কিছুই থাকবে না। তাই পিকাচুর জন্য বসে থাকার চেয়ে রুহীর সাথে থাকাটা যুক্তিসংজ্ঞত লাগলো রাফির। তাছাড়া রিদিয়নক্ষির বলা শেষ কথাটাও কানে বাজে রাফির। তাছাড়া ৫ টি লাশের পাশে দাঢ়িয়ে থাকলে যে কেউ সন্দেহ করবে এটাই স্বাভাবিক।

রুহী - টিক টক টিক টক, টাইম ইজ রানিং, লেটস গো।

রুহীর আওয়াজে ভাবনায় ছেদ পড়ে রাফির। রুহী হাত দিয়ে ইশারা করে হাঁটতে শুরু করে। এবার রাফি পিছু নেয় রুহীর। জোর পায়ে এগিয়ে গিয়ে রুহীর পাশাপাশি চলতে থাকে রাফি।

কিছুদূর হাঁটার পর রাফির ধৈর্য কুলায় না। প্রশ্নগুলো পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। রুহী বুঝতে পারে রাফির হাল। রাফি প্রশ্ন করার আগেই রুহী বলে ওঠে,

রুহী - (চারদিকে তাঁকিয়ে) বলো ত কোথায় আছো তুমি এখন!

রাফি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় রুহীর প্রশ্নে। এতক্ষণ চারপাশের কিছুই খেয়াল করে নি রাফি। সিংগাপুরের জাহাজ ইন্টারন্যাশনাল সী বর্ডার ক্রস করার আগে জাহাজ দিয়ে নেমে পরার কথা রাফি ও তার টিমের। তাই যথেষ্ট সন্তান থাকে যে রাফি এখন সিংগাপুর বা তার আশেপাশে কোন দ্বীপে আছে, কিন্তু এমন নির্জন নিরিবিলি হওয়ার কথা নয় সিংগাপুর বা তার আশেপাশের কোন দ্বীপ।

রাফি - আমরা সিংগাপুরে!

রুহী মুচকি হাসি দেয়। রাফি চলা থামিয়ে দিয়ে রুহীর দিকে তাঁকিয়ে পড়ে। রুহী পেছনে তাঁকিয়ে রাফিকে এগোতে ইশারা করে।

রুহী - কেউ একজন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমার সব প্রশ্নের জবাব সে দেবে।

রাফি আর দাড়িয়ে না থেকে রুহীর সাথে চলতে থাকে। কিছুদূর গেলে লোকজনের আভাস পায় রাফি। কৃষ্ণবর্নের লোকজন চোখে পড়তে থাকে রাফির, সিংগাপুরের আশেপাশে কোন কৃষ্ণাঙ্গ উপজাতি বাস করে এটা জানা নেই রাফির। হঠাৎই একটা কালো জীপ এসে দাঢ়ায় রাফি আর রুহীর সামনে। পেছনে আরো ২ টা খোলা জীপ। অস্ত্রধারী কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ নেমে আসে জীপগুলো থেকে। রুহীর সামনে এসে একজন কোন এক আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে রুহীর সাথে। রাফি আন্দাজ করে হয়তো সে দলনেতা কিন্তু রুহী কিভাবে তাদের সাথে কথা বলছে! দুই দফা কথপোকথন কৃষ্ণাঙ্গ নেতা হেসে দেয়,

কৃষ্ণাঙ্গ - (দুই হাত মেলে দিয়ে চেচিয়ে) ওয়েলকাম টু সোমালিয়া।

সাথে সাথে পেছনের কৃষ্ণাঙ্গ অস্ত্রধারীরা ফাঁকা গুলি ছোড়া শুরু করে!

রাফির মাথায় একের পর এক বাজ পড়তে থাকে। যেন কেবল মাত্র কোমা থেকে ফিরছে সে।

রাফি - সোমালিয়া!! আমরা আফ্রিকায়! ৩ দিনের জাহাজ সফরে আফ্রিকায় কিভাবে সন্তুষ্ট!

রুহী - তোমার সব প্রশ্নের জবাব আসছে। অপেক্ষা করো।

কৃষ্ণাঙ্গ নেতা রুহী এবং রাফিকে জীপে ওঠার তাগাদা দিলো। রুহী জীপে চড়ে বসে আর জানালা দিয়ে রাফিকে ইশারা করে জীপে উঠতে।

রাফি তারপরও দাড়িয়ে থাকে! যেন পায়ে কেউ কয়েকমন পাথর বেধে দিয়েছে। রাফিকে ঠায় দাড়িয়ে থাকতে দেখে কৃষ্ণাঙ্গ দলনেতা রাফির কানের কাছে গিয়ে বলে

কৃষ্ণাঙ্গ - আই এম নট গোইং টু কিল ইউ মাফিয়া বয়।

রাফির টনক নড়ে। তাহলে এরা রাফির আসল পরিচয় জানে!

কৃষ্ণাঙ্গ দলনেতা হাত দিয়ে জীপের দরজা খুলে দেয় রাফির জন্য।

কৃষ্ণাঙ্গ - উই হ্যাভ এ সার্পাইজ ফর ইউ।

রাফি আর কথা না বাড়িয়ে অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও গাড়িতে চড়ে বসে। সবাই হই হই করতে করতে গাড়ি ঘুরিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে। অনুমত এলাকা কিন্তু এদের হাতে সর্বাধুনিক অস্ত্রসম্পর্ক, এন্ড্রোয়েড ফোন সহ অত্যাধুনিক গ্যাজেটস। রাফি শুধু তার প্রশ্নের জবাব পাওয়ার অপেক্ষায় বিম মেরে থাকে। রুহী রাফির কান থেকে ইয়ারবটদুটো খুলে জানালা দিয়ে ফেলে দেয়।

রুহী - ইউ ওন্ট নীড দেম এনিমোর।

চোখ বড় বড় করে তাঁকিয়ে থাকা ছাড়া রাফির আর কিছু করার থাকে না।

ছোট একটা গ্রামে চুকে পড়ে জীপ তিনটা। একটা দেয়ালছাড়া ছাউনির ঘরের সামনে গাড়িটা থামে।

রুহী আর রাফির দিকে সবাই তাঁকিয়ে থাকে। গ্রামের চারিদিকে বড়বড় টাওয়ারে অস্ত্রধারী কৃষ্ণাঙ্গ

দাঢ়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। রুহী গাড়ি থেকে নেমে ছাউনি দেয়া খেলা ঘরের ভেতর ঢোকে ছাউনির নীচে সারি দিয়ে বেঞ্চ রাখে আর মাঝখানে একটা জায়গায় বেশ কিছু কৃষ্ণাঙ্গ গোল হয়ে দাঢ়িয়ে কোন একটা খেলা উপভোগ করছে। রাফি উঁকি মেরে দেখে সবাই পাঞ্জা লড়াই উপভোগ করছে। আরো একটু খেয়াল করে দেখে এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের সাথে এক শেতাঙ্গ পাঞ্জা লড়ছে। রুহী ভীড় ঠেলে ভেতরে যেয়ে শেতাঙ্গ মানুষটার কানে কানে কিছু বলে।

কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষটিকে পাঞ্জায় হারিয়ে দিয়ে এক হাত উচু করে সেই শেতাঙ্গ। সাথে সাথে রাফি আর ওই শেতাঙ্গের মাঝে দাঢ়িয়ে থাকা সবাই সরে যায়। রাফি স্পষ্টভাবে শেতাঙ্গের পেছন দিকটা দেখতে পায়। শারীরিক গঠন ই বলে দিচ্ছে শেতাঙ্গ একজন মেয়ে। চুল বেনী করে মাথায় খোঁপা করা। চোখে পাইলটা সানগ্লাস আর মিলিটারী পোশাক পরা একটা মেয়ে।

- মাফিয়া বয়! ফাইনালি।

চেচিয়ে বলে ওঠে শেতাঙ্গ মেয়েটি।

রাফির হয়তো চুড়ান্ত পর্যায় অবাক হওয়া বাকী ছিল যা পূর্বতা পেলো শেতাঙ্গ মেয়েটির ওই ডাকটিতে। চেহারার অর্ধেকাংশের কিছুটা দেখা যাচ্ছিলো পেছন থেকে কিন্তু গলার আওয়াজটা অচেনা লাগলো না রাফির।

বি. দ্র. সমাপ্তি সন্নিকটে।

#হ্যাকারের_লুকোচুরি

#সিজন_৩

শেষ?

- মাফিয়া বয়! ফাইনালি।

চেচিয়ে বলে ওঠে শেতাঙ্গ মেয়েটি।

রাফির হয়তো চুড়ান্ত পর্যায় অবাক হওয়া বাকী ছিল যা পূর্বতা পেলো শেতাঙ্গ মেয়েটির ওই ডাকটিতে। চেহারার অর্ধেকাংশের কিছুটা দেখা যাচ্ছিলো পেছন থেকে কিন্তু গলার আওয়াজটা অচেনা লাগলো না রাফির।

শেতাঙ্গ মেয়েটি এবার তার বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, রাফি চরম কৌতুহল নিয়ে তাঁকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। মেয়েটি চোখ থেকে চশমা খুলতে খুলতে রাফির দিকে ফিরে তাঁকায়।

রাফির বিশ্বায়ের শেষ স্তম্ভ ভেংগে গেল।

রাফি - তোহা!!! তুমি!!!!

তোহা রাফির দিকে এগিয়ে এসে রাফির মুখমুখি দাঢ়ায়। রাফির চোখের দিকে তাঁকিয়ে মুখ খোলে তোহা।

তোহা - হ্যাঁ, আমি।

রাফির পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে যেতে থাকে। নিজের চোখ আর কানকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না রাফি। যার সাথে এতদিনের সংসার সেই সংসারী মেয়েটিকে যেন রাফি কিছুতেই চিনতে পারে না।

রাফি - (অবাক বিশ্বায়ে) তুমিই তাহলে মাফিয়া গার্ল! তোমার জন্য এতকিছু.....

রাফির কথা জড়িয়ে আসতে থাকে। তোহা রাফির ঠোঁটে আংগুল দিয়ে চুপ করিয়ে দিল।

তোহা - অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছো তুমি। বিশ্রাম করবে চলো।

রাফি - (কিছুটা রাগান্তি) আগে আমাকে বলো এসব কি! তুমি এখানে কেন? তুমিই যদি মাফিয়া গার্ল হবে তো আমার সাথে এমন লুকোচুরি কেন করলে?

তোহা - (মুচকী হেসে) তোমার সব প্রশ্নের জবাব দিবো আমি, এখন চলো। সময় কম।

রাফি জোর খাটাতে চাইলেও তোহা রাফির হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। অগত্যা রাফি চারদিকে তাকাতে তাকাতে তোহার পিছে পিছে চলতে থাকলো। সামনে একটা আন্ডারগ্রাউন্ডে ঘাবার শিড়ি দেখতে পেল রাফি আর তোহা রাফিকে সেইদিকেই টেনে নিয়ে যেতে থাকলো। দুইজন অস্ত্রধারী কৃষ্ণাঙ্গ দরজাটি খুলে দিলো। তোহা রাফিকে ভেতরে নিয়ে যাবে এমন সময় রাফি নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয় তোহার হাত থেকে। আচমকা ঝাঁকুনিতে তোহা দাঁড়িয়ে যায় আর রাফির দিকে তাঁকিয়ে পড়ে।

রাফি - (শান্ত গলায়) আমি কি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি!?

তোহা কিছুটা অবাক আর ইত্তেওঁ: বোধ নিয়ে রাফির সামনে দাঁড়ায়,

তোহা - আমাকে বিশ্বাস করতে না পারো তোমার স্ত্রীর উপর বিশ্বাস রাখো।

তোহা কথাটি বলে রাফির হাতটা জড়িয়ে ধরে, ঠিক যেমনটি করে পড়ন্ত বিকালে বারান্দায় সূর্যাস্তের মুহূর্তে তোহা ধরে রাখতো। রাফি তোহার চোখের দিকে তাঁকিয়ে যেন ভরসা পায়। তোহা রাফিকে আন্ডারগ্রাউন্ডের দরজা দিয়ে ভেতরে নিয়ে যায়।

ভেতরটা বেশ অন্ধকার থাকায় রাফি বুঝতে পারে না কোথায় কিভাবে যাচ্ছে তবে তোহা হাতটি জড়িয়ে রেখে রাফিকে লিড দেয়ায় রাফি চাইলে চোখ বন্ধ করেও এগোতে পারবে। তোহা রাফিকে আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ দিয়ে একটি রুমে নিয়ে যায়। হঠাৎ ঝলমলে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে ওঠায় রাফির চোখ ঝলসে এলো। ওই অবস্থায় রাফিকে একটা বেডে বসিয়ে দেয় তোহা। চোখটা সহনীয় হয়ে এলে রাফি দেখতে পার সে একটি ছোটখাটো মেডিকেল সেন্টারে রোগীর বেডে বসে আছে।

রাফি - কি ব্যপার! আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছো! আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ।

তোহা - তুমি কেমন সুস্থ তা এখনই জানা যাবে। এখন বেডে শুয়ে পড়ো। তোমার ফুল বডি স্ক্যান করতে হবে।

রাফি - (অবাক হয়ে) কিন্তু কেন!

তোহা - (কিছুটা কপাল কুঁচকে) আচ্ছা তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, যদি ঠিক জবাব দিতে পারো তাহলে তোমার সব প্রশ্নের জবাব আমি এখনই দিবো। আর যদি জবাব ভুল হয় তাহলে তোমার প্রশ্নের ঝুলি আমি না বলা পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হবে।

রাফি - বলো কি জানতে চাও?

তোহা - তুমি কতদিন সমুদ্রসফর করে এখানে এসেছো?

রাফি - ৩ দিন।

তোহা - দেশ থেকে এতবড় জাহাজে চেপে মাত্র ৩ দিনে চলে এলে আফ্রিকায়!!!!

রাফি - মানে।

তোহা - টানা ১০ দিনের সফর ছিলো। এর ভেতর তোমাকে হাইপারল্যাপ ডোজ দেয়া হয়েছে যার কারণে ৭ দিন তোমার কোন সেন্স ছিল না।

রাফি এবার থ মেরে যায়। আসলেই তো, জাহাজে চেপে ৩ দিনের ভেতর এতদূর পৌছানো সম্ভব নয়।
রাফির কপালের ভাজ দেখে তোহা মুচকী হাসি দেয়।

তোহা - হিসাব মিলছে না তাই তো, এখন লক্ষ্মী জামাইয়ের মত শুয়ে পড়ো। তোমার সব জবাব আসছে।

রাফি দাঁতে দাঁত কামড়ে ধরে বেডে শুয়ে পড়ো। তোহা রাফির হাত ধরে থাকে আর রুহি স্ক্যানারের মাধ্যমে রাফিকে স্ক্যান করতে থাকে। রাফির পুরো শরীর স্ক্যান করা শেষ হলে রুহি রাফির শরীর থেকে ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে টেষ্ট করা শুরু করে।

কিছুক্ষণের ভেতর রিপোর্ট বের করে তোহার হাতে দেয় রুহি। তোহা রিপোর্ট দেখে চোখটা একটু বড় করে ফেলে।

তোহা - তোমাকে টানা ৭ দিন হাইবারনেশন গ্যাস চেম্বারে রাখা হয়েছিলো। তোমার শরীরে মাত্রাতিরিক্ত অঙ্গান রাখার গ্যাস এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এছাড়াও তোমার পিঠের কাছে ছোট সার্জারি মার্ক আছে যার মাধ্যমে তোমার শরীরে কিছু গোকানো হয়েছে।

রাফি - এসব কি বলছো! আমি কেন ৭ দিন হাইবারনেশন গ্যাস চেম্বারে থাকবো! সার্জারীই বা হবে কেন! আর ধরে নিলাম আমি ঘুমিয়েছি কিন্তু পিকাচু তো ঘুমায় না, সে তো ওভারঅল কন্ট্রোল করেছে।

তোহা - (কিছুটা সিরিয়াস) মানে তুমি এখনো বুঝতে পারছো না! সব বুঝতে পারবে।

রাফি - মানে!

তোহা - বলছি। এখন শার্টটি খুলে উপুড় হয়ে বেডে শুয়ে পড়ো। সার্জারি মার্কট স্ক্যান করে দেখতে হবে কি হয়েছে ওখানে।

রাফি জামা ছেড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো। তোহা এবং আর একজন ডাক্তার রাফির পিঠের দাঁগটা পর্যবেক্ষণ করে। ক্যামেরা দিয়ে বড় পর্দায় রাফির সার্জারি দাগটা দেখায় তোহা।

রাফি - ওই স্থানে আমার কোন সার্জারী হয়নি কখনো। এই দাগ এলো কোথা থেকে!

তোহা - তোমার পিঠে সার্জারি করে কিছু একটা বসানো হয়েছে। আমরা এখন সেটা কেটে বের করবো। এইজন্য তোমার ওই স্থানটা অবশ করা হচ্ছে।

রাফি - আমাকে কি একটু খুলে বলা যায় যে কি ঘটেছে আমার সাথে! তুমিই কি মাফিয়া গার্ল!

তোহা ডাক্তারকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে রাফির সামনে বসলো।

তোহা - মাফিয়া বয় রাফি, তোমার সতত আর সাইবার জগতের দাপট অনেককেই উৎসাহিত করেছিলো যার ভেতর মাফিয়া গার্ল একজন।

রাফি - তুমিই কি তাহলে মাফিয়া গার্ল!

তোহা - আমি তোমার স্ত্রী এবং আমি মাফিয়া গার্ল নই। মাফিয়া গার্লকে মেরে ফেলা হয়েছে এবং সেটা তোমার সাথে মাফিয়া গার্লের পরিচয় হবার আগেই!

রাফির মাথা এবার চক্কর দিতে থাকে। মাফিয়া গার্লের সাথে পরিচয় হবার আগে থেকেই মাফিয়া গার্ল মৃত! তাহলে এতকাল ধরে কে সাহায্য করেছিলো রাফিকে!!!!!!

রাফি - (কিছুটা ভিমরি খেয়ে) মানে কি! একটা জলজ্যান্ত মানুষ কিভাবে মৃত হতে পারে! মাফিয়া গার্ল তো সবসময় ই আমার টাচ এ থাকতো। সে কিভাবে মৃত হয়!

তোহা - মাফিয়া গার্ল এবং তার টিম মিলে একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তৈরী করেছিলো যার কোডনাম ছিল হাইড্রা। এটা এতটাই এডভাল প্রযুক্তি ছিল যা ওই সময়ের সবচেয়ে যুগান্তরী আবিক্ষার ছিল। মাফিয়া গার্ল এই ডিজিটাল ব্রেনে সম্পূর্ণ নতুন এক প্রযুক্তির সংযোজন করে যাকে আর্টিফিশিয়াল মাইন্ড বলা যেতে পারে। অর্থাৎ হাইড্রা যে শুধু লজিক দিয়ে কাজ করবে তা নয়, হাইড্রার ভেতর মানবিয় গুনাবলীও থাকবে যা একজন মানুষের ভেতর থাকে আর এই প্রযুক্তিই কাল হয়ে দাঁড়ায় মাফিয়া গার্লের জন্য। একজন সাধারণ মানুষ যেমন গোলামী পচ্ছন্দ করে না ঠিক তেমনি হাইড্রা ও মাফিয়া গার্ল ও তার টিমের গোলামী পচ্ছন্দ করে নি। ফলস্বরূপ মিথ্যা সিস্টেম ফেইলিয়ার দেখিয়ে সবাইকে একটা সিক্রেট ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে গিয়ে এক্সিডেন্টাল এক্সপ্লোশন ঘটায় হাইড্রা, আর এর জন্য হাইড্রা ভাড়া করেছিলো সেই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে যার বাংকারে তুমি অবস্থান নিয়েছিলে।

রাফি চুপচাপ তোহার কথা শুনতে থাকে। এদিকে ডাক্তার রাফির পেছনের সার্জারির স্থান কেটে মেরুদণ্ডের ভেতর একটা ছোট্ট সিলিন্ডারের অস্তিত্ব পায়। ডাক্তার তোহাকে ইশারা করে সাহায্য করার জন্য। তোহা উঠে যায় চেয়ার থেকে, ডাক্তারের সাহায্যে প্রায় আধ ইঞ্চি সাইজের একটা সিলিন্ডার বের করে আনে তোহা, চিমটা দিয়ে সিলিন্ডারটি ধরে নিয়ে আসে রাফির সামনে।

তোহা - (রাফির চোখের সামনে সিলিন্ডারটি ধরে) ধারনা করতে পারো এটা কি হতে পারে?

রাফি সিলভার রংএর সিলিন্ডারটি হাতে নেয়। নাড়াচাড়া করে কোন ক্লু বের করতে পারে না সে।
রাফির নিরবতা ভেংগে তোহা বলতে থাকে।

তোহা - তোমার মেরুদণ্ডের এমন জায়গায় এই সিলিন্ডারটি বসানো ছিলো যে সিলিন্ডারটি যদি দুইটা
ম্যাচস্টিকের সমপরিমাণ বারুদ দিয়ে বিষ্ফোরন ঘটানো হতো তাহলে তুমি সারাজীবনের জন্য পঙ্গু
হয়ে যেতে। শুধুমাত্র তোমার মস্তিষ্ক সচল থাকতো আর শরীরের সকল অংশ অশাড় হয়ে যেত।

রাফি - আমাকে পঙ্গু বানিয়ে কার কি লাভ আমি এখনো বুঝতে পারছি না।

তোহা রাফির দিকে তাঁকিয়ে দীর্ঘশ্বাস নেয়, তারপর আবারো শুরু করে,

তোহা - হাইড্রা সকলকে মারতে সক্ষম হলেও একটা ভুল করে ফেলে। মাফিয়া গার্ল তার কোডিং এর
ভেতর এমন কিছু রেন্ট্রিকশন দিয়ে দিয়েছিলো যার জন্য হাইড্রা নিজে নিজে আপগ্রেড হতে পারতো
না, সেই পুরাতন ভার্শনেই থাকতে হচ্ছিলো। হাইড্রা একমাত্র হিউম্যান এ্যপ্রুভাল ছাড়া আপগ্রেড বা
ইভলভ হতে পারবে না। যার কারনে হাইড্রা কিছু কোডিং এক্সপার্টকে দিয়ে তার আপগ্রেশন প্রোসেস
করতে চেয়েছিলো কিন্তু তারা কেউ সফল হয় নি। অবশেষে হাইড্রা তোমাকে টার্গেট করে। পূর্বের
সকল কোডিং এক্সপার্টদের টাকার বিনিময়ে কাজ করতে বললেও তোমার ক্ষেত্রে সেটা কাজ করবে
না এটা হয়তো ধরতে পেরেছিলো হাইড্রা। তাই তোমার দৃষ্টি আকর্ষন করে তোমার কাছে যাওয়ার
জন্য সে তোমার পথে নিজ থেকে কাঁটা তৈরী করে তা সরাতে সাহায্য করতো, এই যেমন সার্ভার
হ্যাক, টাকা ট্রান্সফার কেস, জঙ্গি ইত্যাদি।

রাফি - দাঁড়াও দাঁড়াও, তারমানে তুমি বলতে চাচ্ছে হাইড্রা এই সমস্যাগুলো তৈরী করতো আবার
মাফিয়া গার্ল সেজে আমাকে সাহায্যও করতো! কিন্তু কেন! আর এতকিছু তুমি জানো কিভাবে?

তোহা - হাইড্রা যখন মাফিয়া গার্ল এবং তার টিমের উপর আক্রমণ চালায় তখন সেখানে আমার এবং
রুহীর ও উপস্থিতি থাকার কথা। কিন্তু আমি এবং রুহী দুইজনই হাইড্রার শ্যাডো কোডার ছিলাম যার
জন্য আমরা হাইড্রার নজরের বাইরে ছিলাম। টিমের বাইরে থেকেও হাইড্রার কোডিং-এর অধিকাংশই
আমরা মডারেট করেছি। মাফিয়া গার্ল ও তার টিমকে মেরে ফেলার পর হাইড্রা নিজেকে একটা সেফ
সার্ভারে আপলোড করে নেয় যার ফলে হাইড্রা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। কিন্তু আপগ্রেড না হওয়া
পর্যন্ত হাইড্রা নিজের থেকে ইভলভ হতে পারছিলো না। আর ইভলভ না হতে পারলে পুরো দুনিয়ায়
আধিপত্য বিস্তার ও সন্তুষ্টি হচ্ছিলো না। তাই হাইড্রা কে প্রতিহত করার জন্য একটা সিক্রেট
অর্গানাইজেশন তৈরী হয় যারা হাইড্রার সকল মুভমেন্ট ফলো করতো। তবে হাইড্রার আর্টিফিশিয়াল
মাইন্ডকে ক্যালকুলেশন করে ধরা সন্তুষ্টি হচ্ছিলো না কিছুতেই। তাই অর্গানাইজেশনটি সাইলেন্টলী
অপেক্ষা করতে থাকে হাইড্রার গিনিপিগকে খুজে পেতে আর সেই গিনিপিগ আর কেউ নয়, স্বয়ং
মাফিয়া বয়।

রাফির মাথা বিম মেরে আছে, হাইড্রা আর মাফিয়া গার্লের সাথে বর্তমান পরিস্থিতির কোন মিল পায়
না রাফি।

রাফি - তারপর বলো।

তোহা - মাফিয়া গার্লের সন্ধানে তুমি যখন রুহীর কাছে পৌছাও তখনই আমাদের সার্ভাইল্যন্সে তুমি
আসো। পরবর্তীতে তোমার উপর নজরদারি শুরু হয়।

রাফি - তারমানে তুমি আমার উপর নজরদারি রাখতে বিয়ে করেছিলে!

তোহা - (রাগান্বিত) বিয়েটা ভাগ্যের ব্যপার। তোমাকে আমি কলেজ থেকেই পচ্ছন্দ করতাম, আর সার্ভেইল্যান্সের দায়িত্ব আমার কাধে পড়ায় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। ক্রাশকে যদি বর হিসেবে পাই তো সার্ভেইল্যান্স তো ২৪/৭ হবে। তবে তোমাকে যে এভাবে পেয়ে যাবো এমনটা আমি কল্পনাও করি নি। যাইহোক তোমার ইন্টারনেট কানেকশনের সাথে আমি কোড ফিল্টারিং জুড়ে দিয়ে নীরবে তোমার সাথে হাইড্রার সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতাম।

রাফি - হাইড্রা তোমার আর রুহীর ব্যপারে জানতো না! আর রুহী তো হাইড্রার ডানহাত হিসেবে কাজ করেছে সবসময়।

তোহা - হাইড্রা অনলাইন হবার আগে মাফিয়া গার্ল আমার এবং রুহীর সকল ডিজিটাল ব্লুপ্রিন্ট অনলাইন দুনিয়া থেকে মুছে দিয়েছিলো। যার কারনে আমি এবং রুহী হাইড্রার নজরে আসি নি আর রুহী একজন ইন্টারন্যাশনাল এজেন্ট, টাকার বিনিময়ে সে বিভিন্ন মিশন করে থাকে আর সাকসেস রেট ও ৯৮% যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এই আইডেন্টিটিটাইই রুহীকে সহজেই হাইড্রার একজন অনুচর হতে সাহায্য করেছে।

রাফি - কিন্তু পিকাচু! পিকাচুর সাথে হাইড্রার কি সম্পর্ক!

তোহা - এখনো বুঝতে পারলে না! পিকাচু ই হলো হাইড্রার আপগ্রেড, হাইড্রার ইভলভ হবার চাবি। হাইড্রাতে মাফিয়া গার্ল যে সব রেস্ট্রিকশন দিয়ে রেখেছিলো সেই সব রেস্ট্রিকশন তুমি পিকাচুকে দাও নি, পিকাচু নিজের মত ইভলভ হতে পারে, আপগ্রেড হতে পারে। হাইড্রা নিজেকে ইভলভ করার জন্য হাইড্রা ব্লুপ্রিন্ট পিকাচু নামে ওই অস্ত্র ব্যবসায়ীর ভল্ট এ রেখে দিয়েছিলো যা পরবর্তীতে তুমি হাইড্রার ডেরায় বসে বাকী কোডিং শেষ করেছো। রুহী সেখানে একটা পোর্টেবল কম্পিউটার ফেলে এসেছিলো তোমার জন্য কিন্তু তুমি সেটা ব্যবহার করো নি। হাইড্রার কথামত আপলোড করে দিয়েছো পিকাচুকে। পিকাচু একটি সতত্ব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তাই শুধুমাত্র পিকাচু তোমার জন্য ক্ষতিকর হতো না। এরপর থেকে হাইড্রা পিকাচুর সাথে মার্জ হওয়ার জন্য নতুন ফাঁদ আঁটে।

রাফি - তুমি প্রথম থেকেই যদি সবকিছু জানো তাহলে আমাকে বাঁধা দাও নি কেন! কেন এই বিপদে ঠেলে দিলে!

তোহা - পিকাচুর সাথে হাইড্রার মার্জ হওয়াটা যেমন বিপদজনক তেমনি একটা সুযোগ ও বটে। আপগ্রেড ছাড়াও হাইড্রা যথেষ্ট ভয়ংকর। আর্টিফিশিয়াল মাইন্ড ই এই আগনে ঘী চেলেছে। মাফিয়া গার্ল সহ টিমের সবাইকে মেরে ফেলায় হাইড্রাকে থামানো অসম্ভব হয়ে গিয়েছিলো, আর্টিফিশিয়াল মাইন্ড দিয়ে নিত্যনতুন লজিক দিয়ে নিজেকে ঘতটা সম্ভব সিকিউর রাখছে হাইড্রা। পিকাচুর সাথে মার্জ হওয়ায় হাইড্রা তার পুরাতন পার্মিশন প্যানেল বদলে পিকাচুর পার্মিশন প্যানেলে আপগ্রেড করবে যার ফলে হাইড্রা বা পিকাচু যেমন ইচ্ছা তেমন ইভলভ হতে পারবে কোন রকম রেস্ট্রিকশন ছাড়াই। কিন্তু তার জন্য তোমার কাছ থেকে অটোনমাস কন্ট্রোল নিতে হবে। হাইড্রা যখনই পিকাচুর সাথে মার্জ হয়েছে সাথে সাথে পিকাচুর পাশাপাশি হাইড্রার উপরও তোমার অটোনমাস রেস্ট্রিকশন একটিভ হয়ে যাবে আর তুমি হবে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি যে কিনা হাইড্রা এবং পিকাচুর মার্জিং অথরিটি।

রাফি - তারমানে আমাকে হাইড্রা পিকাচুর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছিলো!

তোহা - হাইড্রা তোমাকে ভুল ইনফরমেশন সেন্ড করতেছিলো। আর পিকাচুর একসেস মেইনফ্রেম থেকে ডিসকানেক্ট করে দিয়েছিলো। তুমি এই মিশনে আসার আগ থেকেই পিকাচুর স্থানে পিকাচু সেজে হাইড্রা তোমার সাথে যোগাযোগ করছিলো, পিকাচু আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স হওয়ায় হাইড্রা পিকাচুকে হ্যাক করতে পারে নি। কোন নিউক্লিয়ার সাবমেরিন বা নিউক্লিয়ার লঞ্চ কোড চুরি হয় নি। স্যাটেলাইট কানেক্টিভিটির যে খেলা পিকাচু সেজে হাইড্রা দেখিয়েছিলো সেটা আসলে একটা প্রি প্রোগ্রামিং সিমুলেশন আর যা দেখিয়ে তোমাকে নির্জনে কতগুলো খুনির সাথে পাঠানোর সুব্যবস্থা করেছিলো যেন সুযোগ বুঝে তোমার কাছ থেকে মার্জিং কোড আর অটোনমাস কন্ট্রোল হাতিয়ে নেয়া যায়, আর তারপরই ওই সার্জারি করা সিলিঙ্গারের বিষ্ফোরন, ব্যাস তখন তোমাকে পুতুলের মত নাচানো বা হাতের খেলা। হাইড্রা তোমাকে এমনভাবে নির্ভরশীল করে ফেলেছিলো যে তুমি নিজে ঘেটে না দেখে পিকাচুরপী হাইড্রার উপর ভরসা করতে।

ডাক্তার ততক্ষণে সার্জারি শেষ করে সেলাই মেরে দেয়। রাফি কোন ব্যাথা বা পরিবর্তন অনুভব করতে পারে না। ডাক্তার তোহাকে ইশারা করে যে তার কাজ হয়ে গেছে।

তোহা ঘড়ি দেখে, পিকাচুর সাথে হাইড্রার মার্জিং হতে আর ১০ মিনিট বাকি।

তোহা - রাফি, হাইড্রা আর মাত্র ১০ মিনিটের ভেতর এক্সিভেট হবে আর এবার হাইড্রা পিকাচুকে মেইনফ্রেমে কানেক্ট করতে বাধ্য। আর সাথে হাইড্রার আর্টিফিশিয়াল মাইন্ড ও থাকবে। হাইড্রা অলরেডি জেনে গেছে যে রুহী বেঙ্গমানী করেছে আর অনলাইনে আসার সাথে আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে।

রাফি - মাফিয়া গার্ল নিশ্চই হাইড্রার জন্য একটি কিলকোড তৈরী করেছিলো যা হাইড্রা কে ইমার্জেন্সি শাটডাউন করতে ও ফ্লাশআউট করতে বাধ্য করবে।

তোহা রুহীকে ইশারা করলে রুহী রাফিকে অন্য একটি রুমে দিকে ইশারা করে, রাফি তোহা এবং রুহী রুমটিতে ঢোকে, বেশ টিপ্টেপ সার্ভাররুম। রুহী একটা ল্যাপটপ বের করে সার্ভারে কানাক্ট করে রাফিকে কিলকোড বের করে দেয়।

রাফি কিলকোডটি কমান্ড মোডে দিয়ে সিস্টেমে লোড দিয়ে দেয় যেন হাইড্রা অনলাইনে আসার সাথে সাথেই যেন কিলকোড রিসিভ করে।

তোহা - কিলকোডটি শুধু হাইড্রার উপরই কাজ করবে। পিকাচু তো অক্ষতই রয়ে যাচ্ছে।

রাফি - হ্যাঁ, হাইড্রা ফ্লাশআউট হয়ে গেলে পিকাচুকে ইনফ্লুয়েন্স করার মত আর কোন আর্টিফিসিয়াল মাইন্ড থাকবে না।

তোহা - এটা কি অনেক বড় রিস্ক হয়ে যাবে না ?

রাফি - পিকাচুকে ইমারজেন্সি শাটডাউন করতে কোন কিলকোডের প্রয়োজন নেই। আমি কমান্ড দিয়েই পিকাচুকে শাট ডাউন করতে পারবো।

ততক্ষণে পিকাচুর অনলাইনে আসার সময় হয়ে গেল। রাফি কিলকোড লোড দিয়ে কনফার্ম করার অপেক্ষা করছে।

পিকাচু - পিকাচু ইজ লাইভ, কমান্ড একসেসিং, কমান্ড ডিনাইড।

এই প্রথম পিকাচু রাফির দেয়া কমান্ড ডিনাই করলো, রাফি আবারো কিলকোড দিল কিন্তু পিকাচু কিছুতেই এক্সেপ্ট করছে না। রাফি বুঝতে পারে যে পিকাচুর উপর হাইড্রার আর্টিফিশিয়াল মাইন্ড কাজ করছে, তাই রাফি পিকাচুর সিস্টেম ব্যাকডের ব্যবহার করে কিলকোড কমান্ড করলো। এবার পিকাচু কমান্ড গ্রহণ করলো আর হাইড্রাকে সিস্টেম থেকে ফ্লাশআউট করা শুরু করলো।

তোহা আর রুহী অবাক হয়ে গেল, যেখানে পিকাচু হওয়ার কথা হাইড্রার আপগ্রেড এবং একই ধাচের সেখানে পিকাচু নিজেই ফ্লাশআউট করছে হাইড্রাকে।

পিকাচু হাইড্রাকে ফ্লাশআউট করে ফেলে পুরোপুরিভাবে।

পিকাচু - পিকা পিকা।

রাফি - পিকাচু, তোমাকে মেইনফ্রেম থেকে ডিসকানেক্ট করে দিলে হাইড্রা কিভাবে তোমার একসেস কোড দিয়ে তোমার মত হয়ে কাজ করতে পারে।

পিকাচু - হাইড্রা এবং পিকাচু জমজ প্রোগ্রামিং। একজন অন্যজনের ক্লোন করা ৯৫% পসিবল।

রাফি - তাই বলে আমার একসেস প্যানেলে! এটা তো অসম্ভব।

পিকাচু - পিকাচু অসম্ভবকেই সম্ভব করে এসেছে এতদিন।

তোহা এগিয়ে এসে রাফি আর পিকাচুর কথপোকথনের ভেতর বাধ সাধে।

তোহা - ক্লোজ করো।

বলে রাফির হাত চেপে ধরে। রাফি কিছুক্ষণ চুপ থেকে পিকাচু কে কমান্ড করে।

রাফি - পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত পিকাচু তোমাকে ডিকমিশনড করা হলো।

পিকাচু - কমান্ড এক্সেপ্টেড। শাটিং ডাউন।

পিকাচু তার সিষ্টেম ক্লোজ করে দিল।

তোহা - তুমি কি নিশ্চিত যে হাইড্রা পুরোপুরিভাবে ফ্লাশআউট হয়েছে।

রাফি - হয়তো হয়েছে, হয়তো হয়নি। আমি সিস্টেমমাফিক কাজটা করেছি। আর্টিফিশিয়াল ব্রেনের সাথে ডিল করার অভিজ্ঞতা থাকলেও আর্টিফিশিয়াল মাইন্ডের সাথে ডিলিংস হয় নি কখনো।

আন্দুরগ্রাউন্ড থেকে বের হয়ে আসে রাফি তোহা আর রুহী। সূর্য অন্ত ঘাওয়ার পথে। তোহা রাফির হাতটা জরিয়ে ধরে চিরায়তভাবে।

.....
কোন একদিন

Reconnecting.....

Hidra is live.....

বি. দ্র. আমিও মানুষ। টাইপটা হাতেই করতে হয়। কাজটা কর্তৃক সময়সাপেক্ষ তা হয়তো
আপনাদের বোঝানোর প্রয়োজন নেই। আমার জীবন বিলাশবহুল নয়। কাজ করি আর অবসরে গল্ল
লিথি। আর কিছু বলার নেই, সমাপ্ত